বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার ৮

গৌতমীয়-তন্ত্রম্

মহর্ষিপ্রবর-গৌতম-বিরচিতম্

[সানুবাদ-বৈষ্ণব-তন্ত্রম্]

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত-
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ
শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

কলিকাতা- ১৬৬ সংখ্যক-বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনযন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্ ।

[মূল্য ৸০ বারো আনা

নিবেদন

এই অসংখ্য তন্ত্র-বিরাজিত—শিবশক্তি-সাধনায় অষ্টসিদ্ধিলাভের নানা প্রক্রিয়ানির্দ্দেশিত দেশে—বৈষ্ণবীয় সাধনার তন্ত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবগণের সাধনকুঞ্জে বৈষ্ণবীয় সাধনতন্ত্র প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এ পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের তত্ত্বপিপাসা তৃপ্ত করে নাই। শ্রীনবদ্বীপের বহু বৈষ্ণবাবাসে বহু সন্ধান করিয়াও গুপ্ত বৈষ্ণবসাধনার গুহ্যতন্ত্র সম্বন্ধে কোন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তন্ত্র আছে কি না, জানিতে পারি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপারিষদ—যিনি শ্রীমহাপ্রভুকে প্রেমের অবতার বলিয়া প্রথম চিনিতে পারিয়া, কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন—অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া যুক্তিতর্ক-বাদে শ্রীমহাপ্রভুকে লোকসমাজে অবতার প্রতিপন্ন করেন—সেই ভক্তাবতার জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট যশড়ার কীট-জীর্ণ বিগলিতপ্রায় পুথিরাশি আলোড়িত করিয়া এই বৈষ্ণবীয় মহাতন্ত্রের গলিতপ্রায় পুথিখানি জরাজীর্ণভাবে প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহার পাঠ-উদ্ধার করাও বিষম সঙ্কট হইয়া পড়ে। তাহার পর শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি অল্প জীর্ণ পুথি সংগ্রহ করিয়া—উভয় পুথি মিলাইয়া পাঠ-উদ্ধার করিয়া এই বৈষ্ণবীয় তন্ত্রখানি পরমযত্নে অনূদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আশা করি, ভক্তসম্প্রদায় এই আয়াস-সংগৃহীত মহারত্ন—তুলসীমালা-সদৃশ সাধনার অমূল্যনিধি গ্রহণ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবার শুভযোগ লাভ করিবেন।

তন্ত্রের মহাশক্তিই বৈষ্ণবী—বৈষ্ণবীরূপেই মহামায়ার বিচিত্র বিকাশ। সেই মায়ার প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট—জগৎ চালিত—সেই মায়াঘোরে আবদ্ধ হইয়া সংসারকূপ-নিবদ্ধ মানব আমরা মোহান্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম করিতেছি—আশা-মরীচিকাকে সুখস্বপ্ন মনে করিতেছি—আকাশকুসুমকে নন্দনের পারিজাত দেখিতেছি—মহামায়ার লীলা-বিভ্রমে মায়ার বশে ঘুরিতেছি।

তান্ত্রিক সাধক সেই মায়ার বিভ্রমে অবিদ্যা সাধনা করিয়া অষ্টসিদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন। বৈদান্তিক সেই মায়াবাদ ছিন্ন করিয়া আত্মজীবনে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন—অদ্বৈতজ্ঞানের বিকাশ দেখাইতে-ছেন—জগৎ মিথ্যা—গুণাতীত শক্তিতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু ইহাও সেই মহামায়ার অনন্ত লীলার বিদ্যুদ্‌বিকাশ প্রহেলিকামাত্র। বুদ্ধিরথে আরোহণ করিয়া এ তরঙ্গ-সঙ্কুল অসীম লীলাসমুদ্র অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণবসাধক ভক্তিসাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম-লীলার কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের সাধনা করিতেছেন। এ সাধনা মাতৃরূপে নহে—নায়িকারূপে—প্রেমময়ী রমণীরূপে—প্রেমের দিব্যমূর্ত্তি শ্রীরাধারূপে এ সাধনা—কামগন্ধহীন স্বর্গীয় প্রেম—শুদ্ধা ভক্তির উপাসনা। শান্ত—দাস্য—সখ্য—মাধুর্য্য—তুমি প্রভু, আমি দাস—সংসারে জন্মজনিত অপার দুঃখকে ভয় কি—আমার কোটি কোটি জন্ম হউক—কিন্তু প্রভু, এ অধম অক্ষম দাস যেন কোন দিন তোমার সেবায় বঞ্চিত না হয়। যেন বিলাসের আপাত-মধুর কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তোমাকে ভুলিবার অবসর না হয়। মোক্ষ চাহি না—নির্ব্বাণ আমার কাম্য নহে—জনমে জনমে তুমি আমার প্রাণনাথ হইও—যেন তোমার শ্রীচরণ-সরোজ ধ্যান করিতে করিতে তোমার দিব্য-জ্যোৎস্না-তরঙ্গগঠিত—চির-অপরিম্লান পারিজাতরাশির সুষমামণ্ডিত সেই ত্রিলোকে অতুল রাতুল চরণ দুটি স্মরণে, মননে, ধ্যানে, সুখে, দুঃখে সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে যেন জীবন গোঁয়াইতে পারি। তুমি প্রভু, অনন্ত প্রেমময়—তোমার স্বর্গীয় প্রেমদ্যুতি-মাধুরীর কিঞ্চিদপি-কিঞ্চিৎ অংশ হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিও না প্রভু! তাহা হইলে আর বাঁচিব না—মরিতে ত' সর্ব্বদা প্রস্তুত—কিন্তু মরণেও ত' সে চরম পরম সুখ, সে অপার আনন্দ আর পাইব না। সেই অনন্ত সুধার অফুরন্ত সুধাকরের ভক্তিসুধাপানে মনোমধুকর তৃপ্ত—কৃতার্থ হইতে পারিবে না। ভক্ত-বৈষ্ণবের এই প্রেমসাধনার গুহ্যতত্ত্বের উৎস-মূল কোথায়?

শ্রীগীতগোবিন্দে যে প্রেমলীলামাধুর্য্যের স্বর্গীয় সুষমা—চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস যে প্রেমের গানে প্রাণের আকুল নিবেদন

নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—লোচনদাস, নরোত্তম দাস, যদুনন্দন যে বিরহের ব্যাকুলতার ঝঙ্কারে পাষাণ-প্রাণও করুণায় বিগলিত করিয়াছেন—শ্রীমহাপ্রভু যে বিশ্বে অতুল প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যের মহাসংকীর্ত্তনে ভারতের প্রতি জনপদপল্লী প্রেমতরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের প্রবল বন্যায় দুকূল প্লাবিত করিয়া হৃদয়ের জাড্য বিলাসের অবসাদ ভাসাইয়া বাঙ্গালীকে প্রেমভক্তির ব্যাকুলতায় চির-অধীর উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন—যে গুহ্যসাধনায় আজও শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীব্রজধাম, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীখড়দাধাম প্রভৃতি পুণ্যতীর্থের শত শত আখড়ায়, আবাসে, আশ্রমে, কুঞ্জে-কুঞ্জে পুঞ্জ-পুঞ্জ বৈষ্ণব-সাধক-সম্প্রদায় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আত্মনিয়োগ করিয়া ভক্তিজগৎ সৌরভিত গৌরবান্বিত করিয়াছেন, করিতেছেন—তাঁহাদের শুদ্ধাভক্তি আকুল প্রেমপ্রবাহে ভক্তগণ চিরদিন আনন্দ-রসে মাতিয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালার গগন-পবন চির-মুখরিত হইয়াছে—সেই প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যের মূলে কি কোন সত্যই নিহিত নাই? ইহা কি কেবল ভাবের আবেশমাত্র—না বিলাস-লীলার উপর একটা ধর্ম্মের প্রচ্ছদ-পট—না একটা ভ্রান্ত কুসংস্কার? গৌতমীয় তন্ত্র পাঠ না করিলে বৈষ্ণবীয় সাধনার সেই উৎস-মূলের সন্ধান পাইবেন না। ভক্তসম্প্রদায় দেখিবেন—প্রেমের সাধনা দাস্য-সখ্যমধুর-ভাবে ভক্তিরসের ব্যাকুলতার ভিতরও সেই মহাশক্তিলাভের দিব্যবিকাশের সাধনা সমাহিত। সে সাধনায় অতুল্য আনন্দ—অনুপম সিদ্ধি।

দেশের গৌরব-বৃদ্ধির দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমাদর করিতে শিখিয়াছেন—ইহা দেশের মহাসৌভাগ্য। যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের গৌরব করেন, দেখিবেন, অনন্ত-প্রেমের মাধুর্য্যমণ্ডিত সাধনার মূলে কি অবিসংবাদিত গুপ্তসত্য নিহিত হইয়া ওতপ্রোতভাবে ভক্তসমাজের কল্যাণবিধান করিতেছে। ভক্তগণ মহাবৈষ্ণবীয় শক্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভায় সমুজ্জ্বল এই বৈষ্ণবীয় সাধনতন্ত্রখানি পাঠে সেই সত্যের সন্ধান পাইলে এই লুপ্ততন্ত্রপ্রচার সার্থক হইবে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
শ্রীরাস-পূর্ণিমা, ১৩৩৪

বিনয়াবনত
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গৌতমীয়তন্ত্রম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে।

প্রণম্য দ্বারকানাথং গোপীজনমনোহরম্।
লিখ্যতে গৌতমিতন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ১ ॥
সিদ্ধাশ্রমে বসন্ ধীমান্ কদাচিদ্গৌতমো মুনিঃ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতো ভক্তিমান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২ ॥

গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিনাশমানসে গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।

গোপীগণের মনোমোহনকারী, দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সমস্ত তন্ত্রের প্রধান এই গৌতমীয়তন্ত্র লিখিত হইতেছে ॥ ১ ॥

কোন এক সময়ে সিদ্ধাশ্রমবাসী, ধীমান্, তপঃস্বাধ্যায়নিরত, ভক্তিমান্, পুরুষপ্রধান, সমস্ত শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ, ইতিহাসপুরাণবিৎ,

নমস্যন্ শিরসা বিষ্ণুং স্তবন্ বাচা জনার্দ্দনম্ ।
জপন্ করাভ্যাং যজ্ঞেশং হৃদা ধ্যায়ন্ সদা হরিম্ ॥
সমস্তশ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ ইতিহাসপুরাণবিৎ ।
মন্ত্রৌষধিক্রিয়াবশ্যযোগসিদ্ধান্ততত্ত্ববিৎ ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী নারদং প্রণিপত্য চ ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
ভগবন্ কামদা মন্ত্রাঃ শূদ্রাস্ত্র্যাদ্যধিকারকাঃ ।
বিভিন্নফলদাস্তে তু নৈকত্র ফলদা মতাঃ ॥ ৬ ॥
এতৎসমফলাঃ সর্ব্বে ন মন্ত্রা ইতি ন শ্রুতম্ ।
যেন সর্ব্বফলাবাপ্তিঃ সর্ব্বেষাং বন্ধুরেব যঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ ।
তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥
তব নাবিদিতং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে সচরাচরে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রৌষধির প্রয়োগজ্ঞানী ও তৎফলবেত্তা, যোগসিদ্ধান্ততত্ত্বজ্ঞ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৌতম ঋষি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী হইয়া জনার্দ্দন যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে শিরোদ্বারা প্রণাম, বাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব, করদ্বারা তন্নামজপ ও তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া প্রণাম-পুরঃসর নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—ভগবন্, শুনিয়াছি, সকল মন্ত্র সমান ফলদাতা নহে। যে সকল মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রাদি অধিকারী, সেই সকলের ফলের সহিত ব্রাহ্মণাদির মন্ত্রের ফলের তুল্যতা দেখা যায় না। অতএব যে মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা, অথচ সকলের বন্ধু এবং যে মন্ত্রে সর্ব্ববর্ণের সমান অধিকার (যে মন্ত্রে স্ত্রী-শূদ্রাদিরও অধিকার) আছে,

ইতি শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো নত্বা বিষ্ণুমুবাচ হ।
সাধু পৃষ্টং ময়াপ্যেবং পৃষ্টঃ প্রোবাচ পদ্মজঃ॥
তথা তে কথয়িষ্যামি যথা প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা॥ ৯॥
সর্ব্বে কামাঃ প্রসিধ্যন্তি কৃষ্ণমন্ত্রজপাদ্দ্বিজ।
সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে॥
গাণপত্যেষু শৈবেষু তথা শাক্তেষু সুব্রত॥ ১০॥
বৈষ্ণবেষু সমস্তেষু কৃষ্ণমন্ত্রাঃ ফলাপ্তয়ে।
বিশেষতো দশার্ণোঽয়ং জপমাত্রেণ সিদ্ধিদঃ॥ ১১॥
মন্ত্রস্ত জ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাম্।
সমস্তপাপরাশীনাং জ্বলনোঽয়ং মুনীশ্বর॥
অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিদ্যতে॥ ১২॥

হে ভগবন্, সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্রই বলিতে আজ্ঞা হউক। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার অবিদিত কিছুই নাই॥ ২-৮॥

গৌতম ঋষির এই প্রশ্ন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন:—তুমি উত্তম বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। পূর্ব্বে আমাদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৯॥

হে দ্বিজবর, কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে সকল কামনাই পূর্ণ হয়। হে সুব্রত, বিষ্ণুমন্ত্র শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র॥ ১০॥ তন্মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র আবার সকলপ্রকার ফল প্রদান করে বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ দশাক্ষর মন্ত্র জপমাত্রই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে॥ ১১॥ এই মন্ত্রের

অনেনারাধিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসীদত্যেব তৎক্ষণাৎ।
তস্য সংক্ষেপতো বক্ষ্যে সর্ব্বং সম্যক্ শৃণুষ্ব মে॥ ১৩॥
পদ্মযোনিরবাপাগ্র্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ।
অবাপুস্ত্রিদশাঃ স্বর্গং বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ॥ ১৪॥
পক্ষিণামধিপঃ সোহভূদ্‌গরুড়োহপি দ্বিজোত্তম।
কশ্চিৎ কৃষ্ণং সমারাধ্য ধনেশত্বমবাপ্তবান্॥ ১৫॥
মন্ত্রেণ কৃষ্ণমারাধ্য চন্দ্রঃ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
করোতি স্ববশে কামঃ সর্ব্বান্ কামাননেন চ॥ ১৬॥
মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রো গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
মন্ত্ররাজমিমং জ্ঞাত্বা কৃতার্থো জায়তে নরঃ॥ ১৭॥
পুত্রবান্ ধনবান্ বাগ্মী লক্ষ্মীবান্ পশুবান্ ভবেৎ।
সুভগঃ সম্মতঃ শ্লাঘ্যো যশস্বী কীর্ত্তিমান্ ভবেৎ॥ ১৮॥

জ্ঞানমাত্রই জীব চতুর্ব্বিধ মুক্তি (সারূপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য ও সার্ষ্টি) লাভ করিয়া থাকে। মুনীশ্বর, এই মন্ত্র সমস্ত পাপরাশির বিনাশসাধন করে। এই মন্ত্রের তুল্য মন্ত্র জগতে কোথায়ও দেখা যায় না॥ ১২॥ এই মন্ত্র দ্বারা আরাধিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হন। আমি সংক্ষেপে এই মন্ত্রের প্রয়োগ বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৩॥ হে দ্বিজোত্তম, ঐ মন্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক, ইন্দ্র দেবরাজ্য, দেবগণ স্বর্গ, বৃহস্পতি বাগীশত্ব, গরুড় পক্ষীর আধিপত্য, কুবের ধনেশ্বরত্ব, চন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কামদেব সর্ব্বকামনা স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন॥ ১৪-১৬॥ এই মন্ত্র, মন্ত্রসকলের মধ্যে পরমমন্ত্র, উহা সকল রহস্যের পরমরহস্য। এই মন্ত্র জ্ঞাত হইলে, লোক

সর্ব্বলোকাভিরামঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞশ্চ ভবেন্নরঃ।
অনেন ত্রিষু লোকেষু গতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ ॥ ১৯ ॥
মন্ত্রেণানেন মন্ত্রজ্ঞো ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা।
সমস্ততীর্থপূতশ্চ সমস্তক্ষেত্রপাবনঃ ॥ ২০ ॥
রবেরিব দুরাধর্ষঃ শুচেরিব শুচিঃ সদা।
শঙ্করস্যেব সিদ্ধীশো বিষ্ণোরিব সমাশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥
বহুনা কিমিহোক্তেন রহস্যং শৃণু গৌতম।
নির্ব্বাণফলদো মন্ত্রঃ কিমন্যৈর্ব্বহুজল্পিতৈঃ ॥ ২২ ॥
ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দশাক্ষর-
ফলনামকঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পুত্রবান্, ধনবান্, বাগ্মী, লক্ষ্মীবান্, পশুশালী, সুভগ, সম্মত, শ্লাঘ্য, যশস্বী, কীর্ত্তিমান্, সর্ব্বলোকমনোরম, সর্ব্বজ্ঞ ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। ত্রিলোকবাসী মুমুক্ষুসকল, এই মন্ত্রের প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৭-১৯ ॥ এই মন্ত্র জানিয়াই লোক মন্ত্রজ্ঞ হয় এবং এই মন্ত্রের প্রভাবেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। এই মন্ত্রই সমস্ত তীর্থের তীর্থ এবং সমস্ত ক্ষেত্রের পাবন। এই মন্ত্র সূর্য্যের ন্যায় দুরাধর্ষ এবং অগ্নির ন্যায় সদাপবিত্র। এই মন্ত্র শঙ্করের ন্যায় সকল সিদ্ধির অধীশ্বর এবং ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় সকলের আশ্রয়। হে গৌতম, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; রহস্য শ্রবণ কর,—এই মন্ত্রই একমাত্র নির্ব্বাণফলদাতা। অন্যান্য মন্ত্রের আলোচনা, এই মন্ত্রের তুলনায় নিষ্ফল জল্পনমাত্র ॥ ২০-২২ ॥

গৌতমীয়মহাতন্ত্রে দশাক্ষর মন্ত্রের ফলাধ্যায়নামক
প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ।

সমস্তবেদতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বাগমবিশারদ।
অধুনা ব্রূহি মে ব্রহ্মন্ মন্ত্ররাজং দশাক্ষরম্॥ ১॥

নারদ উবাচ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি বিধানং মুনিনির্ম্মিতম্।
যাবন্মন্ত্র-ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদীন্যনুক্রমাৎ॥ ২॥
খান্তাক্ষরং সমুদ্ধৃত্য ত্রয়োদশস্বরান্বিতম্।
পার্শ্বং তূর্য্যস্বরযুতং ছান্তং ধান্তং তথাহ্বয়ম্॥ ৩॥
অমৃতাক্ষরমুদ্ধৃত্য চৈকতো মাংসযুগ্মকম্।
যতূর্য্যং মুখবৃত্তেন পবনঃ স্বাহয়ান্বিতঃ॥ ৪॥

গৌতম্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, হে সর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞ, হে সর্ব্বাগম-বিশারদ! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই মন্ত্ররাজ দশাক্ষর মন্ত্র বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন॥ ১॥ নারদ বলিলেন, আমি এক্ষণে এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদির সহিত প্রয়োগবিধি বলিতেছি॥ ২॥

'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এইটির নাম দশাক্ষর মন্ত্র। খকারের অন্ত্যাক্ষর গ, ত্রয়োদশ স্বর ওকার, তূর্য্যস্বরযুক্ত পার্শ্ব অর্থে

দশাক্ষরমন্ত্রঃ প্রোক্তো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ ॥ ৫ ॥
তেন গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৬ ॥
বীজং শক্তিঞ্চ বক্ষ্যামি ব্রহ্মবিচ্চ পরাৎপরম্ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মার্ণং মায়য়া সার্দ্ধং মাংসার্ণং নাদবিন্দুকম্ ।
এতদ্বীজং সমাখ্যাতং কৃষ্ণতত্ত্বং পরাৎপরম্ ॥ ৮ ॥
শুক্রার্ণমমৃতার্ণেন মুখবৃত্তেন সংযুতম্ ।
গগনং মুখবৃত্তেন প্রোক্তা শক্তিঃ পরাৎপরা ॥ ৯ ॥
এষা শক্তিঃ পরা সূক্ষ্মা নিত্যা সম্বিৎপ্রদায়িনী ।
ঈশ্বরো জগতাং বীজং শক্তিগুর্ণময়ী স্বজা ॥ ১০ ॥
পরমাত্মা তথা বুদ্ধিবায়ুঃ কুণ্ডলিনীতি চ ।
চতুর্ব্বিধং বীজশক্তী সর্ব্বমন্ত্রেষু চিন্তয়েৎ ॥ ১১ ॥
ত্রিতয়ং তত্র সামান্যং তদিদানীং নিরূপ্যতে ।
ঈশ্বরো জগতাং বীজমাত্মং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
তস্য মায়া সমাখ্যাতা শক্তিগুর্ণময়ী তু যা ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যঃ কালশ্চ সত্তম ॥ ১৩ ॥
তত্ত্বানি চেশ্বরশ্চৈব ব্রহ্মেতি পঞ্চমং স্মৃতম্ ।
সর্গান্তঃ পুরুষশ্চেতি তূর্য্যাখ্যা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ১৪ ॥
তত্ত্বানি মাংসরূপাণি কালশ্চ তত্ত্বরূপকঃ ।
ঈশ্বরাখ্যো ভবেন্নাদো বিন্দুশ্চৈতন্যচিন্ময়ঃ ॥ ১৫ ॥
এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো মহীশ্চরেৎ ।
নাস্য কালকলাপেক্ষা ন তীর্থায়তনানি চ ॥ ১৬ ॥

ঈকারান্ত প (পী), ছকারের অন্ত জ, ধকারের অন্ত ন, ইত্যাদি মন্ত্রোদ্ধারের প্রণালী। দৃষ্টাদৃষ্টফলদায়ক এই দশাক্ষর মন্ত্র কা...

ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহুঃ শ্রুতের্গিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥
ঈকারাদগ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ ॥ ১৮ ॥
স্বশব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা।
তয়োরৈক্যসমুদ্ভূতি-র্মুখবেষ্টনকার্ণকঃ ॥ ১৯ ॥
অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকো ভবেৎ।
গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকম্ ॥ ২০ ॥
অনয়োরাশ্রয়ব্যাপ্তৌ কারণত্বেন চেশ্বরঃ।
সান্দ্রানন্দঃ পরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে ॥ ২১ ॥

হইল ॥ ৩-৬ ॥ 'ক্লীঁ' ঐ মন্ত্রের বীজ। (মূলদৃষ্টে বীজোদ্ধারের প্রণালী অনুভূত হইবে।) এই বীজ পঞ্চতত্ত্বাত্মক। এই বীজ বিজ্ঞাত হইলে জীব জীবন্মুক্ত হইয়া মহীতলে বিচরণ করে এবং এই মহামন্ত্র জপে কালকলা ও তীর্থায়তনাদির অপেক্ষা নাই ॥ ৭-১৬ ॥ বেদে উক্ত হইয়াছে, এই বীজ হইতেই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি। লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি; সুতরাং এই বীজ পঞ্চভূতাত্মক ॥ ১৭-১৮ ॥ স্বশব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং হকারে চিদ্রূপা পরা প্রকৃতিকে জানিবে; অতএব এই দুই বর্ণের সংযোগ দ্বারা সমুদ্ভূত স্বাহা শব্দ বিশ্বের লয়কারণ। গোপীশব্দে প্রকৃতি এবং জনশব্দে তত্ত্বসকল বোধিত হয়; অতএব এই দুইয়ের আশ্রয়ভূত, ব্যাপক, সান্দ্রানন্দ, জ্যোতী-রূপ, কারণতত্ত্ব পরবস্তু ঈশ্বরই বল্লভশব্দে কথিত হইতেছে ॥১৯-২১॥

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ ইত্যাহুঃ প্রথমা গিরঃ।
বীজোচ্চারণমাত্রেণ চিৎস্বভাবঃ প্রজায়তে ॥ ২২ ॥
বল্লভেন তু তদ্দার্ঢ্যং স্বাহয়া জ্ঞানদাহনঃ।
ইত্যেবং কথিতং তত্ত্বং মুনে বৈ ব্রহ্মসম্মতম্ ॥ ২৩ ॥
যজ্জ্ঞানাৎ সাধকশ্রেষ্ঠো দিব্যানন্দঃ প্রবর্ত্ততে।
অথবা গোপী প্রকৃতির্জ্জনস্তদংশমণ্ডলম্ ॥ ২৪ ॥
অনয়োর্ব্বল্লভঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ স্মৃতঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে ॥ ২৫ ॥
অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৬ ॥
চিন্তয়েদ্বিরজো মন্ত্রী সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে।
দশানামপি তত্ত্বানাং সাক্ষী বেত্তা তথাক্ষরম্ ॥ ২৭

বেদ পুরুষকে ত্রিপাদরূপ বলিয়াছেন। এই ত্রিপাদশব্দ দ্বারা সৎ, চিৎ ও আনন্দই লক্ষিত হইয়া থাকে। বীজের উচ্চারণে চিৎ, গোপীজনবল্লভশব্দে সৎ এবং স্বাহা শব্দ দ্বারা জ্ঞানের সারভূত আনন্দকে অথবা গোপীশব্দে প্রকৃতি, জনশব্দে তদংশমণ্ডল, এবং বল্লভশব্দে উহাদের স্বামী অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অধীশ্বর কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরকেই বোধ করাইতেছে ॥ ২২-২৫ ॥ রজোগুণবিরহিত সাধক সর্ব্বসম্পত্তিলাভের নিমিত্ত এই মন্ত্র দ্বারা অনেক জন্ম সিদ্ধ গোপীগণের পতি, আনন্দবর্দ্ধন নন্দ-নন্দনকে চিন্তা করিবেন। এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা দশতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী সাক্ষিস্বরূপ অক্ষরব্রহ্মরূপ দশম তত্ত্বকে জানিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ বলা হইয়া থাকে ॥ ২৬-২৭॥

দশাক্ষর ইতি খ্যাতো মন্ত্ররাজঃ পরাৎপরঃ।
বীজপূর্ব্বো জপশ্চাস্য রহস্যং কথিতং মুনে ॥ ২৮ ॥
লুপ্তবীজস্বভাবত্বাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে।
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো বিরাড়িতি স্মৃতম্ ॥ ২৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্ ॥ ৩০ ॥
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্ববেদব্যাপকত্বাদ্বিরাড়িতি নিগদ্যতে।
সর্ব্বেষামপি তত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ॥ ৩২ ॥
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ৩৩ ॥

এই মন্ত্রের বীজ বর্ণসংখ্যার মধ্যে গণিত হয় না বলিয়াই, ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলা হয়; কিন্তু জপকালে বীজযুক্ত করিয়াই ইহা জপ করিবে। হে মুনিবর, এই রহস্য তোমাকে বলিলাম; এখন এই মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, বিরাট্ ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী। যিনি মহেশ্বরের মুখ হইতে জ্ঞাত হইয়া তপস্যা দ্বারা যে মন্ত্রের সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন এবং এই ঋষিই এই মন্ত্রের গুরু বলিয়া তাঁহাকে মস্তকেই ন্যাস করা হয় ॥ ৩০-৩১ ॥ সর্ব্ববেদব্যাপকত্বনিবন্ধন বিরাট্, আচ্ছাদিত করে বলিয়া ছন্দঃ, অতএব অক্ষরত্ব ও পদত্ব হেতু মুখেই কীর্ত্তিত

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রন্যাসমথো বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্।
প্রণবাভ্যাং পুটং কৃত্বা নমোঽন্তান্দশবর্ণকান্ ॥ ৩৫ ॥
দক্ষাঙ্গুষ্ঠাদিবামান্তং ন্যাসঃ স্যাৎ সৃষ্টিরীরিতঃ।
বামাঙ্গুষ্ঠাদিদক্ষান্তং সংহৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
উভয়োঃ করয়োর্জ্যেষ্ঠাপূর্ব্বিকা স্থিতিরুচ্যতে।
সংহৃতির্দোষসঙ্ঘানাং হারিণী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৭ ॥
বিদ্যাপ্রদা চ সৃষ্ট্যন্তা বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাম্।
স্থিত্যন্তং স্যাদ্‌গৃহস্থানাং ত্রয়ং কামানুরূপতঃ ॥ ৩৮ ॥

করিবে। পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ। ঋষি ও ছন্দের পরিজ্ঞান না হইলে, মন্ত্রের ফলভাগী হওয়া যায় না। আবার মন্ত্রের বিনিয়োগ না জানিলে, মন্ত্রের বল হয় না। যে প্রয়োজনে যে মন্ত্র আলোচিত হয়, সেই প্রয়োজনকেই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলে ॥ ৩২ ৩৪ ॥

এক্ষণে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদ মন্ত্রন্যাস কথিত হইতেছে।—অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া, প্রণবদ্বয়পুটিত মন্ত্রের দক্ষাঙ্গুষ্ঠাদি বামাঙ্গুষ্ঠান্ত ন্যাসের নাম সৃষ্টিন্যাস। তাদৃশ মন্ত্রের বামাঙ্গুষ্ঠাদি দক্ষাঙ্গুষ্ঠান্ত ন্যাসের নাম সংহারন্যাস এবং উভয় করের জ্যেষ্ঠা-পূর্ব্বক ন্যাসের নাম স্থিতিন্যাস। সংহারন্যাস দ্বারা দোষসমূহের হরণ, সৃষ্টিন্যাস দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের বিদ্যার্জ্জন এবং স্থিতি-ন্যাসদ্বারা গৃহস্থগণের কামনানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে ॥৩৫-৩৮॥

গৃহস্থানাং বনস্থানাং স্থিত্যন্তং কশ্চিদিচ্ছতি ।
সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ বিরক্তস্য চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৯ ॥
ন্যাসত্রয়ং সদা কার্য্যমশক্তাবেকমেব হি ।
বর্ণন্যাসাংস্তথা মন্ত্রী দেহে চ পরিবিন্যসেৎ ॥ ৪০ ॥
হস্তমূলে কূর্পরকে মণিবন্ধেঽঙ্গুলিমূলকে ।
অঙ্গুল্যগ্রে চ বিন্যস্য পাদয়োরুপরি ন্যসেৎ ॥ ৪১ ॥
হস্তমূলাদিসৃষ্টিঃ স্যান্মণিবন্ধাৎ স্থিতিঃ স্মৃতা ।
অঙ্গুল্যগ্রাৎ সংহৃতিঃ স্যাৎ স্থিত্যন্তং ত্রিতয়ং ন্যসেৎ ॥ ৪২
ততঃ করাঙ্গয়োর্ন্যাসস্তথৈব পরিকীর্ত্তিতঃ ।
অচক্রায় তথা স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমো বদেৎ ॥ ৪৩ ॥
বিচক্রায় স্বাহেতি চ তর্জ্জনীভ্যাং তথোচ্চরেৎ ।
সুচক্রায় তথা স্বাহা মধ্যমাভ্যাং তথোচ্চরেৎ ॥ ৪৪ ॥

এই ত্রিবিধ ন্যাসই সকলের কর্ত্তব্য; কিন্তু ত্রিবিধ ন্যাসে অসমর্থ হইলে, একটি ন্যাস করিবে। গৃহস্থ সৃষ্টিন্যাস, বাণপ্রস্থগণ স্থিতিন্যাস, বিবিক্ত মুনিগণ সংহারন্যাস করিবেন। কেহ কেহ বনস্থ গৃহস্থগণের পক্ষে স্থিত্যন্তন্যাসের উপদেশ করেন। সাধক সর্ব্বদেহে অর্থাৎ হস্তমূলে, কূর্পরে, মণিবন্ধে, অঙ্গুলীমূলে অঙ্গুল্যগ্রে ও পাদদ্বয়ের উপরে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবেন। তন্মধ্যে বাহুমূলাদি ন্যাসের নাম সৃষ্টিন্যাস, মণিবন্ধাদি ন্যাসের নাম স্থিতিন্যাস এবং অঙ্গুল্যগ্রাদি ন্যাসের নাম সংহারন্যাস। এই ত্রিবিধ অঙ্গন্যাসই করা উচিত ॥ ৩৯-৪২ ॥ অতঃপর করাঙ্গন্যাস কথিত হইতেছে। করাঙ্গন্যাস যথা,—অচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ সুচক্রায় স্বাহা

ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহেত্যনামিকে তথা।
অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠয়োর্নমঃ ॥ ৪৫ ॥
রুক্মিণী প্রকৃতির্বামা সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষিণঃ পুরুষঃ প্রোক্তো জ্যোতিস্তুরীয়বিগ্রহঃ ॥ ৪৬ ॥
সংযোগাৎ করয়োরেবং পরতত্ত্বং প্রজায়তে।
অতএব সমস্তানাং বস্তূনাং শোধনং স্মৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
পঞ্চাঙ্গানি ততঃ কুর্য্যাদঙ্গমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
অচক্রায় তথা স্বাহা হৃদয়ায় নমো বদেৎ।
অঙ্গুষ্ঠরহিতেনৈব করাগ্রেণ হৃদং স্পৃশেৎ ॥ ৪৯ ॥
বিচক্রায় তথা স্বাহা শিরসে স্বাহেতি সংবদেৎ।
শিরসি বিন্যসেত্তদ্বৎ তথৈব করশাখয়া ॥ ৫০ ॥

মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং নমঃ, অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্তরূপ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ সকল অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে হইবে ॥ ৪৩-৪৫ ॥ বামাঙ্গ লক্ষ্মীপ্রকৃতি ও অমৃতবিগ্রহ এবং দক্ষাঙ্গ পুরুষ-প্রকৃতি ও তুরীয়বিগ্রহ। এই উভয় হস্তের সংযোগে পর-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব এই ন্যাস দ্বারা সমস্ত বস্তুর শোধন হয় ॥ ৪৬-৪৭ ॥ অনন্তর সাধক অঙ্গমন্ত্র দ্বারা পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবেন। এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাসে নেত্র পরিত্যাগ করিবে। অচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠরহিত করাগ্র দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা বলিয়া করশাখা দ্বারা মস্তক স্পর্শ

সুচক্রায় তথা স্বাহা শিখায়ৈ বষড়্ চ্চরেৎ।
তথাধোহঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু শিখায়াং পরিবিন্যসেৎ ॥ ৫১ ॥
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় স্বাহেতি কবচায় হুম্।
হস্তাভ্যাং শির আরভ্য পাদান্তং সংস্পৃশেদ্‌যতিঃ ॥ ৫২ ॥
অসুরান্তকচক্রায় স্বাহাস্ত্রায় ফড়্ চ্চরেৎ।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়শ্ছোটিকাভির্দ্দিশো দশ ॥ ৫৩ ॥
বন্ধয়েন্মুনিশার্দ্দূল নিত্যন্যাসোঽয়মীরিতঃ।
ইজ্যমানো হৃদাত্মানং হৃদয়ে স্যাচ্চিদাত্মকঃ ॥ ৫৪ ॥
ক্রিয়তে তৎপরাত্মা চ হৃন্মন্ত্রেণ চ দেশিকৈঃ।
সার্ব্বজ্ঞাদিগুণোত্তুঙ্গে সংবিদ্রূপে পরাত্মনি ॥ ৫৫ ॥
ক্রিয়তে বিষয়াহারঃ শিরোমন্ত্রেণ ধীমতা।
হৃচ্ছিরোরূপচিদ্ধামময়তাভাবনা দৃঢ়া ॥ ৫৬ ॥
ক্রিয়তে নিজদেবস্য শিখামন্ত্রেণ সাদরম্।
মন্ত্রাত্মকস্য দেবস্য মন্ত্রব্যাপ্তেন তেজসা ॥ ৫৭ ॥

করিবে। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠকে মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া ঐ মুষ্টি দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। ত্রৈলোক্য-রক্ষণার্থায় স্বাহা কবচায় হুঁ বলিয়া করদ্বয় দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। তৎপর অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় প্রদানপূর্ব্বক ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ইহাকেই নিত্যন্যাস বলা হইয়া থাকে। সাধক হৃন্মন্ত্রদ্বারা পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন ও দর্শন করিয়া থাকেন। শিখামন্ত্র দ্বারা স্বীয় দেহের রূপাদিবিষয়কে হৃদয়ে আনয়ন করেন এবং বর্ম্মমন্ত্র দ্বারা বিষয়ান্তর হইতে

সর্ব্বতোবর্ম্মমন্ত্রেণ ক্রিয়তে ন্যাসসংভৃতিঃ।
যদ্দদাতি পরং জ্ঞানং সংবিদ্রূপে পরাত্মনি ॥ ৫৮ ॥
হৃদয়াদিময়ং তেজঃ স্যাদেতন্নেত্রসংজ্ঞকম্।
আধ্যাত্মিকাদিরূপং যৎ সাধকস্য বিনাশয়েৎ।
অবিদ্যাজাতমস্তং তৎ পরং ধাম সমীরিতম্ ॥ ৫৯ ॥

গৌতম উবাচ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ত্বমেব কৃষ্ণদেবস্য অন্তর্যামী নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥
অবিদ্যাদোষনির্ম্মুক্তঃ সমস্তব্রতসংযতঃ।
সর্ব্বলোকৈকগমনঃ সর্ব্বলোকৈকতত্ত্ববিৎ ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বানুভবসাক্ষী ত্বং সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি মন্ত্ররাজং পরাৎপরম্ ॥ ৬২ ॥
অষ্টাদশার্ণমন্ত্রস্তু গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরঃ স্মৃতঃ।
তং মন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি যোগ্যোঽস্মি সত্তম ॥ ৬৩ ॥

চিত্তের আকর্ষণপূর্ব্বক সম্বিৎস্বরূপ পরমাত্মাতে সংস্থাপন করেন। ইহারই নেত্রসংজ্ঞা হয় এবং ইহা দ্বারাই সাধকের আধ্যাত্মিকাদিরূপ ত্রিতাপের বিনাশ হইয়া থাকে ও তাহাই পরমধাম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৮-৫৯ ॥

গৌতম বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মবেত্তৃগণের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূতহিতে রত, অন্তর্যামী, নিরাময়, অবিদ্যাদোষনির্ম্মুক্ত, সমস্তব্রতসংযত, সর্ব্বলোকগামী, সর্ব্বলোকতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বানুভবসাক্ষী ও সর্ব্বদেবনমস্কৃত। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক গুহ্য হইতেও গুহ্যতর অষ্টাদশাক্ষর

ভবার্ণবনিমগ্নং মাং ত্বমুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি।
ইত্যাদিস্তুতিভিঃ স্তুত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
পার্শ্বমাসাদ্য তদ্বক্ত্রমতিরাসীন্মুনীশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥

নারদ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ময়াপি ব্রহ্মণঃ শ্রুতঃ।
মন্ত্ররাজো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববেদাগমানুগঃ ॥ ৬৫ ॥
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রর্ষে হরিভক্তিমাপ্তবানহম্।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যতস্ত্বং পুরুষপ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
ক্লীঙ্কারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য কৃষ্ণং তুর্য্যপদান্বিতম্।
গোবিন্দঞ্চ তথোক্ত্বা তু দশার্ণঞ্চ তথোচ্চরেৎ ॥ ৬৭ ॥
ভক্ত্যা তে প্রণিপত্যা চ কথিতো মন্ত্রনায়কঃ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরো হ্যেষ বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥

মন্ত্ররাজ ব্যক্ত করুন। আমি এই ভবার্ণবে নিমগ্ন; আমাকে এই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিতে আপনি সমর্থ। এইরূপে স্তুতি ও প্রণাম পূর্ব্বক নারদ-ঋষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ॥ ৬০-৬৪ ॥

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। পূর্ব্বে আমিও তোমার ন্যায় প্রশ্ন করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে ঐ মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। ঐ মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এবং বেদ ও আগমসম্মত। ঐ মন্ত্রপ্রভাবেই আমি হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি তোমাকে ঐ মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা", ইহাই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। তোমার ভক্তি ও প্রণতি দেখিয়া আমি তোমাকে এই মন্ত্র বলিলাম। এই মন্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। এই মন্ত্র

শৌনকাত্মাশ্চ মুনয়স্তথান্যে দেবমুখ্যকাঃ।
মন্ত্ররাজপরিজ্ঞানাৎ সন্তস্তৎসাম্যতাং গতাঃ ॥ ৬৯ ॥
কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চ নন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ॥ ৭০ ॥
গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তং তেন বিন্দেত তৎপদম্।
গোশব্দাদ্বেদ ইত্যুক্তস্তেন বা লভতে বিভুম্ ॥ ৭১ ॥
এবং তে কথিতা মন্ত্র-বাসনা মুনিসত্তম।
এতজ্‌জ্ঞানানুভাবেন জীবন্মুক্তো ন চান্যথা ॥ ৭২ ॥
সর্ব্বেষাং মন্ত্ররাশীনাং মুখ্যোঽয়ং বরদো মনুঃ।
পুরাণতীর্থানি সর্ব্বাণি স্নাতানি তেন ধীমতা ॥ ৭৩ ॥
সিদ্ধক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি সম্যক্ কৃতানি তেন বৈ।
সকৃদুচ্চরণেনাস্য সত্যমেব ন চান্যথা ॥ ৭৪ ॥
কিমন্যেন বহূক্তেন স্মরণাচ্চাস্য মন্ত্রবিৎ।
জীবন্মুক্তো ন সন্দেহো বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

বাঞ্ছাচিন্তামণিস্বরূপ ॥ ৬৫-৬৮ ॥ শৌনকাদি ঋষিসকল ও অন্যান্য দেবমুখ্যগণ এই মন্ত্র জ্ঞাত হইয়াই সন্ত শ্রীহরির সাম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণশব্দ সত্তার্থক। তদন্তর্বর্ত্তী ণকার আনন্দস্বরূপ। অতএব তদ্দ্বারা জ্ঞানানন্দময় পরমাত্মাই উপলব্ধ হইতেছেন। গো-শব্দে জ্ঞানমুক্তকে বোধ করায়। তাদৃশ মোক্ষ প্রাপ্তি হইলেই পরমাত্মজ্ঞান হয় বলিয়াই তাঁহার নাম গোবিন্দ। অথবা গো-শব্দে বেদ; ঐ বেদ দ্বারাই নরগণ বিভু পরমাত্মাকে লাভ করেন, তাই তাঁহার নাম গোবিন্দ। মুনিসত্তম, আমি তোমাকে এই মন্ত্রার্থও বলিলাম। সমস্ত মন্ত্রের রাজা এই বরদ মন্ত্র। বহু তীর্থস্নান ও বহু সিদ্ধ-ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া কি হইবে?

নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে।
কৃষ্ণঃ প্রকৃতিরেতস্য দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৭৬ ॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
নারায়ণ ইতি খ্যাতঃ পদপঞ্চাত্মকঃ পরঃ ॥ ৭৭ ॥
অক্ষরার্থস্তু কথিতঃ পদস্যার্থ ইতীরিতঃ।
তস্মাদ্বিজ্ঞায় বৈ মন্ত্রী পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৮ ॥
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং হি গৌতম।
বীজশক্তী পুরা প্রোক্তে বিনিয়োগশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৯ ॥
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য পদপঞ্চকযোজনাৎ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে জিহ্বাকূপে তথা পুনঃ ॥ ৮০ ॥
কণ্ঠদেশে হৃদি তথা নাভৌ লিঙ্গে চ মূলকে।
ঘ্রাণদ্বয়ে চক্ষুষোশ্চ কর্ণয়োর্দ্বিক্ষসেদিতি ॥ ৮১ ॥

মন্ত্রার্থবোধসহকারে একবার মাত্র এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলে বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। এই মন্ত্রের প্রভাবে জীব জীবন্মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬৯-৭৫ ॥ এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, কৃষ্ণ ইহার প্রকৃতি এবং দুর্গা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই মন্ত্রোক্ত পাঁচটি পদে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহসমন্বিত নারায়ণকে বোধ করায়। আমি তোমার নিকট অক্ষরার্থ ও পদার্থ উভয়ই বলিলাম। সাধক এই মন্ত্রের প্রভাবে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভ করিয়া থাকেন। হে গৌতম, ইহা সত্য বলিয়া জানিবে। এই মন্ত্রোক্ত বীজ ও শক্তি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার বিনিয়োগও পূর্ব্বের ন্যায় জানিবে। পূর্ব্বোক্ত পদপঞ্চক দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূ-দ্বয়মধ্যে, জিহ্বকূপে,

জানুযুগ্মে পদদ্বন্দ্বে মন্ত্রবর্ণান্ ক্রমান্ন্যসেৎ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনঃ সর্ব্বং ব্যাপকত্রয়মাচরেৎ ॥ ৮২ ॥
মূর্দ্ধ্নি বক্ত্রে হৃদি নাভৌ মূলে চ পদপঞ্চকম্।
রোহাবরোহতো ন্যস্য কেশবাদ্যানথো ন্যসেৎ ॥ ৮৩ ॥
বর্ণন্যাসং পুরা কৃত্বা কেশবাদ্যাংস্ততো ন্যসেৎ।
ভূতশুদ্ধিং লিপিন্যাসং বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা।
মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা ॥ ৮৫ ॥
সুষুম্নান্তঃ পরা ন্যাস্যা অপরা বাহ্যদেশকে।
অথান্তর্মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দ্দলে ॥ ৮৬ ॥

কণ্ঠদেশে, হৃদয়ে, নাভিতে, মূলাধারে, ঘ্রাণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে ও কর্ণদ্বয়ে এই মন্ত্রের ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বারত্রয় ব্যাপকন্যাস করিবে। মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, নাভিতে ও মূলাধারে উক্ত পদপঞ্চক দ্বারা আরোহাবরোহক্রমে (মস্তক হইতে পাদ ও পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত) কেশবাদিন্যাস করিবে ॥ ৭৮-৮৩॥ প্রথমতঃ বর্ণন্যাস করিয়া পরে কেশবাদি ন্যাস করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূতশুদ্ধি ও লিপি-ন্যাস না করিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করেন, তাঁহার পূজাতে অভক্তিসহকারে পূজার ন্যায় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাতৃকান্যাস দ্বিবিধ,—পরান্যাস ও অপরান্যাস। তন্মধ্যে সুষুম্নার অভ্যন্তরে ন্যাসের নাম পরান্যাস এবং তদ্বাহ্যে ন্যাসের নাম অপরান্যাস। অন্তর্মাতৃকান্যাস যথা—চতুর্দ্দলযুক্ত

স্বর্ণাভে বশষস চ চতুর্ব্বর্ণ-বিভূষিতে।
ষড়্ দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেঽনলত্বিষি ॥ ৮৭
বভমৈর্যরলৈর্যুক্তে বর্ণৈঃ ষড়্ ভিরলঙ্কৃতে।
মণিপুরে দশদলে নীলজীমূতসত্ত্বিষি ॥ ৮৮ ॥
ডাদিফান্তদলৈর্যুক্তে বিন্দূদ্ভাসিতমস্তকে।
অনাহতে দ্বাদশারে প্রবালরুচিসন্নিভে ॥ ৮৯ ॥
কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে।
বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বরভূষিতে ॥ ৯০ ॥
আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষরঞ্জিতে।
সহস্রারে মণিনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে ॥ ৯১ ॥
অকথাদিত্রিরেখাত্মহলক্ষত্রয়ভূষিতে।
তন্মধ্যে পরবিন্দুঞ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্ ॥ ৯২ ॥

স্বর্ণাভ মূলাধারপদ্মে ব শ ষ স এই চারিটি বর্ণন্যাস করিবে। ষড়্-দলযুক্তবিদ্যুৎসদৃশ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন স্বাধিষ্ঠানপদ্মে ব ভ ম য র ল এই ছয়টি বর্ণন্যাস করিবে। দশদলযুক্ত নীলজীমূত-প্রভাবিশিষ্ট মণিপুরপদ্মে ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটি বর্ণন্যাস করিবে। দ্বাদশদলযুক্ত প্রবালরুচিসন্নিভ অনাহত পদ্মে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই বারটি বর্ণন্যাস করিবে। ষোড়শদলযুক্ত ধূম্রবর্ণ বিশুদ্ধ-পদ্মে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোলটি বর্ণন্যাস করিবে। দ্বিদলযুক্ত চন্দ্রাভ আজ্ঞাচক্রে হ ক্ষ এই দুইটি বর্ণন্যাস করিবে। সর্ব্ববর্ণবিভূষিত মণির ন্যায় প্রভাশালী সহস্রারপদ্মে অকথাদি ত্রিরেখা মধ্যে হ ল ক্ষ এই তিন বর্ণ এবং

এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ন্যাসোঽয়মান্তরঃ।
মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিদ্যাং ধ্যায়েচ্চিদাত্মিকাম্ ॥ ৯৩ ॥
বিন্দুস্রুতসুধাসারৈস্তর্পয়েন্মাতৃকাং ন্যসেৎ।
একৈকং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাদ্‌ভ্রুবোঽন্তিকম্ ॥ ৯৪ ॥
নমোঽন্তমিতি চ ন্যাসঃ আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাহ্যং বৈ মাতৃকান্যাসং শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ৯৫ ॥
যচ্ছ্রদ্ধয়া ন্যসন্ বিদ্বান্ বাগীশত্বং লভেদিহ।
ললাটমুখবৃত্তাক্ষিশ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ॥ ৯৬ ॥
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংশকে ॥ ৯৭ ॥
ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বপাণিপাদযুগে তথা।
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥

সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক নাদবিন্দুন্যাস করিবে। সাধক সমাহিতমনা হইয়া এইরূপে যে ন্যাস করেন, তাহারই নাম আন্তরন্যাস। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চিদাত্মিকা বিদ্যার ধ্যান করিবে এবং বিন্দুক্ষরিত সুধাসার দ্বারা তাঁহার তর্পণ করিবে। অন্তে নমঃ শব্দ সংযুক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে মূলাধার হইতে ভ্রূমধ্য-পর্য্যন্ত এক একটি বর্ণের ন্যাসই আন্তরন্যাস। অনন্তর বাহ্যমাতৃকা-ন্যাস বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৮৪-৯৫ ॥ ললাটে, মুখবৃত্তে, অক্ষিতে, শ্রুতিতে, ঘ্রাণে, গণ্ডে, ওষ্ঠে, দন্তপঙ্‌ক্তিতে, উত্তমাঙ্গে, বদনে, হস্ত ও পদের সন্ধ্যগ্রে, পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, জঠরে, হৃদয়ে, অংশে, ককুদে, হৃদয়ে, হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, জঠরে ও মুখে যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সকল ন্যাস করিবে ॥ ৯৬-৯৮ ॥

চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যমপি কথ্যতে ॥ ৯৯ ॥
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তিদায়িকা।
সবিসর্গা পুত্রপ্রদা সবিন্দুর্ব্বিত্তদায়িনী ॥ ১০০ ॥
কেশবাদি ততো ন্যাসং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ ॥ ১০১
অর্দ্ধলক্ষ্মী হরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকম্।
করশুদ্ধিবিধানঞ্চ বিধায় ধ্যানমাচরেৎ ॥ ১০২ ॥
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।
কমলা-বসুধাশোভিপার্শ্বদ্বন্দ্বং পরাৎপরম্ ॥ ১০৩ ॥
বিচিত্ররত্নবিহিতনানালঙ্কারভূষিতম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং শঙ্খকৌমোদকীকরম্ ॥ ১০৪ ॥

মাতৃকান্যাস কেবল, বিন্দুসংযুক্ত, সবিসর্গ ও উভয়সংযুক্ত ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে কেবলমাতৃকা বিদ্যাকরী, উভয়সংযুক্তা ভক্তি-দায়িকা, সবিসর্গা পুত্রপ্রদা এবং সবিন্দু সম্পত্তিদায়িনী ॥ ৯৯-১০০ ॥
ইহার পর কেশবাদিন্যাস করা উচিত। এই মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অর্দ্ধলক্ষ্মী শ্রীহরি দেবতা। শ্রীবীজ দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস এবং করশুদ্ধি করিয়া ধ্যান করিবে ॥ ১০১-১০২ ॥
ধ্যান যথা,—ইনি উদিত দিবাকরের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, পার্শ্বদ্বয়ে কমলা ও বসুধা কর্ত্তৃক শোভিত, বিচিত্র রত্ননির্ম্মিত, নানালঙ্কারভূষিত, পীতবসনপরিহিত ও শঙ্খচক্রগদা-

বামতশ্চক্রপদ্মে চ ধ্যাত্বৈবং বিন্যসেত্ততঃ।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য শ্রীবীজং তদনন্তরম্ ॥ ১০৫ ॥
মাতৃকার্ণং ততো ন্যস্যেদ্বক্ষ্যামি তৎপ্রকারকম্।
কেশবং বিন্যসেৎ কীর্ত্ত্যা কান্ত্যা নারায়ণং ন্যসেৎ ॥ ১০৬ ॥
মাধবং তুষ্টিসহিতং গোবিন্দং পুষ্টিসংযুতম্।
ধৃত্যা বিষ্ণুং শান্তিযুতং মধুসূদনমেব চ ॥ ১০৭ ॥
ত্রিবিক্রমঞ্চ ক্রিয়য়া বামনং দয়য়া ন্যসেৎ।
শ্রীধরং মেধয়া ন্যস্য হৃষীকেশঞ্চ হর্ষয়া ॥ ১০৮ ॥
শ্রদ্ধয়াম্বুজনাভঞ্চ লজ্জাদামোদরৌ ততঃ।
বাসুদেবং ততো লক্ষ্ম্যা সঙ্কর্ষণং সরস্বতীম্ ॥ ১০৯ ॥
প্রদ্যুম্নং বিন্যসেৎ প্রীত্যা রত্যা চৈবানিরুদ্ধকম্।
চক্রিণং জয়য়া ন্যস্য দুর্গয়া গদিনং তথা ॥ ১১০ ॥
শার্ঙ্গিণং প্রভয়া সার্দ্ধং খড়্গিনং সত্যয়া সহ।
শঙ্খিনং চণ্ডয়া সার্দ্ধং বাণ্যা চ হলিনং ন্যসেৎ ॥ ১১১ ॥

পদ্মধারী ॥ ১০৩—১০৪ ॥ এইরূপে ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ প্রণব ও পরে শ্রীবীজ যোগ করিয়া পরস্পর মাতৃকাবর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহার ক্রম যথা,– কীর্ত্তির সহিত কেশব, কান্তির সহিত নারায়ণ, তুষ্টির সহিত মাধব, পুষ্টির সহিত গোবিন্দ, ধৃতির সহিত বিষ্ণু, শান্তির সহিত মধুসূদন, ক্রিয়ার সহিত ত্রিবিক্রম, দয়ার সহিত বামন, মেধার সহিত শ্রীধর, হর্ষার সহিত হৃষীকেশ, শ্রদ্ধার সহিত অম্বুজনাভ, লজ্জার সহিত দামোদর, লক্ষ্মীর সহিত বাসুদেব, সরস্বতীর সহিত সঙ্কর্ষণ, প্রীতির সহিত প্রদ্যুম্ন, রতির

বিলাসিন্যা মূষলিনং শূলিনং বিজয়াযুতম্।
পাশিনং বিরজাযুক্তং বিশ্বয়াঙ্কুশিনং ন্যসেৎ॥ ১১২॥
মুকুন্দং বিনয়াযুক্তং সুনন্দানন্দদৌ ন্যসেৎ।
সহ স্মৃত্যা নন্দনঞ্চ নরঞ্চ ঋদ্ধিসংযুতম্॥ ১১৩॥
নরকজিৎ সমৃদ্ধ্যা চ শুদ্ধ্যা সহ হরিং ন্যসেৎ।
বুদ্ধ্যা কৃষ্ণং ভক্ত্যা সত্যং সাত্বতং মতিসংযুতম্॥ ১১৪।
শৌরিক্ষমে শূররমে তথৈবোমাজনার্দ্দনৌ।
ক্লেদিন্যা ভূধরং বিশ্বমূর্ত্তিং ক্লিন্না ততো ন্যসেৎ॥ ১১৫॥
বৈকুণ্ঠবসুদে চৈব বসুধা পুরুষোত্তমৌ।
বলী চ পরয়া যুক্তো বলানুজপরায়ণে॥ ১১৬॥
বালঞ্চ সূক্ষ্ময়া যুক্তং বৃষঘ্নং সন্ধ্যায়া যুতম্।
বৃষঞ্চ প্রজ্ঞয়া যুক্তং হংসঞ্চৈব প্রভাযুতম্॥ ১১৭॥
বরাহং নিশয়া যুক্তং বিমলং মেধয়া যুতম্।
বিদ্যয়া নরসিংহঞ্চ বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১১৮॥

সহিত অনিরুদ্ধ, জয়ার সহিত চক্রী, দুর্গার সহিত গদী, প্রভার সহিত শার্ঙ্গী, সত্যার সহিত খড়্গী, চণ্ডার সহিত শঙ্খী, বাণীর সহিত হলী, বিলাসিনীর সহিত মুষলী, বিজয়ার সহিত শূলী, বিরজার সহিত পাশী, বিশ্বার সহিত অঙ্কুশী, বিনয়ার সহিত মুকুন্দ, সুনন্দার সহিত নন্দদ, স্মৃতির সহিত নন্দন, ঋদ্ধির সহিত নর, সমৃদ্ধির সহিত নরকজিৎ, শুদ্ধির সহিত হরি, ভক্তির সহিত কৃষ্ণ, বুদ্ধির সহিত সত্য, মতির সহিত সাত্বত, ক্ষমার সহিত শৌরী, রমার সহিত শূর, উমার সহিত জনার্দ্দন, ক্লেদিনীর সহিত ভূধর, ক্লিন্নার সহিত বিশ্বমূর্ত্তি, বসুদার সহিত বৈকুণ্ঠ, বসুধার সহিত

এবমঙ্গেষু বিন্যস্য ধ্যাত্বা পূর্ব্বং সমাহিতঃ।
ভক্ত্যা তু পূজয়েদ্দেবং সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯ ॥
কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাম্।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১২০ ॥
কেশবাদ্যা ইমে শ্যামাঃ সর্ব্বে নারায়ণাঃ স্মৃতাঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মলসদ্ভুজচতুষ্টয়াঃ ॥ ১২১ ॥
পীতাম্বরধরা নিত্যং নানাভরণভূষিতাঃ।
সা চ গোপী স গোপশ্চ সচক্রঞ্চ সপঙ্ককম্।
সগদশ্চ সশঙ্খশ্চ দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাৎ ॥ ১২২ ॥
ওঁ নমোঽর্ণং সমুচ্চার্য্য নারায়ণমনুং বদেৎ।
প্রাণাত্মানং তথোচ্চার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ ॥ ১২৩ ॥
কীর্ত্ত্যে চ নমসা যুক্তমিত্যাদি ন্যাসমাচরেৎ।
মুমুক্ষবশ্চ যতয়শ্চরেয়ুর্ন্যাসমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥

পুরুষোত্তম, পরার সহিত বলী, পরায়ণার সহিত বলানুজ, সূক্ষ্মার সহিত বাল, সন্ধ্যার সহিত বৃষঘ্ন, প্রজ্ঞার সহিত বৃষ, প্রভার সহিত হংস, নিশার সহিত বরাহ, মেধার সহিত বিমল, বিদ্যার সহিত নরসিংহ, এইরূপে ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে ন্যাস করিয়া ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। ইহারই নাম কেশবাদিন্যাস। এই ন্যাসের প্রভাবে জীব অচ্যুতের সারূপ্য লাভ করিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১০৫—১২০ ॥ এই কেশবাদি দেবতাসকল নারায়ণই; ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতবসনপরিহিত, নিত্য নানাভরণভূষিত। প্রথমতঃ ওঁ নমঃ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে কেশবায় পদ

এবং বা বিন্যসেন্ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্।
স্মৃতির্ধৃতির্মহালক্ষ্মীঃ প্রাপ্যান্তে হরিতাং ব্রজেৎ ॥ ১২৫ ॥
বাগ্‌ভবাদ্যং ন্যসেদ্বাথ বাগীশত্বমবাপ্নুয়াৎ।
যদ্‌যদাদ্যং ন্যসেন্ন্যাসং তদ্বীজৈরঙ্গকল্পনম্ ॥ ১২৬ ॥
তত্ত্বন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে।
কৃতেন যেন শ্রীদেবরূপতামেব যাত্যসৌ ॥ ১২৭ ॥
মাদিকান্তানথার্ণাংশ্চ বীজান্যৈকৈকশোচ্চরেৎ।
নমঃ পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ ॥ ১২৮ ॥
জীবং প্রাণদ্বয়ঞ্চোক্ত্বা সর্ব্বাঙ্গেষু প্রবিন্যসেৎ।
ততোহৃদয়মধ্যে চ তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥
বং বীজং মতিতত্ত্বঞ্চ অনহঙ্কারমেব চ।
যং বীজঞ্চ মনস্তত্ত্বমিত্যেবং ত্রিতয়ং ন্যসেৎ ॥ ১৩০ ॥

উচ্চারণ পূর্ব্বক কীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করা উচিত। মুমুক্ষু, যতি, সকলেই এই ন্যাসাচরণ করিবে। লক্ষ্মীবীজপুরঃসর এইরূপ ন্যাসে স্মৃতি, ধৃতি ও মহালক্ষ্মীরও ন্যাস করা হইয়া থাকে। এই ন্যাসে শ্রীহরির সাযুজ্যলাভ হয়। বাগ্‌ভববীজ যোগ করিয়া ন্যাস করিলে বাগীশত্ব লাভ হয়। যে যে বীজ আদিতে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে, সেই সেই বীজ দ্বারাই অঙ্গন্যাস করিতে হইবে ॥ ১২১-১২৬ ॥

অনন্তর সাধক সিদ্ধিলাভার্থ তত্ত্বন্যাস করিবে। মকারাদি ককারান্ত বর্ণসকল এক একটি বীজের সহিত যোগ পূর্ব্বক নমঃ পরায় উচ্চারণ করিয়া তত্ত্বাত্মনে নমঃ এইরূপ বলিবে। জীব ও প্রাণদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। হৃদয়

নং বীজং শব্দতত্ত্বঞ্চ ন্যসেন্মৌলৌ ততঃপরম্।
ধং বীজং স্পর্শতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেদাননে সুধীঃ॥ ১৩১ ॥
দং বীজং রূপতত্ত্বঞ্চ হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ।
থং বীজং রসতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেদথ গুহ্যকে॥ ১৩২ ॥
তং বীজং গন্ধতত্ত্বঞ্চ পাদয়োরথ বিন্যসেৎ।
ণং বীজং শ্রোত্রতত্ত্বঞ্চ শ্রোত্রয়োরেব বিন্যসেৎ ॥ ১৩৩ ॥
ঢং বীজং ত্বক্তত্ত্বঞ্চ বিন্যসেত্ত্বচি সাধকঃ।
ডং বীজং নেত্রতত্ত্বঞ্চ নেত্রয়োরেব বিন্যসেৎ ॥ ১৩৪ ॥
ঠং বীজং রসনাতত্ত্বং রসনায়ামথো ন্যসেৎ।
টং বীজং ঘ্রাণতত্ত্বঞ্চ নাসিকায়াং প্রবিন্যসেৎ ॥ ১৩৫ ॥
ঞং বীজং বাক্যতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেদ্বাচি সাধকঃ।
ঝং বীজং পাণিতত্ত্বঞ্চ পাণ্যোরেব প্রবিন্যসেৎ॥ ১৩৬ ॥

মধ্যে তত্ত্বত্রয় ন্যাস করিবে। বং বীজ মতিতত্ত্ব অনহঙ্কার এবং মং বীজ মনস্তত্ত্ব, এইরূপে তত্ত্বত্রয় ন্যাস করিবে ॥ ১২৭—১৩০ ॥ তদনন্তর নং বীজ ও শব্দতত্ত্ব মৌলিতে ন্যাস করিবে। মুখে ধং বীজ ও স্পর্শতত্ত্ব ন্যাস করিবে। হৃদয়ে দং বীজ এবং রূপ-তত্ত্ব ন্যাস করিবে। গুহ্যে থং বীজ ও রসতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে তং বীজ ও গন্ধতত্ত্ব ন্যাস করিবে। কর্ণদ্বয়ে ণং বীজ ও শ্রোত্রতত্ত্ব ন্যাস করিবে। ত্বকে ঢং বীজ ও ত্বক্তত্ত্ব ন্যাস করিবে। নেত্রদ্বয়ে ডং বীজ ও নেত্রতত্ত্ব ন্যাস করিবে। রসনাতে ঠং বীজ ও রসনাতত্ত্ব ন্যাস করিবে। নাসিকাতে টং বীজ ও ঘ্রাণতত্ত্ব ন্যাস করিবে। বাগিন্দ্রিয়ে ঞং বীজ ও বাক্যতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পাণিদ্বয়ে ঝং বীজ ও পাণিতত্ত্ব ন্যাস করিবে।

জং বীজং পাদতত্ত্বঞ্চ পাদয়োরেব বিন্যসেৎ।
ছং বীজং পায়ুতত্ত্বঞ্চ পায়ৌ ন্যসেৎ সমাহিতঃ ॥ ১৩৭ ॥
চং বীজং লিঙ্গতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেদথ শিশ্নকে।
ঙং বীজং তত্ত্বমাকাশং পুনর্ম্মৌলৌ প্রবিন্যসেৎ ॥ ১৩৮ ॥
ঘং বীজং বায়ুতত্ত্বঞ্চ বদনে বিন্যসেৎ পুনঃ।
গং বীজং তেজস্তত্ত্বঞ্চ বিন্যসেৎ হৃদয়ে সুধীঃ ॥ ১৩৯ ॥
খং বীজং জলতত্ত্বঞ্চ পুনঃ শিশ্নে প্রবিন্যসেৎ।
কং বীজং পৃথিবীতত্ত্বং বিন্যসেৎ পাদয়োঃ পুনঃ ॥ ১৪০ ॥
শং বীজং হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ।
হং বীজং সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বং হৃদি চ বিন্যসেৎ ॥ ১৪১ ॥
সং বীজং চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্বন্তত্র প্রবিন্যসেৎ।
রং বীজং বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বং তত্রৈব বিন্যসেৎ ॥ ১৪২ ॥
ষং পরমেষ্ঠীতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবঞ্চ মূর্দ্ধনি।
যং বীজমথ পুংস্তত্ত্বং সঙ্কর্ষণমথো মুখে ॥ ১৪৩ ॥

পাদদ্বয়ে জং বীজ ও পাদতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পায়ুতে ছং বীজ ও পায়ুতত্ত্ব ন্যাস করিবে। শিশ্নে চং বীজ ও লিঙ্গতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পুনর্ব্বার মৌলিতে ঙং বীজ ও আকাশতত্ত্ব ন্যাস করিবে। বদনে ঘং বীজ ও বায়ুতত্ত্ব ন্যাস করিবে। হৃদয়ে গং বীজ ও তেজস্তত্ত্ব ন্যাস করিবে। শিশ্নে খং বীজ ও জলতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে কং বীজ ও পৃথ্বীতত্ত্ব ন্যাস করিবে। হৃদয়ে শং বীজ ও হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্ব ন্যাস করিবে। হৃদয়ে হং বীজ ও সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে। উহাতেই সং বীজ ও চন্দ্রমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে। আবার রং বীজ ও বহ্নিমণ্ডলতত্ত্ব ন্যাস করিবে। মূর্দ্ধদেশে ষং বীজ, পরমেষ্ঠীতত্ত্ব ও

লং বীজং বিশ্বতত্ত্বঞ্চ প্রদ্যুম্নং হৃদি বিন্যসেৎ।
বং বীজং প্রকৃতিতত্ত্বং অনিরুদ্ধমুপস্থকে ॥ ১৪৪ ॥
লং বীজং সর্ব্বতত্ত্বঞ্চ পাদে নারায়ণং ন্যসেৎ।
ক্ষ্রৌং বীজং কোপতত্ত্বঞ্চ নৃসিংহং সর্ব্বগাত্রকে ॥ ১৪৫ ॥
এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
দশাক্ষরেণ চেত্তত্র অষ্টাবিংশতি রেচয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥
পূরয়েদ্বাময়া তদ্বদ্ধারয়েত্তৎ প্রমাণতঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুম্ভকৈঃ ॥ ১৪৭ ॥
অষ্টাদশার্ণেন চেত্তদ্বা দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ।
একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৪৮ ॥
পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ।
সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন চাচরেৎ ॥ ১৪৯ ॥

বাসুদেবকে ন্যাস করিবে। মুখে ষং বীজ পুংতত্ত্ব ও সঙ্কর্ষণকে ন্যাস করিবে। হৃদয়ে লং বীজ, বিশ্বতত্ত্ব ও প্রদ্যুম্নকে ন্যাস করিবে। উপস্থে বং বীজ, প্রকৃতিতত্ত্ব ও অনিরুদ্ধকে ন্যাস করিবে। পাদে লং বীজ, সর্ব্বতত্ত্ব ও নারায়ণকে ধ্যান করিবে। সর্ব্বগাত্রে ক্ষ্রৌং বীজ, কোপতত্ত্ব ও নৃসিংহকে ন্যাস করিবে॥ ১৩১-১৪৫ ॥ এইরূপে তত্ত্বন্যাস করিয়া পরে প্রাণায়াম করিবে। দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়ামকালে অষ্টাবিংশতি রেচন করিবে। ঐ প্রমাণে বামনাসিকায় পূরণ ও নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক যথানিয়মে কুম্ভক করিবে। এইরূপ রেচক, কুম্ভক, পূরক দ্বারা একবার প্রাণায়াম হয়। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়ামকালে দ্বাদশ রেচন করিবে। কামবীজ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ একবার রেচন করিবে। সাতবার

অশক্তৌ কথিতশ্চৈবং শক্তৌ চ যোগিনাং মতম্ ।
অথবা সর্ব্বমন্ত্রেষু বর্ণানুক্রমতো জপন্ ॥ ১৫০ ॥
প্রাণায়ামঞ্চরেন্মন্ত্রী রেচপূরককুম্ভকৈঃ ।
মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং কথয়ামি তে ॥ ১৫১ ॥
রেচয়েদ্দক্ষয়া বিদ্বান্ মাত্রাষোড়শকেন চ ।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়াপূর্য্য চতুঃষষ্ট্যা তু ধারয়েৎ ॥ ১৫২ ॥
একশ্বাসশ্চৈকমাত্রো মাত্রায়া নিয়মো মতঃ ।
বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ ॥ ১৫৩ ॥
কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ ।
প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকঃ ॥ ১৫৪ ॥
সগর্ভো মন্ত্রজাপেন প্রাণায়ামো মতো বুধৈঃ ।
নিগর্ভশ্চ প্রাণায়ামো মাত্রায়াঃ সংখ্যয়া ভবেৎ ॥ ১৫৫ ॥

জপদ্বারা পূরণ করিবে। বিংশতিবার জপদ্বারা ধারণ করিবে। সকল কৃষ্ণমন্ত্রেই কামবীজ দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৪৬-১৪৯ ॥
আবার সকল মন্ত্রেই বর্ণানুক্রমে জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ইহার নাম মন্ত্র-প্রাণায়াম। অতঃপর যৌগিক প্রাণায়াম উক্ত হইতেছে।—ষোড়শমাত্রায় দক্ষনাসাপুটের দ্বারা রেচন করিবে। দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় বামনাসায় পূরণ করিবে। চতুঃষষ্টি-মাত্রায় উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে। একটি শ্বাসই একটি মাত্রার নিয়ম। যাবৎকালে বামহস্ত দ্বারা বামজানুর ভ্রামণ হয়, তাবৎ কালকেই বেদবিদ্ মুনিগণ এক একটি মাত্রা বলিয়া থাকেন। প্রাণায়াম আবার সগর্ভ ও নিগর্ভভেদে দ্বিবিধ। মন্ত্রজপ বা মাত্রার সংখ্যা অনুসারে যে প্রাণায়াম,

প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং পদম্ ॥ ১৫৬॥
প্রাণায়ামাৎ পরং যোগঃ প্রাণায়ামাৎ পরং ধনম্।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব সুব্রত ॥ ১৫৭ ॥
বৎসরাভ্যাসযোগেন ব্রহ্মসাক্ষাদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
চৈতন্যাবরণং যদ্যৎ ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫৮ ॥
প্রাণায়ামং বিনা মুক্তিমার্গো নাস্তি ময়োদিতম্।
প্রাণায়ামং বিনা যচ্চ সাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১৫৯ ॥
প্রাণায়ামেন মুনয়ঃ সিদ্ধিমাপুর্ন চান্যথা।
প্রাণায়ামপরো যোগী ন যোগী শিব এব সঃ ॥ ১৬০ ॥
গমনাগমনং বায়োঃ প্রাণস্য ধারণং তথা।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১৬১ ॥

তাহারই নাম সগর্ভ প্রাণায়াম। আর এতদ্ভিন্ন প্রাণায়ামের নাম নিগর্ভপ্রাণায়াম। প্রাণায়াম হইতেই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ হয়। প্রাণায়ামই পরম তপ, প্রাণায়াম হইতেই পরমজ্ঞান ও পরমপদ লাভ হয়। প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ যোগ এবং উহাই পরম ঐশ্বর্য্যের সাধক। প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। প্রাণায়াম এক বৎসরকাল অভ্যাস করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়। যে কিছু অবিদ্যা-মালিন্য আমাদিগের জীবচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, একমাত্র প্রাণায়ামেই তাহার ক্ষয় হয়। প্রাণায়াম ভিন্ন আর মুক্তি-পথ নাই। প্রাণায়ামভিন্ন সকল সাধনই বিফল হয়। মুনিগণ প্রাণা-য়াম দ্বারাই সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণ তিনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য ॥ ১৫৩-১৬০ ॥ যোগশাস্ত্রাভিজ্ঞ

প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনম্।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনম্॥ ১৬২॥
আদ্যন্তয়োর্ব্বিধীয়ন্তে নাসিকাপুটচারিণঃ।
রেচয়েদ্দক্ষয়া নাসা পূরয়েদ্বামতস্ততঃ॥ ১৬৩॥
দ্বাত্রিংশদভ্যসেন্মন্ত্রং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানমগম্যাগমনং তথা॥ ১৬৪॥
সর্ব্বমাশু দহত্যেব প্রাণায়ামেন বৈ দ্বিজ।
ভ্রূণহত্যাদিপাপানি নাশয়েন্নাসমাত্রতঃ॥ ১৬৫॥
প্রাতঃ সায়ং চরেন্নিত্যং ষোড়শ প্রাণসংযমান্।
নাশয়েৎ সর্ব্বপাপানি তুলরাশিমিবানলঃ॥ ১৬৬॥
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্।
স্বদেহস্থং যথা সর্পশ্চর্ম্মোৎসৃজ্য নিরাময়ঃ॥ ১৬৭॥

ব্যক্তিগণ প্রাণবায়ুর গমনাগমন ও তাহার অবরোধকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন॥ ১৬১॥ প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু এবং আয়াম শব্দের অর্থ তাহার গতিরোধ। এই প্রাণায়ামই যোগীদিগের যোগসাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাণায়ামের আদি ও অন্তে বায়ু দ্বারা নাসাপুটচারী হয়। দক্ষিণনাসিকা দ্বারা ত্যাগ ও বামনাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ দ্বাত্রিংশদ্বার মন্ত্রজপ করিলেই একটি প্রাণায়াম করা হয়। ব্রহ্মবধ, সুরাপান, অগম্যাগমন প্রভৃতি মহা-পাতকসকলও ঐ প্রাণায়াম দ্বারাই শীঘ্র ধ্বংস হইয়া থাকে ও ভ্রূণ-হত্যাদি পাতকও নামমাত্রে বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ষোড়শবার প্রাণায়ামকারী ব্যক্তির অনলে তুলরাশির ন্যায় সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬২-১৬৬॥ প্রাণায়াম সকল পাপেরই

প্রাণায়ামাত্তথা ধক্ষত্যবিদ্যাং কামকর্ম্মজাম্।
অথবা কিং বহুক্তেন শৃণু গৌতম মদ্বচঃ ॥ ১৬৮ ॥
প্রাণায়ামান্নহি পরং যোগিন্নাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থং দেহে পীঠানি বিন্যসেৎ ॥ ১৬৯ ॥
আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মং শূকরমেবচ।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ মধ্যতঃ ॥ ১৭০ ॥
তন্মধ্যে রত্নগেহঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্।
গেহমধ্যে কল্পবৃক্ষং সর্ব্বরত্নমহোজ্জ্বলম ॥ ১৭১ ॥
দক্ষাংশে দক্ষিণকটৌ তথা বামদ্বয়ে পুনঃ।
ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং বিন্যসেদৈশ্বরং তথা ॥ ১৭২ ॥
মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বে তানপূর্ব্বাংস্তু বিন্যসেৎ।
বিন্যস্যৈবং পুনর্হৃদিপদ্মং বিশ্বময়ং ন্যসেৎ ॥ ১৭৩ ॥

প্রায়শ্চিত্ত। সর্প যেরূপ নিজদেহস্থ পুরাতন চর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিরাময় হয়, সেইরূপ নিত্য প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তিরও কামকর্ম্মজ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যোগিগণের মুক্তিসাধনে প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিয়া পরে নিজদেহে পীঠন্যাস করিবে। আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, শূকর, পৃথিবী, ক্ষীরসিন্ধু ও তাহার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামক পীঠ চিন্তা করিবে। ঐ শ্বেতদ্বীপ-মধ্যস্থিত রত্নগেহ পীঠসকল অভীষ্ট-ফল প্রদান করিয়া থাকে। ঐ গেহমধ্যে আবার সর্ব্বরত্নমহোজ্জ্বল কল্পবৃক্ষ। দক্ষাংশ, দক্ষিণকটি, বামাংশ ও বামকটিতে যথাক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্য বিন্যাস করিতে হইবে ॥ ১৬৭-১৭২ ॥ মুখপার্শ্ব ও নাভিপার্শ্বে ঐ চারিটিই আবার নঞ্‌ যোজনা (অধর্ম্ম,

প্রকৃত্যষ্টলসৎপত্রং বিকারময়কেশরম্।
তন্মধ্যে বিন্যসেন্মন্ত্রী পঞ্চাশদ্বর্ণকর্ণিকাম্ ॥ ১৭৪ ॥
প্রণবস্ত ত্রিভির্মন্ত্রৈর্বিন্যসেন্মণ্ডলত্রয়ম্।
কলাভিঃ সহিতং তদ্বদ্দশদ্বাদশষোড়শৈঃ ॥ ১৭৫ ॥
অকারোকারমকারাঃ প্রণবাংশোদ্ভবাক্ষরাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাখ্যাঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপকাঃ ॥ ১৭৬ ॥
সমষ্ট্যা কেবলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
স্ববীজপূর্ব্বকাংস্তত্র সত্ত্বাদীনথ বিন্যসেৎ ॥ ১৭৭ ॥
তদংশেনৈব মতিমান্ ন্যসেদাত্মচতুষ্টয়ম্।
আত্মান্তরাত্মপরমাত্মজ্ঞানাত্মানশ্চ তে মতাঃ ॥ ১৭৮ ॥
আত্মাসৌ জাগরঃ স্থূলো বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপকঃ।
নামাস্তবীজসহিতং হৃন্মধ্যে চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৭৯ ॥

অজ্ঞান ইত্যাদি) করিয়া বিন্যাস করিতে হইবে। এইরূপ পীঠন্যাসের পর আবার হৃদয়ে বিশ্বময় পদ্মন্যাস করিবে। প্রকৃতিরূপ অষ্ট-পত্রপরিশোভিত নানাবিধ বিকারস্বরূপ কেশরসংযুক্ত ঐ পদ্মে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশদ্বর্ণ কর্ণিকা বিন্যাস করিবে। তিনটি প্রণব দ্বারা মণ্ডলত্রয় বিন্যাস করিবে এবং কলাসহিত দশ, দ্বাদশ ও ষোড়শ মন্ত্রদ্বারাও ঐরূপ করিবে। প্রণবের অকার, উকার ও মকার, প্রণবেরই অংশ। উহা সমষ্টিরূপে সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরস্বরূপ। পূর্ব্বের কথিত মণ্ডলমধ্যে স্ববীজপূর্ব্বক সত্ত্বাদিরও ন্যাস করিতে হইবে। পরে আত্মচতুষ্টয়ও ন্যাস করিবে। আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা ইহারাই আত্মচতুষ্টয়। আত্মা জাগর, স্থূল, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপক।

অতএব হৃদি ন্যস্তেদ্বাগ্‌বৃত্তির্হৃদয়ে স্থিতা।
অন্তরঙ্গতয়া চায়মন্তরাত্মা হৃদন্তরে॥ ১৮০ ॥
মনোময়স্তৈজসাখ্যশ্চান্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিধৃক্।
অতএব মুনে চায়ং অন্তরাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১৮১ ॥
অং বীজঞ্চাস্য গদিতং তৎপূর্ব্বং বিন্যসেৎ সুধীঃ।
পরমাত্মা সুষুপ্ত্যাখ্যো মনোব্যাবৃত্তিহারকঃ॥ ১৮২ ॥
বিলয়ে চেন্দ্রিয়ে তত্র স্বসুখঃ কেবলে স্থিতঃ।
পং বীজাৎ পরমাত্মানং যজেৎ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৮৩ ॥
সঙ্কর্ষণশ্চানিরুদ্ধঃ প্রদ্যুম্নশ্চেতি তত্রয়ম্।
জ্ঞানাত্মাসৌ বাসুদেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রাজ্ঞরূপকঃ॥ ১৮৪ ॥
বৃত্তিত্রয়ে বিলীনে তু কেবলং সুখচিৎকলঃ।
সুখাত্মা বাসুদেবোঽসৌ চিৎকলা প্রকৃতিঃ পরা॥ ১৮৫ ॥
বীজং তস্য প্রবক্ষ্যামি কেবলং সুখচিন্ময়ম্।
ব্যোমাক্ষরং বহ্নিসংস্থং তূর্য্যস্বরসমন্বিতম্॥ ১৮৬ ॥

উহার বীজ অকার এবং উহা হৃদয়মধ্যে অবস্থিত, অতএব হৃদয়স্থিত বাগ্‌বৃত্তির প্রবর্ত্তক ঐ আত্মাকে হৃদয়েই ন্যাস করিবে। তাহা অপেক্ষা যিনি অন্তরঙ্গ, তিনিই অন্তরাত্মা। ইনি মনোময়, তৈজসাখ্য এবং ইনিই অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিধারী॥ ১৭৩-১৮১ ॥ ইঁহার বীজ অকার দ্বারাই ইঁহার ন্যাস করিতে হইবে। ইনি সুষুপ্তাখ্য ও ইন্দ্রিয়বিলয়ে মনের ব্যাবৃত্তি হরণ পূর্ব্বক শুদ্ধভাবেই অবস্থান করেন। পরমাত্মার বীজ পকার। ইনি সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ স্বরূপ। বাসুদেবই জ্ঞানাত্মা। ইনি স্বয়ম্ভূ, প্রাজ্ঞ এবং বৃত্তিত্রয়ের বিলয়ে চিৎসুখাদিরূপে অবস্থিত। পরাপ্রকৃতি ঐ

নাদবিন্দুকলাযুক্তং বীজং তৎ সুখচিন্ময়ম্।
বেদত্রয়োদ্ধৃতং সারং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৮৭ ॥
কেশরেম্বষ্টশক্তীশ্চ চাষ্টপ্রকৃতিরূপিণীঃ।
মধ্যশক্তিঃ পরাখ্যা চ চিদানন্দস্বরূপিণী ॥ ১৮৮ ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা চ শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা ॥ ১৮৯ ॥
নবশক্তীঃ প্রবিন্যস্য ন্যসেত্তত্র মহামনুম্।
নমো ভগবতে প্রোক্ত্বা সর্ব্বভূতাত্মনেপদম্ ॥ ১৯০ ॥
বাসুদেবপদং ঙেহন্তং সর্ব্বাত্মযোগসংযুতম্।
বিজ্ঞেয়ঞ্চ ততো যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ ॥ ১৯১ ॥
অয়ং পীঠমনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বভূতাত্মকঃ পরঃ।
শ্যামলং কোমলং ধাম তত্রোপরি বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চিৎস্বরূপের কলারূপা। বিশুদ্ধ, সুখচিন্ময়, বেদসার ও সর্ব্ব-কারণ প্রণবই ইহার বীজ। অষ্টপ্রকৃতি ইহার অষ্টশক্তি। মধ্যে চিদানন্দস্বরূপিণী পরাখ্যাশক্তি অবস্থিতা। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, যোগশক্তি, প্রহ্বীশক্তি, সত্যাশক্তি, ঈশানা-শক্তি ও অনুগ্রহাশক্তি, মোট এই নয়টি শক্তি। এই নবশক্তি-ন্যাসের পর ঐ স্থানে নমো ভগবতে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ, এই মহামন্ত্র ন্যাস করিবে। পরে সর্ব্বাত্মযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ, এই পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। ঐ পীঠের উপরিভাগে শ্যামল ও কোমল ধাম চিন্তা করিবে ॥ ১৮২-১৯২ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।

অথাখিলং ন্যাসজালং শৃণুষ্বাবহিতোঽনঘ।
নিত্যন্যাসাঃ পুরা প্রোক্তা যৈর্ব্বিনা বিফলা ভবেৎ॥ ১॥
মন্ত্রতন্ত্রাত্মনা সর্ব্বাঃ প্রকারেণাপ্যনুষ্ঠিতাঃ।
ফলাধিক্যেচ্ছয়া ন্যাসান্ সমস্তপুরুষার্থদান্॥ ২॥
শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র যেন বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।
স্বরষট্‌কং যথাপূর্ব্বং পাশ্চাত্যং স্বরষটককম্॥ ৩॥
মূর্ত্তিদ্বাদশকং তদ্বদ্বাসুদেবেন সংযুতম্।
কপালে বিন্যসেদ্ধাত্রা কেশবং সুসমাহিতঃ॥ ৪॥

নারদ বলিলেন, গৌতম! অনন্তর আমি অখিল ন্যাসজাল বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মন্ত্র-তন্ত্রাদি নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হইলেও নিত্যন্যাস ব্যতিরেকে কর্ম্ম বিফল হয় বলিয়া উহা পূর্ব্বেই উক্ত হইল। এক্ষণে ফলাধিক্যের নিমিত্ত সমস্তপুরুষার্থপ্রদায়ক ন্যাসসকল কথিত হইতেছে।—পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টি স্বর যেরূপ পরবর্ত্তী ছয়টি স্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ হয়, তদ্রূপ দ্বাদশমূর্ত্তি বাসুদেব-সংযোগে পূর্ণমূর্ত্তি হয়। দ্বাদশমূর্ত্তিন্যাসের প্রকার যথা;—কপালে ধাতার সহিত কেশব,

নারায়ণঞ্চ জঠরে অর্য্যম্ণা সহ সংযুতম্।
হৃদয়ে মাধবং চৈব মন্ত্রেণ সহ সংযুতম্ ॥ ৫ ॥
গোবিন্দং গলকূপে চ বরুণেন প্রবিন্যসেৎ।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে অংশুনা সহ বিন্যসেৎ ॥ ৬ ॥
ভুজান্তে দক্ষিণে ন্যস্যেদ্ভর্গেণ মধুসূদনম্।
পদ্মনাভং দক্ষগলে ন্যসেদ্বিবস্বতা যুতম্ ॥ ৭ ॥
দামোদরমথেন্দ্রেণ বামপার্শ্বে ন্যসেৎ সুধীঃ।
ভুজান্তে বাসুদেবঞ্চ পূষ্ণা সহ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
বামগলে সঙ্কর্ষণং পর্জন্যেন চ বিন্যসেৎ।
পৃষ্ঠদেশে চ প্রদ্যুম্নং ত্বষ্ট্রা সহ প্রবিন্যসেৎ ॥ ৯ ॥
ককুদ্দেশেঽনিরুদ্ধং তং বিষ্ণুনা সহ বিন্যসেৎ।
দ্বাদশাক্ষরং মন্ত্রবরং বিন্যসেদ্ব্রহ্মরন্ধ্রকে ॥ ১০ ॥
বাসুদেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ব্যাপিতস্তস্য তেজসা।
ত্রিমাত্রিকং সমুদ্ধৃত্য নমো ভগবতে লিখেৎ ॥ ১১ ॥

জঠরে অর্য্যমার সহিত নারায়ণ, হৃদয়ে মন্ত্রের সহিত মাধব, গলকূপে বরুণের সহিত গোবিন্দ, দক্ষিণপার্শ্বে অংশুর সহিত বিষ্ণু, ভুজান্তে ভর্গের সহিত মধুসূদন, দক্ষগলে বিবস্বানের সহিত পদ্মনাভ, বামপার্শ্বে ইন্দ্রের সহিত দামোদর, ভুজান্তে পূষণের সহিত বাসুদেব, বামগলে পর্জ্জন্যের সহিত সঙ্কর্ষণ, পৃষ্ঠদেশে ত্বষ্টার সহিত প্রদ্যুম্ন, ককুদ্দেশে বিষ্ণুর সহিত অনিরুদ্ধকে ন্যাস করিবে এইরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিবে ॥ ১-১০ ॥ ত্রিমা[illegible]ক

বাসুদেবং চতুর্থ্যন্তং মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ।
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ বাসুদেবঃ প্রজায়তে ॥ ১২ ॥
মনুসংপুটিতাং ন্যস্যেন্মাতৃকাং বিশ্বমাতরম্।
তেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্দোষসংঘাতনাশনাৎ ॥ ১৩ ॥
দশার্ণগোলকন্যাসং বক্ষ্যে সংভূতিদায়কম্।
মন্ত্রং দশাবৃত্তিময়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥
আধারে চ ধ্বজে নাভৌ হৃদি গলমুখাংশকে।
উরুদ্বয়ে কন্ধরায়াং নাভ্যাং কুক্ষৌ স্তনদ্বয়ে॥ ১৫ ॥
পার্শ্বদ্বয়ে তথা শ্রোণ্যোর্মস্তকাস্যে চ নেত্রয়োঃ।
কর্ণনাসিকয়োস্তদ্বৎ কপোলে করসন্ধিষু॥ ১৬ ॥
তদগ্রে পাদয়োঃ সন্ধৌ তদগ্রেঽপি চাদরাৎ।
মস্তকে তৎ প্রতীচ্যাদিদিশাসু ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ১৭ ॥

অর্থে প্রণব, তৎপরে নমোভগবতে এই পদ, শেষে চতুর্থ্যন্ত বাসুদেব, অর্থাৎ বাসুদেবায়; ইহাদ্বারা হইল,— ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এইটি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের সম্যক্ প্রকারে জ্ঞান হইলে ভগবান্ বাসুদেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই মন্ত্রদ্বারা সংপুটিত করিয়া বিশ্বমাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। উহা দ্বারা সকল দোষের বিনাশ হইয়া মন্ত্রসিদ্ধি হয় ॥ ১১-১৩ ॥ এক্ষণে সংভূতিসাধক দশার্ণগোলকন্যাস কথিত হইতেছে। মন্ত্রের দশাবৃত্তিরূপ ন্যাসের নামই দশার্ণগোলকন্যাস। ঐ মন্ত্রে আধারে, ধ্বজে, নাভিতে, হৃদয়ে, গলদেশে, মুখে, উরুদ্বয়ে, করদ্বয়ে, নাভিতে, কুক্ষিতে, স্তনদ্বয়ে, পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিদ্বয়ে, মস্তকে, মুখে, নেত্রদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসিকাতে, কপোলে,

দোষ্ণোস্তথোরুদ্বয়ে মন্ত্রী শিরোঽক্ষিমুখদেশকে।
কণ্ঠস্তন্দকং চাধোজানুপ্রপৎস্থ বিন্যসেৎ ॥ ১৮ ॥
শ্রোত্রগণ্ডাংশয়োর্ন্যস্তেদ্বক্ষোজপার্শ্বস্ফিচুয়ৌ।
জানুজঙ্ঘাঙ্ঘ্রিযুগলে ইত্থং বর্ণান্ প্রবিন্যসেৎ ॥ ১৯ ॥
বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ সর্ব্বভূতিপ্রবর্ত্তকঃ।
দশতত্ত্বং ততো ন্যস্তেদ্দশার্ণং শীঘ্রসিদ্ধয়ে ॥ ২০ ॥
পৃথিব্যপ্তেজোমরুদ্বিয়দিতি পঞ্চতত্ত্বকম্।
অহঙ্কারো মহত্তত্ত্বং তথা প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ ২১ ॥
পরমাত্মা চ তত্ত্বানি যথাবদবধারয়।
পাদাম্বুহৃদয়ে বক্তে মূর্দ্ধি পঞ্চ ন্যসেত্ততঃ ॥ ২২ ॥
হৃদি দ্বয়ং ত্রয়ং ব্যাপ্ত্যা সর্ব্বাঙ্গে বিন্যসেৎ সুধীঃ।
মস্তকাদি ততো ন্যস্তেদ্যাবৎ পাদাবসানকম্ ॥ ২৩ ॥

করসন্ধিতে, করাগ্রে, পাদসন্ধিতে ও পাদাগ্রে, প্রতীচ্যাদি দিক্‌ক্রমে ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে ॥ ১৪-১৭ ॥ হস্তদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, মস্তকে, স্কন্ধে, মুখে, কণ্ঠদেশে, অক্ষিতে, হৃদয়ে, তুন্দে, জানুতে, প্রপদে, শ্রোত্রে, গণ্ডে, অংশে, স্তনে, পার্শ্বে, স্ফিচে, উরুতে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, অঙ্ঘ্রিদ্বয়ে, এইরূপে বর্ণন্যাস করিবে ॥ ১৮-১৯ ॥ ইহাকে বিভূতিপঞ্জরন্যাসও বলা হয়। এই ন্যাস করিলে সর্ব্ববিভূতি লাভ হয়। অনন্তর শীঘ্র সিদ্ধির নিমিত্ত দশতত্ত্বের ন্যাস করিবে ॥ ২০ ॥ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী তত্ত্ব। অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এই গুলিও তত্ত্ব। পাদদ্বয়, হৃদয়, বক্ত্র ও মস্তকে পঞ্চতত্ত্ব ন্যাস করিবে ॥ ২১-২২ ॥ হৃদয়ে দুই এবং সর্ব্বাঙ্গে তিন তত্ত্বন্যাস দ্বারা মস্তক হইতে পাদ

অয়ং ন্যাসো গুপ্ততমো মন্ত্রাণাং শীঘ্রসিদ্ধিদঃ।
কার্য্যোঽন্যেষ্বপি গোপালমন্ত্রেষ্বপি বিশালধীঃ॥ ২৪ ॥
দশাক্ষরস্য বর্ণাংশ্চ সংহারক্রমতো ন্যসেৎ।
সৃষ্টিন্যাসে মনোরস্য বর্ণান্ বিপরীতান্ন্যসেৎ॥ ২৫ ॥
একৈকাক্ষরমুচ্চার্য্য নমোঽন্তস্ত ততঃ পঠেৎ।
পরায়েতি চ তত্ত্বানি তদন্তে নমসা সহ॥ ২৬ ॥
মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈর্বাথবা মুনে।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা অন্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ২৭ ॥
ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

পর্য্যন্ত ব্যাপকন্যাস করিবে॥ ২৩॥ এই ন্যাস অতি গোপনীয়, ইহা সকল সিদ্ধির ফলপ্রদান করিয়া থাকে। দশাক্ষর মন্ত্রের বর্ণ-সকল দ্বারা সংহারন্যাস করিবে। সৃষ্টিন্যাসে ঐ মন্ত্রের বর্ণসকল বিপরীতক্রমে ন্যাস করিবে॥ ২৪-২৫ ॥ এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া প্রথমে নমঃ শব্দ পরে পরায় অমুকতত্ত্বাত্মনে নমঃ বলিতে হইবে॥ ২৬॥ ঐ ন্যাস মনে মনে অথবা পুষ্প দ্বারা করিতে হইবে, অথবা অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ঐ ন্যাস করিবে। অন্যথা বিফল হয়॥ ২৭ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।

অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং পতত্রিগণনাদিতম্॥ ১॥
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কারমুখরীকৃতদিঙ্মুখম্।
কালিন্দীজলকল্লোলশীতলানিলসেবিতম্॥ ২॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
সমানোদিতচন্দ্রার্কতেজোদীপেন দীপিতম্॥ ৩॥
কমলোৎপলকহ্লারধূলীধূসরিতান্তরম্।
শাখামৃগগণাকীর্ণং নানামৃগনিষেবিতম্॥ ৪॥
দ্বাত্রিংশদ্বনসংবীতম্ বৈকুণ্ঠাদতিসৌখ্যদম্।
পুরন্দরমুখৈর্দ্দেবৈঃ সর্ব্বতঃ সমধিষ্ঠিতম্॥ ৫॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্॥
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবারণম॥ ৬॥

নারদ বলিলেন,—অনন্তর সর্ব্বদেবনমস্কৃত, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেত, পতত্রিগণনাদিত, ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল ভ্রমরগণের গুণ্‌গুণ রবদ্বারা মুখরীকৃতদিঙ্মুখ, কালিন্দীজলকল্লোলশীতলানিলসেবিত, নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ড দ্বারা মণ্ডিত, সমানোদিতচন্দ্রার্কতেজোদীপন দীপিত, কমলোৎপলকহ্লারধূলীধূসরিতান্তর, শাখামৃগগণাকীর্ণ,

মাণিক্যশিখরোল্লাসি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতেজোবিরাজিতম্ ॥ ৭ ॥
কলভারোল্লসচ্চিত্রং বিতানৈরুপশোভিতম্।
রত্নতোরণগোপুরমাণিক্যবেদিকান্বিতম্ ॥ ৮ ॥
দিব্যঘণ্টাযুক্তমুক্তামণিশ্রেণীবিরাজিতম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং নির্ম্মুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ ॥ ৯ ॥
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসস্তথা।
শোকমোহৌ শরীরস্য জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১০ ॥
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কপাটাষ্টকশোভিতম্।
রত্নপ্রদীপাবলিভিরন্তরেণোপশোভিতম্ ॥ ১১ ॥
তত্র কল্পতরুং ধ্যায়েৎ সুবিষ্ঠং রত্নবর্ষিণম্।
সেবিতং ঋতুভিঃ সর্ব্বৈঃ সুধাশীকরবর্ষিণম্ ॥ ১২ ॥
গারুত্মতলসৎপত্রং প্রবালরক্তপল্লবম্।
মুক্তারত্নপ্রসবিনং পদ্মরাগফলোজ্জ্বলম্ ॥ ১৩ ॥

নানামৃগনিষেবিত, বৈকুণ্ঠ হইতেও অতি সৌখ্যদ, দ্বাত্রিংশদ্বন-বিশিষ্ট, পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক সমধিষ্ঠিত, সূর্য্যাযুতসমপ্রভ রত্নভূমিসমন্বিত, নিয়তরত্নবর্ষণকারী কল্পতরুকাননবিশিষ্ট, মাণিক্য-খচিত-মণিমণ্ডপবিশিষ্ট, নানারত্নসঙ্কুল, সর্ব্বতেজোবিরাজিত, বিচিত্র বিতানোপশোভিত, রত্নতোরণগোপুরমাণিক্যবেদিকান্বিত, দিব্য-ঘণ্টাযুক্ত, মণিশ্রেণীবিরাজিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত, চতুর্দ্বারসমাযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিবে। তন্মধ্যে রত্নবর্ষী কল্পবৃক্ষকে চিন্তা করিবে। ঐ কল্পবৃক্ষ সকল ঋতুর ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত। উহার পল্লবসমূহ প্রবালসদৃশ রক্তবর্ণ।

সংসারতাপবিচ্ছেদিকুশলচ্ছায়মদ্ভুতম্।
তন্মূলে চিন্তয়েন্মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং শুভম্॥ ১৪
তত্র সূর্য্যসমাভাসং পঙ্কজং চাষ্টপত্রকম্।
সর্ব্বতত্ত্বময়ং তত্র চিন্তয়েজ্জগদীশ্বরম্॥ ১৫॥
সংসারসাগরোত্তীর্ত্ত্যৈ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
ইন্দ্রনীলমণিমেঘনবেন্দীবরসন্নিভম্॥ ১৬॥
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদতলং শুভম্॥ ১৭।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্নবিভূষিতম্॥
উদ্দামবিলসন্মুক্তারত্নহারোপশোভিতম্॥ ১৮॥
নানারত্নপ্রভোদ্ভাসিমুকুটং দীপ্ততেজসম্॥
হারকেয়ূরকটককুণ্ডলৈরুপশোভিতম্॥ ১৯॥
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুনূপুরাদ্যুপশোভিতম্।
রত্নৈর্নানাবিধৈর্যুক্তং কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ॥ ২০।

ফলসমূহ মুক্তামণিময়। উহার ছায়াতে সংসারতাপ বিনিবারিত হয়। সাধক ঐ কল্পবৃক্ষের মূলদেশে শুভ রত্নসিংহাসন ভাবনা করিবে॥ ১-১৪॥ তদুপরি সূর্য্যসদৃশ তেজোময় অষ্টপত্র পদ্ম এবং ঐ পদ্মে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ও ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বতত্ত্বময় জগদীশ্বরকে চিন্তা করিবে। ইন্দ্রনীলমণি, মেঘ ও নব ইন্দীবরসদৃশ, পীতাম্বরপরিহিত, পুণ্ডরীকনয়ন, রক্তনেত্রাধর, রক্তপাণিপাদতল, কৌস্তুভোদ্ভাসিত-বক্ষস্থল, নানারত্নবিভূষিত, উদ্দামবিলসন্মুক্তারত্নহারোপশোভিত,

গোরোচনাকুঙ্কুমেন ললাটতিলকান্বিতম্ ।
অলকাশোভিসংযুক্তং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ২১ ॥
বিম্বাধরপুটোদ্ভাসিবংশ্যামৃতরসান্বিতম্ ।
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ২২ ॥
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধচারুমালাবিরাজিতম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং বিলসদ্বন্ধুরোদরম্ ॥ ২৩ ॥
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য বাদিনম্ ।
গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ বৃন্দাবনগতং হরিম্ ॥ ২৪ ॥
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতম্ ।
গোগোবৎসগণাকীর্ণং বৃহৎষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ২৫ ॥
গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ ।
অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং বিভুম্ ॥ ২৬ ॥
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব হাহাহূহুস্তথৈব চ ।
কিন্নরীমিথুনঞ্চাপি শ্রুত্বা গীতং তথা হরেঃ ॥ ২৭ ॥
বীণাদিসাধনং ত্যক্ত্বা বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ ॥
তে স্তুবন্তি মহাত্মানং গায়কা বিস্মৃতি স্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥

নানারত্নপ্রভোদ্ভাসিত মুকুটদ্বারা পরিশোভিত, হারকেয়ূরকটক-কুণ্ডল দ্বারা উপশোভিত, নানারত্নবিভূষিত, গোরোচনাকুঙ্কুম দ্বারা কৃততিলক, অলকাবিভূষিত, বিম্বাধরপুটোদ্ভাসিবংশ্যামৃতরসান্বিত, বর্হিপত্রকৃতাপীড়, বন্যপুষ্পালঙ্কৃত, কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধচারুমালাবিরাজিত, কোটিকন্দর্পলাবণ্য, বিলসদ্বন্ধুরোদর, বেণুবাদনতৎপর, দিব্যগান-কারী, শতশতগোপকন্যাপরিবৃত, গোগোবৎসগণাকীর্ণ, বৃহৎ-ষণ্ডমণ্ডিত, পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃতনয়ন সহস্র সহস্র গোপকন্যাগণ

সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ।
স্থাবরৈঃ পন্নগৈশ্চাপি সিদ্ধৈর্বিদ্যাধরৈস্তথা ॥ ২৯ ॥
শাখামৃগৈর্মনুষ্যৈশ্চ বীক্ষ্যমাণৈঃ সুবিস্মিতৈঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতম্ ॥ ৩০ ॥
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং লোকানাং পতিমব্যয়ম্।
নারদেন চ সিদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩১ ॥
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঙ্গিরসেন চ।
দক্ষেণ সনকাদ্যৈশ্চ সিদ্ধেন কপিলেন চ ॥ ৩২ ॥
বাস্তবাগীশহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনঃক্রতুঃ।
মার্কণ্ডেয়ভরদ্বাজপুলস্ত্যপুলহাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
বশিষ্ঠাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তূয়মানং সুরাসুরৈঃ।
ব্রহ্মলোকগতৈঃ সিদ্ধৈর্নাগলোকগতৈরপি।
অন্যৈরপি সুরশ্রেষ্ঠৈঃ স্তূয়মানং স্মরেদ্বিভুম্ ॥ ৩৪ ॥
এবং যশ্চিন্তয়েন্মন্ত্রী চেতসা কৃষ্ণমব্যয়ম্।
সংসারসাগরং ঘোরমপি বৎসপদায়তে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাবপুষ্পদ্বারা যাঁহাকে মানসিক অর্চ্চনা করিতেছে, ত্রিলোকের সেই একমাত্র গুরু এবং নারদাদিমুনিগণসেবিত, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদিকর্ত্তৃক সবিস্ময়বীক্ষিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যাদিসুশোভিত, সর্ব্বলোক-সম্মোহন, পরাশর-ব্যাস-ভৃগু প্রভৃতি সিদ্ধমুনিগণকর্ত্তৃক ও সুরবৃন্দ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। যিনি সেই অব্যয় শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে ধ্যান করেন, এই দুস্তর সংসারসাগর তাঁহার সম্বন্ধে গোষ্পদতুল্য হয় ॥ ১৫-৩৫ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ।

যদ্‌যদুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ তত্ত্বং সর্ব্বং শ্রুতং ময়া।
ইদানীং পরিপৃচ্ছামি কেনাত্র চাধিকারিতম্॥

নারদ উবাচ।

দীক্ষায়ামধিকারিত্বমাপ্নোতি গুরুসেবকঃ।
দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু॥ ২॥
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু।
তথা হ্যদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু॥ ৩॥
নাধিকারস্ততঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্।
অতএব হি দীক্ষার্থং সর্ব্বজ্ঞং গুরুমাশ্রয়েৎ॥ ৪॥

গৌতম বলিলেন ব্রহ্মন্! আপনি যে যে তত্ত্ব বলিলেন, আমি সে সকলই শ্রবণ করিলাম। এখন এই মন্ত্রের অধিকারী নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হউক॥ ১॥

নারদ বলিলেন, গুরুসেবাপরায়ণ ব্যক্তিই দীক্ষাতে অধিকারী, অনুপনীত দ্বিজাতির যেরূপ বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মে অধিকার নাই, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরাও মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদি কর্ম্মে অধিকারী হয় না॥ ২-৩॥ এই নিমিত্তই তান্ত্রিকী দীক্ষার প্রয়োজন এবং এই নিমিত্তই দীক্ষিত হইবার জন্য সত্ত্বঃ সর্ব্বজ্ঞ গুরুর

সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বচ্ছঃ সুলভো বহুতন্ত্রবিৎ।
অসংশয়ঃ সংশয়চ্ছিন্নিরপেক্ষো গুরুর্ম্মতঃ ॥ ৫ ॥
বেদবেদাঙ্গবেদান্তসিদ্ধান্তজ্ঞানপারগঃ।
বাঙ্মনঃকায়চিত্তৈশ্চ বিষ্ণোঃ শুশ্রূষণে রতঃ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুতন্ত্রানুসন্ধায়ী বিষ্ণুবিজ্ঞানবেদকঃ।
বিষ্ণৌ সমর্পকঃ সম্যক্ ত্রিবিধোৎপাতকর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥
সম্মতঃ সৎসু দান্তশ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানপারগঃ ॥
ষট্চক্রভেদকুশলঃ ষড়ধ্বজ্ঞানপারগঃ ॥ ৮ ॥
পিণ্ডে পদে তথা রূপে রূপাতীতে বিবেচকঃ।
সন্ধ্যাত্রয়বিশেষজ্ঞো হ্যধ্বষট্কবিশোধকঃ ॥ ৯ ॥
মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ প্রত্যক্ষায় যদাজ্ঞয়া ॥ ১০ ॥
মৃদ্ভস্মদারুদৃশদঃ ফলত্যবিকলং ফলম্।
পঞ্চাম্নায়বিশেষজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ ॥ ১১ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥ সুন্দর, সুমুখ, নির্ম্মল, সুলভ, বহুতন্ত্রবেত্তা, স্বয়ং সংশয়রহিত, অপরের সংশয়চ্ছেত্তা, নিরপেক্ষ, বেদবেদাঙ্গবেদান্তসিদ্ধান্তজ্ঞানপারগ, বাক্য মন ও কায় দ্বারা বিষ্ণুর শুশ্রূষাতে রত, বিষ্ণুতন্ত্রানুসন্ধায়ী, বিষ্ণুবিজ্ঞানবেদক, বিষ্ণুতে সর্ব্বসমর্পণকারী, সাধুসম্মত, ইন্দ্রিয়দমনকারী, মন্ত্রার্থজ্ঞান পারগ, ষট্চক্রভেদাভিজ্ঞ, ষড়ধ্বজ্ঞানপারগ, পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত বিষয়ে বিবেচক, সন্ধ্যাত্রয়বিশেষজ্ঞ, অধ্বষট্কবিশোধক মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা ব্যক্তিই গুরুর যোগ্য। যাঁহার আজ্ঞায় মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও শিলাদিতে দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া ফল প্রদান করেন

শিষ্যস্থ সংশয়চ্ছেত্তা গুরুর্ভবতি নাপরঃ।
বৈষ্ণবান্বয়সিদ্ধান্তচিন্তামণিরিবাপরঃ ॥ ১২ ॥
আশ্রমী জ্ঞানকুশলো গুরুর্ভবতি নাপরঃ।
মন্ত্রতন্ত্রার্থ চৈতন্যকুণ্ডলীগতিবেদকঃ ॥ ১৩ ॥
মন্ত্রসিদ্ধান্তবিধিবিদ্ গুরুর্ভবতি নাপরঃ।
সুদূরমপি গন্তব্যং যত্রাম্নায়বিদো জনাঃ ॥ ১৪ ॥
তেঽপি স্তুত্যা নমস্যাশ্চ সেব্যাশ্চাভীষ্টমিচ্ছতা।
এবংবিধো গুরুর্জ্ঞেয় অন্যথা শিষ্যদুঃখদঃ ॥ ১৫ ॥
শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিশুদ্ধাত্মা দৃঢ়াশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিনি নমস্য গুরু। যিনি পঞ্চাম্নায়বিশেষজ্ঞ, নিগ্রহানুগ্রহক্ষম, শিষ্যের সংশয়চ্ছেত্তা, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য পাত্র; অন্য ব্যক্তি গুরু হইতে পারে না। যিনি বৈষ্ণবাম্নায়সিদ্ধান্তচিন্তামণি সদৃশ, আশ্রমী, জ্ঞানকুশল, তিনিই গুরুর উপযুক্ত; অন্য ব্যক্তি নহেন। মন্ত্রতন্ত্রার্থচৈতন্যকুণ্ডলীগতিবেদক, মন্ত্রসিদ্ধান্তবিধিবিদ্ ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন। আম্নায়বেত্তার প্রাপ্তির জন্য দূরবর্ত্তী প্রদেশেও গমন করিবে; কারণ, অভীষ্টসিদ্ধিকামী ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ ব্যক্তিসকলই স্তবনীয়, নমস্য ও সেব্য। ঐরূপ ব্যক্তিকেই গুরু করা উচিত। এই সকল গুণ না থাকিলে গুরু শিষ্যের দুঃখ উৎপন্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫-১৫ ॥ কুলীন, শুদ্ধাত্মা, পুরুষার্থপরায়ণ, অধীত-বেদকুশল, পিতৃমাতৃহিতে রত, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মকর্ত্তা, গুরুশুশ্রূষণে রত,

হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভিশ্চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ ॥ ১৮ ॥
অনিত্যকর্ম্মণাং ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহো বিমৎসরঃ ॥ ১৯ ॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ ॥ ২০ ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্ যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ২১ ॥
চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্যোগ্যঃ কৃপালুঃ সদ্গুরুস্তদা ॥ ২২ ॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।
মাসপক্ষতিথিবারং নক্ষত্রাদীন্ বিশোধয়েৎ ॥ ২৩ ॥

সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়াশয়, প্রাণিবর্গের হিতৈষী, নিত্য পরলোকার্থকর্ম্মকর্ত্তা, বাক্য, মন ও কায় দ্বারা গুরুশুশ্রূষাতে রত, অনিত্যকর্ম্মত্যাগকারী, নিত্যানুষ্ঠানতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, জিতালস্য, জিতমোহ, বিমৎসর এবং গুরুর ন্যায় গুরুর পুত্র-কলত্রাদিতে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত পাত্র; অন্যরূপ শিষ্য গুরুর দুঃখ উৎপন্ন করিয়া থাকে ॥১৬-২০॥ শিষ্য ব্রাহ্মণ হইলে এক বৎসর গুরুসেবায় তদধিকারপ্রাপ্তি, আর ক্ষত্রিয় হইলে দুই বৎসর সেবায়, বৈশ্য হইলে তিন বৎসর সেবায় এবং শূদ্র হইলে চারি বৎসর সেবায় অধিকারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপে অধিকারী হইলে, গুরু শিষ্যকে বিধানানুসারে দীক্ষিত

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ ॥ ২৫ ॥
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৬ ॥
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্ম্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ।
পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিদিবসে স্বোদয়ে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ২৭ ॥
গুরুশুক্রোদয়ে চৈব শস্যতে মন্ত্রসংক্রিয়া।
রবৌ গুরৌ সিতে সোমে কর্ত্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ ॥ ২৮ ॥
শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণে স্যাৎ পঞ্চমাবধি।
দ্বাদশ্যাং সর্ব্বথা কার্য্যা চামলায়াং শুভেঽহনি ॥ ২৯ ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া দ্বাদশী যা কৃষ্ণদীক্ষাপ্রবর্ত্তিনী।
উত্তরাত্রয়রোহিণ্যো রেবতীপুষ্যবাসরে ॥ ৩০ ॥

করিবেন ॥ ২১-২৩॥ চৈত্র মাসে মন্ত্রারম্ভ করিলে সমস্তপুরুষার্থ লাভ হয়। বৈশাখমাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে অবশ্য মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে পূর্ণায়ু, ভাদ্রে সন্তান-সন্ততিনাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধি, অগ্রহায়ণেও মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবিবর্দ্ধন, ফাল্গুনে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হয়। দীক্ষাকর্ম্মে মলমাস বর্জ্জন করিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের নিজ নিজ উদয়ে, পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিদিবসে ও গুরুশুক্রোদয়ে মন্ত্রসংস্কার প্রশস্ত। রবি, বৃহস্পতি, শনি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে, শুক্লপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষা বিহিত। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে দীক্ষা প্রশস্ত।

ধনিষ্ঠাবায়ুমিত্রাশ্বিপিত্র্যং ত্বাষ্ট্রঞ্চ নৈর্ঋতম্।
ঐশবৈষ্ণবহস্তাশ্চ দীক্ষায়ান্ত শুভাবহাঃ ॥ ৩১ ॥
অশ্বিনীরোহিণীস্বাতীবিশাখাহস্তভেষু চ।
কৃষ্ণোত্তরাত্রয়েষ্বেবং কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্ ॥ ৩২ ॥
শুভযোগেষু সর্ব্বেষু দীক্ষা সর্ব্বশুভপ্রদা।
শুভানি করণান্যাহুর্দীক্ষায়াঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥
শকুন্যাদীনি বিষ্টিঞ্চ বিশেষেণ বিবর্জ্জয়েৎ।
চরাঃ সর্ব্বে বিবর্জ্যাঃ স্যুঃ স্থিররাশিষু সৌখ্যদাঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্রত্রিকোণগাঃ।
দীক্ষায়াঞ্চ শুভাঃ সর্ব্বে রন্ধ্রস্থাঃ সর্ব্বনাশকাঃ ॥ ৩৫ ॥
শিষ্যস্য জন্মসংক্রান্তৌ বিষুবে অয়নে তথা।
অন্যেষু পুণ্যযোগেষু গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৩৬ ॥

কারণ, দ্বাদশী তিথি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও তদীয় দীক্ষাপ্রবর্ত্তিনী। উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, বায়ু, মিত্র, অশ্বি, পিত্র্য, ত্বষ্ট্রা, নৈর্ঋত, ঐশ ও বৈষ্ণব নক্ষত্র দীক্ষা-কার্য্যে শুভাবহ। অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, কৃষ্ণা ও উত্তরাত্রয় (উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ) নক্ষত্রে মন্ত্রাভিষেক কর্ত্তব্য। সকল শুভযোগেই দীক্ষা সর্ব্বশুভদায়িনী, শুভকরণ সকল দীক্ষাকার্য্যে শুভদায়ক, শকুনি ও বিষ্টি প্রভৃতি করণ অবশ্য পরিত্যাজ্য। চররাশিতে (মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর) দীক্ষায় দুঃখ এবং স্থিররাশিতে দীক্ষায় সুখ হয় ॥ ২৪-৩৪ ॥ তৃতীয় ও ষষ্ঠগত পাপগ্রহ, কেন্দ্র ও ত্রিকোণস্থ হইলে দীক্ষাকার্য্যে

শিষ্যানুকূলকালে বা দীক্ষা সর্ব্বশুভাবহা।
সূর্য্যগ্রহণকালেষু নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
তত্র যদ্‌যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ।
বিনায়াসেন মন্ত্রস্য সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৮ ॥
ভূমেঃ পরিগ্রহঃ কুর্য্যাদ্ যাবদায়তনং ভবেৎ।
শুক্লমৃৎস্না চ যা ভূমির্ব্রাহ্মী সা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৯ ॥
ক্ষত্রিয়া রক্তমৃৎস্না চ হরিদ্বৈশ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
কৃষ্ণা ভূমির্ভবেৎ শূদ্রা চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
ব্রাহ্মী সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়া রাজ্যদা মতা।
ধনধান্যকরী বৈশ্যা শূদ্রা তু নিন্দিতা মুনে ॥ ৪১ ॥
ততো ভূমিং পরীক্ষেত বাস্তুজ্ঞানবিশারদঃ।
শল্যাদিশোধনং কুর্য্যাত্তু যাঙ্গারাদি দূরয়েৎ ॥ ৪২ ॥

শুভফলপ্রদ হয়; কিন্তু রন্ধ্রস্থ হইলে শুভগ্রহও সর্ব্ববিনাশক হইয়া থাকে। শিষ্যের জন্মসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, অয়নসংক্রান্তি, অন্য পুণ্যযোগ এবং চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকাল দীক্ষার পক্ষে সর্ব্বশুভপ্রদ। সূর্য্যগ্রহণকালে অন্য শুভক্ষণাদির বিচার করিতে হয় না। গ্রহণ-কালে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনন্ত ফল প্রসব করে। ঐ কালে দীক্ষিত হইলে অনায়াসেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। দীক্ষা বিষয়ে আয়তনানুরূপ ভূমিরও পরিগ্রহ করিবে। শুক্লবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম ব্রাহ্মী ভূমি। রক্তবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম ক্ষত্রিয়া ভূমি। হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম বৈশ্যা ভূমি এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাময়ী ভূমির নাম শূদ্রা ভূমি। ব্রাহ্মী সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা, ক্ষত্রিয়া রাজ্যদা, বৈশ্যা ধনধান্যকরী ও শূদ্রা নিন্দিতা ॥ ৩৫-৪১ ॥ অনন্তর

এতস্যাকরণে মন্ত্রী ন কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
বিপ্রাশিসা বেদঘোষৈর্ম্মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্॥ ৪৩॥
বাস্তোর্ম্মণ্ডলকং কুর্য্যাদ্‌যথাশোভং যথাবিধি।
পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রং বিন্যসেদ্ধস্তমানতঃ॥ ৪৪॥
তন্মধ্যে কিঞ্চিদাকৃষ্য মৎস্যৌ দ্বৌ পরিতো লিখেৎ।
তয়োর্ম্মধ্যে স্থিতং সূত্রং বিন্যসেদ্দক্ষিণোত্তরে॥ ৪৫।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং তথা দ্বাভ্যাং কোণেষু মকরান্ লিখেৎ
মৎস্যমধ্যস্থিতাগ্রাণি তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ॥ ৪৬॥
চতুরস্রং ভবেত্তত্র চতুষ্কোষ্ঠসমন্বিতম্।
ঈশানাদ্রাক্ষসং যাবদ্‌যাবদগ্রে প্রভঞ্জনম্॥ ৪৭॥
এবং সূত্রদ্বয়ং দদ্যাৎ কর্ণসূত্রং সমাহিতঃ।
ব্রাহ্মণঃ পূজয়েদাদৌ মধ্যকোষ্ঠচতুষ্টয়ে॥ ৪৮॥
দিক্‌চতুষ্কেষু পূর্ব্বাদি যজেদর্য্যমণং তথা।
বিবস্বন্তং ততো মিত্রং মহীধরমনন্তরম্॥ ৪৯॥
কোণার্দ্ধকোষ্ঠদ্বন্দ্বেষু বহ্ন্যাদীন্ পরিতঃ পুনঃ।
সাবিত্রং সবিতারঞ্চ শক্রমিন্দ্রজয়ং পুনঃ॥ ৫০॥

বাস্তুজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভূমি পরীক্ষা করিবেন। শল্যাদি (অস্থি, কেশ, নখ) শোধন ও তুষাঙ্গারাদি দূরীকরণও কর্ত্তব্য॥ ৪২॥ এই সকল না করিলে, মন্ত্রী কোন ফলই লাভ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি দ্বারা মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে সুশোভন বাস্তুমণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। হস্তপরিমাণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে সূত্রপাত করিবেন। তন্মধ্যে দুইটি মৎস্য অঙ্কিত

রুদ্রং রুদ্রজয়ং বিদ্বান্ চাপঞ্চ চাপবৎসকম্।
তৎকর্ণসূত্রোভয়তঃ কোষ্ঠদ্বন্দ্বেষু দেশিকঃ॥ ৫১॥
সর্ব্বং গৃহং চার্য্যমণং জাতকং পিলিপিচ্ছকম্।
চরকীঞ্চ বিদারীঞ্চ পূতনামর্চ্চয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৫২॥
অর্চ্চয়েদ্দিক্ষু পূর্ব্বাদি সার্দ্ধাষ্টপদেষ্বিমান্।
অষ্টাবষ্টবিভাগেন দেবতাদেশিকোত্তমঃ॥ ৫৩॥
ক্রমাদীশানপর্জ্জন্যৌ জয়ন্তঃ শক্রভাস্করৌ।
সত্যো বৃষান্তরীক্ষৌ চ দিশি প্রাচ্যাং ব্যবস্থিতাঃ॥ ৫৪॥
অগ্নিঃ পূষা চ বিতথো যমশ্চ গৃহরক্ষকঃ।
গন্ধর্ব্বো ভৃঙ্গরাজশ্চ মৃগো দক্ষিণদিগ্গতাঃ॥ ৫৫॥
নিঋ´তির্দ্বৌবারিকশ্চ সুগ্রীববরুণৌততঃ।
পুষ্পদন্তাসুরৌ শোকরাগৌ প্রত্যগ্দিশি স্থিতাঃ॥ ৫৬॥
বায়ুর্নাগশ্চ রুকরঃ সোমো ভল্লাট এব চ।
অকুলাখ্যো দিত্যদিতী কুবেরস্য দিশি স্থিতাঃ॥ ৫৭॥
উক্তানামিতি দেবানাং পাদাস্থাপূর্য্য পঞ্চভিঃ।
রজোভিস্তেষথো তেভ্যঃ পয়সান্নৈর্ব্বলিং হরেৎ॥ ৫৮॥
পায়সৈর্ম্মধুরৈঃ সর্ব্বান্ সংযজেন্মধুরান্বিতৈঃ।
তত্তদ্দ্রব্যৈর্ব্বা মতিমান্ পূজয়েদ্দোষশান্তয়ে॥ ৫৯॥
পায়সোদনলাজৈশ্চ যুক্তং ধূপপ্রসূনকৈঃ।
অন্নাদিভিরসংযুক্তং মাষভক্তাদিমণ্ডিতম্।
গৃহাণেমং বলিং ব্রহ্মন্ বাস্তুদোষান্ প্রণাশয়॥ ৬০॥

করিবেন। ঐ মৎস্যদ্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে সূত্রপাত করিবেন। পরে চারিকোণে দুইটি দুইটি করিয়া মকর লিখিবেন। ঐরূপে

গন্ধাদিশর্করাপূপং পায়সোপরিসংযুতম্।
আর্য্যকাখ্য গৃহাণেমং সর্ব্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬১ ॥
চন্দনাদ্যর্চ্চিতং নাথ কর্পূরাগুরুমণ্ডিতম্ ॥
বিবস্বন্ বৈ গৃহাণেমং সর্ব্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬২ ॥
সগুড়ং পায়সং নাথ পুষ্পাদিসুসমন্বিতম্।
গৃহাণেমং বলিং মিত্র রাস্তশান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৩ ॥
মাষোদনং সমাংসঞ্চ গন্ধাদিক্ষীরসংযুতম্।
গৃহাণেমং মহীতত্ত্বং সর্ব্বদোষং প্রণাশয় ॥ ৬৪ ॥
এবং মধ্যে তু সংপূজ্য ঈশানাদিবলিং হরেৎ।
ক্ষীরং খণ্ডসমাযুক্তং পুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতম্।
গৃহাণেমং বলিং ত্বস্তমাপচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৫ ॥
দধ্যোদং গুড়সংযুক্তং গন্ধাদিভিঃ সুসংস্কৃতম্।
গৃহাণেমং বলিং দেব বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৬৬ ॥
পুষ্পাদিকুশপানীয়ং শর্করাগুরুবাসিতম্।
সাবিত্র বৈ গৃহাণেমং শান্তিমত্র প্রযচ্ছ মে ॥ ৬৭ ॥
পিষ্টকং সগুড়ং নাথ রক্তগন্ধাদিশোভিতম্।
গৃহাণেমং বলিং সূর্য্য বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৬৮ ॥
শীতমন্নং তথা পুষ্পং কুঙ্কুমাদিসমন্বিতম্।
গৃহাণেমং বলিং ত্বস্তং শক্রদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৬৯ ॥

মণ্ডপমধ্যে সূত্রপাত করিয়া চারিটি কোষ্ঠসমন্বিত চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিবেন। পরে ঈশান কোণ হইতে নৈঋর্ত কোণ দিয়া বায়ু-কোণ পর্য্যন্ত সূত্রদ্বয় পাতন করিবেন। মধ্যস্থিত চারিটি কোষ্ঠে ব্রহ্মার পূজা করিবেন। পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অর্য্যমা, বিবস্বান্, মিত্র ও

ওদনং ঘৃতসংযুক্তং বস্ত্রগন্ধাদিমণ্ডিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং ত্বমিন্দ্রজয় নমোঽস্তু তে ॥ ৭০ ॥
পক্বাপক্বমিদং মাংসং বস্ত্রপুষ্পাদিসংযুতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং ত্বং রুদ্রদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৭১ ॥
সমাংসং ঘৃতসংপক্বং গন্ধপুষ্পাদিসংযুতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং রুদ্রজয় স্বস্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭২ ॥
ক্ষীরখণ্ডসমাযুক্তং পুষ্পাদিভিরলঙ্কৃতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং চাপ বাস্তুশান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৭৩ ॥
দধীদং গুড়সংমিশ্রং গন্ধাদিভিস্তু সংযুতম্ ।
গৃহাণেমং চাপবৎস বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৭৪ ॥
সঘৃতং মাংসভক্তঞ্চ বস্ত্রগন্ধাদ্যলঙ্কৃতম্ ।
বলিং গৃহাণ সর্ব্বেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৫ ॥
মাংসং পুষ্পাদিসংযুক্তং মাষভক্তোপরিস্থিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং স্কন্দ রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৬ ॥
সমাংসপিষ্টকৈর্যুক্তং পক্বমাংসোদকান্বিতম ।
অর্য্যমন্ বৈ গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৭ ॥
রক্তমাংসোদনং মৎস্যং গন্ধধূপসমন্বিতম ।
জাতক ত্বং গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৮ ॥
ছাগকর্ণান্বিতং মাংসং বস্ত্রগন্ধাদিসংযুতম্ ।
পিলিপিচ্ছ গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৭৯ ॥

মহীধরের আরাধনা করিবেন। কোণার্দ্ধস্থিত কোষ্ঠদ্বয়ে অগ্ন্যাদি কোণের চতুর্দ্দিকে সাবিত্র, সবিতা, শক্র. ইন্দ্রজয়, রুদ্র ও রুদ্রজয় প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবেন। ক্রমে অপরাপর কোষ্ঠে সর্ব্ব, গুহ,

ঘৃতেন সাধিতং মাংসং বস্ত্রগন্ধাদিসংযুতম্।
চরকি ত্বং গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৮০ ॥
রক্তপুষ্পং সমাংসং বৈ রক্তবস্ত্রাদিসংযুতম্।
বিদারি বৈ গৃহাণেমং রক্ষোবিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ৮১ ॥
পিত্তরক্তাস্থিসংযুক্তং রক্তগন্ধাদিমণ্ডিতম্।
গৃহাণেমং পূতনে ত্বং রক্ষোবিঘ্নং বিনাশয় ॥ ৮২ ॥
সঘৃতং চাক্ষতাস্থঞ্চ বস্ত্রগন্ধাদ্যলঙ্কৃতম্।
গৃহাণেমং বলিং ত্বীশ বাস্তুদোষাপহারক ॥ ৮৩ ॥
উৎপলং পায়সৈর্যুক্তং বস্ত্রাদিকসমন্বিতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং পর্জন্যায় নমোঽস্তু তে ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চহস্তং সুপীতঞ্চ ধ্বজং ভক্ষ্যাদিমণ্ডিতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং জিষ্ণুসুত নমোঽস্তু তে ॥ ৮৫ ॥
নানাভোগযুতং রত্নবস্ত্রালঙ্কারসংযুতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং শক্রদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৮৬ ॥
রক্তপুষ্পযুতং ভক্তং রক্তগন্ধাদিভির্যুতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং ভাস্করায় নমোঽস্তু তে ॥ ৮৭ ॥
বিতানং ধূম্রবর্ণাভং গন্ধাদিকসুশোভিতম্।
রক্তযুক্তং গৃহাণেমং বলিং সত্য নমোঽস্তু তে ॥ ৮৮ ॥
ইদন্তু মাষভক্তং বৈ বস্ত্রগন্ধাদিপূজিতম্।
গৃহাণেমং বৃষ বলিং বাস্তুদোষং প্রণাশয় ॥ ৮৯ ॥

অর্য্যমা, জাতক, পিলিপিচ্ছক, চরকী, বিদারী, পূতনা, জয়ন্ত, শক্র ভাস্কর, অগ্নি, পূষা, বিতথ, যম, গৃহরক্ষক, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ, মৃগ, নির্ঋতি, দৌবারিক, সুগ্রীব, বরুণ, পুষ্পদন্ত প্রভৃতিরও

ইদন্তু স্বাদুলং মাংসং নৈবেদ্যাদিকসংযুতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং ব্যোম শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৯০ ॥
সুবর্ণং পিষ্টকঞ্চাথ বস্ত্রগন্ধাদিভির্যুতম্।
ঘৃতান্বিতং গৃহাণেমং সপ্তজিহ্ব নমোঽস্তু তে ॥ ৯১ ॥
ক্ষীরং লাজা মাংসযুক্তং রক্তপুষ্পাদিসংযুতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং পুষদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৯২ ॥
দধিগন্ধাদিভির্যুক্তং পীতপুষ্পসমন্বিতম্।
বলিং বিতথ গৃহ্ণেমং বিঘ্নমত্র প্রণাশয় ॥ ৯৩ ॥
ভক্তং মধুপ্লুতং রক্তবস্ত্রাদিপরিমণ্ডিতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং যমদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৯৪ ॥
পক্বমাংসোদনং পীতবস্ত্রাদিপরিমণ্ডিতম্।
প্রীতিকরং গৃহাণেমং গৃহরক্ষ নমোঽস্তু তে ॥ ৯৫ ॥
নানাগন্ধসমাযুক্তং রক্তপুষ্পাদিভির্যুতম্।
বলিং গৃহাণ গন্ধর্ব্ব বাস্তুদোষং প্রণাশয় ॥ ৯৬ ॥
ইমাং তে নাকুলীং জিহ্বাং মাষভক্তোপরিস্থিতাম্।
গৃহাণেমং বলিং ভৃঙ্গরাজ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৯৭ ॥
এবং ঘৃতগুড়োপেতং গন্ধপুষ্পাদিভির্যুতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং মৃগদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৯৮ ॥
শর্করাসংযুতং মিশ্রং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্।
নির্ঋতে গৃহ্ন মে প্রীতং বলিং দোষং প্রণাশয় ॥ ৯৯ ॥

অর্চ্চনা করিবেন। এই সকল অর্চ্চনার প্রণালী বিস্তৃতভাবে মূলে লিখিত আছে, তদ্দৃষ্টে অর্চ্চনা করিবেন।

ভক্ত ও দেবতাগণের উদ্দেশ্যে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

চন্দনাগুরুকাশ্মীরগন্ধপুষ্পাদিভির্যুতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং দ্বৌবারিক নমোঽস্তু তে ॥ ১০০ ॥
ইদন্তু পায়সং নাথ গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্ ।
সুগ্রীব বৈ গৃহাণেমং বলিং শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ১০১ ॥
যবাগ্রাণি চ গোদুগ্ধং ভক্তোপরিসুশোভিতম্ ।
হাণেমং বলিং হৃষ্টং জলরাজ নমোঽস্তু তে ॥ ১০২ ॥
কুশান্তরং মাষভক্তং ঘৃতগন্ধাদিসংযুতম্ ।
পুষ্পদন্ত গৃহাণেমং বলিং দোষং প্রণাশয় ॥ ১০৩ ॥
মধুনা সহিতং পিষ্টং গন্ধাদ্যৈরুপশোভিতম্ ।
বলিং গৃহাণাসুরেন্দ্র সর্ব্বদোষং প্রণাশয় ॥ ১০৪ ॥
ঘৃতমন্নসমাযুক্তং কর্পূরাদিসমন্বিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং শোক সর্ব্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ১০৫ ॥
যবজং তণ্ডুলং নাথ গন্ধপুষ্পাদিশোভিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং রোগ সর্ব্বদোষং প্রণাশয় ॥ ১০৬ ॥
সঘৃতং মণ্ডকক্ষৈদমন্নাদ্যৈরুপশোভিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং মৃগবাহ নমোঽস্তু তে ॥ ১০৭ ॥
ইদন্তু কৃসরঞ্চান্নং দুগ্ধগন্ধাদিমণ্ডিতম্ ।
পাতালেশ গৃহাণেমং সর্ব্ববিঘ্নং প্রণাশয় ॥ ১০৮ ॥
নারিকেলোদকং ভক্তং পীতবস্ত্রাদিমণ্ডিতম্ ।
গৃহাণেমং বলিং মুখ্য সর্ব্বদোষ প্রণাশয় ॥ ১০৯ ॥

এবং পায়সান্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে। পায়স, অন্ন, লাজ ধূপ, পুষ্প ও মাসভক্তাবলি (কাঁসার পাত্রে দধি ও মাসকলাই) হাতে লইয়া বলিতে হইবে, ব্রহ্মন্, এই বলি গ্রহণ করিয়া

ওদনং ঘৃতসংমিশ্রং গন্ধপুষ্পসমন্বিতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং ভল্লাটক নমোঽস্তু তে॥ ১১০॥
মাষান্নঞ্চ ঘৃতাদ্যুক্তং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং অর্গলাখ্য নমোঽস্তু তে॥ ১১১॥
পীতিকাং মধুসংমিশ্রাং বস্ত্রগন্ধাদিসংযুতাম্।
গৃহাণেমং বলিং হৃষ্টং দেবমাতর্নমোঽস্তু তে॥ ১১২॥
ক্ষীরখণ্ডসমাযুক্তং নানাপুষ্পোপশোভিতম্।
দৈত্যমাতর্গৃহাণেমং সর্ব্বদোষং প্রণাশয়॥ ১১৩॥
স্বর্গপাতালমধ্যে চ যে দেবা বাস্তুদেবতাঃ।
গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং হৃষ্টং তুষ্টা যান্তু স্বমন্দিরম্॥ ১১৪॥
মাতরো ভূতবেতালা যে বান্যে বলিকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেঽপি গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ ১১৫॥
পিতৃভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যো বলিং দত্ত্বা প্রকামতঃ।
অভাবাদ্বক্তিমুদ্দিশ্য কুশপুষ্পাদিভির্যজেৎ॥ ১১৬॥
ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

বাস্তুদোষের শান্তি কর। এইরূপে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চিত বলি সূর্য্য, মহীভৃৎ প্রভৃতি প্রত্যেককেই মূলের লিখিত নিয়মানুসারে অর্পণ করিবে॥ ৪৩-১১৬॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ভূমিশুদ্ধিং বিধায়েত্থং রচয়েদ্‌যাগমণ্ডলম্‌।
নবহস্তং সপ্তহস্তং পঞ্চহস্তং ত্রিহস্তকম্‌ ॥ ১ ॥
যথাবচ্চ প্রকুর্ব্বীত দীর্ঘায়ামপ্রয়োগতঃ।
কর্ত্তুর্দ্দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্ব্বণঃ ॥ ২ ॥
মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলমুদীরিতম্‌।
গৃহাদিকুণ্ডকরণং মণ্ডলং বেদিকাস্তথা ॥ ৩ ॥
মানাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্যৈরপি কদাচন।
প্রতিমাকরণে চৈব মানাঙ্গুলমুদীরিতম্‌ ॥ ৪ ॥
বাপীকূপতড়াগাদিদীর্ঘিকাহ্রদমেব চ।
মুষ্ট্যঙ্গুলেন মতিমান্‌ কারয়েৎ ফলহেতবে ॥ ৫ ॥
রথাদিদোলিকাঞ্চৈব পোতং শকটমেব চ।
যথাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্যেন তু কদাচন ॥ ৬ ॥

এইরূপে ভূমিশুদ্ধির পর যাগমণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মণ্ডল ইচ্ছানুসারে নবহস্ত, পঞ্চহস্ত বা তিনহস্ত পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। কর্ত্তার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির মধ্যম পর্ব্বের পরিমাণ অনুসারেই স্থানের পরিমাণ ধরিতে হইবে। গৃহাদি কুণ্ডরচনা, মণ্ডল ও বেদিকাতে ঐ পরিমাণই গ্রহণ করিতে হয়। প্রতিমানির্ম্মাণ বা বাপী-কূপ-তড়াগাদি খননে মুষ্ট্যঙ্গুলিদ্বারা

মুষ্ট্যঙ্গুলপ্রমাণানি যৎকিঞ্চিৎ কথিতানি চ।
যজমানস্য কর্ত্তব্যং নান্যস্যাপি কদাচন॥ ৭ ॥
মসৃণং রচয়েদ্‌গেহং ষোড়শস্তম্ভসংযুতম্।
মধ্যে চতুষ্টয়ং তত্র নিরূপ্যং দ্বাদশাভিতঃ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং চতুষ্কোণসমন্বিতম্।
বিশ্বকর্ম্মানুষ্ঠিতেন যথাশোভং নিবেদয়েৎ॥ ৯ ॥
অষ্টদিক্ষু ধ্বজানষ্টৌ তত্তদ্দিক্‌পালবর্ণতঃ।
পুষ্পমালাবিতানাঢ্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরম্॥ ১০ ॥
অস্যাগ্নেয়ে চোত্তরে বা রচয়েদ্‌যজ্ঞমণ্ডপম্।
তত্তৎস্থে চৈকগেহে চ কুণ্ডমেবং বিনির্ম্ময়েৎ॥ ১১ ॥
মধ্যে চ বেদিকাং কুর্য্যাদ্দর্পণোদরবচ্ছুভাম্।
মণ্ডপান্তস্ত্রিভাগস্য চৈকভাগেন নির্ম্মিতাম্॥ ১২ ॥
মুষ্টিমাত্রোন্নতাং সর্ব্বলক্ষণৈর্লক্ষণান্বিতাম্।
ততঃ কুণ্ডঞ্চ খনয়েল্লক্ষণং তস্য মে শৃণু॥ ১৩ ॥

করিতে হইবে। যানাদি নির্ম্মাণ ও পোত-শকটাদি নির্ম্মাণে নখপর্ব্ব দ্বারা পরিমাণ করা কর্ত্তব্য। যাগমণ্ডলের নিমিত্ত যে গৃহ-রচনা করিবে, তাহা মসৃণ ও ষোড়শস্তম্ভযুক্ত করিতে হইবে। উহা চারিকোণ ও চতুর্দ্বারসংযুক্ত হওয়া উচিত। অষ্টদিকে আটটি ধ্বজা তত্তদ্দিক্‌পালের বর্ণ অনুসারেই নির্ম্মাণ করিবে। গৃহটি পুষ্পমালা ও চন্দ্রাতপ-মণ্ডিত এবং মনোহর হওয়া উচিত॥ ১—১০ ॥ ঐ গৃহের আগ্নেয় ও উত্তরদিকে যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ঐ যজ্ঞমণ্ডপ মধ্যে কুণ্ড নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

হস্তমাত্রাণি কুণ্ডানি দীক্ষার্চ্চাস্থাপনাদিষু।
চতুরস্রং যোনিমর্দ্ধচন্দ্রং ত্র্যস্রং সুবর্ত্তুলম্ ॥ ১৪ ॥
ষড়স্রং পঙ্কজাকারমষ্টাস্রং পঞ্চকোণকম্।
সপ্তাস্রন্তু ততঃ কুর্য্যাদ্বিদিক্ষু চ যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বস্যাং চতুরস্রন্তু আগ্নেয্যাং যোনিসন্নিভম্।
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা যাম্যাং ত্রিকোণং নৈর্ঋত্যাং তথা ॥ ১৬
বারুণ্যাং বর্ত্তুলঞ্চৈব ষড়স্রং বায়ুগোচরে।
উত্তরস্যামজ্জকুণ্ডং ঐশান্যামষ্টকোণকম্ ॥ ১৭ ॥
নির্ঋতিবরুণয়োর্ম্মধ্যে সপ্তাস্রং সমুদাহৃতম্।
বায়ুবরুণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চকোণাত্মকং শুভম্ ॥ ১৮ ॥
আচার্য্যকুণ্ডং মধ্যে স্যাদ্মহেন্দ্রেশানয়োরপি।
পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রং হস্তমাত্রং প্রসার্য্য চ ॥ ১৯ ॥
তস্যাগ্রয়োর্ম্মৎস্যযুগ্মং কুর্য্যাৎ স্পষ্টং যথা ভবেৎ।
দ্বিভাগৌ কৃত্বা তৎসূত্রং পাতয়েদ্দক্ষিণোত্তরম্ ॥ ২০ ॥
তদগ্রয়োর্ম্মৎস্যযুগ্মং কুর্য্যাৎ স্পষ্টং যথা ভবেৎ।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুঃসূত্রং পাতয়েত্তৎপ্রমাণতঃ ॥ ২১ ॥
চতুরস্রং চতুষ্কোষ্ঠং ভবেদতিমনোহরম্।
কোণসূত্রদ্বয়ং দত্বাৎ প্রমাণং তেন রক্ষয়েৎ ॥ ২২ ॥
চতুরস্রং ভবেৎ কুণ্ডং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ সমনুষ্ঠিতম্। ২৩॥

মধ্যে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছবেদিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ঐ বেদিকাটি মণ্ডপের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণেই নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর কুণ্ড খনন করিতে হইবে। ঐ কুণ্ড

সর্ব্বকর্ম্মকরং প্রোক্তং শান্ত্যাদিষট্‌সু কর্ম্মসু।
অনেন জনয়েৎ সর্ব্বং কুণ্ডানি মন্ত্রকৃত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
ততঃ কুণ্ডং খনেন্মন্ত্রী যথাশাস্ত্রং বিধানবিৎ।
ত্যক্ত্বা সর্পস্য গাত্রঞ্চ শিরোদেশং প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥
শিরোঘাতাদ্ভবেন্মৃত্যুঃ পিণ্ডেষু পিণ্ডঘাতনম্।
পুচ্ছে চ দুঃখসংভূতিঃ ক্রোড়ে সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ২৬ ॥
যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদীরিতম্।
কণ্ঠমেকাঙ্গুলিং ত্যক্ত্বা মেখলাস্তিস্র এব হি ॥ ২৭ ॥
কুণ্ডস্যাঙ্গুলমানেন বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ।
চতুরস্রে ভবেয়ুস্তাশ্চতুরস্রাঃ সুশোভনাঃ ॥ ২৮ ॥
হোতুরগ্রে যোনিবাসাং কুঞ্জরাধরসন্নিভাম্।
ষট্‌চতুর্থাঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নতিশালিনী ॥ ২৯ ॥
ষড়ঙ্গুলা ভবেদ্দীর্ঘা চতুরঙ্গুলবিস্তৃতা।
দ্ব্যঙ্গুলা চোন্নতা যোনির্বিনা লক্ষণলক্ষিতা ॥ ৩০ ॥
স্থূলাদারভ্য নালং স্যাৎ সরন্ধ্রং যোনিমধ্যতঃ।
সূক্ষ্মাগ্রং স্থূলমূলঞ্চ সরন্ধ্রং নালমীর্য্যতে ॥ ৩১ ॥
যোন্যা মধ্যে বিলং কুর্য্যাত্তদাজ্যপ্রাহিসংক্রমম্।
কুণ্ডমধ্যে ভবেন্নাভিঃ পদ্মং বা চতুরস্রকম্ ॥ ৩২ ॥

একহস্ত গভীর হইবে। প্রথম চতুরস্র পরে যোন্যাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ত্রিকোণ, বর্ত্তুলাকার প্রভৃতি মূলের লিখিত নিয়মে কুণ্ড রচনা করিবে। পূর্ব্বদিকে চতুষ্কোণ, অগ্নিকোণে যোন্যাকার, যাম্যকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার, নৈর্ঋতে ত্রিকোণ, পশ্চিম দিকে বর্ত্তুলাকার, বায়ুকোণে ষট্‌কোণ, উত্তর দিকে পদ্মাকার, ঈশানে

দ্ব্যঙ্গুলং চোন্নতং তত্র চতুরঙ্গুলবিস্তৃতম্।
অর্দ্ধাঙ্গুলন্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখম্॥ ৩৩॥
যবদ্বয়প্রমাণেন কুণ্ডেষন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।
কণ্ঠন্তু দ্ব্যঙ্গুলং তত্র বর্দ্ধয়েৎ কুণ্ডমানতঃ॥ ৩৪॥
চতুরস্রস্য কুণ্ডস্য একহস্তমিতস্য চ।
কর্ণসূত্রপ্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ॥ ৩৫॥
সর্ব্বকুণ্ডেষু সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়েদ্বিধিনামুনা।
কুণ্ডস্য প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা॥ ৩৬॥
উভৌ পাদৌ করৌ তস্য ভবেৎ কোণচতুষ্টয়ম্।
উদরং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ কারণরূপিণী॥ ৩৭॥
তেন তত্রৈব হব্যানাং বিধাতুঃ ফলমুত্তমম্।
ফলং বিতনুতে সম্যগন্যথা বিফলায়তে॥ ৩৮॥
চতুরস্রং সমং কৃত্বা পঞ্চভাগৈকভাগকম্।
বর্দ্ধয়েৎ পুরতস্তস্য মধ্যসূত্রসমানতঃ॥ ৩৯॥
কর্ণাৎ কর্ণগতং সূত্রং কৃত্বা ভাগচতুষ্টয়ম্।
ভাগেনৈকেন কোণার্দ্ধে সংস্থাপ্য ভ্রাময়েত্ততঃ॥ ৪০॥
আমধ্যসূত্রাদামধ্যাৎ সূত্রযুগ্মং ততো ন্যসেৎ।
তন্মানাদ্বৃদ্ধিপর্য্যন্তমেবং স্যাদ্যোনিসন্নিভম্॥ ৪১॥
চতুরস্রীকৃতে ক্ষেত্রে চতুর্দ্ধা ভেদিতে তথা।
ভাগমেকং ন্যসেৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে চৈকভাগকম্॥ ৪২॥

অষ্টকোণ, নৈর্ঋত ও বরুণের মধ্যে সপ্তকোণ, বায়ু ও বরুণের মধ্যে পঞ্চকোণ, এইরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বাপর আয়তভাবে হস্তপ্রমাণ সূত্র প্রসারণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে মৎস্যদ্বয়

মধ্যে সূত্রং সমাদায় তন্মানাদ্ভ্রাময়েত্ততঃ।
দক্ষিণার্দ্ধেনার্দ্ধচন্দ্রমেবং স্যাৎ সুমনোহরম্ ॥ ৪৩ ॥
সমস্ত চতুরস্রস্য অধঃসূত্রস্য পার্শ্বয়োঃ।
অঙ্গুলত্রিতয়ং দত্ত্বাদূর্দ্ধং দত্ত্বাৎ ষড়ঙ্গুলম্ ॥ ৪৪ ॥
মধ্যস্থসূত্রসমানেন সূত্রযুগ্মং ততো ন্যসেৎ।
ত্র্যস্রং কুণ্ডমিদং প্রোক্তং পূর্ব্বমেবমভীষ্টদম্ ॥ ৪৫ ॥
অষ্টধা ভেদিতং ক্ষেত্রং পরিকল্প্য সমানতঃ।
একৈকভাগং মধ্যস্থ পার্শ্বয়োঃ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
মধ্যে সূত্রস্য সংস্থাপ্য তন্মানাদ্ভ্রাময়েত্ততঃ।
বর্ত্তুলং বর্ত্তুলং কুণ্ডং ভবেদতিমনোহরম্ ॥ ৪৭ ॥
বিভজ্য সপ্তধা ক্ষেত্রং বেদাস্রস্যৈকভাগকম্।
তদ্বহির্দ্দিক্ষু সূত্রাগ্রং পূর্ব্ববৎ সংপ্রসার্য্য চ ॥ ৪৮ ॥
তন্মানাদ্ভ্রাময়েদ্বৃত্তং ভূয়োঽপি চতুরস্রকম্।
যুগাংশীকৃত্য লোকাংশৈস্তদ্বৃত্তং পূর্ব্বমাদিতঃ ॥ ৪৯ ॥
পঞ্চধা চিহ্নিতং কৃত্বা চিহ্নাচ্চিহ্নং বিচক্ষণঃ।
ভূয়শ্চ পঞ্চসূত্রাণি সম্যগাস্ফালয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥
এতৎ পঞ্চাস্রকুণ্ডং স্যাৎ সপ্তকোণমিহোচ্যতে।
অষ্টধা ভেদিতে ক্ষেত্রে মধ্যসূত্রসমানতঃ ॥ ৫১ ॥
বর্দ্ধয়েদ্ভাগমেকৈকং চতুর্দ্দিক্ষু বিচক্ষণঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলঞ্চাধঊর্দ্ধতন্মানতো ন্যসেৎ ॥ ৫২ ॥
যথা মধ্যে ভবেন্মধ্যে সূত্রঞ্চ ত্রিংশদঙ্গুলম্।
ষড়্‌সূত্রলাঞ্ছনাত্তত্র জায়তে তু ষড়স্রকম্ ॥ ৫৩ ॥

অঙ্কিত করিবে। ঐ সূত্রকে আবার দুইভাগ করিয়া উত্তর ও

পূর্ব্বোক্তবৃত্তকুণ্ডস্থ সর্ব্বোচ্চমেখলোপরি।
ষোড়শাতিসুরম্যাণি পদ্মপত্রাণি সংলিখেৎ॥ ৫৪॥
অব্জকুণ্ডমিতি জ্ঞেয়ং বেদবেদান্তপারগৈঃ।
দশাংশীকৃত্য বেদাস্রং একাংশেনৈব বাহুতঃ॥ ৫৫॥
মধ্যপ্রাক্‌সূত্রপূর্ব্বাগ্রং বর্দ্ধয়িত্বা তু দেশিকঃ।
তস্মানাদ্‌ভ্রাময়েদ্‌বৃত্তং ভূয়োঽপি চতুরস্রকম্॥ ৫৬॥
চতুঃষষ্টিবিভাগেন বিভজ্য বিংশদংশকৈঃ।
সত্রিত্রিকৈশ্চ রেখায়াং সপ্তধা লাঞ্ছয়েৎ সুধীঃ॥ ৫৭॥
চিহ্নাদ্‌বিচিহ্নং তদ্দীর্ঘং সপ্ত সূত্রাণি পাতয়েৎ।
সপ্তকোণাত্মকং কুণ্ডং ভবেদেবং মনোহরম্॥ ৫৮॥
চতুরস্রে সমে ক্ষেত্রে কোণসূত্রীকৃতে গুরুঃ।
মধ্যসূত্রং সমাদায় ক্ষেত্রার্দ্ধং পরিকল্পয়েৎ॥ ৫৯॥
মধ্যে সূত্রন্তু সংস্থাপ্য কোণার্দ্ধং স্থাপয়েদ্‌বুধঃ।
ততোঽতিরিক্তং যৎ কোণে তদর্দ্ধং দিশি বর্দ্ধয়েৎ॥ ৬০॥
অন্তস্তেনৈব মানেন চতুরস্রং বহির্ভবেৎ।
বাহুস্তু চতুরস্রস্ত দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ॥ ৬১॥
অষ্টদিক্ষু ক্ষিপেৎ সূত্রমষ্টাস্রং কুণ্ডমুত্তমম্।
বৃত্তং বা চতুরস্রং বা অষ্টাস্রং বা গুরৌ ভবেৎ॥ ৬২॥
এবম্বিধানি কুণ্ডানি পরিকল্প্য সমন্ততঃ।
সাত্ত্বিকী মেখলা পূর্ব্বা দ্বিতীয়া রাজসী স্মৃতা॥ ৬৩॥

দক্ষিণে পাতন করিয়া উহারও অগ্রভাগে ঐ রূপেই মৎস্যযুগ্ম অঙ্কিত করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে কুণ্ডসকল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রথম মেখলার নাম সাত্ত্বিকী মেখলা, দ্বিতীয়ার নাম

তৃতীয়া তামসী জ্ঞেয়া ইত্যুক্তং কুণ্ডলক্ষণম্।
মণ্ডপস্যোত্তরে ভাগে শালাং পূর্ব্বাপরোন্নতাম্ ॥ ৬৪ ॥
গূঢ়াং কুর্য্যাদ্‌যথাশোভাং সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাম্।
পূর্ব্বাপরায়তং তত্র পঞ্চসূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
মধ্যে মধ্যে বিলুপ্যেত তৎ স্যাদ্‌দ্বাদশকোষ্ঠকম্।
পঞ্চবর্ণরজোভিস্তু পদানি তানি পূরয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
পালিকাঃ পঞ্চ মুখ্যাশ্চ সরাবাণি চ পাতয়েৎ।
দ্বিষড়্‌ষ্টচতুর্বিংশত্রিশ্রিতানি যথাক্রমম্ ॥ ৬৭ ॥
তাবন্মাত্রমুখান্যূর্দ্ধপদানি পরিকল্পয়েৎ।
তত্রিভাগাঙ্গুলিমুখৈর্ব্বিস্তৃতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
নারায়ণমহেশানব্রহ্মরূপাণি তানি চ।
পালিকাঃ পঞ্চ মুখ্যাশ্চ সরাবাণি ততঃপরম্ ॥ ৬৯ ॥
প্রক্ষালিতানি মন্ত্রেণ পুণ্যানি তানি চৈব হি।
সংবেষ্টিতানি পরিতস্ত্রিগুণৈঃ শুভতন্তুভিঃ ॥ ৭০ ॥

রাজসী এবং তৃতীয়ার নাম তামসী মেখলা। মণ্ডপের উত্তরভাগে পূর্ব্ব-পশ্চিমে উন্নত শালা (মণ্ডপ) প্রস্তুত করিবে। ঐ শালা শোভাযুক্ত ও মনোহর হইবে। শালামধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাঁচটি সূত্র পাতন করিবে। মধ্যে মধ্যে দ্বাদশটি কোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে। পঞ্চবর্ণ রজ (গুণ্ডিকা) দ্বারা পাদসকল পরিপূর্ণ করিবে। উহাতে পাঁচটি মুখ্য পালিকা ও সরাব পাতন করিবে। বার, ষোল ও চতুর্ব্বিংশ ঊর্দ্ধপদ মুখ কল্পনা করিবে। পরে ঐ সকল সরাব মন্ত্র দ্বারা ধৌত করিবে ॥ ৬৪—৭০ ॥

মৃদ্বালুকাকরীষৈশ্চ পরিতানি সমন্ততঃ।
সমর্চ্চিতস্বদেহশ্চ পশ্চিমাদিক্রমেণ চ ॥ ৭১ ॥
বিন্যস্য শালিশ্যামাকপ্রিয়ঙ্গুফলসর্ষপান্।
মুদ্গমাষৌ তিলশিম্বী কুলত্থঞ্চাঢ়কীস্তথা ॥ ৭২ ॥
প্রক্ষালিতানি শুদ্ধেন জলেন তদনন্তরম্।
অভ্যর্চ্চিতস্বদেবানি মূলমন্ত্রার্চ্চিতানি বৈ ॥ ৭৩ ॥
বিপ্রাশিসা পঞ্চঘোষৈঃ সহ নিঃসার্য্য তানথ।
বিষিঞ্চ্য তু হরিদ্রাভির্নমস্যশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৪ ॥
বসনেন সমাচ্ছাদ্য নবীনেন ততঃ পরম্।
শুদ্ধাভিরদ্ভিঃ সিচ্যাথ সায়ং প্রাতর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৫ ॥
ইত্যেবং সপ্তরাত্রং বা নবরাত্রমথাপি বা।
স্থাপয়েদ্দাপয়েচ্চৈব রাত্রিশেষে বলিং নিশি ॥ ৭৬ ॥
লাজতিলহরিদ্রাশ্চ শক্তুচূর্ণং তথা দধি।
এতৈঃ প্রথমরাত্রৌ চ ভূতেভ্যো বলিমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৭ ॥
দ্বিতীয়ায়াঃ ক্ষিপেদ্রাত্রৌ পিতৃভ্যস্তিলতণ্ডুলে।
তৃতীয়ায়াঞ্চ যক্ষেভ্যঃ সুলাজাদধিশক্তুভিঃ ॥ ৭৮ ॥

উহাদিগকে মৃত্তিকা, বালুকা ও গোময় দ্বারা পূরণ করিবে। পরে শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি বিহিত ফল ও সর্ষপ, মুদ্গ, মাষ, শিম্বী, কুলত্থ, আঢ়কী প্রভৃতি শস্য স্থাপন করিয়া শুদ্ধজল দ্বারা প্রোক্ষণ, হরিদ্রাদি দ্বারা সেচন ও বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাত্রিশেষে বলিদান করিবে। লাজ, তিল, হরিদ্রা, শক্তুচূর্ণ ও দধি দ্বারা প্রথম রাত্রিতে ভূতগণের উদ্দেশে বলিদান করিবে। দ্বিতীয়ার রাত্রিতে পিতৃগণের উদ্দেশে তিল ও তণ্ডুল প্রদান করিবে। তৃতীয়ার

চতুর্থ্যাং রজন্যাং দদ্যান্নাগেভ্যশ্চ পুনর্বলিম্।
নারিকেলোদকৈর্মিশ্রং শক্তুচূর্ণং মনোহরম্॥ ৭৯॥
পদ্মাক্ষতং ব্রহ্মণে চ পঞ্চম্যামুৎসৃজেদ্বলিম্।
সপূপমন্নং ভর্গায় ষষ্ঠ্যামথ সমাহরেৎ॥ ৮০॥
গুড়োদনং বিষ্ণবে চ সপ্তম্যাং বিহরেদ্বলিম্।
অষ্টম্যাং মাতৃকাভ্যশ্চ ছাগৈর্মেষৈশ্চ পক্ষিভিঃ॥ ৮১॥
মীনৈস্তথা চ মধুভিরাহরেদ্বলিমুত্তমম্।
তিলোদনং শিবায়ৈ চ নবম্যামাহরেদ্বলিম॥ ৮২॥
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং স্বনাম চ নমোঽন্তকম।
বলিমন্ত্রস্তথৈব স্যাদাবাহনবিসর্জ্জনে॥ ৮৩॥
ত্রিবিধানাঞ্চ পাত্রাণাং পরিতোবহিরেব চ।
অষ্টদিক্ষু চ সংদদ্যাল্লোকপালেষু যত্নতঃ॥ ৮৪॥
প্রোক্তেষু তেষু পাত্রেষু বিষ্ণুব্রহ্মহরান্ যজেৎ।
মুদ্গপ্রিয়ঙ্গুনিষ্পাবা বায়ুরগ্নিকুলত্থকে॥ ৮৫॥
আঢ়ক্যাং রক্ষসাং দেহে বৃদ্ধৌ বৈবস্বতস্তিলে।
ইন্দ্রঃ শ্যামে রাজমাষে বরুণশ্চ তথা মুনে॥ ৮৬॥

রাত্রিতে যক্ষগণের উদ্দেশে ছাতু, দধি ও খৈ উৎসর্গ করিবে। চতুর্থীর রাত্রিতে নাগগণের উদ্দেশে নারিকেলোদকমিশ্রিত শক্তুচূর্ণ দান করিবে। পঞ্চমীতে পদ্মাক্ষত উৎসর্গ করিবে। ষষ্ঠীতে পিষ্টকান্ন উৎসর্গ করিবে। সপ্তমীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে গুড়োদন উৎসর্গ করিবে: অষ্টমীতে মাতৃকাগণের উদ্দেশে ছাগমাংস, পক্ষিমাংস, মীন এবং মধু উৎসর্গ করিবে। নবমীতে শিবাকে তিলোদন প্রদান করিবে॥ ৭১ ৮২॥

বস্ত্রখণ্ডে দৃঢ়ে বধ্বা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলং ক্ষিপেৎ।
উদ্ধৃত্য যামদ্বিতয়ে সমতীতে চ বাপয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
বীজানাং দৈবতং সোমঃ স রাত্রৌ কান্তিমান্ যতঃ ॥
তস্মাদাহৃত্য বীজানি নিশায়ামেব বাপয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
প্ররূঢ়াণ্যঙ্কুরাণ্যেব নো দীক্ষেত কদাচন ॥
আচার্য্য এব প্রবিশেৎ তচ্ছিষ্যো বা তদাজ্ঞয়া ॥ ৮৯ ॥
প্ররূঢ়ৈরঙ্কুরৈঃ কর্ত্তুর্নির্দ্দেশাচ্চ শুভাশুভম্ ॥
শ্যামৈঃ কৃষ্ণৈরঙ্কুরৈশ্চ অর্থহানিশ্চ দুঃখবান্ ॥ ৯০ ॥
কুব্জৈর্দুঃখং বিপ্ররূঢ়ৈর্মৃতিং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥
আচার্য্যঃ কারয়েচ্চৈব প্রশ্রয়ং বীক্ষ্য যত্নতঃ।
শান্তিকং সর্ব্বথা কুর্য্যাৎ কর্ত্তুরাশ্রিতসিদ্ধয়ে ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

এই বলিমন্ত্র, ইহার প্রণালী এবং আবাহন বিসর্জ্জনাদি সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ মূলদৃষ্টে করিতে হইবে ॥ ৮৩-৯২ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রবর্ত্তিকাম্ ।
যাং বিনা নৈব সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি ॥ ১ ॥
তদঙ্গং কথিতং পূর্ব্বমিদানীং কথ্যতে শৃণু ।
দদাতি দিব্যভাবঞ্চেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ ॥ ২ ॥
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ ।
শিষ্যঃ স্নাতঃ সুবেশশ্চ সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিতঃ ॥ ৩ ॥
আচার্য্যং বৃণুয়াদ্ভক্ত্যা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ।
কুর্য্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণান্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৪ ॥
গোভূহিরণ্যবস্ত্রাদ্যৈস্তোষয়েদ্গুরুমাত্মনঃ ।
যথা দদাতি সন্তুষ্টঃ প্রসন্নবদনোমনুম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রবর্ত্তিকা. দীক্ষা উক্ত হইতেছে।—দীক্ষা ব্যতিরেকে শতবর্ষেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। পূর্ব্বে দীক্ষার অঙ্গসকল কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দীক্ষার বিষয় বলিতেছি,—যে কার্য্য দ্বারা দিব্যভাবের লাভ এবং পাপের ক্ষয় হয়, তন্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। শিষ্য স্নান করিয়া সুবেশ ও সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিত হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ভূষণদ্বারা ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে বরণ করিবেন। পরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। গো, ভূমি, হিরণ্য ও

ইদানীং পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে।
যৎ কৃত্বা'ধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিষু॥ ৬ ॥
যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ নরকঞ্চ প্রলভ্যতে।
ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্‌গুরুদৈবতম্॥ ৭ ॥
স্বমূর্দ্ধনি সহস্রারে রুক্মাখ্যে পরবিন্দুকে।
শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্॥ ৮ ॥
শুক্লাম্বরধরং শ্রীমচ্ছুক্লমাল্যানুলেপনম্।
বামোরৌ বহুশক্ত্যা চ যুতং কৃষ্ণাখ্যমব্যয়ম্॥ ৯ ॥
শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া।
মানসৈরুপচারৈশ্চ সন্তর্প্য মনসা সুধীঃ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কৃত্যান্মন্ত্রদেবেশমর্চ্চয়েৎ॥ ১০ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥ ১১ ॥

বস্ত্রাদি দ্বারা গুরুকেও সন্তুষ্ট করিবেন। এইরূপে সন্তুষ্ট হইলে, সুপ্রসন্ন গুরু মন্ত্রপ্রদান করিয়া থাকেন॥ ১-৫ ॥

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বকৃত্য কথিত হইতেছে। ঐ সকল পূর্ব্বকৃত্য না করিলে মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদিতে অধিকার জন্মে না; পরন্তু নরকগামী হইতে হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজ মস্তকে সহস্র-দলপদ্মে অযুতশশাঙ্কসমপ্রভ, বরাভয়লসৎকর, শুক্লবস্ত্রপরিহিত, শুক্লমাল্যানুলেপন, বহুশক্তিসমন্বিত নিজ গুরুকে ইষ্টদেবতার সমীপে চিন্তা করিবে। অনন্তর তাঁহাকে নানাবিধ মানস-উপচারে অর্চ্চনা করিবে। পরে স্তবপাঠ ও নমস্কার করিবে॥ ৬-১০ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২ ॥
মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে কোটিসূর্য্যসমত্বিষি।
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং নিত্যাং কামবীজোপরিস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥
শ্যামাং সূক্ষ্মাঞ্চ বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্।
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধবাহিনীম্ ॥ ১৪ ॥
চক্রষট্‌কং বিনির্ভিদ্য প্রাপয়িত্বা পরে শিবে।
তদভেদসমাপন্নামনাকুলমনাঃ স্মরেৎ ॥ ১৫ ॥
প্রাপয়িত্বা সুধাং পূর্ব্বং প্লাবয়েচ্ছক্তিমণ্ডলম্।
তেনৈব চক্রভেদেন মূলাধারং সমাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥
অনেন ধ্যানযোগেন মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি নান্যথা।
বৈরিপক্ষে স্থিতা যে চ বৃদ্ধা যৌবনগর্ব্বিতাঃ ॥ ১৭ ॥
যে চান্যে দোষদুষ্টাশ্চ সিধ্যন্ত্যেব ন চান্যথা।
পরেণ চ স্বমাত্মানং কৃষ্ণাখ্যেন বিভাবয়েৎ ॥ ১৮ ॥

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার। যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার, চরাচরব্যাপী ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করাইয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার। পরে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, ত্রিকোণ মূলাধারে কামবীজোপরিস্থিতা শ্যামা, সূক্ষ্মা, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণী, বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা, ঊর্দ্ধবাহিনী, নিত্যা কুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিবে। ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক পরশিবে যোগ করিয়া অভেদরূপে চিন্তা করিবে। এইরূপে ধ্যান করিলে মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয়। বৈরিপক্ষসমাশ্রিত, বৃদ্ধ, যৌবন-গর্ব্বিত ও দোষদুষ্ট ব্যক্তিও সিদ্ধিলাভ করে। পরে আপনাকেও

অহং কৃষ্ণো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥ ১৯ ॥
ত্বমেবাহমহং ত্বঞ্চ সচ্চিন্মাত্রবপুর্ভবান্।
আবয়োরন্তরা কৃষ্ণ নশ্যত্যাজ্ঞাবলাত্তব ॥ ২০ ॥
অহং তীর্ণো ভবং ঘোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্ন মেঽস্তি হি।
তথাপি দেহি মে নাথ আজ্ঞাং তব নিষেবণে ॥ ২১ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ২২ ॥

ইষ্টদেবতার সহিত অভেদে চিন্তা করিবে ॥ ১১-১৮ ॥ আমি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, অন্য নয়; যদিও আমি ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন, শোকরহিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্ত-স্বভাব এবং হে কৃষ্ণ, তুমিও যে, আমিও সে; তুমি আবার সৎ-চিৎ-মাত্র দেহধারী। তোমায় আমায় কোনও প্রভেদ নাই, তাহা তোমার আজ্ঞাবলেই বিনাশ পায়। আমি ঘোর সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি; সংসারে আমার কোন কার্য্যই নাই; অতএব হে ভগবন্, আমাকে ভবদীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করুন। আমি ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানিলেও তাহা হইতে নিবৃত্তি নাই। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আপনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে ভাবে চালিত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি। আমার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই ॥ ১৯-২২ ॥

এবং সংপ্রার্থ্য মনসা কুর্য্যাৎ পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্।
দীক্ষিতস্য বিধানেন তথাচ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৩ ॥
বানপ্রস্থস্থিতানাঞ্চ শৌচাদি দ্বিগুণা ক্রিয়া।
সন্ন্যাসিনাং বিশেষেণ কৃত্যং চতুর্গুণং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
আচম্য বিধিবন্মন্ত্রী শুচৌ দেশে চ সন্বিশেৎ।
তথা প্রাতস্তনীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্‌গুরুনিষেবকঃ ॥ ২৫ ॥
জলে সংযুজ্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মূর্দ্ধ্নি সেচয়েৎ ॥ ২৬ ॥
বামে জলং সমাধায় মন্ত্রয়েদ্দক্ষিণেন তু।
পুনর্ব্বামেন তৎ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চেদ্দ্বিবারকম্ ॥ ২৭ ॥
গুরুণা চোপদেশেন মুদ্রয়া দিব্যসংজ্ঞয়া।
ঈড়য়াকৃষ্য তত্তোয়ং ক্ষালিতান্তর্ম্মলং পুনঃ ॥ ২৮ ॥
দক্ষপার্শ্বস্থিতাবজ্রশিলায়াং প্রোক্ষয়েচ্চ তৎ।
অস্ত্রমন্ত্রেণ বিধিবৎ পুনরাচমনং ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

এইরূপ প্রার্থনার পর পৌর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। দীক্ষিত ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ব্যক্তির শৌচাদি ক্রিয়া দ্বিগুণ হইবে। সন্ন্যাসীর ক্রিয়া চতুর্গুণ হইবে। দীক্ষিত ব্যক্তি বিধি অনুসারে আচমনাদি করিয়া শুচিদেশে উপবেশন করিবেন। পরে গুরুপাদ-পদ্ম সেবাপরায়ণ সাধক যথানিয়মে সন্ধ্যাদি করিবেন। জলে তীর্থ আবাহন করিয়া তিনবার মূলমন্ত্রে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে কুশাগ্রদ্বারা সাতবার মস্তকে অভিষেচন করিবেন। ঐ অভিষেচন বাম ও দক্ষিণ ক্রমে দুইবার করিতে হইবে। পরে গুরূপদেশ অনুসারে ইড়া নাড়ী দ্বারা ঐ জল আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তর্ম্মল

অঘমর্ষণমেতদ্ধি সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্ ।
তোয়াঞ্জলিং পুনঃ ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ।
গায়ত্রীং ভাবয়েদ্দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৩০ ॥
তদ্‌যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ ।
কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥ ৩১ ॥
উত্থায় কৃষ্ণগায়ত্রীং তদভেদশতং জপেৎ ।
কৃষ্ণায় বিদ্মহে ইত্যুক্তা দামোদরায় ধীমহি ।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদ্ গায়ত্র্যেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩২ ॥
তেন কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বদেবময়ী সর্ব্বপাবনা বরদায়িনী ।
প্রণবাস্থা মুক্তিকরী শ্রীবীজাস্থা চ ভোগদা ॥ ৩৪ ॥
স্মরেখাস্থা মহাসিদ্ধিকরী সর্ব্ববশঙ্করী ।
বাগ্‌ভবাস্থা চয়েম্বশ্যা কামাস্থা জনরঞ্জিনী ॥ ৩৫ ॥

ধৌত করিয়া দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত বজ্রশিলায় অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। এই ক্রিয়ার নাম অঘমর্ষণ-ক্রিয়া। এতদ্দ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যস্থা, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া গায়ত্রী দেবীকে চিন্তা করিবে। ঐ গায়ত্রী দেবী আদিত্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময়ী, পুস্তকাক্ষকরা, কৃষ্ণাজিনপরিহিতা। ঐ ব্রাহ্মী গায়ত্রী দেবীকে নক্ষত্রপরিশোভিত অম্বরে চিন্তা করিবেন। পরে ঐ কৃষ্ণগায়ত্রী একশতবার জপ করিবেন ॥ ২৯-৩২ ॥ গায়ত্রী যথা,—"কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রী প্রণবাস্থা হইলে

এবং তে কথিতা মন্ত্রসন্ধ্যা মন্ত্রফলাপ্তয়ে।
ন কুর্য্যাদ্‌যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে কৃষ্ণং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ ॥ ৩৭ ॥
ইতি সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মণাং সিদ্ধিদায়কম্।
সন্ধ্যায়াং পতিতায়াং বা গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ॥ ৩৮ ॥
যথাপ্রাণং যথাজ্ঞানং যথা কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
যদ্‌যৎ কৃত্যং মঙ্গলার্থং তত্তৎ কুর্য্যাত্তথা তথা ॥ ৩৯ ॥
আদর্শদর্শনং কুর্য্যাদ্ ঘৃতস্পর্শঞ্চ কজ্জলম্।
মৎপোষ্যপোষণার্থায় ক্ষেমং যোগঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ৪০ ॥
স্নায়াচ্চ কৃষ্ণপূজার্থং নদ্যাদৌ বিমলে জলে।
পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ৪১ ॥

মুক্তিকরী, শ্রীবীজাদ্যা হইলে ভোগদাত্রী, হৃল্লেখাদ্যা হইলে সর্ব্ব-সিদ্ধিকরী, বাগ্‌ভবাদ্যা হইলে সর্ব্ববশঙ্করী, কামবীজাদ্যা হইলে জনরঞ্জিনী হয়। এই মন্ত্রসন্ধ্যা কথিত হইল। কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ যদি এই সন্ধ্যা না করে, সেই ব্যক্তি দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হয় না। অশক্ত ব্যক্তি সংক্ষেপে গায়ত্রীর ধ্যান ও জপ করিলেই তাঁহার সন্ধ্যাক্রিয়া সমাপন হইবে। সন্ধ্যা পতিত হইলে, দশবার গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য। অতঃপর আদর্শদর্শন ও ঘৃতস্পর্শনাদি করিবেন। পরে পরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ অর্থ চিন্তা করিবেন ॥ ৩৩-৪০ ॥

তদনন্তর নদ্যাদির বিমল জলে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত হইবেন। ঐ পূজা পঞ্চবিধ তাহার ভেদ আমার

অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে॥ ৪২
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনম্।
উপলেপননির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ॥ ৪৩॥
উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নং তথা।
ইজ্যা নাম চেষ্টদেবপূজনঞ্চ যথার্থতঃ॥ ৪৪॥
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যো হ্যাত্মানুপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠশ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা॥ ৪৫॥
তত্ত্বাদিশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা॥ ৪৬॥
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত।
সামীপ্যসারূপ্যসাদৃশ্যসাযুজ্যফলদা ক্রমাৎ॥ ৪৭॥
প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে স্নানার্থং তীর্থমাশ্রয়েৎ।
স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তমন্তর্বাহ্যবিভেদতঃ॥ ৪৮॥

নিকট হইতে শ্রবণ কর। অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ও ইজ্যা, এই পঞ্চবিধ পূজা যথাক্রমে উক্ত হইতেছে।—দেবতার স্থানমার্জ্জন, উপলেপন ও নির্ম্মাল্যদূরীকরণের নাম অভিগমন। গন্ধপুষ্পাদিচয়নের নাম উপাদান। নিজ দেবতাকে আত্মরূপে বিভাবনের নাম যোগ। মন্ত্রজপ, সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বশাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। ইষ্টদেবতার পূজার নাম ইজ্যা। এই পাঁচ প্রকার পূজা কথিত হইল। ইহারা যথাক্রমে সামীপ্য, সাদৃশ্য, সারূপ্য ও সাযজ্য ফলপ্রদান করে॥ ৪১-৪৭॥

প্রাতঃকালে বা মধ্যাহ্নে স্নান করা কর্ত্তব্য। ঐ স্নান দ্বিবিধ,—

অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমুকুটং বনমালিনম্ ॥ ৪৯ ॥
তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুম্।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দ্দেহগতং মলম্ ॥ ৫০ ॥
তৎক্ষণাদ্‌বিরজো মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোত্তমঃ।
ইদং স্নানবরঞ্চান্তস্তীর্থকোটিশতাধিকম্ ॥ ৫১ ॥
যোগিনাং স্নানমেতদ্ধি কথিতং পরমাদ্ভুতম্।
বাহ্যস্নানং তথা কুর্য্যাদ্‌যথাশাস্ত্রং বিধানবিৎ ॥ ৫২ ॥
মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরন্।
মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধিহেতবে ॥ ৫৩ ॥
অস্ত্রেণালোড্য মৃৎস্নাং বৈ ত্রিভাগং তান্তু কারয়েৎ।
জলে চৈকং দ্বাদশয়োর্নিক্ষিপেদস্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৫৪ ॥

আন্তরস্নান ও বাহ্যস্নান। অনন্তসূর্য্যপ্রভাবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মুকুটধারী, বনমালাবিভূষিত বাসুদেবের পাদোদক দ্বারা নিজের শরীরাভ্যন্তর্গত সমস্ত মল সংক্ষালিত হইয়াছে, এই প্রকার ভাবনাই আন্তরস্নান। আন্তরস্নানদ্বারা সাধক শুদ্ধ-স্ফটিকের ন্যায় বিমল হয়। এই আন্তরস্নান শতকোটি তীর্থস্নান অপেক্ষা অধিক। যোগীদিগের এই স্নান পরমাদ্ভুত। বিধিজ্ঞ ব্যক্তির বিধানানুসারে বাহ্যস্নানও কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ মল প্রক্ষালনার্থ স্নান করা কর্ত্তব্য। পরে কর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র-স্নানও কর্ত্তব্য। অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলনপূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকাকে তিনভাগ করিবে। উহার একভাগ জলে নিক্ষেপ করিয়া অপর দুইভাগের একভাগ মূলে ও শেষভাগ দেহে বিলেপন

এবং মূর্দ্ধাদিনাস্তন্তং পঠন্ মূলং বিলেপয়েৎ।
শেষং পাদাদিনাস্তন্তং তথৈব প্রবিলেপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৫৬ ॥
আবাহয়ামি দেবি ত্বাং স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ॥ ৫৭ ॥
এবমাবাহ্য বিধিবন্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ।
আমন্ত্র্যাম্ভসি সংযোজ্য সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৫৮ ॥
বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জেন্মূলমুচ্চরন্।
উত্থায়াচম্য তৎপশ্চাৎ ষড়ঙ্গং ন্যাসসংযতম্ ॥ ৫৯ ॥
আত্মানং দশধা সিঞ্চেন্মুদ্রয়া কলসাখ্যয়া।
সপ্তকৃত্বোঽভিষিঞ্চেদ্বা মনুনা মন্ত্রিতৈর্জলৈঃ ॥ ৬০ ॥
বামহস্তকৃতা মুষ্টির্দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ।
কলসাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৬১ ॥
শালগ্রামশিলাম্ভোয়ং তুলসীদলমিশ্রিতম্।
কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ন্ ত্রির্নিক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি ॥ ৬২ ॥

করিবে ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পরে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থ আবাহন করিবে। পরে ঐ জলমধ্যে সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডল চিন্তা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মজ্জন করিবে। তারপর ষড়ঙ্গ-ন্যাস করিয়া কলসমুদ্রা দ্বারা আপনাকে সাতবার বা দশবার অভিষেক করিবে। বামহস্তকৃত মুষ্টি দক্ষিণ হস্তদ্বারা বেষ্টনের নাম কলসমুদ্রা; এই মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা। পরে তুলসীদল-মিশ্রিত শালগ্রাম শিলার জল শঙ্খদ্বারা তিনবার গ্রহণপূর্ব্বক

শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে ।
প্রক্ষেপণং প্রকুরুতে ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥ ৬৩ ॥
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ ।
বিরুদ্ধমাচরন্ মোহাদাত্মহা স তু গদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ।
সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে ।
(সসাগরাণি তীর্থানি পদে বিপ্রস্য দক্ষিণে) ॥ ৬৫ ॥
ততঃ সংক্ষেপতো দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েৎ পিতৄন্ ।
পীড়য়িত্বাম্বরং তোয়ং প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌যতঃ ॥ ৬৬ ॥
ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে ।
অচ্ছিন্নে সদৃশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং চন্দনেন কৃত্বা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ।
পূর্ব্বস্তু কথিতা সন্ধ্যা ধ্যায়েদ্দেবীং সমাহিতঃ ॥ ৬৮ ॥

মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার জল পান না করিয়া মস্তকে ধারণ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। বিষ্ণুপাদোদক পানের পূর্ব্বে বিপ্রপাদোদক পান করা কর্ত্তব্য। ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিলে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতীর মধ্যে গণ্য হয়। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, এক সাগরে সে সকলই আছে, আবার সাগরের সহিত সমস্ত তীর্থই ব্রাহ্মণের দক্ষিণপাদে অবস্থিত ॥ ৫৬-৬৫ ॥

তদনন্তর সংক্ষেপে দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃগণের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। পরে আর্দ্রবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৌত শুক্লবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবে।

শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৬৯ ॥
ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং কৃত্বা তর্পয়েৎ কৃষ্ণমব্যয়ম্।
গুরুপংক্তিং পুরা তর্প্য তর্পয়েদিষ্টদৈবতম্ ॥ ৭০ ॥
নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকম্।
বিশ্বক্সেনঞ্চ শৈলেয়ং গুরূংশ্চ তর্পয়েত্রিশঃ ॥ ৭১ ॥
পঞ্চবিংশতিসংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহম্।
নমোঽন্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তস্তর্পণে বিধিতৎপরৈঃ ॥ ৭২

ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ॥ ৭৩ ॥

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৭৪ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ গায়ত্রীমভ্যসেৎ ॥ ৭৫ ॥

উপবেশনের পর আচমন ও তিলক ধারণ করিবে। পরে শ্যামবর্ণা, চতুর্ব্বাহুসমন্বিতা, শঙ্খচক্রপরিশোভিতা, গদাপদ্ম-ধারিণী, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর তর্পণ করিবে। অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ, গুরুপঙ্‌ক্তি, ইষ্টদেবতা, নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, শৈলেয় ও গুরুবর্গকে তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণের প্রকার এইরূপ,—ক্লীং শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ॥ ৬৬-৭৩ ॥ সায়াহ্নে বরদা, শুক্লা, শুক্লাম্বরধরা, বৃষাসনোবিষ্টা, ত্রিনয়না, পাশ-শূলাদিধারিণী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা গায়ত্রী দেবীর ধ্যান করিবে।

ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরং তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে॥ ৭৬॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গৌতম॥ ৭৭॥
পূজার্থং জলমাদায় সূর্য্যে তীর্থানি যোজয়েৎ।
ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়ং বিষ্ণুং গায়ত্রীং মনসা স্মরন্॥ ৭৮॥
শতাবৃত্ত্যা জপেৎ তাম্ভ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
সর্ব্বপাপক্ষয়ং যাতি জ্ঞানমুৎপদ্যতেঽচিরাৎ॥ ৭৯॥
মূলমন্ত্রং হৃদি স্মৃত্বা যায়াদ্বৈ যাগমণ্ডপম্।
হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য আচম্য বাগ্‌যতঃ সুধীঃ॥ ৮০॥
সূর্য্যপূজাং ততঃ কুর্য্যাদ্বিশেষার্ঘেন দীক্ষিতঃ।
পুনর্হস্তৌ চ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য বিধিনা যতিঃ॥ ৮১॥
আচমনং ততঃ কুর্য্যাদ্বিশেষাদ্বৈষ্ণবাদ্বয়ে।
কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ॥ ৮২॥

ললাটে গদা, মস্তকে চাপ ও শর, হৃদয়ে নন্দক এবং ভুজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কিত করিবে। শঙ্খচক্রাঙ্কিতগাত্র সেই পুরুষের শ্মশানে মৃত্যু হইলেও তিনি প্রয়াগে মৃতব্যক্তির তুল্য গতি লাভ করেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া অচিরকালে জ্ঞান উৎপাদিত হয়॥ ৭৪-৭৯॥ মূলমন্ত্র হৃদয়ে স্মরণ করিয়া যাগমণ্ডপে গমনপূর্ব্বক হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া তিন বার

দ্বাভ্যামোষ্ঠে চ সংমৃজ্য দ্বাভ্যাং মৃজ্যান্মুখং ততঃ।
একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ ॥ ৮৩ ॥
সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ।
আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভিরুদরকং ভুজৌ।
এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥
কেশবাদ্যাঃ পুরা প্রোক্তা বক্ষ্যে সঙ্কর্ষণাদিকান্।
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥ ৮৫ ॥
পুরুষোত্তমাধোক্ষজনৃসিংহাশ্চ তথাচ্যুতঃ।
জনার্দ্দনোপেন্দ্রহরির্বিষ্ণবো দ্বাদশেরিতাঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

জলপান, দুইবার করপ্রক্ষালন, দুইবার ওষ্ঠমার্জ্জন, দুইবার মুখমার্জ্জন, একবার হস্তপদ প্রক্ষালন করিবে। এক বার মস্তক প্রোক্ষণ এবং মুখ, নাসা, অক্ষি, কর্ণ, নাভি, উদর ও হস্তদ্বয় যথা-নিয়মে স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে ॥ ৮০-৮৪ ॥ কেশবাদিন্যাস পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে সঙ্কর্ষণাদিন্যাস কথিত হইতেছে। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ দেবতার ন্যাসের নামই সঙ্কর্ষণাদিন্যাস।

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অথ দ্বাদশশুদ্ধিস্তু বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ॥ ১ ॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ ॥
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনম্ ॥ ৩ ॥
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণম্ ॥ ৪ ॥
শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণম্।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামস্য হরেঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ গৌতম।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে ॥ ৬ ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশশুদ্ধির বিষয় উক্ত হইতেছে।— গৃহোপসর্পণ, অনুগমন, ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ, পাদশোধন, পূজার নিমিত্ত পত্রপুষ্পাদি উত্তোলন—ইহারই নাম করশুদ্ধি। নামকীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন—এতদুভয়ের নাম বাক্‌শুদ্ধি। তৎকথাশ্রবণ, তাঁহার উৎসবদর্শন,—এতদুভয়ের নাম যথাক্রমে শ্রোত্রশুদ্ধি ও

পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতম্।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৭
বৃন্দাবনং ততো ধ্যায়েৎ পূর্ব্বোক্তেনৈব বর্ত্মনা।
তন্মধ্যে স্বর্ণভূমিঞ্চ ধ্যায়েন্নব গৃহস্ততঃ ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বদ্বারং ততো গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিশোধয়েৎ।
অস্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণমন্ত্রেণ পূরয়েৎ ॥ ৯ ॥
মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্।
দ্বার্য্যাবাহ্য যজেত্তত্র সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ১০ ॥
নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বল এব চ।
প্রবলো ভদ্রনামা চ সুভদ্রো বিঘ্নবৈষ্ণবাঃ ॥ ১১ ॥
দ্বৌ দ্বৌ বিঘ্নৌ প্রতিদ্বারে পুরতো বিনতাসুতম্।
প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১২ ॥
ততোঽক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া।
প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্বিঘ্নশান্তয়ে ॥ ১৩ ॥

নেত্রশুদ্ধি। পাদোদক, নির্ম্মাল্য ও মালাধারণ এবং প্রণাম—ইহার নাম শিরঃশুদ্ধি। গন্ধপুষ্প ও নির্ম্মাল্যাদির আঘ্রাণ—ইহার নাম ঘ্রাণশুদ্ধি। ইহাকেই দ্বাদশশুদ্ধি বলে ॥ ১-৭ ॥

তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃন্দাবনের ধ্যান করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা জলপূরণ এবং প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রণ, ইহারই নাম সামান্যার্ঘ্যস্থাপন। পরে দ্বারদেশে আবাহন করিয়া নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতির পূজা করিবে। প্রতিদ্বারে দুইটি করিয়া বিঘ্ন। সম্মুখে বিনতাসুতকে (গরুড়কে) প্রণবাদি নমঃশব্দান্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥৮-১২॥ পরে

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৪ ॥
ভূতসংঘান্ সমুচ্চার্য্য দক্ষপাদপুরঃসরম্।
ধ্যায়েদিহ গৃহাভ্যন্তঃ প্রবিশেন্নতকন্ধরঃ ॥ ১৫ ॥
যজেত্তত্রৈব ব্রহ্মাণং বাস্তুদোষোপশান্তয়ে।
প্রাঙ্মুখঃ সংযতাত্মা চ সংবিশেদ্বিহিতাসনে ॥ ১৬ ॥
তথা মৃদাসনে মন্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরে।
কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগো বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
শৈলাসনে চ বাগ্রোধঃ পল্লবে মতিবিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং দুঃখসংভূতিঃ পীড়নং রাজতে ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
বিষ্ণুঃ কালাত্মকশ্চাত্মা ততঃ পূর্ব্বমুখো ভবেৎ।
গন্ধপুষ্পাদিপত্রাণি স্বদক্ষে চ নিবেশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

আতপতণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে নারাচমুদ্রায় অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত নিক্ষেপ করিবে এবং "অপসর্পন্তু তে ভূতা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্রে দক্ষিণপদক্ষেপ পূর্ব্বক অবনত-কন্ধরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। ঐ স্থানে বাস্তুদোষোপশান্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার পূজা করিবে। কল্পিত আসনে সংযতাত্মা হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবে। আসনটি মৃণ্ময় ও কুশ, অজিন ও [illegible]ল দ্বারা উত্তরোত্তর আস্তৃত হওয়া বিধেয়। কাষ্ঠাসনে রোগ, [illegible]শনির্ম্মিত আসনে বংশক্ষয়, শৈলাসনে বাক্‌রোধ, পল্লবাসনে [illegible]তিবিভ্রম, মৃত্তিকাসনে দুঃখোৎপত্তি, রজত-নির্ম্মিত আসনে পীড়া [illegible] ॥ ১৩-১৮ ॥ বিষ্ণুকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন

দীপং বলিঞ্চ নৈবেদ্যং সুন্দরং পুরতো ন্যসেৎ।
সুবাসিতাম্বুসংপূর্ণং বামে কুম্ভং সুশোভনম্॥ ২০॥
পৃষ্ঠদেশে পাত্রমেকং করক্ষালনায় সংন্যসেৎ।
পদ্মাসনং স্বস্তিকং বা আচার্য্যো বিধিনা বিশেৎ॥ ২১॥
উরোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনো হৃদয়ঙ্গমম্॥ ২২॥
জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা সম্যক্ পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥ ২৩॥
মঙ্গলাঙ্কুরপাত্রাণি চতুর্দ্দিক্ষু নিবেশয়েৎ।
আশীর্ব্বাগ্‌ভির্দ্বিজাতীনাং বৈষ্ণবং যাগমারভেৎ॥ ২৪॥

করিবে। গন্ধপুষ্পাদি নিজ দক্ষিণে রক্ষা করিবে। দীপ, বলি ও নৈবেদ্য দেবতার সম্মুখেই স্থাপিত হওয়া উচিত। বামভাগে সুবাসিত জলপূর্ণ কলসী এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তপ্রক্ষালনার্থ পাত্র স্থাপন করিবে। আসনের মধ্যে পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসনই প্রশস্ত। উরুদ্বয়ের উপরিভাগে উভয় পাদতল স্থাপন করিয়া অবস্থানের নাম পদ্মাসন। এই পদ্মাসন যোগিগণের অত্যন্ত প্রিয়। জানু ও উরুর মধ্যে পাদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরলকায়ে উপবেশনই স্বস্তিকাসন। এই দুই আসনের মধ্যে যে কোন একটি আসনে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে মাঙ্গলিক পাত্রসকল স্থাপন করিবে। পরে দ্বিজগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবযাগ আরম্ভ করিবে। ১৯—২৪॥

শিষ্যশ্চ বৃণুয়াদ্ভক্ত্যা আচার্য্যং ভক্তিতৎপরঃ।
বাসোঽলঙ্কারবিভবৈর্বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৫ ॥
ঋত্বিজং বৃণুয়াত্তত্র দশপঞ্চত্রয়ং তথা।
পুণ্যাহং বাচয়িত্বা চ পঞ্চঘোষপুরঃসরম্ ॥ ২৬ ॥
ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থত্ববিশুদ্ধয়ে।
কৃতাঞ্জলিপরো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ ॥ ২৭ ॥
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা।
দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ ॥ ২৮ ॥
ততো মণ্ডপমধ্যে চ স্থণ্ডিলং গোময়াম্ভসা।
উপবিশ্য যথান্যায়ং তস্য মধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥
সূত্রং প্রাক্প্রত্যগগ্রঞ্চ বিপ্রাশীর্ব্বাচনৈঃ সহ।
গুণিতো নাভিতো মৎস্যো মধ্যারভ্য প্রবিন্যসেৎ ॥ ৩০ ॥
তন্মধ্যস্থিতযাম্যোদগগ্রং সূত্রং নিধাপয়েৎ।
ততো মধ্যান্ন্যসেদ্ধস্তমানমাত্রং দিশং প্রতি ॥ ৩১ ॥
সত্রেষু মকরন্যাস্যেন্মৎস্যান্ বাস্তুতমঃ পুমান্।
সূত্রাগ্রমকরেভ্যশ্চ ন্যসেৎ কোণেষু মৎস্যকান্ ॥ ৩২ ॥
কোণমৎস্যস্থিতাগ্রাণি দিক্ষু সূত্রাণি পাতয়েৎ।
ততো ভবেচ্চতুষ্কোণং চতুরস্রন্তু মণ্ডলম্ ॥ ৩৩ ॥
তত্রাগ্নিমারুতং সত্রং নির্ঋতেশন্তু পাতয়েৎ।
প্রাগ্ যাম্যবরুণোদীচ্যসূত্রাগ্রমকরেষু চ ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিতৎপর শিষ্য ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে বরণ করিবে। বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিত হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধন দ্বারা তুষ্ট করিয়া দশ, পাঁচ অথবা তিন জন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণকে বরণ

বিহিতাগ্রং লগ্নসূত্রং চতুষ্কং প্রতিপাদয়েৎ।
কৃতহস্তং ভবেয়ুস্তে কোণকোষ্ঠেষু মৎস্যকাঃ ॥ ৩৫ ॥
এষ প্রাগ্বরুণো যাম্যোদীচ্যানি চ প্রপাতয়েৎ।
ষট্পঞ্চাশৎপদানি স্যুরধিকানি শতদ্বয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
যদা তদাথো বিভজেৎ পদানি ক্রমশঃ সুধীঃ।
পদৈঃ ষোড়শকৈর্ম্মধ্যে পদ্মং বৃত্তত্রয়ং মিতম্ ॥ ৩৭ ॥
তৈরষ্টচত্বারিংশস্তীরাশিঃ স্যাদ্দীপশোভিতম্।
সদ্বাদশৈঃ শতপদৈঃ শোভাখ্যাঃ স্যুশ্চতুষ্পদাঃ ॥ ৩৮ ॥
চতুষ্পদাশ্চ শোভাঃ স্যুঃ ষট্পদঃ কোণকং ভবেৎ।
পুষ্পবীথ্যো বা রচয়েন্মধ্যে সূত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রাগুখাম্যবরুণোদীচ্যং তদ্ভবেদ্রাশিমণ্ডলম্।
কর্ণিকায়াঃ কেশরাণাং দলস্যার্দ্ধদলস্য চ ॥ ৪০ ॥
দলাগ্রবৃত্তরাশীনাং বীথ্যাঃ শোভোপশোভয়োঃ।
বৃত্তানি চতুরস্রাণি ব্যক্তং স্থানানি কল্পয়েৎ ॥ ৪১ ॥
ভবেন্মণ্ডলমূর্দ্ধাধঃ কর্ণিকা চতুরঙ্গুলা।
দ্ব্যঙ্গুলানি কেশরাণি স্যুঃ সন্ধ্যগ্রং চতুরঙ্গুলম্ ॥ ৪২ ॥
দলানাং কর্ণিকামানাদগ্রং দ্ব্যঙ্গুলকং ভবেৎ।
অন্তরালপৃথগ্ বৃত্তত্রয়ে দ্ব্যঙ্গুলমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥
ততশ্চ রাশিচক্রং স্যাৎ স্বস্ববর্ণবিভূষিতম্।
বামে মণ্ডলকং কুর্য্যাৎ ষড়্ভিরষ্টভিরেব বা ॥ ৪৪ ॥

করিবে। পরে পুণ্যাহ ও স্বস্তিবাচন করাইয়া সর্ব্বার্থশুদ্ধির নিমিত্ত ভূতশুদ্ধি করিবে। তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে গুরু,

দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং হ্যেতৎ পরস্তাত্তাবদিষ্যতে।
বৃত্তং চক্রমুশন্ত্যেকে চতুরস্রন্ত তদ্বিদঃ॥ ৪৫ ॥
যদি বা বর্ত্তুলং চৈব বা স্যুর্দ্বাদশরাশয়ঃ।
তে স্যুঃ পিপীলিকা মধ্যে মাতুলুঙ্গনিভা অপি॥ ৪৬॥
চক্রঞ্চ চতুরস্রঞ্চেত্তেয়দ্বাদশরাশয়ঃ।
ভবেয়ুঃ পঙ্কজদলনিভা বা কথিতা বুধৈঃ॥ ৪৭ ॥
তদ্বহীরুচিরান্ কুর্য্যাচ্চতুরঃ কল্পশাখিনঃ।
জলজৈঃ স্থলজৈশ্চাপি সুমনোভিঃ সমন্বিতান্॥ ৪৮ ॥
হংসসারসকারণ্ডকভ্রমরকোকিলৈঃ।
ময়ূরচক্রবাকাদ্যৈরারূঢ়বিটপান্বিতান্॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বেষু নির্ব্বৃত্তিকরান্ বিলোচনমনোহরান্।
তদ্বহিঃ পার্থিবং কুর্য্যান্মণ্ডলং কৃষ্ণকোণকম্॥ ৫০ ॥
মণ্ডলানি চ তদ্বক্ত্রোরাশুস্তাম্বেব কারয়েৎ।
নামাবল্যত্র রচয়েৎ প্রমাণাদস্যমণ্ডলম্॥ ৫১ ॥
আবাহ্য দেবতা যস্তামর্চ্চয়েৎস্বন্যদেবতাঃ।
উভাভ্যাং লভতে শাপং মন্ত্রী তরলদুর্ম্মতিঃ॥ ৫২ ॥
কালাত্মকস্য দেবস্য রাশিব্যাপ্তিমজানতা।
কৃতং সমস্তং ব্যর্থং স্যাদাজ্ঞাবজ্ঞানমানিনা॥ ৫৩ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন রাশীন্ সাধিপতীন্ ক্রমাৎ।
অবগম্যাম্বুরূপাণি মণ্ডলানি ন চান্যথা॥ ৫৪ ॥

পরমগুরু ও পরাপরগুরুর অর্চনা করিবে। দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশের অর্চনা করিবে। পরে মণ্ডপমধ্যে গোময়দ্বারা

উপক্রমেদর্চ্চয়িতুং হোতুং বা সর্ব্বদেবতাম্।
রজাংসি পঞ্চবর্ণানি পঞ্চদ্রব্যাত্মিকানি চ ॥ ৫৫ ॥
পীতশুক্লারুণশ্যামকৃষ্ণান্যেতানি ভূতলে।
হারিদ্রং স্যাত্তথা পীতং তাণ্ডুলঞ্চ সিতং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥
তথা দোষাযবক্ষারসংযুক্তং রক্তমুচ্যতে।
কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকোত্থং শ্যামং বিল্বদলাদিকম্ ॥ ৫৭ ॥
সিতেন রজসা কার্য্যা সীমারেখা বিপশ্চিতা।
অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারপ্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫৮ ॥
পীতা স্যাৎ কর্ণিকা শুক্লপীতরক্তাশ্চ কেশরাঃ।
দলান্যম্ভস্যান্তরালং শ্যামচূর্ণেন পূরয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
সিতরক্তাসিতৈর্ব্বর্ণৈর্ব্বৃত্তত্রয়মুদীরিতম্।
নানাবর্ণবিচিত্রাঃ স্যুশ্চিত্রাকারাশ্চ বীথয়ঃ ॥ ৬০ ॥
দ্বারশোভোপশোভাঃ স্যুঃ শ্বেতরক্তা হরিদ্রকাঃ।
রাশিচক্রাবশিষ্টানি কোণান্দিক্ষু যানি বৈ।
পীঠপাদানি তানি স্যুরসিতাম্বরুণানি বা ॥ ৬১ ॥
অথ বারুণানি চ দলানি তথা দলসন্ধিরসিতবৎ।
অসিতাবরুণাশ্চ রজসা বিহিতান্যপি কথয়ন্ত্যপরে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

স্থণ্ডিল পরিষ্কার করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বচনের সহিত সূত্র-পাতন করিবে ; ইহার পরের ইতিকর্ত্তব্যতা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ; তৎসমুদয় মূলদৃষ্টে করিতে হইবে ॥ ২৫-৬২ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চগব্যেন তদ্‌গেহং মণ্ডলঞ্চ বিশোধয়েৎ।
পলমাত্রং দুগ্ধভাগো গোমূত্রং তাবদিষ্যতে ॥ ১ ॥
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্‌গোময়ং তোলকদ্বয়ম্।
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে।
মূলমন্ত্রেণ সংমন্ত্র্য কুশাগ্রেণৈব শোধয়েৎ ॥ ৩ ॥
তেন সর্ব্ববিশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপনিকৃন্তনম্।
মহান্তি পাতকান্যেব কৃত্বা গব্যং পিবেদ্ যদি ॥ ৪ ॥
নাশয়েৎ পানমাত্রেণ ইত্যূচুর্ব্বেদবেদিনঃ।
ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাদ্‌যেন পূর্ণফলং লভেৎ ॥ ৫ ॥
ওঁ নমঃ সুদর্শনায়েত্যুক্ত্বা মন্ত্রেণৈব দেশিকঃ।
তালত্রয়ং সন্বিদধ্যাদূর্দ্ধোর্দ্ধঞ্চ সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা ঐ যজ্ঞগৃহ ও মণ্ডল শোধন করিবে। একপল দুগ্ধ, একপল গোমূত্র, একপল ঘৃত, দুইতোলা গোময় এবং প্রসৃতিমাত্র দধি—এই পাঁচটির নাম পঞ্চগব্য। কেহ কেহ বলেন, ঐ পঞ্চদ্রব্য সমান অংশেই গ্রহণ করা উচিত। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা সংমন্ত্রণপূর্ব্বক কুশাগ্রদ্বারা শোধন করিলেই সর্ব্বশুদ্ধি হয়। পঞ্চগব্য পান করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও পবিত্র হয়। অতঃপর ভূতশুদ্ধি করা বিধেয়। ওঁ নমঃ সুদর্শনায়, এই মন্ত্র

দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভির্দ্দশভিঃ কারয়েৎ সুধীঃ।
ততস্তেনৈব জনিতং তেজো রক্ষত্বিতি স্মরেৎ ॥ ৭ ॥
বিনিধায় করৌ স্বাঙ্কে উত্তানৌ পরিচিন্তয়েৎ।
হুঙ্কারেণ সমুত্থাপ্য শক্তিং স্বাধারসংস্থিতাম্ ॥ ৮ ॥
মূলাধারমথ স্বাধিষ্ঠানঞ্চ মণিপূরকম্।
অনাহতং বিশুদ্ধঞ্চ আজ্ঞাচক্রঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ৯ ॥
গুদে চ ধ্বজমূলে চ নাভৌ হৃদয় এব চ।
কণ্ঠে তথা ভ্রুবোর্ম্মধ্যে যথাক্রমমমুং স্মরেৎ ॥ ১০ ॥
চিন্তয়েৎ পুনরাধারং কনকাব্জং চতুর্দ্দলম্।
তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্‌যোনিং চন্দ্রার্কাগ্নিসমদ্যুতিম্ ॥ ১১ ॥
তদন্তশ্চিন্তয়েন্মন্ত্রী জীবাত্মানং সমাহিতঃ।
জবাবন্ধূকসদৃশং তড়িৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১২ ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
প্রদীপকলিকাকারং কুণ্ডলিন্যা সমন্বিতম্ ॥ ১৩ ॥

উচ্চারণ করিয়া অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় প্রদান করিবে। পরে দশসংখ্যক ছোটিকা দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। পরে তজ্জনিত তেজ রক্ষা করুক, এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ -৭ ॥ নিজ অঙ্কে উত্তান করদ্বয় সংস্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবে। হুঙ্কার দ্বারা স্বাধারসংস্থিত শক্তিকে সমুত্থাপিত করিয়া গুহ্যে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপূর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা-চক্র ভাবনা করিবে। মূলাধারে চতুর্দ্দল কনকাব্জ, তন্মধ্যে চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিসমদ্যুতি যোনিমণ্ডল এবং তদন্তরে জীবাত্মাকে চিন্তা

সুষুম্নাবর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।
সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ ॥ ১৪ ॥
তত্রৈব পঞ্চভূতানি সংহারক্রমতস্তথা।
বাক্পাদপাণিপায়ূপস্থবচনাদানমেব চ ॥ ১৫ ॥
গতির্ব্বিসর্গানন্দশ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনাঃ পুনঃ।
নাসা শব্দস্তথা স্পর্শো রূপং রসোঽপি গন্ধকঃ ॥ ১৬ ॥
তত্ত্বান্যেতানি পঞ্চবিংশৎ পুরুষেণ চ যোজয়েৎ।
অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং চিত্তং তত্রৈব যোজয়েৎ ॥ ১৭ ॥
জীবভাবেন লীনানি সর্ব্বাণি পরিচিন্তয়েৎ।
ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতম্ ॥ ১৮ ॥
পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া।
মাত্রয়া চ চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েত্তু সুষুম্নয়া ॥ ১৯ ॥

করিবে। জবাবন্ধূকসদৃশ, তড়িৎকোটিসমপ্রভ, সূর্য্যকোটি-প্রতীকাশ, চন্দ্রকোটিসুশীতল, প্রদীপকলিকাকার ঐ জীবাত্মাকে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে পরিচালিত করিয়া সোঽহং এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সহস্রারে শিবস্থানস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করিবে। পরে সংহারক্রমে পঞ্চভূত, বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ, আদান, গতি, বিসর্গ, আনন্দ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে পুরুষের সহিত যোজনা করিবে এবং অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও চিত্তকেও তাহাতেই জীবভাবে বিলীন চিন্তা করিবে। পরে ধূম্রবর্ণ, ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিত বায়ুবীজ ষোড়শমাত্রায় ইড়া দ্বারা পূরণ করিবে। চতুঃষষ্টিমাত্রায় সুষুম্না দ্বারা কুম্ভক করিবে।

দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা।
পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য লীনমারুতম্ ॥ ২০ ॥
রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্।
তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া ॥ ২১ ॥
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্ব্বহেৎ কুম্ভকেন চ।
বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্।
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম ॥ ২৩ ॥
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্।
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্ ॥ ২৪ ॥
খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রূরং কুক্ষৌ তত্র বিচিন্তয়েৎ।
মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্ ॥ ২৫ ॥
এবং সংচিন্ত্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ।
ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা ॥ ২৬ ॥

দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় পিঙ্গলা দ্বারা রেচন করিবে। পরে ত্রিকোণ, স্বস্তিকান্বিত, রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ষোড়শমাত্রায় পূরণ করিয়া চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভক অবস্থাতেই বামপার্শ্বস্থিত, কজ্জলপ্রভ, ব্রহ্মহত্যাশিরস্ক, স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়, সুরাপানহৃদয়যুক্ত, গুরুতল্পকটিদ্বয়, তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গপাতক, উপপাতকরোম, রক্তশ্মশ্রুবিলোচন, খড়্গাচর্ম্মধর, ক্রূর পাপপুরুষকে দগ্ধভাবে ভাবনা করিবে। মূলাধারোত্থিত বহ্নিদ্বারাই ঐ পাপপুরুষকে দগ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে দহন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় পিঙ্গলাপথে ভস্মের সহিত রেচন করিবে।

বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দ্বযুতসপ্রভম্।
ভালেন্দুবিম্বে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া ॥ ২৭ ॥
সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া বীজমৈন্দবম্।
ধ্যাত্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্ ॥ ২৮ ॥
তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং তপেৎ ॥ ২৯ ॥
স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা।
জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ।
ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ ॥ ৩০ ॥

গৌতম উবাচ।

ভূতশুদ্ধ্যা বদ ব্রহ্মন্ কস্য শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
নাত্মনঃ সর্ব্বশুদ্ধীনাং কারণং স তু কথ্যতে ॥ ৩১ ॥

চন্দ্রনাড়ীতে কুন্দেন্দ্বযুতসমপ্রভ চন্দ্রবীজ চিন্তা করিয়া ষোড়শ-মাত্রায় ললাটস্থিত চন্দ্রের সহিত সংযোজিত করিবে ॥ ৮-২৭ ॥ অনন্তর সুষুম্না দ্বারা চতুঃষষ্টি মাত্রায় ঐন্দব বীজকে অমৃতময়ী বৃষ্টিরূপে চিন্তা করিয়া পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। পরে দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় লং বীজ দ্বারা ঐ শরীরকে দৃঢ়ীভূত চিন্তা করিবে। পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত পদ্মে হংসমন্ত্র দ্বারা জীবাত্মা ও তত্ত্বসকলকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করিবে। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে ॥ ২৮ ৩০ ॥

গৌতম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভূতশুদ্ধি দ্বারা কাহার শুদ্ধি হয়, বলুন। তদ্দ্বারা আত্মার শুদ্ধি বলা যায় না, কারণ আত্মাই

ন জীবস্থ ব্রহ্মণা চ সহৈক্যং তস্থ নিত্যশঃ।
ন দেহস্থ তদারভ্য নিত্যতা তস্থ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥
মনসো বাপি বুদ্ধেশ্চ কস্থ স্থাদিহ শোধনম্।
ইত্যাদি সংশয়ং ছিন্ধি ত্বং হি ব্রহ্মসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

নারদ উবাচ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৩৪ ॥
অন্তঃকরণমধ্যে তু জ্যোতিরাত্মা প্রবর্ত্ততে।
লিঙ্গদেহস্তু তং প্রাহুর্যোগিনস্তত্ত্ববেদিনঃ ॥ ৩৫ ॥
তস্থ শোধনমাত্রেণ সর্ব্বশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তদেব বিশ্বজনককারণং জন্মকারণম্ ॥ ৩৬ ॥
তদ্বিয়োগে ভবেন্মৃত্যুর্নান্যথা জন্মকোটিভিঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং পুরুষার্থস্থ নিগমে ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বশুদ্ধির মূলীভূত কারণ। জীব ব্রহ্মের সহিত নিত্য একভাবাপন্ন, সুতরাং উহার শুদ্ধি বলাও অসঙ্গত। ঐ শুদ্ধি দেহেরও বলা যায় না, কারণ দেহকে আশ্রয় করিয়াই সকলের শুদ্ধি এবং উহাও নিত্য বস্তু। এইরূপ মন বা বুদ্ধির শুদ্ধি বলিলেও দোষ হয়। অতএব ভূতশুদ্ধি দ্বারা কিসের শুদ্ধি হয়, বলিয়া সন্দেহ দূর করুন ॥ ৩১-৩৩ ॥

নারদ বলিলেন, অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত ভূতসকলের বিশোধনের নামই ভূতশুদ্ধি। অন্তঃকরণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা বর্ত্তমান আছেন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ অন্তঃকরণকেই লিঙ্গদেহ বলিয়া থাকেন। ঐ

যোগাভ্যাসযোগেন মন্ত্রাভ্যাসেন নাশয়েৎ।
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং যোগী স্যাৎ দেশিকোত্তমঃ ॥ ৩৮ ॥
ন্যাসং দেহস্য সন্নাহং বিদধীতানুপূর্ব্বকম্।
ভূতশুদ্ধির্মাতৃকা চ কেশবাদ্যা তথা চ সা ॥ ৩৯ ॥
তত্ত্বন্যাসং তথা কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামস্ততঃপরম্।
বর্ণন্যাসং তথা কৃত্বা দশতত্ত্বং তথা চরেৎ ॥ ৪০ ॥
বিষ্ণুপঞ্জরনামানমিত্যুক্তঃ ক্রমসংগ্রহঃ।
তথার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাদ্‌যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৪১ ॥
স্ববামাগ্রে চতুরস্রং মণ্ডলং পরিচিন্তয়েৎ।
পুষ্পৈরভ্যর্চ্য তং মন্ত্রী তত্রাধারং প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মং বহ্নিমণ্ডলায় নমো মন্ত্রোঽয়ং তস্য চেষ্যতে।
বৃত্তাকারেণ তত্রৈব বহ্নের্দ্দশকলা যজেৎ ॥ ৪৩ ॥
ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ স্বরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা অপি ॥ ৪৪ ॥

লিঙ্গদেহের শোধনেই সর্ব্বশুদ্ধি হয়। উহাই উৎপত্তির কারণ; অর্থাৎ বাসনাবশতঃ ঐ লিঙ্গদেহের সহিতই জীবের জন্ম ও তাহার বিগমেই জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে। মন্ত্রযোগাদির অভ্যাস দ্বারাই জীবের ঐ লিঙ্গশরীরের বিনাশ হয়। এইরূপে ভূতশুদ্ধির পর সাধক মাতৃকান্যাস, কেশবাদিন্যাস, তত্ত্বন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। বর্ণন্যাস করিয়া দশতত্ত্বের ন্যাস করিতে হয়। উহার নামান্তর বিষ্ণুপঞ্জর। তৎপর অর্ঘ্যস্থাপন করিবে ॥ ৩৪-৪১ ॥ নিজের বামভাগে চতুরস্র মণ্ডল কল্পনা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনান্তে তদুপরি আধার স্থাপন করিতে হইবে। পরে মং

বহ্নের্দ্দশকলাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মহিতপ্রদাঃ।
শঙ্খমন্ত্রাম্ভসা প্রোক্ষ্য স্থাপয়েৎ তত্র মন্ত্রবিৎ ॥ ৪৫ ॥
অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ ইত্যেবং পরিপূজয়েৎ।
বৃত্তাকারেণ তত্রৈব কলা দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
কং ভং তপিন্যৈ ইত্যুক্ত্বা খং বং তাপিনিকাং তথা।
গং ফং উচ্চার্য্য ধূম্রায়ৈ নমোঽন্তং পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ঘং পং মরীচিমভ্যর্চ্চ্য ঙং নং জ্বালিনিকাং তথা।
চং ধং রুচিং ছং দং চৈব সুষুম্নাং পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ৪৮ ॥
জং থং চ ভোগদাং মন্ত্রী পূজয়েৎ কুসুমাক্ষতৈঃ।
ঝং তং বিশ্বামভ্যর্চ্চ্য ঞং ণং চ বোধিনীং ন্যসেৎ ॥ ৪৯ ॥
টং ঢং চ ধারিণীং তদ্বৎ ঠং ডং ক্ষমাঞ্চ পূজয়েৎ।
নমোঽন্তেনৈব মন্ত্রেণ চতুর্থীপ্রত্যয়ান্বিতা ॥ ৫০ ॥
এবং শঙ্খং সমভ্যর্চ্চ্য কলাঃ সৌরের্ধনপ্রদাঃ।
বিলোমমাতৃকাং জপ্ত্বা স্বেষ্টমন্ত্রং তথা সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
পাথসা তীর্থজেনৈব পূরয়েদ্বিমলেন চ।
উংকারেণৈব মন্ত্রেণ চন্দ্রং তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, কং ভং তাপিন্যৈ, খং বং তাপিনিকায়ৈ, গং ফং ধূম্রায়ৈ, ঘং পং মরীচ্যৈ, ঙং নং জ্বালিনিকায়ৈ, চং ধং রুচ্যৈ, ছং দং সুষুম্নায়ৈ, জং থং ভোগদায়ৈ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ, ঞং ণং বোধিন্যৈ, টং ঢং ধারিণ্যৈ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ ইত্যাদি বলিয়া অন্তে নমঃ শব্দ সংযোগ করিবে। এইরূপে শঙ্খের অর্চ্চনা করিয়া বিলোমমাতৃকাজপ পূর্ব্বক বিমল তীর্থ জলদ্বারা শঙ্খকে পরিপূর্ণ

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিবৃদ্ধিদা।
পূর্ণাপূর্ণামৃতা চেতি কলাঃ ষোড়শকামদাঃ ॥ ৫৩ ॥
ষোড়শস্বরযোগেন নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।
তত্রাক্ষতানি পুষ্পাণি সদূর্ব্বাণি বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥
বামেনাচ্ছাদ্য হস্তেন ষড়ঙ্গং দক্ষহস্ততঃ।
দশকৃত্বো জপেন্মূলং গালিনীং শিখয়া ন্যসেৎ ॥ ৫৫ ॥
করৌ প্রসার্য্য চান্যোঽন্যং সংপুটক্রমযোগতঃ।
প্রযোজ্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং তথা বামকনিষ্ঠয়া ॥ ৫৬ ॥
বাময়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং মুদ্রেয়ং গালিনী মতা।
অর্ঘ্যস্য ফলদা প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥ ৫৭ ॥
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণাখ্যং ধাম যোজয়েৎ।
অস্ত্রাদিভিঃ সুসংরক্ষ্য ধেনুং যোনিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

করিবে। পরে উংকার মন্ত্রদ্বারা ঐ শঙ্খে চন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে; পরে অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতিবৃদ্ধিদা, পূর্ণা, অপূর্ণা, অমৃতা এই ষোড়শমাতৃকা ষোড়শস্বরযোগে নমঃ অন্তে যোজনা করিয়া পূজা করিবে। পরে ঐ শঙ্খে দূর্ব্বার সহিত অক্ষত ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে, পরে বামহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে দশবার মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক গালিনী মুদ্রা দ্বারা শিখাতে ন্যাস করিবে। উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া সংপুটক্রমে বামকনিষ্ঠার সহিত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ সংযোগকরণরূপ মুদ্রার নাম গালিনী মুদ্রা। পরে ঐ শঙ্খে গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া

তদ্দক্ষিণে তু শঙ্খস্তু তাম্রং বা পার্থিবং তথা।
পাত্রমেকং নিধায়াথ তথা তোয়েন পূরয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
তাম্রপাত্রঞ্চ বিপ্রর্ষে বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতম্।
তথৈব সর্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬০ ।
মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রাজতং তথা।
পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্তত্র নিয়োজয়েৎ ॥ ৬১ ॥
তেনামৃতেন সর্ব্বত্র দ্রব্যং মন্ত্রময়ং ভবেৎ।
ততো ধর্ম্মাদিভির্ম্মন্ত্রী গাত্রে পীঠানি বিন্যসেৎ ॥ ৬২
গন্ধাক্ষতৈঃ কুসুমকৈঃ পবিত্রৈর্জ্জলযোজিতৈঃ।
ইতি পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েন্মন্ত্রাত্মদেবতাম্ ॥ ৬৩ ॥
মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিষতন্তুস্বরূপিণীম্।
কুণ্ডলীং ত্রিবিধাং তত্র তথা বীজাক্ষরং ত্রিধা ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণাখ্য ধাম যোগ করিবে। পরে অস্ত্রাদি দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে দক্ষিণদিকে শঙ্খ, তাম্র বা মৃণ্ময়পাত্র স্থাপন করিয়া জলদ্বারা পূরণ করিবে। হে বিপ্রর্ষে, তাম্রপাত্র বিষ্ণুর অতীব প্রিয়। এইরূপ শঙ্খপাত্র সকল পাত্রের শ্রেষ্ঠ। মৃৎপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র এই পাঁচটি পাত্রই শুদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পাত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪২-৬২ ॥

তাহার পর সাধক ধর্ম্মাদিমন্ত্রদ্বারা গাত্রে পীঠন্যাস করিবে। পীঠন্যাসকালে গন্ধ, অক্ষত, কুসুম অথবা পবিত্র জল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে পীঠ অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্রাত্মদেবতার ধ্যান করিবে। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিষতন্তুস্বরূপিণী ত্রিবিধা

তুরীয়াং কুণ্ডলীং মূর্দ্ধ্নি বাসুদেবং তুরীয়কম্।
ওঁকারং মূলদেশে চ দ্রবৎস্বর্ণনিভং স্মরেৎ ॥ ৬৫ ॥
মূলাদি হৃদয়ং যাবৎ বহ্নিকুণ্ডলিনীং তথা।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৬৬ ॥
সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্।
হৃদয়াকুলপর্য্যন্তং ধ্যায়েদব্যাকুলঃ সুধীঃ ॥ ৬৭ ॥
ভ্রূমধ্যাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মায়ামিন্দ্বযুতপ্রভাম্।
চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তদ্বৎ স্মরেদমৃতবিগ্রহাম্ ॥ ৬৮ ॥
বিন্দুনাদময়ং বাসুদেবং বিন্দৌ তুরীয়কম্।
দেশকালাদ্যবচ্ছিন্নং সর্ব্বতেজোময়ং স্মরেৎ ॥ ৬৯ ॥
তুর্য্যকুণ্ডলিনীং তদ্বৎ কেবলং জ্ঞানবিগ্রহাম্।
এবং ধ্যাত্বা পুনর্ব্বীজং সংপূর্ণং মনসা স্মরেৎ ॥ ৭০ ॥

কুণ্ডলী ও ত্রিধা বীজাক্ষর ভাবনা করিবে। মস্তকে তুরীয়া কুণ্ডলী ও তুরীয় বাসুদেবকে চিন্তা করিবে। মূলাধারে গলিত সুবর্ণসদৃশ ওঁকার চিন্তা করিবে। মূলাধার হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বহ্নিকুণ্ডলিনীর ভাবনা করিবে। হৃদয়পথে সূর্য্যাযুতসমপ্রভ কামবীজ চিন্তা করিবে ॥ ৬৩-৬৭ ॥ ঐ স্থানে হৃদয়াকুল পর্য্যন্ত অব্যাকুলচিত্তে সূর্য্যকোটিসমপ্রভা সূর্য্যকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিবে। ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মায়াবিন্দ্বযুতপ্রভা অমৃতবিগ্রহা চন্দ্রকুণ্ডলিনীর চিন্তা করিবে। বিন্দুমধ্যে বিন্দুনাদময় তুরীয় বাসুদেবতত্ত্ব চিন্তা করিবে। উহাকে দেশকালাদ্যবচ্ছিন্ন ও সর্ব্বতেজোময়রূপেই চিন্তা করা উচিত। তুর্য্যকুণ্ডলিনী কেবল জ্ঞানবিগ্রহস্বরূপ। এইরূপে ধ্যান করিয়া পরে সম্পূর্ণ বীজকে মনে মনে স্মরণ করিবে।

চিদানন্দময়ং স্বচ্ছং একা চৈকতয়া গুরুঃ।
সুধাবৃষ্ট্যা নিপতন্ত্যা তর্পয়েৎ পরদৈবতম্ ॥ ৭১ ॥
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পুনর্ধ্যাত্বা সহজানন্দবিগ্রহম্।
বিন্দুস্রুতসুধাভিস্তু তর্পয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২ ॥
অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তো জীবতো মুক্তিদায়কঃ।
মুনীনাঞ্চ মুমুক্ষূণামধিকারোঽত্র কেবলম্ ॥ ৭৩ ॥
অথবা মানসৈর্দ্রব্যৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ।
ধ্যাত্বা হৃৎপদ্মমধ্যে তু বাসুদেবং যথোদিতম্ ॥ ৭৪
স্বাগতাদ্যৈরুপচরেৎ পাদ্যাদ্যৈঃ স্নানভূষণৈঃ।
গন্ধপুষ্পধূপদীপৈর্নৈবেদ্যবিধিনা বিনা ॥ ৭৫ ॥
পুষ্পাঞ্জলীন্ ততো দদ্যাৎ বহুমালাং নিবেদয়েৎ।
অথবা ঘৃতসংভূতৈঃ প্রকটৈরর্চ্চয়েৎ প্রভুম্ ॥ ৭৬ ॥
স্বাগতাদ্যৈর্নৈবেদ্যাদ্যৈরাত্মভেদেন পূজয়েৎ।
চন্দনাগুরুনির্যান্দচর্চ্চিতাঙ্গঃ স্বয়ং গুরুঃ ॥ ৭৭ ॥

উহা চিদানন্দময় ও স্বচ্ছ। নিপতন্তী সুধাবৃষ্টি দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করিবে। পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া বিন্দুস্রুত সুধা দ্বারা পুনঃ পুনঃ তর্পণ করিবে। ইহারই নাম অন্তর্যাগ এবং ইহাই জীবকে জীবন্মুক্তি প্রদান করে। মোক্ষেচ্ছু মুনিগণেরই ইহাতে অধিকার। অথবা মানসোপচারে প্রকাশ্যভাবে পূজা করিবে। প্রথমতঃ হৃৎপদ্মমধ্যে বাসুদেবকে স্বাগত, পাদ্যাদি, স্নানভূষণাদি ও গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। নৈবেদ্যাদির বিধান না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মালা নিবেদন করিবে। অথবা ঘৃতাদিসম্ভার

বিষ্ণুপঞ্জরমন্ত্রেণ তত্তৎস্থানে বিধানবিৎ।
রচয়েত্তিলকং ভক্ত্যা প্রদীপকলিকানিভম্ । ৭৮ ॥
পুষ্পাঞ্জলিং পঞ্চকৃত্বোবিধিবত্তন্নয়াদ্‌গুরুঃ।
তুলসীযুগলং বামপাদে দক্ষিণকে তথা ॥ ৭৯ ॥
হয়ারিযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধদ্বয়ান্বিতম্ ;
পদ্মযুগ্মং মূর্দ্ধ্নি দেশে মূলেন দক্ষবামকে ॥ ৮০ ॥
ন্যসেৎ ষড়্‌ভিঃ সর্ব্বতনৌ পুনঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
এবং পুষ্পাঞ্জলিঃ প্রোক্তো হরিসান্নিধ্যকারকঃ ॥ ৮১ ॥
শ্রীখণ্ডং দক্ষিণে দদ্যাৎ সিতপুষ্পেণ সংযুতম্ ।
বামে চ চন্দনং দদ্যাত্তথা রক্তেন সংযুতম ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বপুষ্পাঞ্জলৌ দদ্যাৎ সর্ব্বগন্ধসমন্বিতম্ ।
দক্ষিণং বাসুদেবাখ্যং স্বচ্ছচৈতন্যমব্যয়ম ॥ ৮৩ ॥

দ্বারাই অর্চ্চনা করিবে। স্বাগত হইতে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত সকল দ্রব্য দ্বারা আত্মভেদেই পূজা করিবে। গুরু স্বয়ং চন্দনাগুরু-নির্য্যাস দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া বিষ্ণুপঞ্জর মন্ত্রদ্বারা বিধান অনুযায়ী ভক্তিপূর্ব্বক যথাস্থানে প্রদীপকলিকার মত তিলক রচনা করিবেন। পরে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। বাম পাদে তুলসীযুগল, দক্ষিণপাদে হয়ারিযুগল, পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধান্বিত পদ্মযুগল, মস্তকে একবার মূলমন্ত্র দ্বারা এবং সর্ব্বশরীরে ছয়বার মূলমন্ত্রদ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিবে। ইহারই নাম পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি। এতদ্দ্বারা শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সিতপুষ্পসংযুক্ত শ্রীখণ্ড দক্ষিণে প্রদান করিবে। বামে রক্তপুষ্পসংযুক্ত চন্দন প্রদান করিবে। সর্ব্বপুষ্পাঞ্জলিতে সর্ব্বগন্ধান্বিত বস্তু প্রদান করিবে।

বামে চ রুক্মিণী নিত্যা রক্তা রজোগুণান্বিতা।
তেন সত্ত্বরজোরূপমাত্মানং চিন্তয়েদ্ গুরুঃ ॥ ৮৪ ॥
মূলমন্ত্রং জপন্ বুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে।
মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং বীজং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥
উদয়াদিলয়ান্তঞ্চ মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ।
উদয়ঃ শব্দরূপশ্চ লয়শ্চাত্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৬ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানবিভাগেন তন্ময়ো ভব গৌতম।
মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্ ॥ ৮৭ ॥
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ।
এবং তে কথিতং সম্যক্ ত্রিবিধং যজনক্রমম্ ॥ ৮৮ ॥
যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমশ্নুতে।
অথ মণ্ডলমধ্যে তু পূজনং বাহ্যগোচরম্ ॥ ৮৯ ॥

দক্ষিণাংশে শুদ্ধচৈতন্য বাসুদেবতত্ত্ব, বামাংশে রজোগুণান্বিতা নিত্যা রক্তা রুক্মিণীদেবী। অতএব আত্মাকে সত্ত্ব ও রজোরূপ চিন্তা করিবে। ॥ ৬৮-৮৫ ॥ সুষুম্নার মূলদেশে মূলমন্ত্র চিন্তা করিয়া মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও বীজ, পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া উদয়াদি লয়-পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। উদয় শব্দরূপ এবং লয় আত্মরূপ। জ্ঞান ও অজ্ঞানের ভেদ অবগত হইয়া তন্ময় হইবে। মনের প্রত্যাহারের নামই শৌচ এবং মন্ত্রার্থচিন্তনের নাম মৌন। অব্যগ্রত্বের নাম অনির্ব্বেদ। ইহারা সকলেই জপসম্পত্তির মূলীভূত কারণ। হে গৌতম! আমি তোমার নিকট এই ত্রিবিধ যজনক্রম বলিলাম। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্রী ঈপ্সিত ফল লাভ করেন।

আরভেৎ প্রকটৈর্দ্রব্যৈর্নানারসসুবিস্তরৈঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি পাত্রাণি চ স্বদক্ষিণে॥ ৯০॥
সংস্থাপ্য তত্তদ্দ্রব্যৈশ্চ পূরিতানি চ দেশিকঃ।
অর্ঘ্যস্ত ত্রীণি পাত্রাণি পাদ্যস্যাপি ত্রয়ং ভবেৎ॥ ৯১॥
তথা চাচমনীয়ানি পাত্রাণি চ বিভাগশঃ।
তথা করণদৌর্ব্বল্যাদেকমেকং প্রশস্যতে॥ ৯২॥
পূরয়েদ্বিধিনা মন্ত্রী মণ্ডলং শুভতণ্ডুলৈঃ।
শুদ্ধৈরেবাক্ষতৈঃ সম্যগ্ যাবৎ পঙ্কজমণ্ডলম্॥ ৯৩॥
কুশান্ বিস্তার্য্য তত্রৈব পঙ্কজং বিষ্টরান্বিতম্।
পুষ্পাণি চ বিকীর্য্যাথ কুম্ভস্থাপনমাচরেৎ॥ ৯৪॥
হৈমং রূপ্যং তাম্রময়ং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতেঽনিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৫॥
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্।
ষোড়শদ্বাদশাঙ্গুলমতো ন্যূনং ন কারয়েৎ॥ ৯৬॥

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে বাহ্যপূজা করিবে। ঐ বাহ্যপূজা নানারসসুবিস্তর দ্রব্য দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়পাত্র প্রভৃতি নিজের দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবে। ঐ সকল পাত্র তিনটি করিয়াই স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অসমর্থের পক্ষে একটি হইলেও চলিতে পারে। মন্ত্রী পবিত্র তণ্ডুলদ্বারা যথাবিধানে পঙ্কজমণ্ডল পর্য্যন্ত পূরণ করিবে। পরে তদুপরি কুশবিস্তার করিয়া বিষ্টরান্বিত পঙ্কজ ও পুষ্প বিকীরণ-পূর্ব্বক কুম্ভস্থাপন করিবে। ঐ কুম্ভ হেম, রৌপ্য, তাম্রনির্ম্মিত ও মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলেও চলিতে পারে। তবে কুম্ভাদিসম্বন্ধে

পুণ্যস্ত্রীনির্ম্মিতৈঃ সূত্রৈর্বিধিবত্ত্রিগুণীকৃতৈঃ।
তেন সংবেষ্ট্য পরিতঃ যথা ন ক্ষরতে ক্বচিৎ॥ ৯৭॥
ভগ্নে মৃত্যুঃ সাধকস্য ক্ষরণে চাপদাং পদম্।
তস্মাদ্দোষাণি বিজ্ঞায় কুর্য্যাৎ সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ॥ ৯৮॥
প্রক্ষাল্যাস্তরমন্ত্রেণ গন্ধৈঃ পরিমলান্বিতম্।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং স্থাপয়েত্তারমুচ্চরন্॥ ৯৯॥
শমীবৃক্ষত্বচাং তোয়ৈরথবাপ্যেক্ষবোষধীঃ।
বিষ্ণুগন্ধাষ্টকৈর্ব্বাথ তীর্থোদৈর্ব্বাপ পূরয়েৎ॥ ১০০॥
চন্দনাগুরুহ্রীবেরং কুষ্ঠকুঙ্কুমরোচনাঃ।
জটামাংসী মুরামাংসী বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতম॥ ১০১॥

বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিত্তশাঠ্যে অনিষ্ট হইয়া থাকে। কুম্ভটি দ্বাত্রিংশৎ অথবা ষোড়শ অঙ্গুল পরিমিত হওয়াই প্রশস্ত। ন্যূনকল্পে দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমিত হওয়া বিধেয়। তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ হইতে পারে না। পবিত্র স্ত্রীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, বিধিবৎ ত্রিগুণীকৃত সূত্রদ্বারা ঐ কুম্ভ বেষ্টন করিবে। কুম্ভের ক্ষরণ বা পতনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কুম্ভ দৈবগতিকে ভগ্ন হইলে সাধকের মৃত্যু এবং ক্ষরণে বিপদ্ উপস্থিত হইবে। অতএব কুম্ভস্থাপনাদি বিশেষ সাবধানতা সহকারেই করিবে। গন্ধাদি দ্বারা ঐ কুম্ভ প্রক্ষালন করিয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণের সহিত প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক উহা স্থাপন করিবে। শমীবৃক্ষের ত্বক্ হইতে নিঃসৃত, ইক্ষুগন্ধি অথবা ঔষধিসংযুক্ত গন্ধজলাদি দ্বারা, কিম্বা তীর্থোদক দ্বারা ঐ কুম্ভ পরিপূর্ণ করিবে। চন্দন, অগুরু, হ্রীবের, কুষ্ঠ, কুঙ্কুম, রোচনা, জটামাংসী ও মুরামাংসী এই

গন্ধাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যকারকম্ ।
বহ্নিরূপমথাধারং কলাভিঃ সহ পূজয়েৎ ॥ ১০২ ॥
তথা সূর্য্যময়ং কুম্ভং তৎকলাভিঃ প্রপূজয়েৎ ।
জলং সোমময়ং তদ্বৎ তৎকলাভিঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১০৩ ॥
তেজস্ত্রয়মিদং প্রোক্তং জলং তদাত্মকং স্মৃতম্ ।
বিলোমমাতৃকাবর্ণৈঃ সর্ব্বত্র পূরণং স্মৃতম্ ॥ ১০৪ ॥
তথা মূলং সমুচ্চার্য্য পূরয়েদ্বিগতাময়ঃ ।
তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থানি যোজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ১০৫ ॥
বৃহৎ শঙ্খং তথা স্থাপ্য স্বপুরোভাগমগ্রতঃ ।
তত্রাধারং প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ১০৬ ॥
ততঃ শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপ্য সূর্য্যাত্মকমথার্চ্চয়েৎ ।
প্রদক্ষিণক্রমেণৈব কলাঃ সর্ব্বত্র পূজয়েৎ ॥ ১০৭ ॥
বিলোমমাতৃকাং জপ্ত্বা তথা মন্ত্রং প্রপূরয়েৎ ।
কাথোদকৈর্ব্বা দুগ্ধৈর্ব্বা পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বা প্রপূরয়েৎ ॥ ১০৮ ॥

আটটি বস্তুর নাম গন্ধাষ্টক। এই গন্ধাষ্টক বিষ্ণুর অতীব প্রিয় এবং সান্নিধ্যকারক। অনন্তর কলার সহিত বহ্নিরূপ আধারের এবং সেই কলার সহিত সূর্য্যময় কুম্ভের পূজা করিবে। সোমময় জলকেও তৎকলার সহিত পূজা করিবে। ইহারই নাম তেজস্ত্রয়। কুম্ভে অবস্থিত জল ঐ তেজস্ত্রয়স্বরূপ; জলপূরণকার্য্যে বিলোমমাতৃকাবর্ণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথবা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহা পূর্ণ করিতে পার যায়। পরে তীর্থমন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক ঐ জলে যোজনা করিবে। অনন্তর নিজের সম্মুখভাগে বৃহৎ শঙ্খ স্থাপন করিয়া

তেজস্ত্রয়কলাভ্যর্চ্চ্য প্রাণস্থাপনপূর্ব্বকম্ ।
আবাহনাদিকং কৃত্বা কলা একৈকশঃ ক্রমাৎ ॥ ১০৯ ॥
সংপূজ্য বিধিবদ্বিদ্বান্ দেবসান্নিধ্যহেতবে ।
প্রণবাংশোদ্ভবাঃ সম্যক্ কলাস্তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ১১০ ॥
স্থাপনান্তে তু সংযোজ্য গন্ধপুষ্পাদিভির্যজেৎ ।
একৈকমৃক্ পঠংস্তত্র তত্র তত্র জপং ক্ষিপেৎ ॥ ১১১ ॥
পাথস্তেজোময়ং তত্র যোজয়েদ্ গুরুসত্তমঃ ।
প্রথমং প্রকৃতের্হংসঃ প্রতদ্বিষ্ণুরনন্তরম্ ॥ ১১২ ॥
ত্র্যম্বকঞ্চ তৃতীয়ে স্যাত্তদ্বিপ্রাসো চতুষ্টয়ম্ ।
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু পঞ্চম- পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৩ ॥
ঋকৃপঞ্চকমিদং প্রোক্তং প্রণবাংশস্বরূপকম্ ।
তারস্য পঞ্চভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণগাঃ কলাঃ ॥ ১১৪ ॥
সৃষ্টি ঋদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীর্দ্যুতিঃ স্থিরা ।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরিতি প্রোক্তাঃ কচবর্গগতাঃ ক্রমাৎ ॥ ১১৫ ॥

উহাতেই আধার স্থাপনপূর্ব্বক বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। পরে সূর্য্যাত্মক শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক উহার অর্চ্চনা করিবে। প্রাদক্ষিণ্যক্রমে সর্ব্বত্র কলাসকলের পূজা করিবে। পরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তদুপরি চন্দ্রকলাসকলের পূজা ও বিলোমমাতৃকা জপ করিয়া সেইরূপ মন্ত্রে পূরণ করিবে। দেবসান্নিধ্য নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি আবাহনপূর্ব্বক এক একটি করিয়া ক্রমশঃ বিধি অনুসারে প্রত্যেক কলার পূজা করিবেন। পরে তাহাতেই প্রণবাংশোদ্ভব কলাসকলের সম্যক্ পূজা করিবে। স্থাপনান্তে

অকারাদ্ব্রহ্মণোৎপন্না তপ্তচামীকরপ্রভাঃ।
এতা করধৃতাক্ষস্রক্পঙ্কজদ্বয়কুণ্ডিকাঃ॥ ১১৬॥
জরা চ পালিনী শান্তিরীশ্বরী রতিকামিকে।
বরদা হ্লাদিনী প্রীতির্দীর্ঘাঃ স্যুশ্চ তবর্গগাঃ॥ ১১৭॥
উকারাদ্বিষ্ণুনোৎপন্নাস্তমালদলসন্নিভাঃ।
অভীতিদবচক্রেষ্টবাহবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১১৮॥
তীক্ষ্ণা রৌদ্রী ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুদ্বোধনী ক্রিয়া।
উৎকারী মৃত্যুরেতাঃ স্যুঃ কথিতাঃ পযবর্গগাঃ॥ ১১৯॥
রুদ্রেণ মার্ণাদুৎপন্নাঃ শরচ্চন্দ্রনিভাঃ প্রভাঃ।
উদ্বহন্ত্যভয়ং শূলং কপালং বাহুভির্ব্বলম্॥ ১২০॥
ঈশ্বরেণোদিতা বিন্দোঃ পীতশ্বেতারুণাসিতাঃ।
অনন্তা চ যকবর্গস্থা জবাকুসুমসন্নিভাঃ॥ ১২১॥
অভয়ং হরিণং টঙ্কং দধানা বাহুভির্ব্বরম্।
নিবৃত্তিঃ সংপ্রতিষ্ঠা স্যাদ্বিদ্যাশান্তিরনন্তরম্॥ ১২২॥

সংযোগপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। তত্তৎস্থানে এক একটি ঋক্ পাঠ করিয়া জপ করিবে এবং তেজোময় জল যোজনা করিবে। প্রথম প্রকৃত হংস, দ্বিতীয় প্রতদ্বিষ্ণু, তৃতীয় ত্র্যম্বক, চতুর্থ তদ্বিপ্রাসো, পঞ্চম বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু। এই পাঁচটির নামই ঋক্পঞ্চক। ইহারা প্রণবাংশস্বরূপ। প্রণবের এই পঞ্চভেদে কলাসকল পঞ্চাশদ্বর্ণগামী হইয়াছে। সৃষ্টি, ঋদ্ধি, ধৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, দ্যুতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি, ইহারা কবর্গগতা ও চবর্গগতা কলা। ইহারা অকার হইতে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তপ্তচামীকরপ্রভা এবং করধৃতাক্ষস্রক্ ও পঙ্কজদ্বয়

ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রোচিকা মোচিকা পরা।
সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানামৃতা চাপ্যায়নী তথা ॥ ১২৩ ॥
ব্যাপিনী ব্যোমরূপাঃ স্যুরন্তরাঃ স্বরশক্তয়ঃ।
সদাশিবেন সংজাতা নাদাদেতাঃ সিতত্বিষঃ ॥ ১২৪ ॥
অক্ষস্রক্পুস্তকগুণকপালবরতর্জ্জনী।
তত্তৎকলাঃ সমাবাহ্য কৃত্বা প্রাণস্য সংযমম্ ॥ ১২৫ ॥
সংপূজ্যা গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তস্যান্তে জলমর্পয়েৎ।
কুম্ভে তেজস্ত্রয়কলা অষ্টাবিংশজ্জপন্ ততঃ ॥ ১২৬ ॥

কুণ্ডিকা বিশিষ্ট। জরা, পালিনী, শান্তি, ঈশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা, ইহারা তবর্গগতা। ইহারা উকার হইতে বিষ্ণুকর্ত্তৃক সমুৎপন্ন, তমালদলসন্নিভা এবং অভীতিদব-চক্রেষ্টবাহুস্বরূপে পরিকীর্ত্তিতা হয়। তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুদ্বোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু, ইহারা পবর্গ ও ষবর্গগতা। ইহারা অকার হইতে বজ্রকর্ত্তৃক সমুৎপন্না, শরচ্চন্দ্রনিভা এবং বাহুচতুষ্টয়ে অভয়, শূল ও কপাল ধারণ করে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিন্দু হইতে সমুৎপন্ন পীত, শ্বেত, অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ অনন্ত ও যকবর্গস্থ জবাকুসুমসন্নিভ এবং অভয়, হরিণ, টঙ্ক ও বর ধারণ করেন। নিবৃত্তি, সংপ্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রোচিকা, মোচিকা, বরা, সূক্ষ্মা, অসূক্ষ্মা, মৃতা, জ্ঞানা, অমৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী ও ব্যোমরূপা ইহারা স্বরশক্তি। ইহারা সদাশিব কর্ত্তৃক নাদ হইতে সমুৎপন্ন, শুভ্রবর্ণ এবং অক্ষস্রক্, পুস্তক, গুণ, কপালবরধারিণী। এই সকল কলার পূজা ও প্রাণসংযম

জপেৎ কলাশ্চ পঞ্চাশৎ প্রণবাংশসমুদ্ভবাঃ।
পুনশ্চ পঞ্চ ঋক্ জপ্‌ত্বা মূলমন্ত্রং জপেত্ততঃ॥ ১২৭॥
চতুর্নবতিমন্ত্রোঽয়ং দেবসান্নিধ্যকারকঃ।
নবরত্নং তদেব নিক্ষিপেন্মাতৃকাং জপন্॥ ১২৮॥
নবরন্ধ্রময়ং চাত্মান্ নবরত্নং তদাত্মকম্।
বজ্রমৌক্তিকপুষ্পাখ্যবিদ্রুমং পদ্মরাগকম্॥ ১২৯॥
নীলামরকতঞ্চৈব মাণিক্যং স্বর্ণ এব চ।
নবরত্নমিতি প্রোক্তং সর্ব্বদেবাশ্রমং মহৎ॥ ১৩০॥
স্থাপয়েত্তন্মুখে মন্ত্রী চষকং ফলসংযুতম্।
বিষ্টরং তন্মুখে দত্ত্বা চ পঞ্চপল্লবম্। ১৩১॥
শুদ্ধেন ক্ষৌমযুগ্মেন নির্ম্মলেনাংশুকেন বা।
বেষ্টয়েদ্বিধিনা মন্ত্রী সর্ব্বাশ্চর্য্যং যথা ভবেৎ॥ ১৩২॥

করিয়া এবং ইহাদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরে কুম্ভে জল অর্পণ করিবে। অনন্তর অষ্টাবিংশতিবার তেজস্ত্রয়কলা জপ করিয়া প্রণবাংশসমুদ্ভব পঞ্চাশৎ কলা জপ করিবে। পরে পুনর্ব্বার পঞ্চ ঋক্ জপ করিয়া চতুর্নবতি মূলমন্ত্র জপ করিবে। এতদ্দারা শিবসান্নিধ্যলাভ হয়। পরে মাতৃকামন্ত্র জপ করিয়া নবরত্ন নিক্ষেপ করিবে। বজ্র, মৌক্তিক, পুষ্পাখ্য, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, নীলা, মরকত মাণিক্য ও স্বর্ণ, এই নয়টি নবরত্ন। পরে কুম্ভের মুখে ফলসংযুক্ত চষক স্থাপন করিবে। তন্মুখে বিষ্টর ও পঞ্চপল্লব রাখিয়া নির্ম্মল বস্ত্র দ্বারা উহা বিধানানুসারে বেষ্টন করিবে। পরে তদুপরি গন্ধ ও

বহুমালান্বতো দদ্যাৎ গন্ধঞ্চ সুমনোহরম্।
হরিমাবাহয়েত্তত্র ছায়ায়াং কল্পশাখিনঃ ॥ ১৩৩ ॥

তি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মাল্য প্রদান করিয়া ঐ কল্পবৃক্ষের ছায়াতে হরির আবাহন করিবে ॥ ৮৬-১৩৩ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

অথ পুষ্পাঞ্জলিকরঃ সমায়ত্তনভস্থলঃ।
হৃৎপদ্মসংস্থিতং তেজঃ কুণ্ডল্যা সহ মেলয়েৎ ॥ ১ ॥
চিদানন্দঘনং শুদ্ধং সর্ব্বতেজোময়ং স্মরন্।
ষট্চক্রভেদনেনৈব উন্মন্যা সহ যোজয়েৎ ॥ ২ ॥
জীবানন্দময়ং তত্ত্ব প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
আরাধ্য মানসৈর্দ্রব্যৈর্ব্বহন্যাসাপুটং ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
করস্থমাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং যোজয়েচ্চ তৎ।
কুম্ভমধ্যে মন্ত্রমূর্ত্তাবাবাহ্য পরিপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্ব্বসত্ত্বহৃদিস্থিত।
সর্ব্বত্র সর্ব্বগ ব্রহ্মন্ কৃপয়া সন্নিধীভব ॥ ৫ ॥

অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক হৃৎপদ্মে অবস্থিত তেজকে কুণ্ডলিনীর সহিত মিলন করিবে। চিদানন্দঘন শুদ্ধ সর্ব্বতেজোময় রূপ স্মরণ করিয়া ষট্চক্রভেদপূর্ব্বক উহাকে উন্মনীর সহিত সংযুক্ত করিবে। ঐ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত আনন্দময় জীবকে মানস উপহারে আরাধনা করিয়া করস্থমাতৃকাম্ভোজে যোজনা করিবে। ঘটে মন্ত্রমূর্ত্তিতেই আবাহন ও পূজা করিবে। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্, আপনি সকল জীবে অবস্থিত এবং সর্ব্বগত। কৃপা করিয়া এই স্থানে সন্নিধান

মন্ত্রেণানেন সংস্থাপ্য তত্তন্মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।
ঊর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ ॥ ৬ ॥
সেয়ন্তু বিপরীতা স্যান্মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মণি।
বাহ্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মুষ্টী মুদ্রা স্যাৎ সন্নিধাপনী ॥ ৭ ॥
অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সন্নিরোধনী।
অন্যোহন্যতর্জ্জনীযুগ্মভ্রমণাদবগুণ্ঠনী ॥ ৮ ॥
আবাহ্য পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তিস্ততোহংসমমুং বদেৎ ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ কৃষ্ণস্য জীব ইহ স্থিতঃ।
তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ বাঙ্মনশ্চক্ষুরিত্যথ।
ইহাগত্য সুখং চির তিষ্ঠন্তু স্বাহয়া যুতম্ ॥ ১০ ॥
অয়ং প্রাণমন্ত্রঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বজীবপ্রদায়কঃ।
অনেন তু বিহিতা যে মন্ত্রনা জীবিতা মতাঃ ॥ ১১ ॥

করুন। এই মন্ত্রদ্বারা সংস্থাপন করিয়া তত্তৎমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ঊর্দ্ধাঞ্জলিকে অধঃস্থাপন করাকে আবাহনী মুদ্রা বলা যায়। উহাই আবার বিপরীত করিলে সংস্থাপনী মুদ্রা হয়। বাহ্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মুষ্টি করিলেই সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়। অঙ্গুষ্ঠকে মধ্যে রাখিয়া মুষ্টি করিলেই সন্নিরোধনী মুদ্রা হয়। উভয় তর্জ্জনী পরস্পর ভ্রমণে অবগুণ্ঠনী মুদ্রা হয়। এই পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। শক্তিমন্ত্রকে পাশ ও অঙ্কুশমন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া পরে হংসমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর "কৃষ্ণস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ কৃষ্ণস্য জীব ইহ স্থিতঃ তস্য সর্ব্বে-ন্দ্রিয়াণি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা

রহস্যঞ্চাস্য গুরুতস্তন্ত্রতো জ্ঞানবৈভবে।
কিং ন সিধ্যতি বিপ্রর্ষে দেশিকস্য ন চান্যথা ॥ ১২ ॥
মাতৃকাং কেশবাখ্যঞ্চ তত্ত্বং সংন্যস্য যেন বৈ।
করাঙ্গদশতত্ত্বানি ন্যসনাং সন্নিধির্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগো দেবো মণ্ডলাধারধিষ্ঠিতঃ।
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ ॥ ১৪ ॥
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে।
গণ্ডক্যাশ্চৈকদেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ ॥ ১৫ ॥
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ॥ ১৬ ॥
কিং পুনর্যজনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যকারকম্।
শালগ্রামৈকযজনাচ্ছতলিঙ্গফলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥
বহুভির্জ্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেন চ চিহ্নেন তেন সমাপ্যতে জন্তুঃ ॥ ১৮ ॥

এই বলিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ন্যাসাদি করিলে, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত মণ্ডলাধারাধিষ্ঠিত দেবতার সান্নিধ্য লাভ হয়। শালগ্রামে, মণিতে, যন্ত্রে, মণ্ডলে ও প্রতিমাতে নিত্য শ্রীহরির পূজা বিধেয়। কেবল ভূতলে পূজা করা নিষিদ্ধ। গণ্ডকীর একদেশে একটি মহৎ শালগ্রামস্থল আছে, ঐ স্থানে যে পাষাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম শালগ্রামশিলা। শালগ্রাম-শিলার স্পর্শেই সকল পাপ ধ্বংস হয়। হরির সান্নিধ্যকারক পূজনে যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হয়, তাহা আর বলিতে হয় না। একটি শালগ্রামশিলার পূজাতে শত লিঙ্গপূজার ফল হয়। বহু

কামক্রোধাদিদোষোত্থ সর্ব্বদুঃখানয়ন্ত্রণাৎ
যন্ত্রমিত্যাহুরেতস্মিন্ দেবঃ প্রীণাতি পূজিতঃ ॥ ১৯
পদ্মমষ্টপলাশঞ্চ চতুরস্রং সুলক্ষণম্।
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কামগর্ব্বিতকর্ণিকম্ ॥ ২০ ॥
সামান্যযন্ত্রমুদ্দিষ্টমষ্টাদশাক্ষরং শৃণু।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতম্ ॥ ২১ ॥
ষট্‌কোণমধ্যে কামাখ্যং সপ্তদশার্ণবেষ্টিতম্।
ষড়ক্ষরং মনুবরং ষট্‌কোণে বিলিখেত্ততঃ ॥ ২২ ॥
এতদ্‌যন্ত্রং মহাভাগ কৃপয়া কথিতং তব।
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃষ্ণাত্মা সাধকো ভবেৎ ॥ ২৩

জন্মের সুকৃতিতে যদি একটি শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর সেই মানবের পুনর্জন্ম দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ঐ শিলা যদি আবার গোষ্পদচিহ্নিত হয়, তাহার ত কথাই নাই। ঐ শালগ্রামশিলা কামক্রোধাদি-দোষজন্য সকল দুঃখ দূর করে বলিয়া উহার নাম যন্ত্র হইয়াছে। ঐ শিলাযন্ত্রে পূজা করিলে, শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। চতুর্দ্বার সমাযুক্ত চতুষ্কোণ কাম-গর্ব্বিতকর্ণিক অষ্টপত্র সুলক্ষণ পদ্মই সামান্যযন্ত্র। এক্ষণে অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্রের যন্ত্র কথিত হইতেছে। ঐ চতুর্দ্বারসমাযুক্ত, চতুষ্কোণ ও অষ্টাদশ পদ্মাকার হইবে। অষ্টকোণ মধ্যে কামবীজ লিখিতে হইবে। সপ্তদশবর্ণাত্মক মন্ত্র উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে. ষট্‌কোণ ষড়ক্ষর মন্ত্র লিখিতে হইবে। আমি তোমার নিকট এই যন্ত্র বলিলাম। এই যন্ত্রের জ্ঞানমাত্র সাধক কৃষ্ণাত্মা

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তবিশ্বং বিজৃম্ভতে।
সর্ব্বদেবময়ং যেন তেন মণ্ডলমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥
প্রতিমা কৃষ্ণদেবস্য যত্নতঃ কারয়েৎ সুধীঃ।
শিল্পিনা কৃষ্ণভক্তেন বিশ্বকর্ম্মোক্তজানতা ॥ ২৫ ॥
দশপঞ্চাঙ্গুলা মুখ্যা মধ্যমা দ্বাদশাঙ্গুলা।
অষ্টাঙ্গুলাধমা সা তু ন্যূনাধিকং ন কারয়েৎ ॥ ২৬ ॥
অজ্ঞানেনাপি মোহেন যদি কুর্য্যান্নরাধমঃ।
প্রতিষ্ঠা বিফলা তস্য পূজনান্ন ফলং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
মানাঙ্গুলবিহীনা সা প্রতিমা যত্র তিষ্ঠতি।
রাজানং পীড়য়ত্যেব গৃহস্থো নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥
মানাঙ্গুলেন সা কার্য্যা নান্যথা মুনিসত্তম।
কাশ্মরী জ্ঞানদা প্রোক্তা স্বর্ণজাপি চ মুক্তিদা ॥ ২৯ ॥

হন। যন্ত্রমধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত হইয়া থাকে। ঐ মণ্ডল অখণ্ড-মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করে এবং উহা সর্ব্বদেবময় বলিয়াই মণ্ডলশব্দে অভিহিত হয় ॥ ১-২৪ ॥

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বকর্ম্মোক্তকর্ম্মকুশল কৃষ্ণভক্ত শিল্পী দ্বারা যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইবেন। পঞ্চদশ অঙ্গুলি-পরিমিত প্রতিমাই মুখ্য প্রতিমা, দ্বাদশাঙ্গুল প্রতিমা মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল প্রতিমা অধম। প্রতিমার পরিমাণ ইহার ন্যূন বা অধিক হওয়া উচিত নহে। যদি কেহ অজ্ঞতা-বশতঃ বা মোহপ্রযুক্ত ইহার অন্যথা করেন, তবে তাঁহার পূজাই নিষ্ফল হয়। পরিমাণাতিরিক্ত প্রতিমা যে স্থানে স্থাপিত হয়, সেই স্থানের রাজা উৎপীড়িত ও গৃহস্থ নরকগামী হয়।

সম্পত্তিদা তু শিলজা রাজতী বহুমুক্তিদা।
তেজোদা দারুজা যা চ রৈত্তিকী শত্রুনাশিনী ॥ ৩০ ॥
তাম্রী ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঞ্চ করোতি বহুসৌখ্যদা।
মৃদেব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভলক্ষণা ॥ ৩১ ॥
ভোগদা মোক্ষদা সা তু প্রতিমা কথিতা তব।
লেপ্যা লেখ্যা দ্বিধা সাপি প্রতিমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩২
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে চত্বরে গোষ্ঠভূমিষু।
সমুদ্রকূলে চান্তে বা মানহীনান্ন দূষণম্ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণপ্রতিকৃতিং কুর্য্যাদ্দিব্যাম্বরসুচিহ্নিতাম্।
তান্তু সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী গৃহে বা গোষ্ঠমধ্যতঃ ॥ ৩৪ ॥
সমাহিতস্ততো মন্ত্রী পূজয়েদুপচারকৈঃ।
ষোড়শোপচারমন্ত্রেণ যমনাথ্যেন সিদ্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

অতএব হে মুনিসত্তম! পরিমিত অঙ্গুলীর অন্যথা করিয়া প্রতিম করিবে না। কাশ্মরী প্রতিমা জ্ঞান প্রদান করে, স্বর্ণপ্রতিমা মুক্তিদায়িনী হয়, শৈলীপ্রতিমা সম্পত্তিদায়িনী, রাজতী বহুমুক্তিদা, দারুময়ী তেজোদা, রৈত্তিকী শত্রুনাশিনী, তাম্রী ধর্ম্মবিবৃদ্ধিকারিণী, মৃন্ময়ী, সুখদা, লেপ্যা ও লেখ্যা প্রতিমা যথাক্রমে ভোগদা ও মোক্ষদা হইয়া থাকে। পর্ব্বতাগ্রে, নদীতীরে, প্রাঙ্গণে, গোষ্ঠ-ভূমিতে বা সমুদ্রকূলে যে প্রতিমা স্থাপন করা হয়, তাহার পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। ঐ প্রতিমাকে বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিবে॥২৫-৩৫॥

হে ভগবন্, ব্রহ্মহরাদি দেবতাসকলও আপনার দর্শন কামনা দ্বারা স্বাগত প্রশ্ন করিয়া শ্যামাক, দূর্ব্বা ও অর্কাদি দ্বারা অর্ঘ্য

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব ॥ ৩৬ ॥
উচ্যতে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ।
কৃতার্থোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং তু মে ॥ ৩৭ ॥
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়।
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা নৈকঃ স্যাৎ সাধকস্য চ ॥ ৩৮ ॥
যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব।
পাদ্যং শ্যামাকদূর্ব্বার্কবিষ্ণুক্রান্তাভিরিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥
যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ।
তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্দদ্যাদাচমনীয়কম্।
স্বধামন্ত্রেণ মতিমান্ স্মৃত্বা বৈ দক্ষিণং করম্ ॥ ৪১ ॥
বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥ ৪২ ॥
গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপান্।
দূর্ব্বাভির্দেববলিবসি শিরোমন্ত্রেণ চার্পয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
এতদর্ঘ্যমিদং প্রোক্তং তুষ্টয়ে শার্ঙ্গধন্বনঃ।
তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্।
ঘৃতদধিমধুভিশ্চ মধুপর্কং স্বধাম্বুনা ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণং স্বধাত্মকম্।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥ ৪৬ ॥

করেন। আপনি কৃপা করিয়া এই প্রতিমাতে অধিষ্ঠান করুন। এই বলিয়া সন্নিধাপন করিবে। পরে মূলের লিখিত স্বাগত মন্ত্র

মুখে চাচমনং দত্ত্বাৎ কেবলেন জলেন চ।
উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্ত স্মরণমাত্রতঃ ॥ ৪৭ ॥
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্।
চন্দ্রচন্দনকাশ্মীরজলৈঃ স্নানং বিধীয়তে ॥ ৪৮॥
পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ ৪৯॥
পীতাম্বরযুগং দত্ত্বাদ্যথাশক্ত্যা পরিস্কৃতম্।
মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে ॥ ৫০ ॥
নিরাবরণবিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্।
উত্তরীয়ং ততো দদ্যাদ্বাসোর্দ্ধং নিয়মান্বিতম্ ॥ ৫১ ॥
যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥ ৫২ ॥
যজ্ঞসূত্রং ততো দত্ত্বাদথবা স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
যস্ত শক্তিত্রয়েণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ ॥ ৫৩ ॥
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়েৎ।
হারাদ্যাভরণং দত্ত্বাৎ স্নবর্ণাশ্মসমন্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
স্বভাবস্নন্দরাঙ্গায় সত্যাসত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥ ৫৫ ॥
অর্ঘ্যোক্ষিতজলং দত্ত্বাদুপচারান্তরান্তরে।
সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বদৃষ্টিকরং পরম্ ॥ ৫৬ ॥

রচনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে উহা প্রদান করিবে। পরে মূলের লিখিত মন্ত্রে জাতী ও লবঙ্গাদি দ্বারা আচমনীয়, ঘৃত, দধি ও মধু প্রভৃতি দ্বারা মধুপর্ক, কেবল জল দ্বারা পুনরাচমনীয়, চন্দনাদি-

অখণ্ডানন্দসংপূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।
চন্দনাগুরুকর্পূরমিশ্রো গন্ধ ইহোচ্যতে ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বাঙ্গং লেপয়েত্তেন তাপত্রয়প্রশান্তয়ে।
পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর।
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ পূর্ব্বোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥ ৫৯ ॥
তান্যন্যান্যপি যোগ্যানি পুষ্পাণি বৈষ্ণবে মনৌ।
কমলে করবীরে দ্বে তুলস্যৌ জাতিকেতকী ॥ ৬০ ॥
কহ্লারচম্পকোৎপলকুন্দমন্দারনাগকেশরপাবন্তী।
নন্দ্যাবর্ত্তস্তু মল্লিকা যূথী নবমালিকা
সৌগন্ধিকঞ্চ কোরকম্ ॥ ৬১ ॥
কোরণ্ডালোকসর্জ্জনবিল্বার্জুনমুনিপত্রকম্।
পত্রং চামলকং শুদ্ধং কর্ণিকারং তথা শুভম্ ॥ ৬২ ॥
পলাশাদি যথালাভং গোবিন্দায় সমর্পয়েৎ।
মলিনং ভূমিসংস্পৃষ্টং ক্রিমিকেশাদিদূষিতম্ ॥ ৬৩ ॥

সংযুক্ত স্নানীয় জল, বসন, উত্তরীয়, স্বর্ণাদিনির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র, হারাদি আভরণ, গন্ধ, পুষ্প ও পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে ॥ ৩৬-৫৯ ॥

বিষ্ণুপূজায় বিহিত পুষ্প ও পত্র যথা।—কমল, করবী, তুলসী, জাতী, কেতকী, কহ্লার, চম্পক, উৎপল, কুন্দ, মন্দার, নাগকেশর, পাবন্তী, নন্দ্যাবর্ত্ত, মল্লিকা, যূথী, নবমালিকা, সুগন্ধি কোরক, কোরণ্ড, আলোক, সর্জ্জন, বিল্ব, অর্জ্জুন, মুনিপত্রক, আমলকপত্র ও কর্ণিকারাদি শুদ্ধপত্র গোবিন্দকে নিবেদন করিবে। মলিন,

পর্য্যুষিতানি পুষ্পাণি বর্জ্জয়েদ্দেবতার্চ্চনে।
তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা ॥ ৬৭ ॥
তুলসী সর্ব্বথা শুদ্ধা তথা বিল্বদলানি চ।
দিনৈকং করবীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন ॥ ৬৫ ॥
তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥
মন্ত্রসংপুটিতাং ন্যস্য মাতৃকাং দেববর্ত্মনি।
তত্তন্ন্যাসস্থলে তাংস্তান্ গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যজেৎ ॥ ৬৭ ॥
পঞ্চাত্মিকায়াং দীক্ষায়াং গণেশাদিক্রমাদ্ যজেৎ।
যদা মধ্যে তু গোবিন্দং নৈঋর্ত্যাং গণনায়কম্ ॥ ৬৮ ॥
আগ্নেয্যাং হংসমভ্যর্চ্চ্য ঐশান্যাং শিবমর্চ্চয়েৎ।
বায়ব্যামর্চ্চয়েদ্দেবীং ভোগমোক্ষফলাপ্তয়ে ॥ ৬৯ ॥
গন্ধাদিভিরথাভ্যর্চ্চ্য ষড়ঙ্গস্যার্চ্চনং ততঃ।
শক্তৌ তত্তদ্রশ্মি সর্ব্বমন্যথা কেবলং যজেৎ ॥ ৭০ ॥
বিংশৎকৃত্বো জপেন্মন্ত্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ।
তত্তদঙ্গে ষড়ঙ্গানি বক্ষ্যমাণেন বা যজেৎ ॥ ৭১ ॥

ভূমিসংস্পৃষ্ট ও ক্রিমি-কেশাদি-দূষিত পত্রাদি দেবতাকে নিবেদন করিবে না। পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্পও দেবতার্চ্চনে বর্জ্জনীয়। পদ্ম ও আমলক তিন দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধ থাকে। তুলসী ও বিল্বপত্র সকল সময়েই পবিত্র থাকে। করবীপুষ্প এক দিন শুদ্ধ থাকে। মাতৃকাবর্ণসকল মন্ত্রসংপুটিত করিয়া গন্ধপুষ্পাক্ষত দ্বারা যথাস্থানে ন্যাস করিবে। পঞ্চাত্মিকা দীক্ষাতে গণেশাদি দেবতারও যথাক্রম অর্চ্চনা করিবে; নৈঋর্তকোণে গণেশের, অগ্নিকোণে হংসের,

আগ্নেয্যাং শিবকোণে চ রাক্ষসে বায়ুকোণকে।
মধ্যে দিক্ষু চ পূর্ব্বাদি অঙ্গষট্কং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭২ ॥
হারস্ফাটিককালাঞ্জনমুক্তাবহ্নিরোচিষো ললনা।
অভয়বরোদ্যতহস্তাঃ প্রধানতোঽঙ্গদেবতাঃ কথিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য মতিমান্ দেহে তন্ত্রেদতো যজেৎ।
মুখস্থং বেণুযন্ত্রং যৎ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৭৪ ॥
বেণবে নম ইত্যস্য মন্ত্রোঽয়ং সমুদীরিতঃ।
কৌস্তুভং হৃদয়ে রত্নং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥ ৭৫ ॥
কৌস্তুভায় নম ইতি তস্য মন্ত্র উদীরিতঃ।
তদধো বনমালাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্ ॥ ৭৬ ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য বনমালায়ৈ নাতং বদেৎ।
বনমালামনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপাপৌঘনাশনঃ ॥ ৭৭ ॥
কৌস্তুভোর্দ্ধে চ শ্রীবৎসং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্।
শ্রীবৎসায় নম ইতি মনুস্তস্য মহর্ষিভিঃ ॥ ৭৮ ॥

শানকোণে শিবের ও বায়ুকোণে ভোগমোক্ষফল-লাভার্থ দেবীর পূজা করিবে। গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনার পর ষড়ঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া বিংশতিবার মন্ত্রজপের পর নমস্কারপূর্ব্বক পূজা সমাপন করিবে। অগ্নি, ঈশান, নৈঋ‍ৎ ও বায়ুকোণে, মধ্যে ও দিক্‌সকলে ষড়ঙ্গের পূজা করিতে হয়। অঙ্গদেবতাসকল হার, স্ফাটিক, কালাঞ্জন ও মুক্তা দ্বারা পরিশোভিত এবং অভয় ও বরমুদ্রাযুক্ত ॥ ৬০-৭৩ ॥ অঙ্গদেবতার অর্চ্চনার পর ভগবানের বেণু প্রভৃতিরও বক্ষ্যমাণ নিয়মে অর্চ্চনা করিবে। 'বেণবে নমঃ' বলিয়া মুখস্থিত

সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশে কর্ণে মকরকুণ্ডলে।
মকরকুণ্ডলায় নম ইত্যস্য মনুরীরিতঃ ॥ ৭৯ ॥
কিরীটং মস্তকে দীপ্তং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
সূর্য্যাযুতসমাভাস কিরীটায় নমো বদেৎ ॥ ৮০ ॥
প্রণবাদিরয়ং প্রোক্তঃ কিরীটস্য মহর্ষিভিঃ।
পূর্ব্বাদিদিশমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ৮১ ॥
দামসুদামবসুদামকিঙ্কিণীগন্ধপুষ্পকৈঃ।
অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮২ ॥
আত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে।
প্রণবাদিনমোহন্তৈশ্চ মন্ত্রৈস্তান্ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
নবাঙ্গযুক্তং দেবস্য ভোগাঙ্গং শৃণু গৌতম।
অষ্টৌ মহিষ্যো দেবস্য পুর আদিঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
প্রদক্ষিণক্রমেণৈব রুক্মিণ্যাদ্যাস্তু তা মতাঃ।
রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষণা চ সুলক্ষণা ॥ ৮৫ ॥
কালিন্দী ঋক্ষজা নাগ্নজিত্যাখ্যা চ সুনন্দকা।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যা রুক্মিণী রূঢ়যৌবনা ॥ ৮৬ ॥

বেণুর অর্চ্চনা করিবে। ঐরূপ হৃদয়াস্থিত কৌস্তুভরত্ন, বনমালা, শ্রীবৎস, কর্ণে মকরকুণ্ডল, মস্তকে কিরীট প্রভৃতির পূজা করিবে ॥ ৭৪-৮১ ॥ পরে দাম, সুদাম ও বসুদামাদিরও পূজা করিবে। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপী। কৃষ্ণের ন্যায় অভেদে ইঁহাদের পূজা করিবে। প্রণবাদি নমোহন্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। অনন্তর নবাঙ্গযুক্ত ভোগাঙ্গ শ্রবণ কর। তদনন্তর রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষণা, সুলক্ষণা, কালিন্দী, ঋক্ষজা,

সিতবস্ত্রপরীধানা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
দেবস্য বদনাম্ভোজর্মিলিতাক্ষিমধুব্রতা ॥ ৮৭ ॥
বরাভয়করোপেতা ভক্তায় মুক্তয়ে সতাম্।
ইয়ং লক্ষ্মীঃ পরাশক্তির্বিশ্বানুগ্রহরূপিণী ॥ ৮৮ ॥
কলায়কুসুমশ্যামা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
পীতাম্বরবৃহচ্ছ্রোণী সত্যাখ্যা ধরণী স্মৃতা ॥ ৮৯ ॥
রত্নপূরকরা বামে দক্ষিণে চ বরপ্রদা।
অন্যাশ্চ গৌরাঃ শ্যামাভাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯০ ॥
পীতাম্বরপরীধানা দেবার্পিতমনোমুখাঃ।
তদ্বহির্ব্বসুদেবঞ্চ যশোদাং দেবকীং পুনঃ ॥ ৯১ ॥
বসুদেবো হেমগৌরো বরাভয়করস্থিতঃ।
দেবকী শ্যামসুভগা সর্ব্বাভরণশোভনা ॥ ৯২ ॥

নাগ্নজিতী, সুনন্দকা, এই অষ্ট মহিষীর পূজা করিবে। রুক্মিণী-দেবী পিলিঙ্গস্বর্ণকান্তিমতী, রূঢ়যৌবনা, শ্বেতবস্ত্রপরিধানা, সর্ব্বাভরণভূষিতা এবং তিনি কৃষ্ণের মুখপদ্মে নয়নভ্রমর নিবেশিত করিয়া আছেন। ইঁহার হস্তে ভক্তদিগের জন্য বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান; ইনি সাধুগণের মুক্তিদাত্রী; ইনি বিশ্বের অনুগ্রহরূপিণী পরমা শক্তি লক্ষ্মী। সত্যভামা কলায়-কুসুমশ্যামা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, পীতাম্বরপরিধানা, বিপুলনিতম্বা ও ধরণীস্বরূপা। এতদ্ভিন্ন বামে ও দক্ষিণে রত্নপূরকরা, বরদাত্রী, গৌরবর্ণা ও শ্যামবর্ণা অন্যান্য সকলের পূজা করিতে হয়। তাহারা পীতাম্বরপরিধানা এবং কৃষ্ণের দিকে মন ও মুখ অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার পর বসুদেব, যশোদা ও

সিতবস্ত্রযুগাঢ্যা চ সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদা।
যশোদা হেমসঙ্কাশা সিতবস্ত্রযুগপ্রদা ॥ ৯৩ ॥
সর্ব্বাভরণসন্দীপ্তা কুণ্ডলোদ্ভাসিতাননা।
রোহিণীঞ্চ যজেত্তত্র নন্দং গৌরং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৪ ॥
বরদাভয়সংযুক্তং সমস্তপুরুষার্থদম্।
বলদেবং তথা চৈব পূজয়েৎ কুন্দসন্নিভম্ ॥ ৯৫ ॥
হালালোলং কুণ্ডলিনং হেমবক্তং স্মরেত্তথা।
ততো যজেৎ সুভদ্রাঞ্চ শ্যামলাং রূঢ়যৌবনাম্ ॥ ৯৬ ॥
তদ্বহির্ব্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে গোপগোপীশমর্চ্চয়েৎ।
ইন্দ্রনীলমুকুন্দাদ্যান্ তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
ইন্দ্রনীলং মুকুন্দঞ্চ তথা চানন্দকচ্ছপৌ।
পুষ্করং শঙ্খপদ্মৌ চ নিধয়োষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯৮ ॥

দেবকীর পূজা করিবে। বসুদেব হেমবৎ গৌরবর্ণ এবং তাঁহার হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান। দেবকী শ্যামবর্ণা, সুভগা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, শ্বেতবস্ত্রযুগধারিণী ও সর্ব্বাভীষ্টফলদাত্রী। যশোদা স্বর্ণকান্তিমতী, শ্বেতবস্ত্রযুগ্মধারিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা ও কুণ্ডলোদ্ভাসিতবদনা। অনন্তর রোহিণী ও গৌরবর্ণ নন্দের পূজা করিবে। তৎপরে বর ও অভয়হস্ত, সমস্ত পুরুষার্থদাতা, কুন্দসন্নিভ, কুণ্ডলধারী বলদেব এবং শ্যামবর্ণা, রূঢ়যৌবনা সুভদ্রার পূজা করিতে হয়। তৎপরে বহির্ভাগে অন্যান্য বৃষ্ণিগণ, গোপগণ ও গোপশ্রেষ্ঠের পূজা করিয়া ইন্দ্রনীলমুকুন্দাদির অর্চ্চনা করিবে। ইন্দ্রনীল, মুকুন্দ, আনন্দ, কচ্ছপ, পুষ্কর, শঙ্খ, পদ্ম ও অষ্টনিধির পূজা করিবে ॥ ৮২-৯৮ ॥

তদ্বহিঃ কল্পবৃক্ষাংশ্চ ইন্দ্রাদীংস্তদ্বহির্যজেৎ।
ইন্দ্রমৈরাবতারূঢ়ং শ্যামং বজ্রধরং তথা ॥ ৯৯ ॥
সাধিপং সপরিবারঞ্চ তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ।
অগ্নিং হেমসমাভাসং শক্তিতোমরধারিণম্ ॥ ১০০ ॥
মেষারূঢ়ং শক্তিযুক্তং তেজসাং পতিমর্চ্চয়েৎ।
দক্ষিণে পিতৃদেবঞ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্ ॥ ১০১ ॥
যজেদ্দণ্ডধরঞ্চৈব যমং পিত্রধিদৈবতম্।
রাক্ষসাধিপতিং তদ্বন্নৈর্ঋত্যাং খড়্গাধারিণম্ ॥ ১০২ ॥
তুরগাবস্থিতং দেবং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
পাশ্চাত্যে বরুণং শুক্লং মকরারূঢ়মুজ্জ্বলম্ ॥ ১০৩ ॥
অপাং পতিং পাশধরং পরিবারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
বায়ব্যাং বায়ুদেবঞ্চ প্রাণাধিপসমাহ্বয়ম্ ॥ ১০৪ ॥
দক্ষহস্তাঙ্কুশমেণবাহনং পরিপূজয়েৎ।
শরদিন্দুসমাভাসং কৃপয়া শশলাঞ্ছনম্ ॥ ১০৫ ॥
সোমং সোমদিগধীশং নরারূঢ়ং সমর্চ্চয়েৎ।
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্ ॥ ১০৬ ॥

পরে কল্পবৃক্ষ; ঐরাবতারূঢ়, বজ্রধারী, শ্যামবর্ণ, সাধিপ, সপরিবার ইন্দ্র; হেমকান্তি, শক্তিতোমরধারী, মেষারূঢ়, শক্তি-হস্ত, তেজস্পতি অগ্নি; দক্ষিণে মহিষোপরিসংস্থিত, পিত্রধি-দৈবত, দণ্ডধর যম; নৈর্ঋতে খড়্গধারী, অশ্বারূঢ়, সপরিবার, রাক্ষসাধিপতি; পশ্চিমে শুক্লবর্ণ, মকরারূঢ়, উজ্জ্বলদীপ্তি, পাশধর, জলপতি বরুণ; বায়ুকোণে প্রাণাধিপতি, অঙ্কুশধারী, মৃগবাহন, বায়ু; শরদিন্দুসমপ্রভ, শশলাঞ্ছন, সোমদিগধিপতি, নরারূঢ় চন্দ্র; বৃষভারূঢ়, অযুতচন্দ্রসমদ্যুতি, রুদ্রাধিপতি, শূলহস্ত, ঈশান;

রুদ্রাধিপং শূলহস্তং গন্ধমুখ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
ইন্দ্রেশানমধ্যদেশে ব্রহ্মাণং হংসবাহনম্ ॥ ১০৭ ॥
হেমগৌরং চতুর্ব্বক্ত্রং পদ্মহস্তং সমর্চ্চয়েৎ।
রক্ষোবরুণয়োর্ম্মধ্যে বিষ্ণুং চক্রধরং যজেৎ ॥ ১০৮ ॥
নাগাধিপং সুপর্ণস্থং বিষ্ণোঃ পারিষদান্ যজেৎ।
বজ্রাদীনায়ুধান্ ভদ্রান্ তেষাঞ্চ বহিরর্চ্চয়েৎ ॥ ১০৯ ॥
যথা সিন্ধুসমুদ্ভূতাস্তরঙ্গাভিন্নতাং যযুঃ।
তথা কৃষ্ণসমুদ্ভূতা এতে তদীয়তাং যযুঃ ॥ ১১০ ॥
তদ্ধ্যানেন চ তদ্ধ্যেয়ং সাধকেন শুভংযুনা।
এবং সপ্তাবৃতিময়ং দেশিকঃ কৃষ্ণমর্চ্চয়ন্ ॥ ১১১ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ করে তস্য সুনিশ্চিতম্।
অথবাঙ্গদিক্‌পতিভিস্তদস্ত্রৈরপি চার্চ্চয়েৎ ॥ ১১২ ॥

ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে হেমগৌর, চতুর্বক্ত্র, পদ্মহস্ত, ব্রহ্মা; রক্ষঃ ও বরুণের মধ্যে চক্রধর, নাগাধিপতি, সুপর্ণস্থ বিষ্ণু—ইহাদিগের অর্চ্চনা করিবে। পরে বহির্দ্দেশে বিষ্ণুর পারিষয়গণ ও বজ্রাদি আয়ুধের অর্চ্চনা করিবে। যেরূপ সিন্ধুসমুদ্ভূত তরঙ্গসমূহ সিন্ধু হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসমুদ্ভূত পারিষদগণ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ; অতএব অর্চ্চনাসময়ে শুভার্থী সাধক সপ্তাবৃতিময়, সপারিষদ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সাধকের নিশ্চিত করতলগত হয়। অথবা অঙ্গদিক্‌পতি সমূহ ও সেই সব অস্ত্রের সহিত অর্চ্চনা করিবে ॥ ৯৯-১১২ ॥

এবং বা স্বর্চ্চয়ন্ কৃষ্ণং কামমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ।
য এতদ্‌যজনাশক্তঃ কৃষ্ণাষ্টকেন পূজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ নারায়ণসমাহ্বয়ঃ ।
দেবকীনন্দনঃ শ্রেষ্ঠো বার্ষ্ণেয়স্তদনন্তরম্ ॥ ১১৪ ॥
অসুরান্তকো ভারহারী ধর্ম্মসংস্থাপকঃ স্মৃতঃ ।
অয়ং বা পূজয়ন্ কৃষ্ণং যথা বিত্তানুসারতঃ ॥ ১১৫ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে তু হরিতাং ব্রজেৎ ।
অগুরুশীরগুগ্‌গুলুসিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ ॥ ১১৬ ॥
সারজ্ঞো বৈরিনিক্ষিপ্তৈর্ন্নাসাধ্যো মধুমর্পয়েৎ ।
বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১১৭ ॥
বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা ।
সংস্থাপয়তু পাত্রাদৌ সুদীপ্তশিখয়া ততঃ ।
অর্ঘ্যোদকেন সংস্কৃত্য নন্দজায় নিবেদয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

এইরূপে কৃষ্ণের অর্চ্চনাকারী সাধক কামনা ও মুক্তির ভাজন হন। যে ব্যক্তি এই প্রকার যজনে অশক্ত, সেই ব্যক্তি মাত্র কৃষ্ণাষ্টক দ্বারা পূজা করিবে। কৃষ্ণাষ্টক এই,—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, বার্ষ্ণেয়, অসুরান্তক, ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক। এইরূপে বিত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে, পুরুষ ভোগান্তে হরিত্ব প্রাপ্ত হন। অগুরু, উশীর, গুগ্‌গুলু, সিত, আজ্য, মধু ও চন্দনাদি দ্বারা সারজ্ঞ ব্যক্তি পূজা করিবে ॥ ১১৩-১১৬ ॥

উত্তার্য্য দৃষ্টিপর্য্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাম্।
বাদয়ন্ বামহস্তেন দক্ষহস্তেন চার্পয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বত্র তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১২০ ॥
স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে।
সিতোপলং সশাল্যন্নং সগুড়ং মধুনা যুতম্ ॥ ১২১ ॥
দধিদুগ্ধঘৃতোপেতং কদল্যাদিফলান্বিতম্।
আনীয় দেবপুরতঃ যংবীজেন বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১২২ ॥
অস্ত্রমন্ত্রেণ বিধিবদ্ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
চন্দ্রবীজং চাম্বুসংস্থং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্ ॥ ১২৩ ॥
নাদবিন্দুসমাযুক্তং বীজং তদমৃতাত্মকম্।
পরায়েতি চ সংপ্রোচ্য অমুকুকং বদেৎ পুনঃ ॥ ১২৪ ॥
নৈবেদ্যঞ্চ তথেত্যুক্ত্বা কল্পয়ামি নমো বদেৎ।
প্রোক্তো নৈবেদ্যমন্ত্রোঽয়ং অনেন চ নিবেদয়েৎ ॥ ১২৫ ॥
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলমর্পয়েৎ।
অন্বাহার্য্যায় প্রাণায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ ॥ ১২৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকা মধ্যা প্রাণাখ্যা মুদ্রিকা মতা।
আহবনীয়ায় অপানায় স্বাহেতি চ দ্বিতীয়িকা ॥ ১২৭ ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠনামা চ মুদ্রা তৎ পরিকীর্ত্তিতা।
গার্হপত্যায় ব্যানায় স্বাহেতি তৃতীয়াহুতিঃ ॥ ১২৮ ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যাভিস্তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা।
সত্যায় চ উদানায় স্বাহয়া চ চতুর্থিকা ॥ ১২৯ ॥
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠে চতুর্থী চ কনিষ্ঠিকা।
আবসত্যায় সমানায় স্বাহা চ পঞ্চমী তথা ॥ ১৩০ ॥

সর্ব্বাভিরঙ্গুলীভিস্তু তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা।
প্রণবাদ্যৈরেভিরেব দেববক্ত্রে হুনেদ্‌গুরুঃ ॥ ১৩১ ॥
ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে গৃহাণেদং হবির্হরে।
নিবেদ্যার্পণমন্ত্রোঽয়ং সপর্য্যাসু প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩২ ॥
ক্ষণং বিমৃষ্য মতিমান্ দদ্যাদ্ গণ্ডুষকং ততঃ।
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলমর্পয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥
বিশ্বক্‌সেনায় বৈ দদ্যাচ্ছেষং নৈবেদ্যমুত্তমম্।
উচ্ছিষ্টভোজিনো হেতে এতেষামবধারয় ॥ ১৩৪ ॥
শিবে চণ্ডেশ্বরায়েতি বিষ্ণৌ বিশ্বক্‌সেনায় চ।
শক্ত্যুচ্ছিষ্টং শোষকায়ৈ দদ্যাদর্চ্চনসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদর্চ্চকো নরকং ব্রজেৎ।
নৈবেদ্যজাতমুদ্ধৃত্য স্থানশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ১৩৬ ॥
আচমনীয়জলং দদ্যাদ্দন্তশোধনমেব চ।
হস্তলেপং ততো দত্ত্বা পুনঃ পানীয়মর্পয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥
সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বয়ং দত্ত্বা দদ্যাচ্চ স্বর্ণপাদুকে।
পূজাস্থানং সমানীয় বহুমালাং তথার্পয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥
দিব্যগন্ধং ততো দদ্যাত্তাম্বূলং শশিসংযুতম্।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা চ বিধিবৎ কৃত্বা প্রদক্ষিণং হরিম্ ॥ ১৩৯ ॥
বেদবিদ্ভ্যো ধনং দত্ত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা কৃষ্ণপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪০ ॥
সপ্তদ্বীপাং ধরাং দত্ত্বা বেদবিদ্ভ্যো মহামুনে।
তৎফলং লভতে ভক্ত্যা কৃত্বা কৃষ্ণপ্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪১ ॥
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ১৪২ ॥

ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঽষ্টাঙ্গনতিঃ সুধীঃ।
সহস্রজন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥
নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥ ১৪৪ ॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৪৫ ॥
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
স্থূলমুক্তাফলোদারহারোদ্যোতিতবক্ষসম্ ॥ ১৪৬ ॥
হেমাঙ্গদতুলাকোটীকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
মন্দমারুতসংক্ষোভবল্গিতাম্বরসঞ্চয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশীমধুরনিস্বনৈঃ।
ললদ্‌গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৪৮ ॥

ভগবানের উদ্দেশে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি প্রদানের মন্ত্রও মূলে লিখিত আছে। পরে স্তব-পাঠ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। প্রণাম অষ্টাঙ্গই প্রশস্ত। পাদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, বাক্য ও মন দ্বারা প্রণামের নামই অষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে সাধকের সহস্র জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় এবং প্রণামকারী বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১১৬-১৪৩ ॥

নবীন-নীরদ-শ্যাম, নীল-ইন্দীবরলোচন, বল্লবীনন্দন, গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। তিনি স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজ, কদম্ব-কুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালা-বিভূষিত, গণ্ডমণ্ডল-সংসর্গি-চলৎ-কাঞ্চনকুণ্ডল, স্থূলমুক্তা-ফলোদার-হারোদ্যোতিতবক্ষ, হেমাঙ্গদ-তুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বল-বিগ্রহ, মন্দমারুতসংক্ষোভ-

বল্লবীবদনাম্ভোজমধুপানমধুব্রতম্।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ১৪৯।
যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্ ॥ ১৫০ ॥
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকম্ ।
যোধয়ন্তং কচিদ্‌গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্ ॥ ১৫১ ॥
কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলকম্পিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে কচিৎ ॥ ১৫২ ॥
রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতম্ ॥ ১৫৩ ॥
বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্ ॥ ১৫৪ ॥

[বল্গি]তাম্বর-সঞ্চয়, মুখন্যস্ত বংশীরবে গোপীগণের চিত্ত-মোহনকারী, বল্লবী-বদনাম্ভোজ-মধুপান-মধুব্রত, সস্মেরাপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা গোপীগণের চিত্তমোদনকারী, বিচিত্র বস্ত্রাভরণবিভূষিত গোপীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রভিন্নাঞ্জন-কালিন্দীজল-কেলি-কলোৎ-সুক, কদাচিৎ গোপবালকগণ সহ যুদ্ধপরায়ণ, কদাচিৎ বা গো-বৎসাপহরণকারী, কালিন্দীজলসংস্পৃষ্ট শীতলবায়ু দ্বারা কম্পিত কদম্ববৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট, রত্নভূধরসংলগ্ন-রত্নাসন-পরিগ্রহ, কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপগত, গোবর্দ্ধনগিরি [স]ঞ্চারী, রাসরসরসিক, বামহস্ততলে আতপত্রানুরূপ গিরিবরধারী, [খ]ণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত মুক্তাসারঘনাঘন, বেণুবাদ্যরূপ উল্লাস-

সব্যহস্ততলন্যস্তগিরিবর্য্যাতপত্রকম্।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনম্ ॥ ১৫৫ ॥
বেণুবাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিস্বনৈঃ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোপালৈরভিবীক্ষিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৫৭ ॥
নারদাদ্যৈর্মুনিবরৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্ ॥ ১৫৮ ॥
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥ ১৫৯
রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৬০ ।

হুঙ্কার দ্বারা আহ্বানকারী বৎসযুক্ত গোপাল কর্ত্তৃক বীক্ষিত, কৃষ্ণানুগমনশীল ও তৎকর্ম্মপরম্পরার বশবর্ত্তী, দণ্ডপাশোদ্যত-কর, গোগোপালোপশোভিত, বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখ, বেদবেদাঙ্গপারগ নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রীতিসুস্নিগ্ধ বাক্য দ্বারা স্তূয়মান, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা ও ত্রিসন্ধ্যা স্তব করিলে, মানব বহুবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন ও সকলের প্রিয় হন। তাঁহার চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হন এবং তিনি বাগ্মী হন ॥ ১৪৪-১৬০ ॥

অথ মুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ অগ্নিসংস্কারমাচরেৎ।
মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
মুদ্রাস্তাঃ কথিতাঃ সদ্ভির্দেবসান্নিধ্যদায়িকাঃ॥ ১৬১॥

গৌতম উবাচ।

ভগবন্মে ত্বয়া মুদ্রাঃ সূচিতা ন প্রকাশিতাঃ।
কথং বিরচনং তাসাং কারুণ্যাদ্‌ব্রূহি মে গুরো॥ ১৬২॥

নারদ উবাচ।

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জিতাঃ॥ ১৬৩॥
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শস্তা গোপালপূজনে।
বনমালাভিনয়বৎ করাভ্যামাগলাদধঃ॥ ১৬৪॥
জানুপর্য্যন্তমিত্যেষা মুদ্রা স্যাদ্বনমালিকা।
ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা॥ ১৬৫॥

অনন্তর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অগ্নিসংস্কার করিবে। যাহা দ্বারা সকল দেবতার মোদন ও পাপসমূহের দ্রাবণ হয়, দেবসন্নিধি-কারক সেই ক্রিয়াবিশেষের নামই মুদ্রা॥ ১৬১॥

গৌতম বলিলেন,—ভগবন্, আপনি মুদ্রার বিষয় সূচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার রচনার প্রণালী বলেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই বিষয়টি বলুন॥ ১৬২॥

নারদ বলিলেন,—সরল বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এবং দক্ষিণ করতলে বাম হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা স্থাপন করিয়া বামাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ-কনিষ্ঠাগ্র এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সহিত বাম-কনিষ্ঠাগ্র যোগ

দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংসক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা।
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতাঃ॥ ১৬৬
বেণুমুদ্রেহ কথিতা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ।
অঙ্গুলীঃ সংহতাঃ কৃত্বা করয়োর্ব্বামদক্ষয়োঃ॥ ১৬৭॥
বামনাসাসমাযুক্তা দক্ষপাণিকনিষ্ঠিকা।
দক্ষস্থ মধ্যমাক্রান্তা বামহস্তস্থ তর্জ্জনী॥ ১৬৮॥
বামমধ্যময়াক্রান্তা দক্ষহস্তস্থ তর্জ্জনী।
সংযুতৌ কারয়েদ্বিদ্বানঙ্গুষ্ঠাবুভয়োরপি॥ ১৬৯॥
ধেনুমুদ্রা নিগদিতা গোপিতা সাধকোত্তমৈঃ।
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা বামপাণিকনিষ্ঠিকা॥ ১৭০॥

করিলেই গালিনী মুদ্রা হইয়া থাকে। এই মুদ্রা গোপালপূজনে প্রশস্ত। করদ্বয়কে জানু পর্য্যন্ত মালার ন্যায় লম্বমানভাবে স্থাপন করিলেই বনমালিকা মুদ্রা হয়। ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া ঐ হস্তেরই কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত যুক্ত করিবে। অনন্তর দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারণ পূর্ব্বক তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত এবং চালিত করিলেই বেণুমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা হরির অতীব প্রিয় এবং সুযোগ্য। দুই হাতের অঙ্গুলিসকল সংহত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামনাসাসংযুক্ত করিবে; বামহস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার সহিত যোগ করিবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বাম হস্তের মধ্যমার সহিত একত্র করিবে। পরে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিবে। ইহাই ধেনুমুদ্রা। সাধকশ্রেষ্ঠগণ এই মুদ্রা অতি যত্নে রক্ষা করিবেন। করদ্বয়

নিষ্পীড্য দক্ষপাণিস্থদক্ষিণাঙ্গুলিভির্দৃঢ়ম্ ।
তথা বামাঙ্গুলিভবৈরতিগাঢ়ং নিপীড়য়েৎ ॥ ১৭১ ॥
ইতীয়ং বিল্বমুদ্রা স্যাৎ প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ।
কায়েন মনসা বাচা বুদ্ধ্যাবুদ্ধ্যা চ যৎ কৃতম্ ॥ ১৭২ ॥
ইহ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ অথবা পাপসঞ্চয়ম্ ।
ইমাং জানন্ যো জনস্তন্মুঞ্চত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি প্রণমন্তি তথা জনাঃ ।
কামমুচ্চার্য্য বিধিবন্নিক্ষিপেদ্ধৃদয়োপরি ॥ ১৭৪ ॥
কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ ।
অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্ম্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ ॥ ১৭৫ ॥
বামকনিষ্ঠয়া দক্ষকনিষ্ঠাঞ্চ নিপীড্য চ ।
বামানামিকয়া দক্ষতর্জ্জনীঞ্চ নিপীড়য়েৎ ॥ ১৭৬ ॥

সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি নিপীড়িত করিবে। পরে বামাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ঐরূপে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাকেও নিপীড়ন করিবে, ইহার নাম বিল্বমুদ্রা। এই মুদ্রা শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রশস্ত। ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে জীব কায় দ্বারা, বাক্য দ্বারা বা মনের দ্বারা যে কিছু পাপসঞ্চয় করিয়াছে, সে সকলই এই মুদ্রার জ্ঞানে বিনাশ পায় ॥ ১৬৩-১৭৩ ॥ ঐ ব্যক্তিকে কি দেবতা, কি মনুষ্য সকলেই প্রণাম করেন। দক্ষিণ হস্তের উপর বামকরতল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামকরের পৃষ্ঠে এবং বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দক্ষিণকরের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবে। পরে বামকনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ-তর্জ্জনী নিপীড়ন এবং দক্ষিণকনিষ্ঠা দ্বারা বামতর্জ্জনী

বামাঙ্গুলত্রয়োপরি কুর্য্যাদ্দক্ষিণহস্তকম্।
তথৈব বামতর্জ্জন্যা দক্ষহস্তাঙ্গুলিত্রয়ম্॥ ১৭৭॥
একত্র যোজিতং কৃত্বা মুদ্রা স্যাৎ কৌস্তভাত্মিকা।
দক্ষিণে মণিবন্ধে চ বামাঙ্গুষ্ঠং নিযোজয়েৎ॥ ১৭৮॥
মুদ্রেয়ং কৌস্তভাখ্যোক্তা দর্শনীয়া প্রযত্নতঃ।
কৃত্বেতরং করং বামে কৃত্বা সম্যক্ সমাঙ্গুলীঃ॥ ১৭৯
তর্জ্জন্যুপরি বামঞ্চ ন্যসেৎ করতলং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালনীয়ৌ চ মৎস্যমুদ্রেবমীরিতা॥ ১৮০॥
করৌ সংপুটিতৌ কৃত্বা মণিবন্ধৌ সুযোজিতৌ।
অঙ্গুষ্ঠে চ কনিষ্ঠে চ প্রবিধায় সুযোজিতে॥ ১৮১॥
শেষা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বা উভয়োর্ব্বামভঙ্গুরঃ।
পরস্পরমসংলগ্না শূন্যমধ্যে চ কারয়েৎ॥ ১৮২॥

নিপীড়ন করিবে। বামাঙ্গুলি তিনটির উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণাঙ্গুলি তিনটির উপর বামহস্ত স্থাপন করিবে। এইরূপ একত্র সংযোগে কৌস্তভমুদ্রা হয়। অথবা দক্ষিণ মণিবন্ধে বামাঙ্গুষ্ঠ নিয়োগ করিলেই ঐ মুদ্রা হয়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল সমান করিয়া বামকরে স্থাপন করিবে। পরে তর্জ্জনীর উপর বামকরতল স্থাপন করিবে। শেষে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরিচালন করিলেই মৎস্যমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ১৭৪-১৮০॥ করদ্বয় সংপুটিত করিয়া মণিবন্ধ দুইটি একত্র সংযুক্ত করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় সংযোজিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিসকল বামভগ্ন ও পরস্পর অসংলগ্নভাবে শূন্যমধ্যে স্থাপন করিলেই কলসমুদ্রা

উক্তা কলসমুদ্রেয়ং গোপালার্চ্চাবিধৌ স্মৃতা।
কৃত্বেতরে করতলে অন্তরাঙ্গলিসংযুতে ॥ ১৮৩ ॥
অন্যোন্যমতিসংলগ্নে অঙ্গুষ্ঠান্তরমাহিতে।
কথিতা কূর্ম্মমুদ্রেয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ১৮৪ ॥
আকুঞ্চিতং ততঃ কৃত্বা বামাঙ্গুলিচতুষ্টয়ম্।
প্রসার্য্য চ তদঙ্গুষ্ঠং দক্ষহস্তেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥
প্রসার্য্য তর্জনীং দক্ষাং তদঙ্গুষ্ঠঞ্চ মন্ত্রবিৎ।
শঙ্খমুদ্রেয়মুদিতা দর্শনাৎ পাপনাশিনী ॥ ১৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

হয়। এই মুদ্রা গোপালের পূজনে অতি শুভ। উভয় করতলে অন্তরাঙ্গলি সংযুক্ত করিয়া পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গুষ্ঠান্তর সংযোজিত করিবে। এই মুদ্রার নাম কূর্ম্মমুদ্রা। ইহা সকল তন্ত্রশাস্ত্রে সুগোপ্য। বামাঙ্গুলিচতুষ্টয় আকুঞ্চিত করিয়া ঐ হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠ প্রসারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ করিলেই শঙ্খমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮১-১৮৬ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অথাগ্নিজননং কৃষ্ণ ইহ মন্ত্রানুসারতঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যৎ কৃত্বা ফলমশ্নুতে ॥ ১ ॥
গোময়াম্ভঃ সমালিপ্য কুণ্ডং সর্ব্বত্র মন্ত্রবিৎ।
সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্প্যাথ পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ ॥ ২ ॥
ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণঞ্চ পদ্মং প্রকল্পয়েৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥
কুণ্ডস্যোত্তরভাগে চ ত্রিরেখাং হস্তমাত্রকম্।
দক্ষিণোত্তরতস্তদ্বৎ কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং শুভম্ ॥ ৪ ॥
অর্ঘ্যাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য সর্ব্বং হি পঞ্চশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ কবচেনাথ লেপয়েৎ ॥ ৫ ॥
অস্ত্রেণ রক্ষিতং কৃত্বা বহ্নেঃ সংস্কারমাচরেৎ।
পাষাণভবমগ্নিঞ্চ অথবা যোনিসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর মন্ত্রানুসারে হোমবিধান কথিত হইতেছে। যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফললাভ হয়। সাধক গোময়সংযুক্ত জল দ্বারা কুণ্ডাদি সম্মার্জ্জন করিয়া সামান্যার্ঘ্য-স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যদ্বারা সেচন করিবেন। ঐ বহ্নিমণ্ডলটি চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার-সমাযুক্ত হইবে। কুণ্ডের উত্তরভাগে হস্তপ্রমাণ তিনটি রেখা করিবে। পরে দক্ষিণোত্তরেও তিনটি রেখা করিবে। তৎপরে অর্ঘ্যজল প্রোক্ষণ করিয়া পঞ্চশুদ্ধি করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা বীক্ষণ, কবচমন্ত্র দ্বারা লেপন, অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া বহ্নিসংস্কার

শ্রোত্রিয়াণাং গৃহোত্থং বা বনস্থং চাথবা হরেৎ।
যদৃচ্ছালাভসংপ্রাপ্তো যোগ্যোঽয়ং হোমকর্ম্মণি ॥ ৭ ॥
নিরগ্নিব্রাহ্মণাল্লব্ধো হ্যর্থলাভকরো ভবেৎ।
ক্ষত্রবন্ধোশ্চতুর্থাংশফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ ॥ ৮ ॥
বৈশ্যাৎ শূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ ॥ ৯ ॥
আনীয় কাংস্যপাত্রস্থং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
ক্রব্যাদেভ্যো নমস্কৃত্য প্রণবাদ্যো মনুর্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
রেখাণামুদগগ্রাণাং ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দবঃ।
প্রাগগ্রাণাঞ্চ রেখাণাং মুকুন্দেশপুরন্দরাঃ ॥ ১১ ॥

করিবে। পাষাণভব, যোনিসম্ভব অথবা শ্রোত্রিয়ের গৃহোত্থ বা বনস্থ অগ্নি আনয়ন করিবে। এই সকল অগ্নি যদি যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উহা হোমকার্য্যে প্রশস্ত জানিবে॥ ১-৭ ॥ ঐ অগ্নি যদি নিরগ্নি ব্রাহ্মণ হইতে পাওয়া যায়, তবে উহা অর্থপ্রদ হয়। নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত অগ্নি দ্বারা হোম করিলে হোমের চতুর্থাংশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈশ্য অথবা শূদ্রের নিকট হইতে লব্ধ অগ্নি দ্বারা অনুষ্ঠিত হোমকর্ম্ম বিফল হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শাস্ত্রোক্ত অগ্নিই হোমের নিমিত্ত আহরণ করা কর্ত্তব্য। ঐ অগ্নি আনয়ন করিয়া কাংস্যপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে উহা হইতে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। আদিতে প্রণব যোগ করিয়া "ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ" বলিয়া ক্রব্যাদাংশ অর্পণ করিতে হইবে। উত্তরদিকের

ততো বহ্নের্যোগপীঠমর্চ্চয়েৎ কর্ণিকোপরি।
ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমাদিতো যজেৎ ॥ ১২ ॥
পূর্ব্বাদিদিক্ষু চাপূর্ব্বান্ তথা ধর্ম্মাদিকান্ যজেৎ।
মধ্যে চ পূজয়েদ্বহ্নের্নবশক্তীর্ব্বিধানবিৎ ॥ ১৩ ॥
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী।
রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা কৃশানোর্নব শক্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥
অমর্কমণ্ডলং পূজ্যং উং সোমমণ্ডলং যজেৎ।
মং বহ্নিমণ্ডলং তদ্বদর্চ্চয়েদ্‌গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ১৫ ॥
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্।
বাগীশ্বরেণ সহিতামুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥
শক্তিপ্রণববীজাভ্যাং তয়োরর্চ্চনমীরিতম্।
বাগীশ্বরীমৃতুমতীং পুরুষাধিষ্ঠিতাং স্মরেৎ ॥ ১৭ ॥

রেখাসকলের দেবতা ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও চন্দ্র এবং পূর্ব্বদিকের রেখাসকলের দেবতা মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দর ॥ ৮-১১ ॥

অনন্তর কর্ণিকার উপর বহ্নির যোগ-পীঠের অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে ঐ সকলেরই আদিতে এক একটি অকার যোগ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। মধ্যস্থলে বহ্নির নবশক্তির অর্চ্চনা করিবে। পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বালিনী, বহ্নির এই নয়টি শক্তি। পরে অং অর্কমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নিমণ্ডলায় বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে ঋতুস্নাতা, নীলেন্দীবর-

বহ্নিং সংস্কৃত্য পাত্রস্থং রংবীজেন তু মন্ত্রয়েৎ।
চৈতন্যং প্রণবেনৈব যোজয়ন্ তং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥
আত্মনোঽভিমুখং বহ্নিং জানুপৃষ্ঠমহীতলঃ।
শিববীজধিয়া দেব্যা যোনাবেনং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৯ ॥
ততো দেবায় দেব্যৈ চ দদ্যাদাচমনীয়কম্।
গর্ভনাড্যা ধৃতং ধ্যায়েদ্বহ্নিরূপং পরং গুরুঃ ॥ ২০ ॥
পশ্চাদ্গর্ভস্য রক্ষার্থং প্রদদ্যাদ্দর্ভকঙ্কণম্।
ভূষাভির্ভূষয়েদ্দেবীং ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাম্ ॥ ২১ ॥
রেফবায়ুষট্স্বরৈশ্চ নাদবিন্দুবিভূষিতাঃ।
সাদিষান্তাশ্চ জিহ্বানাং মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২২ ॥

সন্নিভা, বাগীশ্বরসহিতা বাগীশ্বরীকে উপচার দ্বারা পূজা করিবে। শক্তি ও প্রণববীজ দ্বারা তদুভয়ের অর্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরুষাধিষ্ঠিতা ঋতুমতী বাগীশ্বরীকে চিন্তা করিবে। পাত্রস্থ বহ্নির সংস্কার করিয়া রং বীজ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে প্রণব দ্বারা চৈতন্য সংযোজনপূর্ব্বক তাহার পূজা করিবে। ভূমিতে জানুপৃষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক সম্মুখস্থিত বহ্নিকে শিববীজ বোধে যোনি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দেব ও দেবীকে আচমনীয় অর্পণ করিবে। ঐ বহ্নিকে গর্ভনাড়ীমধ্যে ধৃতরূপে চিন্তা করিবে। পরে গর্ভের রক্ষণার্থ দর্ভকঙ্কণ প্রদান করিবে। ত্রৈলোক্যোৎপত্তি মাতৃকা দেবীকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। রেফ, বায়ু, ষট্ স্বরের সহিত নাদবিন্দুবিভূষিত সাদি যান্ত

পায়ৌ লিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদয়ে কণ্ঠমূলতঃ।
লম্বিকায়াং ভ্রুবোর্মধ্যে জিহ্বাজ্বালারুচৌ ন্যসেৎ ॥ ২৩॥
হিরণ্যা কনকা রক্তা কৃষ্ণাখ্যা সুপ্রভা মতা।
বহুরূপাতিরক্তা চ জিহ্বা কৃপীটযোনিনঃ॥ ২৪ ॥
সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্থিতঃ পুরুষস্তথা।
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্ধর ইতি স্মৃতঃ॥ ২৫ ॥
ষড়ঙ্গমন্ত্রা বহ্নেশ্চ প্রণবাদ্যা নমোঽন্তকাঃ।
হৃদয়াদিক্রমেণৈব ন্যস্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ॥ ২৬ ॥
মূর্দ্ধ্নি স্কন্ধে তথা পার্শ্বে কট্যান্তু কটিপার্শ্বকে।
স্কন্ধে মূর্দ্ধ্নি চ বিন্যস্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু॥ ২৭ ॥
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ।
অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ॥ ২৮ ॥

বর্ণ-সমুচ্চয়ই জিহ্বার মন্ত্র। বহ্নির পায়ু, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠমূল, লম্বিকা, ভ্রূমধ্য, জ্বালারূপ জিহ্বাতে ঐ মন্ত্র ন্যাস করিবে॥ ১২-২৩॥

হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণাখ্যা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা, ইহারাই বহ্নির জিহ্বা। সহস্রার্চ্চি, স্বস্তিপূর্ণ, উত্থিত, পুরুষ, ধূম্রব্যাপী, সপ্তজিহ্ব ও ধনুর্ধর, ইহারা বহ্নির পর্য্যায়। প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রই বহ্নির ষড়ঙ্গ মন্ত্র। হৃদয়াদিক্রমে অঙ্গদেবতার ন্যাস করা বিধেয়। মস্তকে, স্কন্ধে, পার্শ্বে, কটিতে, কটিপার্শ্বে, প্রাদক্ষিণ্যক্রমে ন্যাস করিবে। জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব,

কৌমারতেজা বিশ্বমুখোঽন্তে দেবমুখস্তথা।
এবং বিন্যস্তদেহঃ সন্ জ্বালয়েদমুনামুনা ॥ ২৯ ॥
চিৎপিঙ্গল হনদ্বয়ং দহদ্বয়ং তথাপি চ।
সর্ব্বজ্ঞো জ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং সমুদাহৃতঃ ॥ ৩০ ॥
অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমৃদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৩১ ॥
সমিদ্ধেন চ মন্ত্রেণ ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈর্হুতাশনম্।
জ্বালয়েন্মতিমান্মন্ত্রী অন্যথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
দর্ভৈরগর্ভৈঃ শুদ্ধৈশ্চ মূলমধ্যাগ্রছাদিতৈঃ।
সংস্তরেদ্বিধিবন্মন্ত্রী প্রদক্ষিণবশাদথ ॥ ৩৩ ॥
এবং সংস্তরণং কুর্য্যাদ্বর্জয়িত্বাত্মনোদিশম্।
যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভবৈস্তদ্বৎ কাষ্ঠৈশ্চ পরিধিত্রয়ম্।
মধ্যস্থমেখলায়াস্তু সংস্তরেত্তন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ, এইরূপে দেহবিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বহ্নি প্রজ্বালিত করিবে। 'চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ সর্ব্বজ্ঞো জ্ঞাপয় স্বাহা', এইটি বহ্নিজ্বালন মন্ত্র। প্রজ্বলিত সুবর্ণবর্ণ, অমল, সমৃদ্ধ, সর্ব্বতোমুখ, জাতবেদা হুতাশন, অগ্নিকে বন্দনা করি। সমিদ্ধ প্রভৃতি তিনটি মন্ত্র দ্বারা বহ্নি প্রজ্বালিত করিবে; অন্যথা সকলই নিষ্ফল হয় ॥ ২৪-৩২ ॥ প্রদক্ষিণক্রমে অগর্ভ, শুদ্ধ, মূলমধ্যাগ্রচ্ছাদিত কুশাস্তরণ করিবে। নিজদিকে কুশ আস্তরণ করিবে না। পরে যজ্ঞকাষ্ঠ পরিধিত্রয় ব্যাপিয়া স্থাপন করিবে

অথ চেৎ স্থণ্ডিলে মন্ত্রী ভূমৌ সর্ব্বং পরিস্তরেৎ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিদেবং বিভাবয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিনয়নমরুণাভং বদ্ধমৌলিং জটাভিঃ,
শুভমরুণমনোকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
অভিমতবরশক্তিস্বস্তিকাভীতিহস্তং
নমত কমলমালালঙ্কৃতাংশং কৃশানুম্ ॥ ৩৬ ॥

সুবর্ণবর্ণমমলং লসৎস্বর্ণোপবীতকম্।
চতুর্ভুজং দ্বিশিরসং হব্যকব্যদ্বিনাসিকম্ ॥ ৩৭ ॥
কমণ্ডলুতালবৃন্তশক্তিস্বস্তিকধারিণম্।
শব্দব্রহ্মময়ং দেবং শব্দায়মানমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
এবং বা মনসা ধ্যায়েচ্ছান্তিকাদৌ গুরূত্তমঃ।
কৃষ্ণং কৃষ্ণগতের্ব্বর্ণং ধ্যায়েন্মারণকর্ম্মণি ॥ ৩৯ ॥
মূর্ত্তীরষ্টৌ সমভ্যর্চ্চ্য ষট্‌কোণে তু ষড়ঙ্গকম্।
মধ্যে জিহ্বাং যজেদ্বহ্নের্ব্বহ্নিং তন্মনুনা যজেৎ ॥ ৪০ ॥

পরে গন্ধাদিদ্বারা বহ্নির অর্চ্চনা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধ্যান করিবে, ত্রিনয়ন, অরুণাভ, জটাদ্বারা বদ্ধমৌলি, শুভ, অরুণবর্ণ, অনেকাকল্প, অম্ভোজসংস্থ, অভিমতবর-শক্তি-স্বস্তিকাভয়-হস্ত, কমলমালালঙ্কৃতাংশ, সুবর্ণবর্ণ, চতুর্ভুজ, দ্বিশিরস্ক, স্বর্ণোপবীতক, হব্যকব্যদ্বিনাসিক, কমণ্ডলু-তালবৃন্ত-শক্তি-স্বস্তিকধারী, শব্দব্রহ্মময়, শব্দায়মান কৃশানুকে ধ্যান করিবে। মারণকর্ম্মে অগ্নিকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিবে। বহ্নির অষ্টমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। মধ্যে বহ্নির জিহ্বার পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বহ্নির অর্চ্চনা করিবে। পরে 'বৈশ্বানর

বৈশ্বানরপদং পূর্ব্বং জাতবেদমনন্তরম্।
লোহিতাক্ষং ততশ্চোক্ত্বা ইহাবহ ততঃ পরম্ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি দেহি মে স্বাহামন্ত্রঃ সমৃদ্ধিদঃ।
আজ্যস্থালীং সমানীয় ক্ষালয়েদস্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৪২ ॥
কুণ্ডেহঙ্গারান্ সমুত্তোল্য ন্যসেত্তত্রাঙ্গমন্ত্রতঃ।
তস্মামাজ্যং বিনিক্ষিপ্য জানীয়াত্তাপনং হি তম্ ॥ ৪৩ ॥
প্রজ্বাল্য কুশগুচ্ছন্তু আজ্যে ক্ষিপ্ত্বানলে ক্ষিপেৎ।
অভিদ্যোতনমিত্যুক্তং সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৪ ॥
পুনঃ কুশান্ সমুজ্জ্বাল্য নিক্ষিপেদাজ্যমধ্যতঃ।
মূলমন্ত্রেণ মতিমানাজ্যসংস্কার ঈরিতঃ ॥ ৪৫ ॥
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন রক্ষয়েদস্ত্রমুচ্চরন্।
প্রদর্শ্য ধেনুযোনী চ আজ্যং তদমৃতাত্মকম্ ॥ ৪৬ ॥

জাতবেদ লোহিতাক্ষ ইহাবহ সর্ব্বকর্ম্মাণি দেহি মে স্বাহা' এই বলিতে হইবে। এই মন্ত্র সর্ব্বসমৃদ্ধি প্রদান করে। তদনন্তর আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া অস্ত্রমন্ত্রে তাহা ক্ষালন করিবে। কুণ্ডে অঙ্গার উত্তোলন পূর্ব্বক অঙ্গমন্ত্রে ন্যাস করিবে। পরে আজ্যবিনিক্ষেপ করিয়া কুশগুচ্ছ প্রজ্বালনপূর্ব্বক আজ্যক্ষেপ-সহকারে অনলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে ইহা অভিদ্যোতন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩৪-৪৪ ॥

পুনর্ব্বার কুশ প্রজ্বালন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা আজ্য-মধ্যেই নিক্ষেপ করিবে। ইহাই আজ্যসংস্কার। মূলমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা রক্ষণ-বিধান করিবে। ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই অমৃতাত্মক আজ্য

স্রুক্স্রুবৌ চ সমাদায় বিধিনা নির্ম্মিতো গুরুঃ।
ত্রিশঃ প্রতাপয়েদ্বহ্নৌ পুনঃ প্রক্ষাল্য বারিণা ॥ ৪৭ ॥
পুনঃ প্রতাপ্য তৌ মন্ত্রী স্থাপয়েত্তৌ স্বদক্ষিণে।
প্রাদেশমাত্রং সগ্রন্থি দর্ভযুগ্মং ঘৃতে ক্ষিপেৎ ॥ ৪৮ ॥
কৃত্বা ভাগৌ শুক্লকৃষ্ণপক্ষৌ স্মৃত্বা তু নাড়িকাঃ।
বামদক্ষমধ্যভাগেষ্বীড়াদ্যাঃ সংস্মরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
স্রুবেণ দক্ষিণাদ্ভাগাদগ্নয়ে স্বাহয়ামুনা।
জুহুয়াদ্ ঘৃতমাদায় বহ্নের্দক্ষিণলোচনে ॥ ৫০ ॥
বামতস্তদ্বদাদায় সোমায় স্বাহয়া ততঃ।
মন্ত্রেণানেন জুহুয়াদগ্নের্ব্বামবিলোচনে ॥ ৫১ ॥
মধ্যাত্তদ্বৎ সমাদায় অগ্নের্ভালস্থলোচনে।
জুহুয়াদাগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহেতি মনুনামুনা ॥ ৫২ ॥

এবং স্রুক্ ও স্রুব গ্রহণপূর্ব্বক তিনবার বহ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। পুনর্ব্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া আবার প্রতাপিত করিবে। পরে মন্ত্রী নিজের দক্ষিণভাগে স্থাপন করিবে। পরে প্রাদেশমাত্র গ্রন্থিযুক্ত দুইটি কুশ ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ ভাগ করিয়া নাড়ীগণ স্মরণপূর্ব্বক বাম, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না, এই তিনটি নাড়ী স্মরণ করিবে। স্রুব দ্বারা দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া বহ্নির দক্ষিণ লোচনে প্রদান করিবে এবং বামভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক সোমায় স্বাহা বলিয়া বহ্নির বামলোচনে প্রদান করিবে।

হৃন্মন্ত্রেণ স্রুবেণাজ্যভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেতি তন্মুখে॥ ৫৩॥
ইত্যগ্নের্নেত্রবক্ত্রাণাং কুর্য্যাদুদ্ঘাটনং গুরুঃ।
পুনর্ব্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা জিহ্বাঙ্গং মূর্ত্তিতো হুনেৎ॥ ৫৪॥
বৈশ্বানরেণ মন্ত্রেণ ত্রিবারং জুহুয়াদ্‌গুরুঃ।
সংস্কারার্থং ততো বহ্নের্হুনেন্নবনবাহুতীঃ॥ ৫৫॥
প্রণবাদ্যেন মতিমান্ স্বাহান্তেন তদুচ্চরন্।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নন্তথা॥ ৫৬॥
জাতকর্ম্ম তথা নাম উপনিষ্ক্রমণন্তথা।
চূড়োপনয়নে ভূয়ো বেদাধ্যয়নমেব চ॥ ৫৭॥
গোদানঞ্চ বিবাহঞ্চ সংস্কারাঃ শুভকর্ম্মণি।
অশুভে মরণান্তাস্তে সংপ্রোক্তাস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥ ৫৮॥

ঐরূপ মধ্যভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা বলিয়া অগ্নির ঊর্দ্ধনেত্রে অর্পণ করিবে। হৃন্মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ আজ্যভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা বলিয়া অগ্নির মুখে প্রদান করিবে॥ ৪৫-৫৫॥ গুরু এইরূপে অগ্নির নেত্র দ্বারা হোম করিয়া বৈশ্বানর মন্ত্র দ্বারা তিনবার হোম করিবে। পরে সংস্কারার্থ প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা নব নব আহুতি প্রদান করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, গোদান, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারকর্ম্ম এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিখিল শুভ ও অশুভ কর্ম্মেই এইরূপ প্রয়োগ করিতে

ততশ্চ পিতরৌ বহ্নেঃ সংপূজ্য হৃদয়ং নয়েৎ।
বহ্নিমন্ত্রেণ বিধিবদ্দত্বাদাহুতিপঞ্চকম্ ॥ ৫৯ ॥
সমিধঃ পঞ্চ জুহুয়ান্মুলাগ্রঘৃতসংপ্লুতাঃ।
গুরুর্হৃদয়মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্বাহয়া বিনা ॥ ৬০ ॥
মহাগণেশমন্ত্রেণ হুনেদেকাদশাহুতীঃ।
সামান্যং সর্ব্বদেবানামেতদগ্নিমুখং স্মৃতম্ ॥ ৬১ ॥
বহুরূপায়াঞ্চ জিহ্বায়ামাবাহ্য পরমেশ্বরম্।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য জুহুয়াৎ ষোড়শাহুতীঃ ॥ ৬২ ॥
মূলমন্ত্রেণ বিধিনা বহ্ন্যেকীকরণন্ত্বিদম্।
পুনস্তেনৈব জুহুয়াদাহুতীঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৬৩ ॥
নাড়ীসন্ধানমুদ্দিষ্টং বহ্নিদেবতয়োরপি।
অঙ্গাদিপরিবারাণামেকৈকামাহুতিং হুনেৎ ॥ ৬৪ ॥

হইবে। পরে বহ্নির মাতা ও পিতার পূজা করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিবে। বহ্নিমন্ত্র দ্বারা বিধি অনুসারে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর গুরু স্বাহা ব্যতিরিক্ত হৃদয়মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ সমিধ প্রদান করিবেন। পরে মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বদেবতার সম্বন্ধে সামান্যতঃ একাদশ আহুতি প্রদান করিবেন। কারণ, উঁহারা অগ্নিমুখ বলিয়াই কথিত হন। পরে বহুরূপা জিহ্বাতে পরমেশ্বরের আবাহন করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা ষোড়শাহুতি প্রদান করিবে। ইহার নাম বহ্ন্যেকীকরণ। পুনর্ব্বার তদ্দ্বারাই পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে। ইহাকে বহ্নি ও দেবতার নাড়ীসন্ধান বলা হয়। পরে অঙ্গাদি পরিবারবর্গকে এক এক আহুতি প্রদান

পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা হোমং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি।
তিলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ সহস্রাদি যথাবিধি ॥ ৬৫ ॥
অনুক্তে তু হবির্দ্রব্যে তিলাজ্যং হবিরুচ্যতে :
জুহুয়াদ্রক্তপদ্মং বা মধুরত্রয়সংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥
পায়সং মধুরোপেতং জুহুয়াদ্বা যথামতি।
আস্যান্তর্জুহুয়াদ্বহ্নেঃ পণ্ডিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬৭ ॥
বধিরত্বং কর্ণহোমে নেত্রে ত্বন্ধত্বমাপ্নুয়াৎ।
নাসিকায়াং মনঃপীড়া শিরোহোমে হি মৃত্যুদঃ ॥ ৬৮ ॥
যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতোধূমোঽথ নাসিকা।
যতোঽল্পজ্বলনং নেত্রং যতোভস্ম ততঃ শিরঃ ॥ ৬৯ ॥
যতঃ প্রজ্বলিতো বহ্নিস্তন্মুখং জাতবেদসঃ।
এবং হোমং সমাপ্যাথ মতিমান্ শ্রপয়েচ্চরুম্ ॥ ৭০ ॥

করিবে। পুনর্ব্বার ব্যাহৃতি দ্বারা হবনপূর্ব্বক যথাবিধি হোম করিবে। তিল ও আজ্য দ্বারা যথাবিধি সহস্রাদি হোম করিবে ॥ ৫৬-৬৫ ॥ হবির্দ্রব্য উক্ত না হইলে, তিলাজ্যই হবির কার্য্য করে। অথবা মধুরত্রয় সংযুক্ত রক্তপদ্মহোম করিবে। কিম্বা মধুরোপেত পায়সহোম করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই বহ্নির মুখমধ্যে হোম করিবেন। কর্ণে আহুতি প্রদান করিলে বধিরত্ব, নেত্রে আহুতি প্রদান করিলে অন্ধত্ব, নাসিকাতে আহুতি দিলে মনঃপীড়া এবং মস্তকে আহুতি প্রদান করিলে মৃত্যু হয়। যেখানে কাষ্ঠ সেইটি বহ্নির কর্ণ, যেখানে ধূম সেইটি নাসিকা, যেখানে অল্পজ্বলা সেইটি নেত্র, যেখানে ভস্ম সেইটি মস্তক এবং বহ্নির প্রজ্বলিত স্থানটিকেই মুখ বলিয়া জানিবে।

পাত্রে তাম্রময়ে শুদ্ধে দুগ্ধেন কাপিলেন বৈ।
শুদ্ধতণ্ডুলসংভূতপ্রমৃতেবিংশতিঃ ক্ষিপেৎ ॥ ৭১ ॥
ঘৃতধারাং ততো দদ্যাৎ যাবৎ স্বিন্নো ভবেচ্চরুঃ।
অবতার্য্য ততো বিদ্বান্ ভাগত্রয়মথাচরেৎ ॥ ৭২ ॥
ভাগমেকং সমাদায় নিত্যহোমং সমাচরেৎ।
কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে মন্ত্রী স্থলে বা শোধিতে তথা ॥ ৭৩ ॥
একহস্তমিতে দেশে কুশপুষ্পাদিসেচিতে।
বহ্নিং তত্র সমাধায় জাতবেদোমনোর্জ্জপাৎ ॥ ৭৪ ॥
ব্যাহৃতিভিস্ততো হুত্বা কৃষ্ণমাবাহ্য ভক্তিতঃ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য মূলেন পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৭৫ ॥

এইরূপে হোম সমাপন করিয়া, মতিমান্ সাধক চরুপাক করিবেন। শুদ্ধ তাম্রময় পাত্রে কপিলা গাভীর দুগ্ধের সহিত শুদ্ধ তণ্ডুল সম্ভূত অন্ন বিংশতিবার প্রদান করিবে। পরে যে পর্য্যন্ত চরু সিদ্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদান করিবে। তদনন্তর ঐ চরু অবতারণপূর্ব্বক উহাকে তিন ভাগ করিবে॥ ৬৬-৭২ ॥ এক ভাগগ্রহণ করিয়া নিত্যহোম করিবে। কুণ্ডমধ্যে, স্থণ্ডিলে অথবা অন্ত কোন শোধিত স্থলেই নিত্যহোম করিবে। ঐ স্থানটি একহস্ত পরিমিত ও কুশপুষ্পাম্বুসেচিত হওয়া বিধেয়। ঐ স্থানে বহ্নি-সমাধানপূর্ব্বক জাতবেদো মন্ত্র জপ করিয়া ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক আবাহন করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনার পর মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিবে।

আহুতীর্জ্জুহুয়ান্মন্ত্রী ষড়ঙ্গহোমমাচরেৎ।
নতাঙ্গশ্চ ততো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৭৬ ॥
বিসৃজেদ্বিন্দুগে ধাম্নি নিত্যহোমোঽয়মীরিতঃ।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন বলি-বৈশ্বমথাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥
ভাগদ্বয়মথ চরুং কৃষ্ণায় বিনিবেদয়েৎ।
একভাগং স্বয়ং ভুক্ত্বা শিষ্টং শিষ্যে সমর্পয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
শয়িতঃ সংযতঃ শিষ্যঃ কম্বলে বা কুশাস্তরে।
ভূতেশ্বরস্য মন্ত্রেণ আশিসং বন্ধয়েদ্ গুরুঃ ॥ ৭৯ ॥
ততঃ শয়িত স্তাং রাত্রিং যতবাক্ শুদ্ধমানসঃ।
চিন্তয়ন্ কৃষ্ণচরণমধিবাসোঽয়মীরিতঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর ষড়ঙ্গ হোম করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বিন্দুগধামে বিসর্জ্জন করিবেন। ইহাই নিত্যহোম বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপর স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে বলি ও বৈশ্বদেব-কর্ম্ম আচরণ করিবেন। পরে পূর্ব্বস্থাপিত চরুভাগদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবেন। উহার এক ভাগ স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং অবশিষ্ট ভাগ শিষ্যকে প্রদান করিবেন। পরে শিষ্য সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কম্বল অথবা আস্তৃতকুশোপরে শয়ন করিবেন। গুরুও ভূতেশ্বর-মন্ত্রে আশীর্বন্ধন বা শিখাবন্ধন করিয়া নিঃশব্দে শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিবেন। ইহারই নাম অধিবাস ॥ ৭৩-৮০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃতনিত্যক্রিয়ো গুরুঃ।
কৃতকৃত্যোঽপি শিষ্যস্তু নিষীদেদ্‌গুরুসন্নিধৌ ॥ ১ ॥
কথয়েদ্রাত্রিবৃত্তান্তং শুভং বা যদি বাশুভম্‌।
সুমঙ্গলীভির্নারীভিঃ সহ সংভোজনং মিথঃ ॥ ২ ॥
গিরিশৃঙ্গারোহণঞ্চ হস্ত্যশ্বরথরোহণম্‌।
আরোহণং সৌধগেহে দেবোৎসবনিরীক্ষণম্‌ ॥ ৩ ॥
মঙ্গলঞ্চ স্ববামাংশদর্শনং স্পর্শনন্তথা।
মন্ত্রসিদ্ধস্ত লিঙ্গানি প্রোক্তানি তব সুব্রত ॥ ৪ ॥
অনাকুলানি কথয়েৎ শৃণু নিন্দ্যানি সর্ব্বতঃ।
কৃষ্ণবর্ণৈর্ভটৈঃ স্বপ্নে প্রহারস্তৈললেপনম্‌ ॥ ৫ ॥

অনন্তর গুরু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া উপবেশন করিলে, শিষ্যও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তাঁহারই নিকটে উপবেশন করিবেন। পরে শুভই হউক, আর অশুভই হউক, গুরুর নিকট সমস্ত রাত্রি-বৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন। সুমঙ্গল নারীগণের সহিত একত্র ভোজন, শৈল-শৃঙ্গারোহণ, হস্ত্যশ্বরথারোহণ, সৌধগেহে আরোহণ, দেবোৎসব দর্শন, স্ববামাংশ নিরীক্ষণ ও স্পর্শন প্রভৃতি মঙ্গলজনক স্বপ্নদর্শন মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকর্ত্তৃক প্রহার, তৈললেপন,

বিপ্রাণাং রোষবাদে চ পরস্ত্রীণাং নিষেবণম্।
সিদ্ধিবিঘ্নানি চোক্তানি অন্যানি নিন্দিতানি চ॥ ৬॥
এবং দোষং সমাজ্ঞায় ক্ষণাৎ পরিহরেদ্‌গুরুঃ।
হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রাণি দ্রব্যৈঃ কল্পোক্তদর্শিতৈঃ॥ ৭॥
সাঙ্গং সপরিবারঞ্চ হুত্বা বলিমথাচরেৎ।
মণ্ডলস্য বহির্ভাগে লোকেশাদিবলিং হরেৎ॥ ৮॥
নক্ষত্রাণাং সবারাণাং সরাশীনাং যথাক্রমম্।
গন্ধাদ্যৈঃ সম্যগভ্যর্চ্চ্য তত্তন্মন্ত্রৈস্তু মন্ত্রবিৎ॥ ৯॥
শুদ্ধান্নেন সতোয়েন তত্তৎস্থানেষনুক্রমাৎ।
দদ্যাদ্বলিং গন্ধপুষ্পধূপদীপকমাদরাৎ॥ ১০॥
তারাণামশ্বিন্যাদীনাং রাশিঃ পাদাধিকদ্বয়ম্।
মেষাদিমুক্তা নক্ষত্রসংজ্ঞাপূর্ব্বমনস্তরন্॥ ১১॥

ব্রাহ্মণের রোষবাদ ও পরস্ত্রীসংসর্গ, এই সকল সিদ্ধির অন্তরায় স্বরূপ। গুরু এই সকল দোষ অবগত হইয়া তাহার পরিহার করিবেন। কল্পোক্তদর্শিত সহস্রাদি দ্রব্যদ্বারা হোম করিবেন॥ ১-৭॥ সাঙ্গ সপরিবারের হোম করিয়া বলিপ্রদান করিবেন। মণ্ডলের বহির্ভাগে লোকেশাদির বলি দিবেন। গন্ধাদি দ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনার পর নক্ষত্র বার ও রাশিগণকেও মূলের লিখিত নিয়ম অনুসারে অন্নাদি বলি প্রদান করিবেন। পরে রাশির অধিপতি গ্রহগণের উদ্দেশে বলি

দেবতাভ্যঃ পদং প্রোক্তা দিবা নক্তং বদেত্তথা।
চরীভ্যশ্চাথ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ নমো বদেৎ॥ ১২॥
এবং রাশৌ তু সংপূর্ণে তস্মিংস্তদ্বৎ প্রয়োজয়েৎ।
তথা রাশ্যধিপানাঞ্চ গ্রহাণাং তত্র তত্র তু॥ ১৩॥
মীনমেষান্তরালে তু করণানাং বলিং বদেৎ।
মেষস্য বৃশ্চিকস্যারঃ শুক্রো বৃষতুলাধিপঃ॥ ১৪॥
বুধোবৈ কন্যকানাথশ্চন্দ্রশ্চ কর্কটাধিপঃ।
সিংহরাশ্যধিপো ভানুশ্চাপমীনাধিপো গুরুঃ॥ ১৫॥
মকরস্যাপি কুম্ভস্য মন্দো রাশ্যধিপা ইমে।
লাং ইন্দ্রায়েত্যাদি বিষ্ণুপারিষদমর্চ্চয়েত্তথা॥ ১৬॥
দদ্যাদ্বলিং দিগীশেভ্যো বিধিনাথ গুরূত্তমঃ।
ওঁ অশ্বিনীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ॥ ১৭॥
ভরণীকৃত্তিকাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ॥ ১৮॥
কৃত্তিকাত্রিপাদরোহিণীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ॥ ১৯॥

প্রদান করিবেন। মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র, কন্যার অধিপতি বুধ, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র, সিংহের অধিপতি সূর্য্য, ধনু ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি, মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি। পরে লাং ইন্দ্রায় ইত্যাদি নিয়মে বিষ্ণুপারিষদসকলের অর্চ্চনা করিবেন। তার পর নিয়মানুসারে দিকের অধিপতিগণেরও বলিপ্রদান করিবে॥ ৮-১৬॥

রোহিণীমৃগশীর্ষপূর্ব্বাষাঢ়ার্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২০ ॥

মৃগশীর্ষোত্তরার্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২১ ॥

আর্দ্রাপুনর্ব্বসুত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২২ ॥

পুনর্ব্বসুপাদপুষ্যদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্লেষাদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৪ ॥

মঘাদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনীপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৬ ॥

উত্তরফল্গুনীত্রিপাদহস্তাদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৭ ॥

হস্তাচিত্রার্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৮ ॥

চিত্রোত্তরার্দ্ধস্বাতীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ২৯ ॥

স্বাতীবিশাখাত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩০ ॥

বিশাখাপাদানুরাধাত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩১ ॥

জ্যেষ্ঠাদিদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩২ ॥

মূলাদিদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়াপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রবণাধনিষ্ঠার্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৫ ॥

ধনিষ্ঠার্দ্ধশতভিষগ্‌দেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

শতভিষক্‌পূর্ব্বভাদ্রপদত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদোত্তরভাদ্রপদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৮ ॥

রেবতীদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩৯ ॥

মেষাশ্বিনীভরণীকৃত্তিকাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪০ ॥

বৃষভকৃত্তিকাত্রিপাদরোহিণীমৃগশিরঃপূর্ব্বার্দ্ধদেবতাভ্যো

দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪১ ॥

মিথুনমৃগশিরার্দ্রাপুনর্ব্বসুত্রিপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪২ ॥

কর্কটপুনর্ব্বস্বেকপাদপুষ্যাশ্লেষদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ

সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৩ ॥

সিংহমঘাপূর্ব্বোত্তরাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৪ ॥

কন্যোত্তরাত্রিপাদহস্তচিত্রার্দ্ধদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৫ ॥

তুলাচিত্রোত্তরার্দ্ধস্বাতীবিশাখাত্রিপাদদেবতাভ্যো
দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৬ ॥

বৃশ্চিকবিশাখাপাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৭ ॥

ধনুর্মূলপূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়পাদদেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ
সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

মকরোত্তরাষাঢ়ত্রিপাদশ্রবণাধনিষ্ঠার্দ্ধদেবতাভ্যো
দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪৯ ॥

কুম্ভধনিষ্ঠোত্তরার্দ্ধশতভিষক্‌পূর্ব্বভাদ্রত্রিপাদদেবতাভ্যো
দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৫০ ॥

মীনপূর্ব্বভাদ্রপদউত্তরভাদ্ররেবতীদেবতাভ্যো
দিবানক্তঞ্চরীভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৫১ ॥

আবরণদেবতাভ্যো নমঃ। শুক্রদেবতাভ্যো নমঃ। বুধদেবতাভ্যো নমঃ। চন্দ্রদেবতাভ্যো নমঃ। আদিত্যদেবতাভ্যো নমঃ। বৃহস্পতিদেবতাভ্যো নমঃ। শনৈশ্চরদেবতাভ্যো নমঃ। সিংহদেবতাভ্যো নমঃ। বরাহদেবতাভ্যো নমঃ। খরদেবতাদেবতাভ্যো নমঃ। গজদেবতাভ্যো নমঃ। বৃষভদেবতাভ্যো নমঃ। কুক্কুরদেবতাভ্যো নমঃ ॥ ৫২ ॥

হরদেবতাদুর্গাগুহবিষ্ণুব্রহ্মলক্ষ্মীধনাধিপা
দ্বারদেবতা ইত্যুক্তা তেভ্যো বলিং হরেদ্‌গুরুঃ।
ইত্থং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশনঃ ॥ ৫৩ ॥
গোপুচ্ছমধিকং ত্যক্ত্বা তৃণৈরাস্তরণং ভবেৎ।
জম্বীরং কলিবৃক্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা চৈধাংসি কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
শুদ্ধসিন্দূরবালার্কবর্ণো বহ্নেঃ স্বশোভনঃ।
ভেরীবাদিত্রগম্ভীরশব্দো বহ্নেঃ শুভপ্রদঃ ॥ ৫৫ ॥
চন্দ্রচন্দনকুন্দাভো ধূমঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ।
খরবায়সবচ্ছব্দো বহ্নেঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতেবর্ণো রাজ্যঞ্চাপি বিনাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
পূর্ণাহুতিং ততো দদ্যাৎ সপ্তিশ্চৈব বিধানবিৎ।
ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে স্বাহয়া ততঃ ॥ ৫৭ ॥
ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ মহতে চ স্বাহয়া ততঃ।
স্বশ্চন্দ্রমসেতি দিগ্‌ভ্যো নক্ষত্রেভ্যশ্চ স্বাহা ॥ ৫৮ ॥

ওঁ অশ্বিনী দেবতাভ্যো দিবানক্তঞ্চরাভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ, ইত্যাদি মূলের লিখিত দ্বারদেবতা পর্য্যন্তের বলি-প্রদান করিবে। সকল বিঘ্নবিনাশক এই বলিবিধি কথিত হইল ॥ ১৭-৫৩ ॥

গোপুচ্ছের অধিক পরিমাণ ত্যাগ করিয়া তৃণ দ্বারা আস্তরণ করিবে। জম্বীর ও কলিবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া সমিধ্ কল্পনা করিবে। বহ্নির বর্ণ সিন্দূরবর্ণ ও বালার্কসদৃশ হইলে শুভদায়ক। ভেরীবাদ্যের ন্যায় গম্ভীর শব্দও মঙ্গলদায়ক। এইরূপ চন্দ্র, চন্দন ও কুন্দের ন্যায় ধূম সর্ব্বার্থসিদ্ধিদ জানিতে হইবে। খর

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে স্বাহা।
স্রুক্‌স্রুবৌ চ সমাদায় ঘৃতেনাপূর্য্য তৌ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
হোমদ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য নাভৌ সংস্থাপ্য তৌ পুনঃ।
ব্রহ্মার্পণেন মন্ত্রেণ দত্ত্বাৎ পূর্ণাহুতিং পুনঃ ॥ ৬০ ॥
ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-
সুষুপ্ত্যবস্থাসু চ মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ
শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা।
ব্রহ্মার্পণমন্ত্রঃ সোঽয়ং ব্রহ্মার্পণবিধৌ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ও বায়সের শব্দের ন্যায় বহ্নির শব্দ সর্ব্ববিনাশকারী। বহ্নির কৃষ্ণ বর্ণ রাজ্য পর্য্যন্ত বিনাশ করে। অনন্তর বিধিজ্ঞ গুরু পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে। তার পর স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যসকল ঘৃত-পূরিত করিয়া বহ্নির নাভিদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মসমর্পণ করিবে ॥ ৫৪-৬১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

এবং হোমবিধিং কৃত্বা কুণ্ডস্থণ্ডিলদেবতাঃ।
দিক্‌পালদেবতাশ্চাপি অঙ্কুরার্পণদেবতাঃ ॥ ১ ॥
আনয়েৎ কলসে চাপি কৃষ্ণৈক্যং ভাবয়েদ্‌গুরুঃ।
কৃষ্ণং স্বধাযুতং নীত্বা শিষ্যমাহূয় তন্ত্রবিৎ ॥ ২ ॥
বাসসা নেত্রে বধ্নীয়ান্নেত্রমন্ত্রেণ যত্নতঃ।
পায়য়িত্বা পঞ্চগব্যং মন্ত্রামৃতময়ং শুভম্‌ ॥ ৩ ॥
স্পৃষ্ট্বা তং তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ শ্চাধ্বষট্‌কং বিশোধয়েৎ।
বিষ্ণুতত্ত্বানি সংশোধ্য অভিষেকগৃহং নয়েৎ ॥ ৪ ॥
বর্ণঃ কলাপদং তত্ত্বং মন্ত্রোভুবনমেব চ।
অধ্বষট্‌কমিতি প্রোক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৫ ॥

এইরূপে হোম সমাপন করিয়া কুণ্ডস্থণ্ডিল-দেবতা, দিক্‌পাল-দেবতা ও অঙ্কুরার্পণ-দেবতাসকলকে কলসমধ্যে আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত একতা ভাবনা করিবেন। পরে তন্ত্রবিদ্‌ গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া নেত্রমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা নেত্রদ্বয় বন্ধন করিবেন। তদনন্তর মন্ত্রামৃতময় পঞ্চগব্য পান করাইয়া অধ্বষট্‌ক বিশোধন করাইবেন। অনন্তর বিষ্ণুতত্ত্ব শোধন করিয়া অভিষেক গৃহে লইয়া যাইবেন। বর্ণ, কলা, পদ, তত্ত্ব, মন্ত্র ও ভুবন, এই ছয়টির নাম অধ্বষট্‌ক। বর্ণসমূহের নাম বর্ণাধ্বা, কলাষট্‌কের

বর্ণাধ্বা বর্ণসঙ্ঘাশ্চ কলাধ্বা ষড়্ভিরীরিতা।
পাদাধ্বা পদসমূহঃ স্যাত্তত্ত্বাধ্বা পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৬ ॥
ষট্‌ত্রিংশদেবং তত্ত্বানি ইতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ।
মন্ত্রাধ্বা মন্ত্ররাশিঃ স্যাত্তে হি বৈদিকতান্ত্রিকাঃ ॥ ৭ ॥
ভুবনাধ্বেতি কথিতা ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
শোধয়াম্যমুমধ্বানমমুকস্তেতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥
বেদগর্ভো নমশ্চান্তে মন্ত্ররধ্ববিশোধনে।
নবাহুতী গুরুঃ কুর্য্যাৎ একৈকাধ্ববিশোধনে ॥ ৯ ॥
হস্তে গৃহীত্বা তং শিষ্যমভিষেকগৃহং নয়েৎ।
নিবেশ্য মাতৃকাযন্ত্রে সেচয়েৎ কলসামৃতৈঃ ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণানুভবপূর্ণাত্মা আচার্য্যশ্চানয়েদ্‌ঘটম্।
গোরোচনাপল্লবানি কল্পবৃক্ষধিয়া মৃষন্ ॥ ১১ ॥
শিশোঃ শিরসি সংযোজ্য বিলোমমাতৃকাং জপন্।
মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা কুর্য্যাদ্দেবাভিষেচনম্ ॥ ১২ ॥

নাম কলাধ্বা, পদসমূহের নাম পদাধ্বা, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের নাম তত্ত্বাধ্বা। এইরূপে তত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। মন্ত্ররাশির নাম মন্ত্রাধ্বা এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের নাম ভুবনাধ্বা। অধ্ব-শোধনের মন্ত্র মূলেই লিখিত হইয়াছে। এক এক অধ্বের বিশোধনে নব আহুতির প্রয়োজন ॥ ১-৯ ॥

তদনন্তর গুরু শিষ্যের হস্তধারণপূর্ব্বক অভিষেকগৃহে লইয়া যাইবেন। শিষ্যকে মাতৃকাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কলসের জল দ্বারা স্নান করাইবেন। বিলোমমাতৃকা মন্ত্র জপ করিয়াই ঐ অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ অভিষেক দ্বারা

কৃষ্ণাত্মকস্তু তত্তোয়ং শিব-আদিপদাবধি।
অভিষিঞ্চেত্তেন মন্ত্রী কৃষ্ণাত্মা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥
লতৌষধিকলাভিশ্চ জলং কৃষ্ণাত্মকং ভবেৎ।
তেন তৎসেকমাত্রেণ শিষ্যঃ কৃষ্ণো ন চান্যথা ॥ ১৪ ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা আত্মানং বিষ্ণুসংস্কৃতম্।
ইহ ভুক্ত্বা যথাকামং দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৫ ॥
চন্দনালেপিতাঙ্গশ্চ দ্বিজাশীর্ভিশ্চ সংযুতঃ।
কৃষ্ণাত্মকং দেশিকং তং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬ ॥
নিষীদেৎ সন্নিধৌ তস্য নিয়তো বিনয়ান্বিতঃ।
ন্যাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংন্যস্য যত্নতঃ ॥ ১৭ ॥
দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ।
গণেশাদিমনুং চোক্ত্বা সময়ান্ কথয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১৮ ॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রবীজঞ্চ তচ্ছক্তিং তৎকলামপি।
আত্মানং দর্শয়েৎ সাক্ষাৎ স্বনাম্না তন্ময়ং ততঃ ॥ ১৯ ॥

পবিত্রীকৃত শিষ্য ঐহিক বহুবিধ কামনা-ভোগের অন্তে পরলোকে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। তখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করিবেন। গুরুও শিষ্যের শরীরে ন্যাস করিয়া পূর্ণমানসে দক্ষিণশ্রবণে তিনবার মন্ত্র বলিবেন। অনন্তর গণেশাদি মন্ত্র বলিয়া মন্ত্রের অর্থ, বীজ, শক্তি, কলা প্রভৃতি সমুদয় বলিয়া নিজনামযুক্ত তন্ময় আত্মাকে দর্শন করাইবেন ॥ ১০-১৯ ॥

মন্ত্রকুণ্ডলিদেবানামেকার্থত্বং প্রকাশয়েৎ।
সিদ্ধান্তং বৈষ্ণবং যত্নাদ্‌বোধয়েৎ কৃপয়া গুরুঃ ॥ ২০ ॥
এবঞ্চোপদিশেচ্ছিষ্যং যথা তন্ময়তাং ব্রজেৎ।
যথা গ্রামশতং তোয়ং বিষ্ঠাদিমূত্রদূষিতম্ ॥ ২১ ॥
গঙ্গায়াং মিলিতং তত্তু গঙ্গেব ভবতি ধ্রুবম্।
যথা মাতৃমানমেয়ত্রয়াতীতো ভবেদ্বিভুঃ ॥ ২২ ॥
শিষ্যোঽপি পূর্ণতাং জ্ঞাত্বা গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্বিত্তার্দ্ধং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২৩ ॥
তদর্দ্ধং বা ততো দদ্যাদ্‌যথাশক্ত্যাথ ভক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতেঽনর্থং সমাহরেৎ।
গোভূর্হিরণ্যবস্ত্রাদীন্ গুরবেঽথ নিবেদয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তৎপর গুরু, মন্ত্র, স্থণ্ডিল ও দেবতা—ইহাদিগের একতা প্রকাশ করিবেন,—যাহাতে বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্তসকলে শিষ্যের বোধ জন্মায় সেইরূপ ভাবেই এই কার্য্য করিতে হইবে এবং এমন ভাবে উপদেশ প্রদান করিবেন—যদ্দারা শিষ্য তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ উপদেশ দ্বারা এই হয় যে, সর্ব্ববিধ দূষিত বস্তু গঙ্গায় মিলিত হইলে তাহা যেমন আর দোষদুষ্ট থাকে না—গঙ্গাবৎই হইয়া যায়, সেইরূপ শিষ্য পরিমাতা, পরিমাণ ও পরিমেয়—এই তিনের অতীত বিভুসদৃশ হইয়া যায়। শিষ্যও মন্ত্রগ্রহণের পর নিজেকে পূর্ণজ্ঞানে বিত্তশাঠ্য না করিয়া গুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। গো, ভূমি, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি গুরুকে নিবেদন করিতে হয়।

গুরুপুত্রেঽপি তৎপত্ন্যৈ তচ্ছিষ্যোঽপি স্বশক্তিতঃ।
বস্ত্রালঙ্করণং দদ্যাদ্ ভোজ্যং মিষ্টং যথারুচি ॥ ২৫ ॥
ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাদ্‌বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্।
সাত্বতাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা যথাবিভববিস্তরাৎ॥ ২৬ ॥
ততঃ প্রভৃতি মন্ত্রজ্ঞো গুরুশাসনসংস্থিতঃ ॥
যথা মন্ত্রে তথা দেবে যথা দেবে তথা গুরৌ ॥ ২৭ ॥
পশ্যেদভেদতো মন্ত্রী এবং ভক্তিক্রমো মুনে।
অভক্তিং জনয়ঁল্লোকে দেবতাক্লেশদায়কঃ ॥ ২৮ ॥
ত্রিদিনং নিবসেদ্ভক্ত্যা সিদ্ধয়ে গুরুসন্নিধৌ।
অন্যথা তদ্গতং তেজো গুরুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

গুরুর ন্যায় গুরুপত্নী ও তাঁহার পুত্রাদিকেও বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে রুচি অনুসারে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইবেন। শিষ্য তদবধি গুরুর আদেশ অনুসারে কাজ করিবেন। মন্ত্র, দেবতা ও গুরুকে অভিন্ন ভাবনা করিবেন। তিন দিন গুরুর নিকট বাস করিবেন। অন্যথা শিষ্যগত জ্ঞান পুনরায় গুরুতেই প্রত্যাগত হইবে ॥ ২০-২৯ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়

চৈত্রে মাস্যথবা কৃত্বা শুভর্ক্ষে গুরুশাসনাৎ।
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষে চ মাধবে মাসি তত্তিথৌ ॥ ১ ॥
আরভেদমলায়াং বৈ পুরশ্চর্য্যাং সুসিদ্ধয়ে।
জপহোমৌ তর্পণঞ্চ সেকো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ২ ॥
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
আদৌ পুরস্ক্রিয়াং কর্ত্তুং কুর্য্যাদ্ভূমেঃ পরিগ্রহম্ ॥ ৩ ॥
স্বেচ্ছাচারবিহারায় ততঃ ঊর্দ্ধং ন লঙ্ঘয়েৎ।
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ ॥ ৪ ॥
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা ন স্যাৎ ফলপ্রদঃ।
পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে তথা ॥ ৫ ॥
পুণ্যারণ্যে তথা তীরে সমুদ্রস্য নিজে গৃহে।
তুলসীকাননে রম্যে বিল্বমূলে চ শস্যতে ॥ ৬ ॥

গুরুর আদেশ অনুসারে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত পুরশ্চরণ আরম্ভ করা বিধেয়। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক এবং ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ বলে। পুরশ্চরণের নিমিত্ত অগ্রে ভূমি পরিগ্রহ করিবেন। জীবনহীন দেহী যেরূপ কোনরূপ কর্ম্মক্ষম হয় না, সেইরূপ পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও ফলদায়ী হয় না। পর্ব্বতাগ্রে, নদীতীরে, গোষ্ঠে, দেবালয়ে, পুণ্যারণ্যে, সাগরোপকূলে, নিজগৃহে, তুলসীকাননে ও বিল্বমূলে পুরশ্চরণ প্রশস্ত ॥ ১-৬ ॥

বিষ্ণুক্ষেত্রে চ বিধিবৎ সিদ্ধয়ে জপমারভেৎ ॥
পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচারয়েৎ ॥ ৭ ॥
অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।
সৎকুলস্থানজাতানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাম্ ॥ ৮ ॥
গৃহস্থানাং বদান্যানাং ভিক্ষাশিনোঽগ্রজন্মনাম্।
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকঞ্চ বিহিতন্তথা ॥ ৯ ॥
ফলং ক্রমুককেন্দূনাং বর্জ্জয়ন্ বিহিতং মুনে।
পয়োদধি ফলং বাপি নারিকেলং যথোদিতম্।
হবিষ্যং বা তথাশ্নীয়াৎ শক্তুং যবসমুদ্ভবম্ ॥ ১০ ॥
আম্রমামলকঞ্চৈব মূলকেসরিসম্ভবম্
রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলানাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এথামন্যানি বর্জ্জয়েৎ ॥ ১১
ঐক্ষবং বর্জ্জয়েন্মন্ত্রী শর্করৈক্ষববর্জ্জিতম্।
লবণং ক্ষারমম্লঞ্চ গৃঞ্জনং কাংস্যভোজনম্ ॥ ১২ ॥

সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণুক্ষেত্রে জপ আরম্ভ করিবে। পুরশ্চরণকারী ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবেন। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিলে সেই দোষে সিদ্ধির হানি হইতে পারে। সৎকুলজাত, পবিত্র ও বদান্য গৃহস্থ, ভিক্ষোপজীবী এবং ব্রাহ্মণগণের পক্ষে হবিষ্যান্ন ও শাক বিহিত হইয়াছে। ক্রমুক (গুবাক) ও কেন্দুক ভিন্ন ফলও বিহিত হইয়াছে। দুগ্ধ, দধি, নারিকেল প্রভৃতি বিহিত ফল, যবের ছাতু, রম্ভা, তেঁতুল, কমলা, নাগরঙ্গ—এই সকল দ্রব্য হবিষ্যাশীর ভক্ষণীয়। মন্ত্রী চিনি ভিন্ন অন্য ইক্ষুসম্বন্ধীয় মিষ্টদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। লবণ, ক্ষার, গাঁজর, কাংস্যপাত্র,

তাম্বূলঞ্চ দ্বিভুক্তঞ্চ দুঃসম্ভাষ্যং প্রমত্ততাম্।
শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঞ্চ জপং রাত্রৌ চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১৩॥
ভূশয্যাং ব্রহ্মচারিত্বং মৌনঞ্চাপ্যনসূয়তাম্।
নিত্যং ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম্মবিবর্জ্জিতম্॥ ১৪॥
নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিকীর্ত্তনম্।
নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ॥ ১৫॥
জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ।
নিত্যং সূর্য্যমুপস্থায় তস্য চাভিমুখো ভবেৎ॥ ১৬॥
দেবতাপ্রতিমাদৌ চ বহ্নৌ চাভ্যর্চ্চ্য তন্মুখঃ।
অনির্ব্বেদস্তথাব্যগ্রঃ শাস্ত্রোক্তাচারপালকঃ॥ ১৭॥
স্নানপূজাজপধ্যানহোমতর্পণতৎপরঃ।
নিষ্কামো দেবতায়াঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ॥ ১৮॥

তাম্বূল, দ্বিভোজন, দুষ্টালাপ, শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য ও রাত্রিজপ বর্জ্জন করিবেন॥ ৭-১৩॥ ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচারিত্ব, মৌন, অনসূয়তা, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ক্ষুদ্রকর্ম্ম-পরিবর্জ্জন, নিত্যপূজা, নিত্যদান, দেবতা-স্তুতি কীর্ত্তন, নৈমিত্তিক পূজাদি, গুরু ও দেবতাতে বিশ্বাস ও জপানুষ্ঠান, এই দ্বাদশটি মন্ত্রসিদ্ধিদায়ক ধর্ম্ম। প্রতিদিন সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্বক তদভিমুখেই অবস্থিত থাকিবেন। দেবতা-প্রতিমাদি অভিমুখীন হইয়াই পূজাদি করিবেন। দুঃখবিহীন, অব্যগ্র, শাস্ত্রোক্তাচারপালক, স্নান-পূজা-জপ-ধ্যান-হোম-তর্পণে নিরত এবং নিষ্কাম ও দেবতাতে সর্ব্বকর্ম্মনিবেদক হওয়াই বিধেয়।

এবমাদীংশ্চ নিয়মান্ পুরশ্চরণকৃচ্চরেৎ।
শক্তৌ ত্রিসবনং স্নানং অন্যথা দ্বিঃ সকৃত্তথা ॥ ১৯ ॥
অস্নাতস্য ফলং নাস্তি ন চাতর্পয়তঃ পিতৄন্।
অমেধ্যসম্ভবং দেহং জলাদিক্রিয়শুদ্ধতা ॥ ২০ ॥
তস্মান্মুখ্যং জলস্নানং সর্ব্বেষাং মুনীনাং মতম্।
ন বীক্ষেৎ পতিতং ব্রাত্যং পিশুনং বেদনিন্দকম্ ॥ ২১ ॥
তথানাশ্রমিণং বিপ্রং বিশ্বস্য চ বিনিন্দকম্।
ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাপি সংস্পৃশেৎ।
মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২২ ॥
পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ।
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে বা তঞ্চ চিন্তয়েৎ ॥ ২৩ ॥

এই সকল নিয়ম পুরশ্চরণকারী সর্ব্বদা প্রতিপালন করিবেন। সমর্থ হইলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবেন অথবা অশক্ত পক্ষে দুইবার বা একবার স্নান করিলেও চলিতে পারে ॥ ১৪-১৯ ॥ স্নান বা তর্পণ না করিয়া পূজাদি করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না। এই দেহ স্বভাবতঃ অপবিত্র; জল দ্বারাই ইহার শুদ্ধি হয়। এই জন্যই মুনিগণ জলস্নানকে প্রধান বলিয়া গিয়াছেন। পতিত, ব্রাত্য, পিশুন, বেদনিন্দক, অনাশ্রমী বিপ্র, বিশ্ব-নিন্দক ব্যক্তিকে দর্শন করাও উচিত নয়। "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।" এই শাস্ত্র-বচনানুসারে মাত্র ঋতুকালেই নিজস্ত্রীতে উপরত হইবে, অন্য সময় স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না। এমন কি, তাহার সহিত বাক্যালাপ ও একত্র উপবেশনাদি বর্জ্জন করিবে ॥ ২০-২২ ॥

পর্ব্বতে, সাগরকূলে, পুণ্যারণ্যে বা নদীতীরে পুরশ্চরণ করিলে

দীপস্থানং তথা চোক্তং মুখং পৃষ্ঠঞ্চ মন্ত্রিণঃ।
দীপস্থানে ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা কোটিজাপনৈঃ ॥ ২৪ ॥
পূর্ব্বোত্তরবিভাগেন চতুঃসূত্রং বিপাতয়েৎ।
নবকোষ্ঠং ভবেদেতৎ কূর্ম্মদেহমনুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
পূর্ব্বাদিদিশি মন্ত্রজ্ঞঃ প্রদক্ষিণক্রমেণ তু।
কাদিবর্গান্ লিখেদ্বিদ্বান্ পঞ্চ পঞ্চ বিভাগশঃ ॥ ২৬ ॥
যাদিবর্গং শাদিবর্গং লক্ষমীশে চ সংলিখেৎ।
কূর্ম্মস্যাঙ্গঞ্চ কূর্ম্মঞ্চ কুর্য্যাচ্ছোভাং যথা ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
স্বরাণাং যুগ্মযুগ্মঞ্চ মধ্যে চাষ্টসু দিক্ষু চ।
এবমষ্টাঙ্গবান্ কূর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদীপকঃ ॥ ২৮ ॥

কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয় না। গ্রামে, বাস্তুতে ও গৃহে পুরশ্চরণ করিলে কূর্ম্মচক্রের বিচার করিতে হয়। মন্ত্রীর মুখ ও পৃষ্ঠই দীপস্থান, দীপস্থানেই সিদ্ধি হয়, অন্যথা কোটী জপেও সিদ্ধি হয় না। পূর্ব্বোত্তরবিভাগে চারিটি সূত্র পাতন করিবেন। তাহার মধ্যে নবকোষ্ঠাত্মক কূর্ম্মদেহ অঙ্কিত করিবেন। মন্ত্রজ্ঞ পূর্ব্বাদিদিকে প্রদক্ষিণক্রমে পঞ্চ পঞ্চ বিভাগ অনুসারে ককারাদি বর্গ লিখিবেন। ঈশানে যাদিবর্গ, শাদিবর্গ ও ল ক্ষ লিখিবেন। কূর্ম্মের অঙ্গ ও কূর্ম্ম বিশেষ শোভাযুক্ত করিয়াই নির্ম্মাণ করিবেন। দুইটি দুইটি করিয়া স্বরবর্ণ মধ্যে এবং অষ্টদিকে স্থাপন করিবেন। কূর্ম্ম এরূপ অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া সকলের সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। মধ্যে দীপনাথ অঙ্কিত

দীপনাথং লিখেন্মধ্যে পূজয়েত্তং বিভাবয়ন্।
যস্যাং দিশি গ্রামনামাদ্যক্ষরং দৃশ্যতে তথা ॥ ২৯ ॥
কূর্ম্মবক্ত্রঞ্চ জানীয়াত্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা।
বক্ত্রপার্শ্বে চ কোষ্ঠে দ্বে করৌ কূর্ম্মস্য বিদ্ধি হি ॥ ৩০
মধ্যে কুক্ষী উভে জ্ঞেয়ৌ পাদৌ দ্বৌ শেষপুচ্ছকম্।
এবং কূর্ম্মং বিজানীয়াদ্দীপচক্রবিবেচকঃ ॥ ৩১ ॥
মুখে সিদ্ধির্ভবেন্নূনং মধ্যে শুদ্ধিশ্চ জায়তে।
উদাসীনঃ করস্থশ্চ কুক্ষিস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২ ॥
পাদস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ।
পুচ্ছে মৃত্যুর্ভবেন্নূনমেবং কূর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৩৩ ॥
মন্ত্রাক্ষরেণ মন্ত্রঞ্চেৎ কূর্ম্মনাম্না ভবেদ্‌যদি।
সাধকস্য চ নাম্নাথ কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রিণঃ ॥ ৩৪ ॥

করিয়া তাহার পূজা করিবেন। যে দিকে গ্রামনামাদি অক্ষর পতিত হইবে, সেই দিকেই কূর্ম্মের মুখ জানিতে হইবে। এই স্থানে অত্যুত্তম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৩-৩০ ॥ মুখপার্শ্বস্থ দুই কোষ্ঠ কূর্ম্মের কর জানিবে। মধ্যে উদর এবং তৎপার্শ্বে পাদদ্বয় জানিবে। শেষ অংশই কূর্ম্মের পুচ্ছ। দীপচক্র বিবেচক ব্যক্তি এইরূপেই কূর্ম্মকে জানিবেন। মুখে সিদ্ধিলাভ হয় এবং মধ্যে শুদ্ধি জানিতে হইবে। করস্থ হইলে উদাসীন এবং উদরস্থ হইলে দুঃখভোগ করেন। পাদস্থ হইলে মন্ত্রী বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা প্রপীড়িত হন। পুচ্ছে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মন্ত্রাক্ষর ও কূর্ম্মনাম যদি এক হয়, অথবা উহা যদি সাধকের নামের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রী সকল

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপেণ ক্ষেত্রেশা বিশ্ববিগ্রহাঃ।
তস্মাচ্চ সগুণং ক্ষেত্রং সিদ্ধয়ে স্যান্ন চান্যথা ॥ ৩৫ ॥
বিগুণক্ষেন্মুখস্থোঽপি কোষ্ঠেন সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাচ্চক্রং বিচার্য্যৈবং মিত্রঞ্চেৎ সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৬ ॥
যস্মিন্ দেশে দীপপতিঃ সগুণং নামমন্ত্রয়োঃ।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং সপীঠো দুর্লভো মতঃ ॥ ৩৭ ॥
রুদ্রাক্ষৈরপি ভদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবকুচন্দনৈঃ।
স্ফটিকৈশ্চ প্রবালৈশ্চ কুশগ্রন্থিভবৈস্তথা ॥ ৩৮ ॥
তথামলকসম্ভূতৈস্তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতৈঃ।
এভিশ্চ মালিকাং কুর্য্যান্মতিমান্ বৈষ্ণবে মনৌ ॥ ৩৯ ॥
রুদ্রাক্ষসম্ভবা যা তু অনন্তফলদা মতা।
পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমনুসিদ্ধিদা ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধিই লাভ করিতে পারেন। বিশ্ববিগ্রহ, ক্ষেত্রেশ, সকল পঞ্চাশদ্বর্ণরূপেই বিরাজ করেন। অতএব নিগুণক্ষেত্র সিদ্ধিই প্রদান করিয়া থাকে। উহা বিগুণ হইলে মুখস্থ হইয়াই কষ্টেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে চক্রবিচারে মিত্র হইলে সকল সিদ্ধিই পাওয়া যায়। যে দেশে দীপপতি, নাম ও মন্ত্রের সগুণ, সেই স্থানে যত্নপূর্ব্বক গমন করা উচিত, কারণ সেইরূপ পীঠ অতি দুর্লভ ॥ ৩১-৩৭ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৈষ্ণবমন্ত্রে রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, পুত্রজীব, কুচন্দন, স্ফটিক, প্রবাল, কুশগ্রন্থি, আমলকী বা তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিবেন। তন্মধ্যে রুদ্রাক্ষসম্ভূত মালা অনন্তফলপ্রদায়িকা, পুণ্ডরীকভবা মালা গোপালমন্ত্রসিদ্ধিদা,

জীবপুত্রভবা যা তু পুত্রং বিতনুতে চিরাৎ।
কুচন্দনভবা মালা রাজ্যভোগাপবর্গদা ॥ ৪১ ॥
প্রবালনির্ম্মিতা যা তু সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করী।
কুশগ্রন্থিভবা মালা ধর্ম্মবৃদ্ধিকরী মতা ॥ ৪২ ॥
তুলসীসম্ভবা যা তু মোক্ষং বিতনুতেঽচিরাৎ।
অষ্টোত্তরশতৈর্ম্মালা নির্ম্মিতা যা তু মালিকা ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং বিতনুতে নৃণাং দেহান্তে মোক্ষদায়িনী।
মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশত্যা পুত্রার্থী ত্রিংশতা জপেৎ ॥ ৪৪ ॥
চত্বারিংশন্মণিভবা অভিচারায় কেবলং।
পঞ্চাশন্মণিভির্ম্মালা সর্ব্বকর্ম্মপ্রসাধিকা ॥ ৪৫ ॥
অকারাদিক্ষকারান্তা চাক্ষমালা প্রকীর্ত্তিতা।
ক্ষান্তং মেরুমুখং তত্র কল্পয়েন্মুনিসত্তম ॥ ৪৬ ॥

জীবপুত্রভবা মালা পুত্রদা, কুচন্দনভবা মালা রাজ্যভোগমোক্ষদা, প্রবালনির্ম্মিতা মালা সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করী, কুশগ্রন্থিভবা মালা ধর্ম্মবৃদ্ধিকরী, তুলসীসম্ভূতা মালা মুক্তিদায়িনী। যে মালা অষ্টোত্তরশত সংখ্যাতে নির্ম্মিত হয়, তাহা মনুষ্যকে ইহলোকে রাজ্যদান ও অন্তে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। মোক্ষার্থী পঞ্চবিংশতি এবং প্রার্থী ত্রিংশৎসংখ্যক মালায় জপ করিবেন। অভিচারার্থী চত্বারিংশৎ সংখ্যক মালায় জপ করিবেন। পঞ্চাশৎ সংখ্যক মালায় সকল কাজ সিদ্ধ হয়। অক্ষমালা অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসংখ্যক হইবে। ক্ষান্তই মেরুমুখরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

অনয়া সর্ব্বমন্ত্রাণাং জপঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ।
নিত্যং জপং করে কুর্য্যান্ন তু কাম্যমবোধনাৎ ॥ ৪৭ ॥
আরভ্যানামিকামধ্যাৎ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং জপেদ্দশসু পর্ব্বসু ॥ ৪৮ ॥
গোপালতন্ত্রমন্ত্রাণাং করমালেয়মীরিতা।
কার্পাসসম্ভবং সূত্রং পুণ্যস্ত্রীভির্ব্বিনির্ম্মিতং ॥ ৪৯ ॥
অথবা পট্টসূত্রেণ স্বর্ণসূত্রেণ বা তথা।
অনিমাদিকমোক্ষান্তাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বর্ণসূত্রকে ॥ ৫০ ॥
পট্টসূত্রং বশ্যকরং ধনপুত্রবিবর্দ্ধনং।
কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং ॥ ৫১ ॥
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েচ্ছিল্পশাস্ত্রতঃ।
মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিয়োজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

এই মালাতে যে কোন মন্ত্র জপ করিতে পারা যায়, তাহারই সিদ্ধি হইয়া থাকে। নিত্যজপ করেই করা যাইতে পারে। অনামিকার মধ্য হইতে পরিবৃত্তিক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশটি পর্ব্বে জপ করিবেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

ইহাই গোপালতন্ত্রোক্ত মন্ত্রের করমালা। পুণ্যস্ত্রীসূত্রনির্ম্মিত কার্পাস বা পট্টসূত্র অথবা স্বর্ণসূত্র দ্বারা মালা গাঁথিবে। স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত মালায় জপ করিলে অনিমাদি মোক্ষান্ত সকল সিদ্ধিই লাভ হয়। পট্টসূত্র-গ্রথিত মালা বশ্যকর এবং ধন-পুত্রের বৃদ্ধিকারক, কার্পাসসূত্র-গ্রথিত মালা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষ-প্রদ ॥ ৫১ ॥ ত্রিগুণ সূত্রকে আবার ত্রিগুণীকৃত করিয়া শিল্প-শাস্ত্রানুসারে মালা গাঁথিবে। মালাগুলির মুখে মুখ এবং

গোপুচ্ছসদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভাঃ।
এবং নির্ম্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তম ৫৩ ॥
অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কল্পয়েৎ।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকাং মূলমুচ্চরন্ ॥ ৫৪ ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ।
ক্ষালয়েদীশসূক্তেন লিম্পেত্তৎ পুরুষেণ তু ॥ ৫৫ ॥
গন্ধৈরনল্পৈর্ম্মতিমান্ অঘোরেণ তু ধূপয়েৎ।
অঘোরেণৈব শূক্তেন শতান্যানন্ত মন্ত্রয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
বামদেবেন সূক্তেন সমীকুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
একৈকমালামাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
একৈকমাতৃকাবর্ণান্ গ্রথনাদৌ তু সংজপেৎ।
তৎ-সজাতীয়মেকাক্ষমেবঞ্চ ত্রিঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

পুচ্ছে পুচ্ছ সংযুক্ত করিয়া গাঁথিবে। গোপুচ্ছসদৃশী অথবা সর্পাকৃতি মালা বিশেষ শুভপ্রদা। উত্তম সাধক এইরূপে মালা প্রস্তুত করিয়া তাহার শোধন করিবে। নবাষ্ট অশ্বত্থপত্র লইয়া পদ্মাকার কল্পনা করিবে। মাতৃকাক্ষর ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তন্মধ্যে মালাটি রাখিবে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া সামান্যার্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক ঈশসূক্ত মন্ত্রদ্বারা মালা ধৌতকরণ, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা গন্ধ লেপন, অঘোরসূক্ত মন্ত্রদ্বারা ধূপন এবং বামদেবসূক্ত দ্বারা সমীকরণ করিবে। এক একটি মালা লইয়া ব্রহ্মগ্রন্থি-কল্পনা করিবে। গ্রন্থনের আদিতে এক একটি মাতৃকাবর্ণ জপ করিবে। এইরূপে মালা গ্রন্থন করিয়া পদ্মের উপরে স্থাপন

এবং সংগ্রথিতাং মালাং পুনঃ পদ্মোপরি ন্যসেৎ।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবং যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ৫৯ ॥
মন্ত্রয়েন্মূলমন্ত্রেণ ক্রমেণোৎক্রমযোগতঃ।
তথৈব মাতৃকাবর্ণৈর্ম্মন্ত্রয়েন্মন্ত্রতন্ত্রবিৎ ॥ ৬০ ॥
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন পুনরীশেন সূক্ততঃ।
পুনর্ব্বিলিপ্য গন্ধেন জপেন্মন্ত্রং যদৃচ্ছয়া ॥ ৬১ ॥
নান্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ।
কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ধুননং বহুদুঃখকৃৎ ॥ ৬২ ॥
শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টো বিনাশকৃৎ।
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্যত্নপরো ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥
জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চস্থানে চ বিন্যসেৎ।
ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা ॥ ৬৪ ॥
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
ইত্যুক্ত্বা পরিপূজ্যাথ গোপয়েদ্ যত্নতো যতী ॥ ৬৫ ॥

করিবে। ঐ স্থানে দেবতার আবাহন ও বিভবানুসারে পূজা করিবে। পরে মূল ও মাতৃকাবর্ণমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণ, ঈশসূক্ত দ্বারা মালাকে পুনর্ব্বার গন্ধবিলেপন করিয়া যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রী অপর কোন মন্ত্র জপ করিবে না। মালা কম্পন ও বিধুননও অনুচিত। কম্পনে সিদ্ধির হানি এবং ধুননে বহু দুঃখ হয়। শব্দ হইলে রোগ, করভ্রষ্ট হইলে বিনাশ, সূত্র ছিন্ন হইলে মরণ হয়। অতএব বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। জপের ঐ মালা কর্ণে বা কোন উচ্চদেশে স্থাপন করিবে। পরে হে মালে, তুমি সকল দেবতার সকল সিদ্ধিই প্রদান করিয়া থাক। হে মাতঃ, তুমি আমাকেও সিদ্ধি প্রদান কর। এই

মালাং মন্ত্রঞ্চ মুদ্রাঞ্চ পশুভ্যো ন প্রকাশয়েৎ।
প্রকাশনে কার্য্যহানিরিত্যুক্তং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৬৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ জপাচ্ছতগুণং ভবেৎ।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রূচ্চাটনকারকম্ ॥ ৬৭ ॥
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাযোগান্মন্ত্রসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগাদুচ্চাটোৎসাদনে মতে ॥ ৬৮ ॥
জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠাযোগেন শত্রূণাং নাশনং মতম্।
ইতি তে কথিতো বিদ্বন্ মালায়াঃ পরিনির্ণয়ঃ ॥ ৬৯
শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমন্যথা দ্বিঃসকৃত্তথা।
ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনং তৎসমং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥

বলিয়া মালার পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে। তন্ত্রবিদ্গণ বলেন, মালা, মন্ত্র ও মুদ্রা পশুর নিকট প্রকাশ করিবে না; প্রকাশ করিলে কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা জপ করিলে শত গুণ ফললাভ হয়। ঐরূপ জপেই শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাসংযোগে জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি সুনিশ্চিত। অনামিকাযোগে জপ করিলে উচ্চাটন ও উৎসাদন এই দ্বিবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-যোগে জপ করিলে শত্রুসকলের বিনাশ হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! যেরূপে মালা জপ করিলে যে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, এই আমি তোমার নিকট সবিস্তার নির্ণয়পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করিলাম ॥—৬৯ ॥

শক্তি থাকিলে ত্রিসন্ধ্যা, না হয় দুই বা একবার স্নান এবং

একদা বা ভবেৎ পূজা ন জপেৎ পূজনং বিনা।
প্রাতঃকালেঽথবা পূজা জপান্তে বা যজেদ্ধরিম্ ॥ ৭২ ॥
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি।
পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ॥ ৭২ ॥
সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে।
মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ প্রোতানি চ বিভাবয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
তামেব পরমে ব্যোম্নি পরমামৃতবৃংহিতাম্।
দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্বিনা ॥ ৭৪ ॥
মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকপঙ্ক্তিবৎ ॥ ৭৫ ॥
জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্ ॥ ৭৬ ॥

ত্রিসন্ধ্যা বিহিত বিধানে জপ ও পূজা করিবে। অথবা একবারও পূজা করিতে পারে। পূজা না করিয়া জপ করা বিধেয় নহে। অথবা প্রাতঃকালে পূজা বা জপের পর হরির অর্চ্চনা করিবে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল অবধি জপ করিতে হইবে। কেবল বর্ণরূপী মন্ত্রসকল পশুভাবে অবস্থান করে। সুষুম্নাপথে উচ্চারিত হইলে তাহাদের প্রভুত্ব সংঘটিত হয়। মন্ত্রের অক্ষরসকল চিচ্ছক্তিতে সন্নিবদ্ধ এবং সেই চিচ্ছক্তি পরমাকাশে সংশ্লিষ্ট ও সেই হেতু পরমামৃতযোগে সর্ব্বথা পরিপুষ্ট হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। পূজা ও হোমাদি না করিলেও সেই চিচ্ছক্তি স্বকীয় মহিমা সবিশেষ প্রদর্শন করেন।

উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ॥ ৭৭।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ ৭৮॥
মানসাদিত্রিভির্ভেদৈঃ কথিতং জপলক্ষণম্।
মানসঃ সিদ্ধিকামানামুপাংশুঃ পুষ্টিমিচ্ছতাম্॥ ৭৯॥
বাচিকো মারণে শস্তঃ কথিতং জপলক্ষণম্।
এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ॥ ৮০॥
দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ।
সফলং তদ্বিভাব্যৈবং প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চরেৎ॥ ৮১॥

বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহরণ ও মন্ত্রের অর্থ একতানচিত্তে পরিকলনপূর্ব্বক মুক্তাপঙ্‌ক্তির ন্যায় জপ করিবে। জপকালে দ্রুত বা বিলম্ব করিবে না। অক্ষরসকলের আবৃত্তিকে জপ বলে। মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক ভেদে জপ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বর্ণ, স্বর ও পদযুক্ত অক্ষরসকল উচ্চারণ করাকে মানসিক জপ বলে। তৎকালে দেবতাগতচিত্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে জিহ্বা ও ওষ্ঠের চালনা করিতে হইবে। কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, এইরূপে জপ করার নাম উপাংশু জপ; আর বাক্যদ্বারা মন্ত্র-উচ্চারণ করার নাম বাচনিক জপ। এইরূপ মানসাদি ত্রিবিধভেদে জপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিদ্ধিকামগণের পক্ষে মানস-জপ, পুষ্টিকামগণের উপাংশু-জপ এবং মারণে বাচনিক জপ প্রশস্ত। প্রথমে এইরূপ বিধানে তেজোরূপ জপ করিয়া দেবতার দক্ষিণ

জপস্যাদৌ তথা চান্তে ত্রিতয়ং ত্রিতয়ঞ্চরেৎ।
ন ন্যূনং নাধিকং বাপি জপং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে ॥ ৮২ ॥
যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদাত্তু তদা ন ফলমাপ্নুয়াৎ।
ন্যূনে ন্যূনাঙ্গদোষঃ স্যাদধিকে চাধিকাঙ্গকম্ ॥ ৮৩
যথাবিধিকৃতানীহ ফলন্ত্যেতান্যবশ্যতঃ।
জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোমযেত্তদ্দশাংশতঃ ॥ ৮৪ ॥
তর্পণং সেকমিত্যেবং তত্তদ্দশাংশতো মুনে।
প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ন্যূনাধিকপ্রশান্তয়ে ॥ ৮৫ ॥
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবম্।
গোষু শুশ্রূষণং কুর্য্যাদ্গোভ্যোঽপি যবসপ্রদঃ ॥ ৮৬ ॥

হস্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যবারির সহিত তাহা সমর্পণ এবং সফল হইয়াছে ভাবিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। জপের প্রথমে ও শেষে তিন তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। প্রতিদিন ন্যূন বা অধিক পরিমাণে জপ করিবে না। প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ করিলে ঈপ্সিত ফললাভের ব্যাঘাত হইবে, অর্থাৎ ন্যূন করিয়া জপ করিলে ন্যূনাঙ্গদোষ ও অধিক করিয়া জপ করিলে অধিকাঙ্গদোষ সংঘটিত হয়। যথাবিধি জপ করিলে অনায়াসে ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৭০-৮৩ ॥

মন্ত্র-সাধন-নিরত ব্যক্তি প্রতিদিন জপান্তে সেই জপের দশাংশ হোম করিবে। হে মুনে! তর্পণ ও অভিষেকও তাহার দশাংশ ক্রমে করিতে হইবে। নূন্যাধিক দোষশান্তির জন্য প্রতি-দিন ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। কেন না, ব্রাহ্মণভোজন করাইবামাত্র অঙ্গহীনও সাঙ্গ হইয়া থাকে। গোগণের শুশ্রূষা ও

গোষপি প্রীয়মাণাসু গোপালোহয়ং প্রসীদতি।
কর্ম্মান্তে সংস্মরেৎ কৃষ্ণমন্তঃকরণশুদ্ধয়ে ॥ ৮৭ ॥
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সর্ব্ববিঘ্ননিকৃন্তনম্।
অথবা লক্ষপূর্ণৌ চ হোমাদিকৃত্যমাচরেৎ ॥ ৮৮ ॥
সংপূর্ণায়াং প্রতিজ্ঞায়াং তর্পণাদি তথাচরেৎ।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নং যদ্রাত্রৌ ভুঞ্জেদকুৎসয়ন্ ॥ ৮৯ ॥
যদন্না দেবতা যস্য তদন্নঃ পুরুষো ভবেৎ।
শয়ীত শুভশয্যায়াং কম্বলে বা কুশাস্তরে ॥ ৯০ ॥
এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদ্যাবৎ সাঙ্গং ব্রতং ভবেৎ।
হোমঞ্চ পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ পায়সৈরথবাম্বুজৈঃ ॥ ৯১ ॥

তাহাদিগকে যবস প্রদান করিবে। গোসকল প্রীত হইলে গোপালরূপী বাসুদেব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কর্ম্মান্তে অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য কৃষ্ণের স্মরণ ও সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিনাশের জন্য নাম-সংকীর্ত্তন করিবে। অথবা লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইলে তর্পণাদি করিবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত অন্ন, কোনরূপ নিন্দা না করিয়া, রাত্রিতে ভোজন করিবে। কেন না, যাহার দেবতার যে অন্ন, সেই পুরুষ সেই অন্নই ভোজন করিবে, ইহাই ব্যবস্থা। কুশশয্যায় অথবা কম্বলে, কিংবা কুশাস্তরে শয়ন করিবে। ব্রতের সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ করিতে হইবে। পায়স অথবা পদ্মদ্বারা পূর্ব্ববৎ হোম করিবে ॥ ৮৪-৯১ ॥

হোমাভাবে জপং কুর্য্যাদ্ধোমসংখ্যাচতুগু´ণম্।
ষড়্গুণং চাষ্টগুণিতং যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৯২ ॥
শূদ্রস্য বিপ্রভৃত্যস্য তৎপত্নীসদৃশো জপঃ।
হোমশূন্যস্য বিপ্রস্য যো জপঃ স তু তৎস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
দশাক্ষরং মন্ত্রবরং সিদ্ধয়ে দশলক্ষকম্।
জপ্ত্বা তদন্তে হোমোঽপি বিধিনা কর্ম্ম চাচরেৎ॥ ৯৪ ॥
দশাক্ষরং জপেন্মন্ত্রী সহস্রদশকং জপেৎ।
প্রত্যহং মুখ্যকল্পোঽয়মন্যং ন্যূনমুদাহৃতম্ ॥ ৯৫ ॥
অষ্টাদশার্ণং মন্ত্রঞ্চ পঞ্চলক্ষং জপেত্ততঃ।
কৃত্যমেবং সমুদ্দিষ্টমন্যত্তৎকল্পসংগ্রহাৎ ॥ ৯৬ ॥
তর্পণঞ্চ ততঃ কুর্য্যাত্তীর্থোদৈশ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ।
জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ ॥ ৯৭ ॥

হোমের অভাবে হোমসংখ্যার চতুগু´ণ, ষড়্গুণ অথবা অষ্ট-গুণ জপ করিবে। দ্বিজগণের পক্ষে এইরূপ নিয়ম। বিপ্রভৃত্য শূদ্র বিপ্রপত্নীর সমপরিমাণে জপ করিবে। হোমশূন্য বিপ্রের যে পরিমাণে জপ করা বিহিত, তাঁহার পত্নী সেইরূপ জপ করিবেন।

দশাক্ষর-মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য দশলক্ষ জপ করিয়া তাহার অব-সানে যথাবিধি হোমাদি করিতে হইবে। মন্ত্রী প্রত্যহ দশাক্ষর-মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিবে। ইহাই মুখ্য-কল্প। ইহার অন্যথা হইলে ন্যূন বা গৌণ-কল্প বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অনন্তর অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্রবর পাঁচ লক্ষ জপ করিবে। এইরূপ বিধানই আদিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর কর্পূরমিশ্রিত তীর্থসলিলে তর্পণ করিবে।

সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবারসমন্বিতম্।
একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৯৮ ॥
ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বং কৃষ্ণমিত্যপি ॥ ৯৯ ॥
তর্পয়াম্যহমিত্যুক্ত্বা নমোঽন্তস্তর্পণো মনুঃ।
তর্পণস্য দশাংশেন অভিষেকং তথাচরেৎ ॥ ১০০ ॥
ন্যাসানশেষান্ কৃত্বা বৈ তদভেদেন পূজয়েৎ।
কৃষ্ণাত্মানং স্বমাত্মানং ধ্যাত্বা রশ্মিসমন্বিতম্ ॥ ১০১ ॥
কুসুমং তোয়মেকঞ্চ কুশং সুগন্ধিমিশ্রিতম্।
জলাঞ্জলিং সমাদায় মূলমুচ্চার্য্য সাধকঃ ॥ ১০২ ॥
শ্রীকৃষ্ণমভিষিঞ্চামি নম ইত্যভিষিঞ্চয়েৎ।
অভিষেকদশাংশেন ব্রাহ্মণান্ পরিতর্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

তৎকালে জলমধ্যে সপরিবার দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আবাহন ও উদকমিশ্রিত পাদ্যাদি দ্বারা বিহিত বিধানে পূজা করিয়া, ভক্তি-সহকারে একৈক অঞ্জলি জল দিয়া, পরিবারদিগের তর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর হোমের দশাংশ ক্রমে পুরুষোত্তমের তর্পণ করিবে। যথা—"ক্লীঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহং নমঃ।" অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিতেছি, তাঁহাকে নমস্কার। তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিয়া, সমুদায় ন্যাস শেষ করিয়া অভেদবিধানে কৃষ্ণাত্মা ও স্বকীয় আত্মার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তৎকালে একটি কুসুম, কুশ ও সুগন্ধিপরিমিশ্রিত জলাঞ্জলি গ্রহণ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণং অভিষিঞ্চামি নমঃ" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিবে ও অভিষেকের দশাংশে ব্রাহ্মণগণের পরিতৃপ্তি বিধান করিতে হইবে ॥ ৯২-১০৩ ॥

ক্ষীরখণ্ডাজ্যভোজ্যৈশ্চ বহুমানপুরঃসরম্।
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০৪ ॥
সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিপ্রান্ তে চ কৃষ্ণতনুর্যতঃ।
যত্র ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজস্তুষ্ট্যা তত্র ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৫ ॥
যত্র ভুঙ্‌ক্তে শ্রিয়ঃকান্তস্তত্র ভুঙ্‌ক্তে জগত্রয়ম্।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ॥ ১০৬ ॥
গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ ॥ ১০৭ ॥
মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বহুভিঃ সহ।
এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতম্ ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গোতমীয়তন্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও ভোজ্যদ্রব্য প্রদান পুরঃসর বহুমান সহকারে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে তৎক্ষণাৎ অঙ্গহীনও সাঙ্গ হইয়া থাকে। যেহেতু, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের শরীর। সেই জন্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। যেখানে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করেন, সেখানে স্বয়ং হরি ভোজন করিয়া থাকেন। আবার যেখানে শ্রীপতি ভোজন করেন, সেখানে ত্রিজগৎ ভোজন করিয়া থাকে। গুরুকে ভোজন ও আচ্ছাদন প্রভৃতি সহকারে দক্ষিণা দিবে। গুরুর সন্তোষমাত্রই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে: তন্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়াছেন, গুরুই এ সকলের মূল। বহুবিধ মিষ্টান্নের আয়োজন করিয়া, বুধগণের সহিত ভোজন করিবে। এইরূপে সিদ্ধমন্ত্র হইলে মন্ত্রীর সকল অভীষ্টই সাধিত হয় ॥ ১০৪-১০৮ ॥

ইতি গোতমীয়তন্ত্রে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ

এবং নিত্যক্রমং কৃত্বা নৈমিত্তিকমথাচরেৎ।
কৃতে নৈমিত্তিকে বিপ্র নিত্যস্য পূর্ণতা ভবেৎ ॥ ১
অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদনুষ্ঠানশতৈরপি।
মথুরায়াং মহাক্ষেত্রে বসন্ কৃষ্ণং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২ ॥
লক্ষমাত্রং জপেন্মন্ত্রং মণ্ডলাদীপ্সিতং ভবেৎ।
মন্দরস্য মহারণ্যে সরলদ্রুমকাননে ॥ ৩ ॥
পুষ্পৈর্বন্যসমুদ্ভূতৈর্দুগ্ধাশী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষমাত্রং জপন্ ভক্ত্যা কৃষ্ণং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, এইরূপে নিত্য-কর্ম্ম করিয়া নৈমিত্তিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। হে বিপ্র! নৈমিত্তিকের অনুষ্ঠান করিলে নিত্য-কর্ম্ম পূর্ণ হইয়া থাকে। অন্যথা শত শত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। মহাক্ষেত্র মথুরায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক কৃষ্ণের বিধানানুসারে অর্চ্চনা ও লক্ষমাত্র মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্টলাভ হইয়া থাকে। মন্দরপর্ব্বতস্থ মহারণ্যে সরলবৃক্ষের কাননে অধিষ্ঠান ও দুগ্ধপান করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম জয়সহকারে বনজ পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণকে দেখিতে পায়া যায় ॥ ১-৪ ॥

বৃন্দাবনগতো মন্ত্রী দ্বাত্রিংশৎস্থানমাশ্রিতঃ।
লক্ষং কৃত্বা জপেদ্ভক্ত্যা অণিমাদিগুণাঁল্লভেৎ ॥ ৫ ॥
সমুদ্রগাসরিন্মধ্যে কুট্টিমে নিবসন্ ব্রতী।
দুগ্ধাহারো জপেল্লক্ষং পাপং কোটিভবোদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বাক্‌সিদ্ধিঞ্চাপি বিন্দতি।
পর্ব্বতাগ্রে যজেৎ কৃষ্ণং শাকমূলফলাশনঃ ॥ ৭ ॥
লক্ষং তত্রাপি সংজপ্য খেচরীমেলনং ভবেৎ।
সমুদ্রে বা নদীতীরে তুলসীকাননে বসন্ ॥ ৮ ॥
লক্ষমাত্রং জপেত্তত্র কোটিজন্মাঘনাশনম্।
পুণ্ডরীকবকৈঃ কৃষ্ণং মাসমেকং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণি করস্থানি লভেদ্ধ্রুবম্।
তুলাস্থে ভাস্করে পদ্মৈর্হ্নেদ্দশসহস্রকম্ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রী বৃন্দাবনে গমন ও দ্বাত্রিংশৎ স্থান আশ্রয় করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক লক্ষবার জপ করিলে অণিমাদি গুণসকল লাভ করে। মননপরায়ণ হইয়া সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী মধ্যে কুট্টিমে উপবেশন করিয়া দুগ্ধাহারসহকারে লক্ষ জপ করিলে কোটি-জন্মের পাপ বিনষ্ট এবং বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাক, মূল ও ফল ভক্ষণপূর্ব্বক পর্ব্বতশিখরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা সহকারে লক্ষ জপ করিলে খেচরীমেলক হইয়া থাকে। সমুদ্রে, নদীতীরে অথবা তুলসী-কাননে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক লক্ষমাত্র জপ করিলে কোটিজন্মের পাপ ধ্বংস হয়। পুণ্ডরীক ও বকপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণের আরাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ নিশ্চয়ই করস্থ করিতে

লক্ষ্মী স্থিরা ভবেত্তস্য পুত্রপৌত্রানুযায়িনী।
শ্রীপুষ্পৈর্জ্জুহুয়ান্নিত্যং বৈশাখে মাসি দুগ্ধপঃ॥ ১১॥
সর্ব্বপাপক্ষয়করঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রবর্দ্ধকঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি ভক্ত্যা তং পুরুষর্ষভম্॥ ১২॥
শ্রীজলৈস্তর্পয়েৎ কৃষ্ণং মৎস্তণ্ডীচন্দ্রসংযুতৈঃ।
অষ্টোত্তরশতং কৃত্বা পূজান্তে ভক্তিতৎপরঃ॥ ১৩॥
মণ্ডলাল্লভতে সিদ্ধিং দুষ্করাং সুকরাং তু বা।
যদ্‌যৎ কাময়তে মন্ত্রী অনায়াসাল্লভেচ্চ তৎ॥ ১৪॥
দুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈর্নিত্যমষ্টোত্তরশতং শতম্।
তর্পয়ন্নখিলান্ কামান্ লভেন্মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥ ১৫॥

পারা যায়। ভাস্কর তুলারাশিতে গমন করিলে পদ্মপ্রদানপূর্ব্বক দশ হাজার হোম করিলে তাহার লক্ষ্মী স্থির ও পুত্র-পৌত্রের অনুযায়িনী হইয়া থাকে। বৈশাখমাসে নিত্য দুগ্ধপান করিয়া শ্রীপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয় এবং সমুদায় দেবতা ভক্তিসহকারে সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া থাকেন। মৎস্তণ্ডী অর্থাৎ খাঁড় (গুড়) ও কর্পূরসংযুক্ত শ্রীজলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিবে। ভক্তিতৎপর হইয়া অষ্টোত্তর-শতবার জপপূর্ব্বক তর্পণ করিলে পূজান্তে সুকর দুষ্কর সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ হয় এবং সাধকের সকল কামনাই সহজে পূর্ণ হইয়া থাকে। দুগ্ধবুদ্ধিতে জলদান করিয়া নিত্য অষ্টোত্তরশত জপ করিলে সমগ্র কামনা পূর্ণ ও মোক্ষলাভ হয়।

কুশপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য মাসমাত্রং নিরাময়ঃ।
যশসে ধর্ম্মবৃদ্ধ্যৈ চ ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
হয়ারিকুসুমৈঃ শুক্লৈর্ম্মণ্ডলাদ্বাঞ্ছিতং ভবেৎ।
তথা রক্তাশ্বমারেণ অচলাং ভূতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭ ॥
তথা দ্বাভ্যাং সমভ্যর্চ্চ্য ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি।
গোষু ভক্তিঃ সদা কার্য্যা গোষু কণ্ডূয়নং তথা ॥ ১৮ ॥
গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালঃ সংপ্রসীদতি।
ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শেষজন্মনাম্ ॥ ১৯ ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈব মহাবাহো নৈমিত্তিকমিদং স্মৃতম্।
এতেষাঞ্চৈকমাত্রন্ত কৃত্বা কাম্যানি সাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কুশপুষ্প দ্বারা একমাস আরাধনা করিলে নীরোগ হওয়া যায়। ব্রহ্মচারীর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ হয়ারিপুষ্প দ্বারা আরাধনায় যশ ও ধর্ম্মবৃদ্ধি-সহকারে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ এবং রক্তবর্ণ হয়ারিকুসুম দ্বারা অর্চ্চনায় অবিচলিত ভূতিলাভ হয়। ঐরূপ দ্বিবিধ হয়ারিকুসুম দ্বারা আরাধনায় ভুক্তি-মুক্তি উভয়ই পাওয়া যায়। গোগণের প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি ও তাহাদের কণ্ডূয়ন দূর করিবে। কারণ, গো-সকল প্রসন্ন হইলে স্বয়ং গোপাল বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে মহাবাহো! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীজাতি, ইহাদের এইপ্রকার নৈমিত্তিককর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্রের অনুষ্ঠান করিয়া কাম্য-কর্ম্মের সাধনা করিবে ॥ ৫-২০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

ত্রিকালাভ্যর্চ্চনং বক্ষ্যে গোবিন্দস্য যথাবিধি।
মন্ত্রয়োরুভয়োঃ কার্য্যমন্যেষাঞ্চ তদাত্মনঃ॥ ১॥
কলায়কুসুমশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বার্ষিকঞ্চ শিশুং মুগ্ধমাসীনং পদ্মবিষ্টরে॥ ২॥
ভঙ্গবিদ্রুমবিম্বাভকরপাদাধরোজ্জ্বলম্।
গুড়ালকচয়াচ্ছন্নমুখেন্দুগ্রহসংযুতম্॥ ৩॥
কুন্দেন্দুকাশসঙ্কাশহারভাসিতদিঙ্মুখম্।
রাজদন্তদ্বয়াভাসনিন্দিতানেকমৌক্তিকম্॥ ৪॥

নারদ বলিলেন, সম্প্রতি গোবিন্দের ত্রিকালবিহিত অর্চ্চনা-বিধি যথানিয়মে কীর্ত্তন করিতেছি। তাঁহার উভয় মন্ত্র ও তদাত্মক অন্যান্য মন্ত্রসকলের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নীলপদ্মের ন্যায় লোচনসম্পন্ন, এক বৎসরের মুগ্ধস্বভাব শিশুপদ্মাসনে উপবিষ্ট। কর, পাদ ও অধর ভঙ্গবিদ্রুম ও বিম্বফলের ন্যায় শোভাসম্পন্ন, মুখরূপ চন্দ্র কুঞ্চিত, অলকজালে সমাচ্ছন্ন, গলদেশবিলম্বী হার কুন্দ, ইন্দু ও কাশপুষ্পের ন্যায় প্রতিভারাজিত, তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত ও রাজদন্তদ্বয়ের দীপ্তি

মহাশ্মরশ্মিসংকীর্ণসুবর্ণানেকভূষণম্।
সুপুষ্টং ধূষরাঙ্গঞ্চ ধেনুধূল্যা পদোত্থয়া ॥ ৫ ॥
গোপগোপীগবাং বৃন্দৈর্বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ।
ব্রহ্মণা শঙ্করেণাপি প্রেমোৎকণ্ঠাৎ সুবীক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥
পুরন্দরমুখৈর্দ্দেবৈর্মুনিভিঃ সংস্তুতং পরম্।
এবং ধ্যাত্বা জপেৎ কৃষ্ণং যজেদ্ভক্তিভরানতঃ ॥ ৭ ॥
অঙ্গৈরিন্দ্রিয়বজ্রাদ্যৈরাবৃত্তিত্রিতয়ান্বিতম্।
ক্ষীরখণ্ডাজ্যদুগ্ধঞ্চ কদলীনবনীতকম্ ॥ ৮ ॥
মোচাং রম্ভাফলঞ্চাপি অন্যদ্বালপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
জপঞ্চাষ্টসহস্রঞ্চ কৃত্বা কৃষ্ণং প্রসাদয়েৎ ॥ ৯ ॥
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্ভক্ত্যা নমস্কারপ্রদক্ষিণৈঃ।
দুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈরষ্টশতং সন্তর্প্য মন্ত্রবিৎ ॥ ১০ ॥

দ্বারা যেন মুক্তাসকল বিনিন্দিত হইয়াছে; ভূষণসমস্ত নানাপ্রকার ও সুবর্ণময় এবং মহাশ্মদীপ্তিতে সমাকীর্ণ, পদোত্থিত ও ধেনুর ধূলি দ্বারা কলেবর ধূসরিত, শরীর বিশেষরূপ পরিপুষ্ট; গোপ, গোপী ও গো-সকল বিস্ময়সহকারে নিরীক্ষণ, ব্রহ্মা এবং মহাদেব প্রেমোৎকণ্ঠাসহকারে দর্শন এবং পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ ও মুনিগণ সম্যক্‌রূপে স্তব করিতেছেন; এইরূপে শিশুবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া একমাত্র ভক্তিসহকারে তাঁহার জপ ও পূজা করিবে।· দুগ্ধ দধি, ঘৃত, কদলী, নবনীত, মোচা, রম্ভাফল এবং অন্যান্য বালপ্রিয় দ্রব্যজাত নিবেদন ও আটহাজার জপ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভক্তিসহকারে নানাবিধ স্তব, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ এবং দুগ্ধবুদ্ধিতে জলদ্বারা

আত্মানং তৎপদাম্ভোজে হৃনস্থঃ সন্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মার্পণাখ্যমনুনা ততো ন্যস্ত হৃদং নয়েৎ ॥ ১১ ।
পূর্ব্বোক্তেন ক্রমেণাথ শেষমন্তং সমাপয়েৎ।
হুতশেষং নিশাশী সন্ একাকী চ নিশাং নয়েৎ ॥ ১২ ॥
য এবং মাসমাত্রন্তু ভক্ত্যা কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ।
পূজ্যো লোকৈঃ কবির্ব্বাগ্মী লক্ষ্মীং প্রাপ্যানুযায়িনীম্ ॥ ১৩ ॥
পুত্রৈর্ম্মিত্রৈশ্চ সন্নদ্ধঃ প্রয়াত্যন্তে পরং পদম্।
মধ্যাহ্নে বাসুদেবং তং রাজমণ্ডলমধ্যগম্ ॥ ১৪ ॥
দ্বারবত্যাং সহস্রার্কদীপিতে ভবনান্তরে।
কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনাদিতে ॥ ১৫ ॥

অষ্টশতবার তর্পণ এবং অন্য চিন্তা বা অন্য বিষয় পরিহারপূর্ব্বক তদেকহৃদয়ে আত্মাকে তদীয় পদাম্ভোজে অর্পণ ও ব্রহ্মার্পণাখ্য মন্ত্রে ন্যাস করিয়া হৃদয়ে উপস্থাপিত করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে অবশিষ্ট কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়া রজনীযোগে একাকী হুতশেষ ভক্ষণ ও একাকী রাত্রিযাপন করিবে। যে ব্যক্তি একমাসমাত্র ভক্তিসহকারে কৃষ্ণকে এইরূপে পূজা করে, সে লোকপূজ্য, কবি, বাগ্মী ও পুত্রমিত্রের সহিত অনু- যায়িনী লক্ষ্মীলাভপুরঃসর দেহাবসানে পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ১-১৪ ॥

মধ্যাহ্নে বাসুদেবকে চিন্তা করিবে,---তিনি দ্বারবতীতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, কল্পবৃক্ষসমাকীর্ণ, কোকিলাদি পবিত্র

পদ্মোৎপলাদিসংকীর্ণবাপীভিঃ সমলঙ্কৃতে।
তস্মিন্ সুপুলিনে রম্যে ছায়ায়াং কল্পকস্য চ ॥ ১৬ ॥
রত্নস্তম্ভৈরত্নদীপৈর্ম্মুক্তাদামবিভূষিতে।
নানাবিচিত্রচিত্রাস্তর্ব্বিতানশতসঙ্কুলে ॥ ১৭ ॥
তৎপার্শ্বে চ বনং ধ্যায়েৎ পুন্নাগনাগকেশরৈঃ।
তথা নানাবিধৈর্ব্বৃক্ষৈঃ পাটলৈশ্চম্পকাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥
বকুলৈঃ সকলৈরন্যৈ রম্যৈঃ কুরুবকৈরপি।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনতশাখিভিঃ ॥ ১৯ ॥
রত্নসিংহাসনাসীনং পুণ্ডরীকদলেক্ষণম্।
পৃথুরক্ষং সুপুষ্টাঙ্গং রাজন্যগণমোহনম্ ॥ ২০ ॥
পুণ্ডরীকনিভানাভং পুণ্ডরীকাক্ষমব্যয়ম্।
সুভ্রূললাটবদনং পুষ্পহাসং সুলোচনম্ ॥ ২১ ॥

বিহঙ্গমগণের কলধ্বনিতে মুখরিত পদ্মোৎপলাদিপরিপূর্ণ সরোবরসমূহে অলঙ্কৃত, রমণীয় পুলিন ও কল্পবৃক্ষের ছায়ায় সন্নিবিষ্ট, ভবনের অভ্যন্তরে রাজমণ্ডলীমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ঐ গৃহ রত্নময় স্তম্ভ ও রত্নময়ী দীপমালায় উদ্ভাসিত এবং মুক্তাপঙ্ক্তিবিভূষিত। তাহার পার্শ্বে বনের ধ্যান করিবে। সেই বন পুন্নাগ, নাগকেশর, পাটল, চম্পক, বকুল ও ক্রমুক প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে সুশোভিত। এই সকল বৃক্ষ সমস্ত ঋতুতেই পুষ্পিত এবং তাহার ভারে অবনত থাকে। ভগবান্ বাসুদেব তথায় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পুণ্ডরীকপত্রসদৃশ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় নিরতিশয় পরিপুষ্ট; রাজন্যগণ তাঁহার দর্শনমাত্র মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহার নাভি পুণ্ডরীক-প্রতিম। তাঁহার ভ্রূ, ললাট ও বদন সমুদায়ই

সুকপোলং সুতাম্রোষ্ঠং শ্যামলং মঙ্গলাশ্রয়ম্।
নীলকুঞ্চিতকেশান্তং বিচিত্রস্বরভূষণম্ ॥ ২২ ॥
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণং কৌস্তুভোদ্ভাসবক্ষসম্।
মহাবলং মহোরস্কং মহাভুজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৩ ॥
বলিবন্ধুরমধ্যেন রাজদুদরশোভিতম্।
প্রদক্ষিণগতশ্রীমদ্বৃত্তনাভিবিভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
সমোরুজানুজঙ্ঘাভিঃ স্বস্তিকাঙ্ঘ্রিযুগাত্মকম্।
তুঙ্গরত্ননখং চিত্রতুঙ্গপাদাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ২৫ ॥

অতি মনোরম। তাঁহার হাস্য পুষ্পের ন্যায় বিকসিত ও লোচন-যুগল সুগঠিত। তাঁহার গণ্ডস্থল লাবণ্যযুক্ত। ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণে অলঙ্কৃত। তিনি সকল মঙ্গলের আলয় ও নীলবর্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপে সুশোভিত। তাঁহার অঙ্গভূষণ সমস্ত বিচিত্রভাবাপন্ন। তাঁহার গ্রীবা রেখাত্রয়ে বিভূষিত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ ও কৌস্তুভসংসর্গে উদ্‌ভাসিত; তাঁহার বল অসীম ও ভুজচতুষ্টয় নিরতিশয় বিশাল। তাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলিসংসর্গে উন্নতাবনত ভাবাপন্ন। তাঁহার উদর অতি মনোহর। তদ্দ্বারা তাঁহার শোভা আবির্ভূত হইয়াছে। তাঁহার নাভি বর্ত্তুলাকার, প্রদক্ষিণাবর্ত্ত ও পরমশ্রীসম্পন্ন। সেই হেতু তাঁহাকে অতি মনোহর দেখাইতেছে। তাঁহার জানু, জঙ্ঘা ও উরুদেশ সমভাবাপন্ন। তাঁহার পাদপদ্মযুগল স্বস্তিকাকৃতি। তাঁহার নখ-পঙ্‌ক্তি রত্নবৎ উজ্জ্বল ও পাদাঙ্গুলি উন্নত। তাঁহার পাদের অঙ্গুলী সকল যেরূপ বিচিত্র, সেইরূপ উন্নত।

অনেকবিধরত্নাদিপীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।
স্ফুরিতোদরবন্ধেন শোভিতং বনমালয়া ॥ ২৬ ॥
রত্নহারৈশ্চ সৌবর্ণৈর্গ্রৈবেয়কবিভূষিতম্ ।
কেয়ূরমণিসম্বদ্ধরাজদ্ভুজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥
বিচিত্রকটকৈর্যুক্তনূপুরৈঃ পাদশোভিতম্ ।
নানারত্নময়ৈর্হৈমৈরঙ্গুরীয়ৈর্বিরাজিতম্ ॥ ২৮ ॥
অনন্তরত্নসংচ্ছন্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ।
সুবর্ণনাভিরুচিরং নানাচিত্রবিচিত্রিতৈঃ ॥ ২৯ ॥
লোলদ্ভ্রমরসংচ্ছন্নৈঃ প্রসূনৈর্মুকুটোজ্জ্বলম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং শান্তমুখেক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥
দিব্যলক্ষণসম্পন্নং দিব্যভূষণভূষিতম্ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ৩১ ॥

তিনি অনেকবিধ রত্নে ও পীতবর্ণ বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত; পরম-স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট উদরবন্ধ ও বনমালায় বিভূষিত এবং রত্নহার ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত গ্রীবাভূষণে অলঙ্কৃত তাঁহার ভুজচতুষ্টয় কেয়ূর ও রত্নে সংবদ্ধ এবং পরমশোভমান। তিনি বিচিত্র কটক ও নূপুরে অলঙ্কৃত, বিবিধ রত্নময় ও সুবর্ণময় অঙ্গুরীয়সমূহে বিভূষিত, অশেষবিধ রত্নে সংচ্ছাদিত, পরমশোভমান মকরাকার কুণ্ডলযুগলে মণ্ডিত, সুবর্ণ-নাভি-সংসর্গে অতিমাত্র বিরাজিত, চঞ্চল ভ্রমরগণে আচ্ছন্ন ও বিবিধ চিত্রবিচিত্রিত কুসুমসমূহে আচ্ছাদিত, মুকুট-সহযোগে উদ্ভাসিত এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মুখ ও লোচন শান্তিপূর্ণ ও কমনীয়। তিনি দিব্যলক্ষণসম্পন্ন, দিব্যভূষণে ভূষিত, দিব্যমাল্যে ও দিব্য বসনে মণ্ডিত এবং দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপনে চর্চ্চিত।

ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ কণ্ঠে বাহ্বোশ্চ পার্শ্বয়োঃ।
বিরাজিতোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ চন্দনেন বিভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥
মহীভারভূতারাতিং তর্জ্জয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ।
তেষাং নিপাতনায়ৈব ধর্ম্মার্থনীতিযুক্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥
উদ্ধবাদিমন্ত্রিবরৈর্ম্মন্ত্রয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ।
এবং মধ্যাহ্নসম্প্রাপ্তে কালে ধ্যায়ন্ জগদ্গুরুম্ ॥ ৩৪ ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পূজয়ন্নুপচারকৈঃ।
অঙ্গং পূর্ব্ববদুদ্দিষ্টং পুর আদি প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ কালিন্দী চ সুলক্ষণা।
নাগ্নজিতী জাম্ববতী মিত্রবিন্দা সুশীলিকা ॥ ৩৬ ॥
ইত্যষ্টশক্তির্দেবস্য পূজ্যা কৃষ্ণস্য বল্লভা।
অগ্নৌ সুদর্শনং চক্রং নৈঋ‌র্তে চ জলোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার ললাট, হৃদয়, কুক্ষি, কণ্ঠ, বাহু ও পার্শ্ব উর্দ্ধপুণ্ড্র-বিরাজিত চন্দনে ভূষিত। তিনি পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যাদিগকে মুহুর্মুহুঃ তর্জ্জন ও তাহাদের নিপাতনার্থ ধর্ম্মার্থনীতি-যুক্তিবিশিষ্ট উদ্ধবাদি প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন এবং তিনি সমুদায় জগতের উপকারী ॥ ১৫-৩৪ ॥

মধ্যাহ্নকালে এইরূপে জগদ্গুরু বাসুদেবকে ধ্যান করিয়া যথাবিধি আবাহন এবং ভক্তিপূর্ব্বক উপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গ ও পুর প্রভৃতির পূজা করিবে। রুক্মিণী, সত্যভামা, কালিন্দী, সুলক্ষণা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা ও সুশীলিকা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রণয়ভাজন এই অষ্টশক্তিরও পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণে সুদর্শনচক্রের, নৈঋ‌র্তে শঙ্খবরের,

বায়ব্যে চ গদাং দিব্যাং ঈশানে পদ্মমুজ্জ্বলম্।
ততো দলানাং বাহ্যে চ বাসুদেবঞ্চ দেবকীম্ ॥ ৩৮ ॥
নন্দগোপং যশোদাঞ্চ পুর আদি প্রপূজয়েৎ।
পাদ্যৈরর্ঘ্যৈস্তথা পুষ্পৈঃ পূর্ব্বাদিদলতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ রোহিণীঞ্চ ততোত্তরে।
সুদামঞ্চ তথা দামং বসুদামঞ্চ কিঙ্কিণীম্ ॥ ৪০ ॥
দেবস্য বামপার্শ্বে তু পূজয়েদ্‌গুরুপাদুকাঃ।
পরমঞ্চ গুরুং তত্র পরাপরগুরুং তথা ॥ ৪১ ॥
পাদুকান্তং সমভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্বসিদ্ধান্ তথা যজেৎ।
পূর্ব্বে গণপতিং যষ্ট্বা তদ্বহিঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ স্বস্বদিক্ষু সমন্ততঃ।
কুমুদং কুমুদাক্ষঞ্চ পুণ্ডরীকঞ্চ বামনম্ ॥ ৪৩ ॥
শঙ্কুকর্ণং সর্ব্বনেত্রং সুমুখং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
দক্ষিণাবর্ত্তমেতাংস্তু পূর্ব্বাদিদলতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

বায়ুকোণে দিব্য গদার, ঈশানে পদ্মের, দলসকলের বাহিরে বসুদেব ও দেবকীর, নন্দগোপ, যশোদা এবং পুর প্রভৃতির করিবে। পরে পাদ্য, অর্ঘ্য ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক ই দলে বলভদ্র, সুভদ্রা, রোহিণী, রেবতী, সুদাম, দাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণীর এবং দেবের বামপার্শ্বে গুরু-পাদুকা, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও গুরুপাদুকার অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধগণের পূজায় নিযুক্ত হইবে। পূর্ব্বে গণপতির পূজা করিয়া তাঁহার বাহিরে ইন্দ্রাদি লোকপালের এবং কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, ইঁহাদের দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পূর্ব্বাদিদলে পূজা করিবে।

উত্তরেশানয়োর্ম্মধ্যে বিষ্বক্সেনং সমর্চ্চয়েৎ।
সম্পূজ্যৈবং হরিং ভক্ত্যা নৈবেদ্যঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
পায়সং শর্করাপূপে খণ্ডাজ্যং কদলীফলম্।
সিতোপদংশমন্নঞ্চ স্বর্ণপাত্রে নিবেদয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
অথবা রৌপ্যপাত্রে চ তাম্রপাত্রেঽথবা পুনঃ।
অভাবাৎ পদ্মপত্রে বা অন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥
সুবর্ণচষকে বাথ রৌপ্যে বা বিধিনা ততঃ।
সশর্করং পক্বদুগ্ধমন্নব্যঞ্জনপায়সম্ ॥ ৪৮ ॥
নানাবিধোপহারাণি গোবিন্দায় নিবেদয়েৎ।
রাজোপচারান্ দত্ত্বান্তে স্তুত্বা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং গোপালং বিগতস্পৃহঃ।
রাজানঃ কিঙ্করাঃ সর্ব্বে সামাত্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫০ ॥

উত্তর ও ঈশান এই উভয়ের মধ্যে বিষ্বক্সেনের সম্যক্‌রূপে পূজা করিতে হইবে। এইরূপে ভক্তিসহকারে বিশিষ্ট বিধানে হরির পূজা করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। তৎকালে পায়স, শর্করা, পূপ, খণ্ডাজ্য, কদলীফল, সিতোপদংশ ও অন্ন, এই সকল দ্রব্য স্বর্ণপাত্রে অথবা রৌপ্যপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে, অভাবে পদ্মপত্রে রাখিয়া নিবেদন করিতে হইবে। না করিলে নরকগামী হইতে হয়। অনন্তর সুবর্ণচষকে কিংবা রৌপ্যপাত্রে যথাবিধানে শর্করা সহিত পক্বদুগ্ধ, অন্ন-ব্যঞ্জন, পায়স ও নানাবিধ উপহার গোবিন্দের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। রাজোপচার সমস্ত প্রদান করিয়া অন্তে স্তুতি ও প্রণাম সহকারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে এইরূপে ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করে, সমুদায় নরপতি অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত

রাজপুত্রাশ্চ পত্ন্যশ্চ সর্ব্বে তস্যানুবর্ত্তিনঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে বিষ্ণোঃ পদং ব্রজেৎ॥ ৫১॥
অষ্টোত্তরশতং হোমং কুর্য্যাত্তৎসংখ্যয়াদৃতঃ।
হোমতর্পণয়োর্ম্মন্ত্রী সাধয়েদখিলানপি॥ ৫২॥
প্রাতর্হোমং প্রকুর্ব্বীত তথা মধ্যন্দিনেঽথবা।
রাত্রিহোমঞ্চ সায়াহ্নে কুর্য্যাদেবং বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৫৩॥
তৃতীয়কালপূজায়ামস্তি কালবিকল্পনা।
সায়াহ্নে নিবসেৎ তত্র বদন্ত্যেকে বিপশ্চিতঃ॥ ৫৪॥
অষ্টাদশার্ণং সায়াহ্নে রাত্রৌ চেদ্দশবর্ণকম্।
উভয়ীমুভয়েনৈব বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৫৫॥

এবং সমস্ত রাজপুত্র ও তাহাদের পত্নীবর্গ, সকলেই তাহার অনুগামী ও বশীভূত হয়। সে ব্যক্তি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ঐহিক সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ লাভ করে॥ ৩৫-৫১॥

ভক্তিসহকারে একশত আটটি হোম করিতে হইবে। মন্ত্র-সাধনপ্রবৃত্ত পুরুষ হোম ও তর্পণ, এই উভয়ের সমুদায়ই সম্পন্ন করিবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, রাত্রিতে ও সায়াহ্নে হোম করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম বিহিত হইয়াছে। তৃতীয়-কালপূজায় কালকল্পনা কথিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তথায় সায়াহ্নে অবস্থান করিবে। কোন কোন ব্রহ্মবাদী বলেন, সায়াহ্নে অষ্টাদশাক্ষর, রাত্রিতে দশবর্ণাত্মক এবং উভয় সময়ে উভয়রূপে পূজা করিবে।

সায়াহ্নে দ্বারবত্যান্তু চিত্রকোদ্যানমধ্যগঃ।
সৌগন্ধিকোৎপললসদ্দীর্ঘিকাশতবেষ্টিতে ॥ ৫৬ ॥
নন্দনোদ্যানমধ্যে তু কদম্ববনমধ্যগম্।
জ্বলদ্রত্নময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ সুরত্নবীথিকান্বিতে ॥ ৫৭ ॥
নানারত্নময়োল্লসৎপ্রবালদ্বারশোভিতে।
মহারত্নময়ং গেহং মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৫৮ ॥
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিবরৈঃ শৌনকৈঃ পিপ্পলাদিভিঃ।
সনকাদিব্রহ্মপুত্রৈঃ পরীতং তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৫৯ ॥
নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকম্।
বিষ্বক্‌সেনঞ্চ শৈনেয়ং কৃপাদৃষ্টিবিলক্ষিতম্ ॥ ৬০ ॥
তেভ্যো মুনিভ্যঃ স্বধাম দিশন্তং পরমক্ষরম্।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং বিশ্বাবকাশদীপিতম্ ॥ ৬১ ॥

সায়াহ্নে ভগবান্ বাসুদেবকে এইরূপে চিন্তা করিবে,—দ্বারবতীতে চিত্রক উদ্যানের মধ্যে যে সৌগন্ধিক উৎপলশোভিত দীর্ঘিকাশতবেষ্টিত নন্দনবন আছে, ঐ বন পরম উজ্জ্বল রত্নময় স্তম্ভ ও সুবর্ণবীথিকায় সুশোভিত এবং বিবিধরত্নময় ও শোভাময় প্রবালদ্বারে বিরাজিত। তন্মধ্যে কদম্ব-কানন। সেই কানন মুনিগণে পরিবেষ্টিত ও মহারত্নময় গৃহে অধিষ্ঠিত আছে।

নারদ, পিপ্পল ও শৌনক প্রভৃতি মুনিবরসমূহ এবং সনকাদি ব্রহ্ম-পুত্রগণ তত্ত্বনির্ণয় উপলক্ষে উঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব তথায় অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিষ্বক্‌সেন, শৈনেয়, ইঁহাদিগকে কৃপানেত্রে দর্শন করিয়া সেই সকল মুনিকে আপনার তেজোময় পরম অব্যয় স্বরূপের উপদেশ করিতেছেন। তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায়

নানারত্নগণাকীর্ণং মহামুকুটভূষিতম্ ।
অনেকরত্নরশ্মিভির্লসন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥
তারহারাবলীরাজল্লসৎকৌস্তভবক্ষসম্ ।
নানারত্নগণাকীর্ণকেয়ূরবলয়াষ্টকম্ ॥ ৬৩ ॥
বিদ্রবৎকনকাভাসপীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।
বন্ধুরোদারজঠরং গভীরনাভিপঙ্কজম্ ॥ ৬৪ ॥
উত্তুঙ্গচরণাম্ভোজলসৎস্বর্ণাঙ্গুরীয়কম্ ।
প্রদীপ্তরত্নকটককুলাকোটিদ্বয়ান্বিতম্ ॥ ৬৫ ॥
শশরক্তাধরপুটমারক্তপদপঙ্কজম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ ॥ ৬৬ ॥

দীপ্তিমান্ এবং বিশ্বাবকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তদীয় মুকুট বিবিধ রত্নগণে সমাচ্ছন্ন। তদ্দ্বারা তাঁহার নিরতিশয় শোভার বিস্তার হইয়াছে। তাঁহার মকরাকৃতি কুণ্ডল বিবিধ রত্নরশ্মিতে উদ্দীপিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি এবং তারহারগুচ্ছে শোভিত মুক্তাকলাপ শোভা পাইতেছে। তাঁহার কেয়ূর ও বলয়াষ্টক বিবিধ রত্নগণে শোভিত। তাঁহার কলেবর গলিত-কনকসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট পীতাম্বরযুগলে পরিবৃত। তাঁহার জঠর উন্নতাবনত, নাভিপঙ্কজ গভীর; চরণাম্বুজ উত্তুঙ্গ, তাঁহাতে স্বর্ণের অঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছে। তাঁহার কটক ও নূপুরদ্বয় প্রদীপ্ত রত্নময়। তাঁহার অধরপুট রক্তবর্ণ ও পদপঙ্কজ রক্তাভ। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৫১-৬৬ ॥

শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবত্বাৎ সুশুক্লং তং পরাৎপরম্ ।
অজ্ঞাননাশকামত্বান্নববারিদসন্নিভম্ ॥ ৬৭ ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশমবিদ্যাধ্বান্তনাশনাৎ ।
ইত্যেবং পরমাত্মানং ধ্যায়ন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬৮ ॥
এবং ধ্যাত্বা মধ্যমার্চ্চাবিধানেন প্রপূজয়েৎ ।
সহস্রৈকং জপেন্মন্ত্রং হোমাদ্দশাংশতর্পণম্ ॥ ৬৯ ॥
রজতা রচিতে পাত্রে খণ্ডে দুগ্ধং নিবেদয়েৎ ।
পূর্ব্বোপচারান্ দত্ত্বাথ নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭০ ॥
গৃহস্থানাময়ং পন্থা ন্যাসিনাং হৃদয়াম্বুজে ।
ধ্যাত্বা সংপূজ্য মুনিভির্ধ্যানৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭১ ॥
বিবিক্তো গৃহমেধী চ বনস্থোঽপ্যথবা মুনিঃ ।
বাসুদেবং সমারাধ্য নির্ব্বাণং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥

তিনি শুদ্ধজ্ঞানস্বভাববশতঃ সম্যক্ শুক্লভাববিশিষ্ট ও পরাৎপর-স্বরূপ, অজ্ঞাননাশকামনাপ্রযুক্ত নববারিদসন্নিভ এবং অবিদ্যারূপ অন্ধকারের বিনাশকর্তানিবন্ধন সূর্য্যকোটিসদৃশ।

ব্রহ্মবাদীরা এইরূপে পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া মধ্যম-অর্চ্চাবিধানে পূজা, সহস্রৈক মন্ত্র জপ, হোমের দশাংশ তর্পণ ও রৌপ্যপাত্রে খণ্ডদুগ্ধ নিবেদন করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের উপচারসকল প্রদান করিয়া নমস্কারপুঃসর বিসর্জ্জন করিতে হইবে। গৃহস্থগণের পক্ষে এই প্রকারই বিধি বিহিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা হৃদয়পদ্মে পূজা করিবেন। মুনিগণের সহিত ধ্যান ও মানস উপচারে পূজা করিতে হইবে। বৈরাগীই হউক, গৃহস্থই হউক, বনস্থই হউক,

সায়াহ্নে বাসুদেবঞ্চ পূজয়েদ্বিধিনা নরঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি কিং পুনর্নরমর্কটাঃ॥ ৭৩॥
সংসারসাগরং ঘোরং বিষমং নক্রসংযুতম্।
সন্তীর্য্য বিষয়ান্ ভুক্ত্বা জ্ঞানী তৎপদমাপ্নুয়াৎ॥ ৭৪॥
দুর্ব্বাসনাং পরিত্যজ্য কোটিজন্মসমুদ্ভবাম্।
একেন জন্মনা মুক্তিং যাতি কৈবল্যনির্ম্মিতম্॥৭৫॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং সর্ব্বং চ বিষয়াততম্॥ ৭৬॥
রাত্রৌ চেন্মন্মথাক্রান্তমানসং দেবকীসুতম্।
রাসগোষ্ঠীপরিশ্রান্তং গোপীমণ্ডলমধ্যগম্॥ ৭৭॥

আর মুনিই বা হউক, বাসুদেবের আরাধনা করিলে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সায়াহ্নে যথাবিধানে বাসুদেবের পূজা করে, নরমর্কটগণের কথা আর কি বলিব, সমুদায় দেবতাও তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়রূপ হিংস্র প্রাণিসঙ্কুল ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া মুক্তিলাভ-পুরঃসর বিষ্ণুপদ লাভ করে এবং কোটিজন্মসমুদ্ভূত দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একজন্মেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সূরিগণ বিষ্ণুর সেই পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, যাহা আকাশ-মার্গে সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত চক্ষুঃস্বরূপ। রাত্রিতে ভগবানের এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে,—তদীয় চিত্তবৃত্তি মন্মথ-রসে আবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রাসক্রীড়াদ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন ও গোপীগণের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এবং তিনি

বৃন্দাবনগতং ধ্যায়েৎ ছায়ায়াং কল্পশাখিনঃ।
সুস্থিতং বেণুগায়ন্তং বনমালাপরীবৃতম্ ॥ ৭৮ ॥
পীতাম্বরধরং শ্যামং গোপিকাসংখ্যবেষ্টিতম্।
দেবাসুরৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্ ॥ ৭৯ ॥
যক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরগণৈর্ব্বিহঙ্গৈর্ভূবিয়দ্গতৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিভির্দ্দেবর্ষিভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতৈঃ ॥ ৮০ ॥
নানাবিধৈরপ্সরোভির্বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ।
লেলিহ্যমানং প্রণয়াৎ দেবস্ত্রীশতকোটিভিঃ ॥ ৮১
ইন্দীবরনিভং রত্নসুন্দরেন্দুবরাননম্।
সংফুল্লপদ্মবদনং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥
পদ্মনাভিপাণিপাদং পদ্মরাগনিভাধরম্।
শরণং সর্ব্বভূতানাং গোপিকাজনবল্লভম্ ॥ ৮৩ ॥

বৃন্দাবনে কল্পতরুর ছায়ায় স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া, বনমালা-ধারণ করিয়া বেণুতে গান করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র ও কলেবর শ্যামবর্ণ। গোপরমণীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা এবং যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ, আকাশ ও পৃথিবীবিহারী বিহঙ্গমগণ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ বিস্মিতচিত্তে তাঁহার দর্শন এবং শতকোটি দেবরমণী প্রণয়বশে তাঁহাকে লেহন করিতেছেন। তিনি ইন্দীবরের তুল্য শোভাময়। তাঁহার বদনমণ্ডল রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল ও চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী। তাঁহার বদনারবিন্দ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও লোচনযুগল পদ্মপলাশপ্রতিম। তাঁহার পাণি,

কচিদ্ভ্রমরপরিমিলৎপঙ্কজোপরি সংস্থিতম্।
কল্পিতানেকদেহেন নারীণাং শতকোটিভিঃ॥ ৮৪॥
বেষ্টিতং রমমাণঞ্চ গায়ন্তং দিব্যমূর্চ্ছনৈঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং বল্লভাভ্যাং মধ্যে মধ্যে বিরাজিতম্॥ ৮৫॥
যথা মরকতস্তম্ভং সুবর্ণেনাভিবেষ্টিতম্।
কচিদ্গোপাঙ্গনাবস্ত্রহারিণং হেলয়ান্বিতম্॥ ৮৬॥
কচিদ্বসন্তং হাসন্তং স্ত্রীবৃন্দমুপহাসকৈঃ।
বিস্মিতৈর্দ্দেবনিকরৈরর্চ্চিতং পুষ্পবৃষ্টিভিঃ॥ ৮৭॥
দেবস্ত্রীভির্ব্বীজ্যমানং কামোৎকণ্ঠিবিচেষ্টিতম্।
এবং ধ্যাত্বা মধুরিপুং যজেত্তং সংশিতব্রতঃ॥ ৮৮॥

পাদ ও নাভি সমুদায়ই পদ্মসদৃশ এবং অধর পদ্মরাগসন্নিভ। তিনি সমুদায় দেবতার আশ্রয় ও রক্ষাস্থান; গোপিকাজনের পরম প্রণয়াস্পদ। তিনি কখন ভ্রমরসংযুক্ত পঙ্কজের উপরি উপবেশন ও বিবিধ দেহধারণপূর্ব্বক শতকোটি রমণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া রমণ ও দিব্যমূর্চ্ছনা পূর্ণ গান করেন। মধ্যে মধ্যে দুই দুই বল্লভার সহিত বিরাজিত হইয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, যেন মরকতমণিনির্ম্মিত স্তম্ভ সুবর্ণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। কখন বা লীলাসহকারে গোপরমণীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া থাকেন, কখন বা অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ উপহাসকসহায়ে স্ত্রীসকলকে হাস্য করান। সেই সময়ে দেবগণ বিস্মিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং দেবরমণীরা কামোৎকণ্ঠিত চেষ্টা সহকারে তাঁহাকে বীজন করেন। ভগবান্ মধুসূদনকে

মিথুনৈশ্চ ষোড়শকৈঃ কেশবাদিভিরাবৃতম্।
মহিষীভিস্তথা বীতং গোপীভিরপি সর্ব্বতঃ ॥ ৮৯ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য বিধিনা কাংস্যে বা রাজতাচিতে।
পাত্রে দুগ্ধং নিবেদ্যাথ মিথুনেভ্যস্তথার্পয়েৎ ॥ ৯০ ॥
জপ্ত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য হৃৎপদ্মে তং বিসর্জ্জয়েৎ।
এবমভ্যর্চ্চ্য জগতাং পতিং শুদ্ধমনা যতিঃ ॥ ৯১ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দায়াদো ভবতি ধ্রুবম্।
বিপ্রো দেবাধিপো ভূয়াৎ সাক্ষাদ্ভূমিপুরন্দরঃ ॥ ৯২ ॥
ক্ষত্রিয়ো রাজবর্য্যশ্চ বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধিমান্।
শূদ্রঃ সুখানি সর্ব্বাণি ভুঙ্ক্ত্বা চান্তে পরং ব্রজেৎ ॥ ৯৩

এইরূপে ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে পূজা করিতে হইবে ॥৬৭-৮৮ ॥

কেশবাদি ষোড়শমিথুন, মহিষীসমূহ ও গোপীগণে সর্ব্বতঃ পরিবৃত সেই বাসুদেবকে উক্তরূপে বিধানানুসারে অভ্যর্চ্চনা করিয়া কাংস্য বা রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে দুগ্ধ নিবেদনপূর্ব্বক মিথুন সকলেরও পূজা করিবে। অনন্তর জপ, স্তব ও নমস্কার করিয়া তাঁহাকে হৃৎপদ্মে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। শুদ্ধচিত্তে জগৎপতি জনার্দ্দনকে উক্তরূপে অভ্যর্চ্চনা করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—এই চতুর্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে থাকিয়া সাক্ষাৎ দেবাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সমুদায় রাজন্যবর্গের শ্রেষ্ঠ, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিমান্ এবং শূদ্র সমুদায় সুখভোগ করিয়া দেহান্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

এবং তে কথিতং বিপ্র সংসারভয়নাশনম্।
অর্চ্চনং ত্রিবিধং যত্তু মূলাবিদ্যানিকৃন্তনম্॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে বিপ্র! এই আমি আপনার নিকট তিন প্রকার অর্চ্চনার বিধান বর্ণনা করিলাম। ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সংসার-ভয়ের বিনাশ এবং অবিদ্যার মূল-উচ্ছেদ হয় ॥ ৮৯-৯৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ।

ব্রূহি মে বালকৃষ্ণস্য তত্ত্বং সর্ব্বজ্ঞকারণম্।
ব্রহ্মণা যৎ পুরা প্রোক্তং সেবয়া তপসাঽর্চ্চিতঃ॥ ১॥
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যেঽবিদিতং ন তে।
যথাক্রমং কথয় মে সর্ব্বমেব সমাহিতঃ।
শুশ্রূষা মে বলবতী গোপালস্যার্চ্চনং প্রতি॥ ২॥

নারদ উবাচ।

বাল্যন্তে কথয়াম্যদ্য দেবস্য পরমাদ্ভুতম্।
গোপনীয়ং ন তে কিঞ্চিত্ত্বং হি বেদবিদাম্বরঃ॥ ৩॥

গৌতম বলিলেন, এক্ষণে আমার নিকট বালকৃষ্ণের তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন। এই তত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞতালাভের উপায়; পিতামহ আপনার সেবা ও তপস্যাবলে যাহা আপনাকে বলিয়াছিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহার প্রভাবে এই ত্রৈলোক্যে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। সমাহিত হইয়া সমুদায় যথাক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গোপালের পূজাবিধি শুনিবার নিমিত্ত আমার বলবতী বাসনার আবির্ভাব হইয়াছে॥ ১-২॥

নারদ কহিলেন, আমি অদ্য আপনার নিকট ভগবান্ বাসু-দেবের পরম অদ্ভুত বালতত্ত্ব বর্ণনা করিব। আপনি বেদবিদ্-বর্গের শ্রেষ্ঠ; সুতরাং আপনার নিকট গোপনীয় কিছুই

তপসাকল্মষমনাঃ কৃষ্ণে ভক্তোঽসি নিশ্চয়াৎ।
তারঃ প্রজাপতিঃ শক্রো মায়া চ বিন্দুরেব চ॥ ৪॥
এতন্মন্ত্রবরং বিদ্ধি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
মহাচমৎকারকরং রিপুক্ষোভণকারকম্।
চতুর্ব্বর্গফলস্তাস্ত জপমাত্রেণ সিধ্যতি।
গোপালস্যাপি যে মন্ত্রা বক্ষ্যন্তেঽত্রৈব তন্ত্রকে॥ ৫॥
সন্দীপিতমনেনৈব ফলপ্রদমবেক্ষ্যতাম্।
চূড়ামণিরয়ং প্রোক্তো দেবস্য শিশুরূপিণঃ॥ ৬॥
অহং মুনিঃ সমাখ্যাতো গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে।
দেবতা কথিতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ৭॥
সমাহারোচ্চারণোঽয়ং মধ্যমস্বর ঈরিতঃ।
নেত্রাব্ধিতর্কস্বর্য্যেন্দ্রৈঃ কালবর্ণবিভেদিতৈঃ॥ ৮॥

নাই। তপঃপ্রভাবে আপনি সর্ব্বথা পাপবিহীন হইয়াছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসম্পন্ন। তার, প্রজাপতি, শক্র, মায়া ও বিন্দু অর্থাৎ ওঁ ক্লীং, ইহাই প্রধান মন্ত্র জানিবে। এই মন্ত্র পরম অদ্ভুত ও নিরতিশয় গোপনীয় এবং অতিমাত্র চমৎকারকারক ও সমুদায় রিপুর বিপুল বিক্ষোভ-কারক। ইহার জপমাত্র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। এই তন্ত্রে গোপালের অন্যান্য যে সকল মন্ত্র কথিত হইবে, এই মন্ত্র দ্বারা সন্দীপিত হইলেই তৎসমস্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে. ইহাই বালকরূপী ভগবান্ বাসুদেবের চূড়ামণিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। আমি এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, সর্ব্বকামফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা; সমাহার উচ্চারণে মধ্যম স্বর কথিত হইয়াছে। নেত্র,

পঞ্চাঙ্গানি মনোঃ কৃত্বা ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
মথুরায়াং পুরে ধ্যায়েৎ কংসস্যান্তঃপুরাজিরে ॥ ৯ ॥
সূতিকাগৃহমধ্যস্থং জাতমাত্রং জগৎপতিম্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বদেবদানবকিন্নরৈঃ ॥ ১০ ॥
যক্ষরাক্ষসবেতালৈঃ খেচরৈর্দ্দিক্চরৈরপি।
বিদ্যাধরীভির্দ্দেবীভিঃ কিন্নরীভিঃ সমন্ততঃ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মণা তনয়ৈঃ সার্দ্ধং বীক্ষ্যমাণং মুদান্বিতৈঃ।
ইন্দ্রাদিভিশ্চ দিক্পালৈর্ল সৎকুসুমবর্ষণৈঃ ॥ ১২ ॥
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গধরং হরিম্।
বক্ষস্যোর্দ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে ॥ ১৩ ॥
বামস্যোর্দ্ধে শার্ঙ্গধনুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃকরে।
নবীনজলদপ্রখ্যং পীতকৌষেয়বাসসম্ ॥ ১৪ ॥

অগ্নি, তর্ক, সূর্য্য ও ইন্দ্র -কাল-বর্ণবিভেদক্রমে এই পঞ্চ অঙ্গ বিধান সহকারে সমাহিত হইয়া এই মন্ত্রের ধ্যান করিবে। মথুরানগরে কংসের অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে সূতিকাগৃহমধ্যে জাতমাত্র জগৎপতির ধ্যান করিবে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, খেচর ও ভূচরসমূহ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও অমরস্ত্রীবৃন্দ এবং পুত্রগণের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন এবং ইন্দ্রাদি দিক্পালবর্গ বিকসিত কুসুম বর্ষণপূর্ব্বক আনন্দসহকারে তাঁহার প্রতি অনিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি চারি বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি সকলের দুঃখ হরণ করেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধহস্তে

বিলসৎকুণ্ডলাভোগভাস্বরে নিজমূর্দ্ধনি।
বিহিতাশেষসদ্রত্নশোভিস্বর্ণকিরীটকম্ ॥ ১৫ ॥
সুগন্ধিপারিজাতৈশ্চ শোভিতাশেষকুন্তলম্।
ললাটতটবিন্যস্তকস্তূরীতিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ১৬ ॥
অষ্টমীচন্দ্রশকলভালভালতলোজ্জ্বলম্।
উৎফুল্লপুণ্ডরীকশ্রীনয়নদ্বয়ভাবিতম্ ॥ ১৭ ॥
মনোভবধনুঃকল্পচিল্লীচাপবিরাজিতম্।
তিলপ্রসূনবিজয়িনাসাবংশবিভূষিতম্ ॥ ১৮ ॥
পরার্দ্ধচন্দ্রসঙ্কাশমুখচন্দ্রবিরাজিতম্।
দাড়িমীবীজকুন্দাভদন্তপঙ্‌ক্তিমনোহরম্ ॥ ১৯ ॥

চক্র ও তাহার অধঃস্থ করে গদা, এবং বামদিকের ঊর্দ্ধহস্তে শার্ঙ্গধনু ও তাহার নিম্নস্থ করে শঙ্খ। তিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও পীত কৌষেয়বসনে আবৃতদেহ। তাঁহার মস্তক পরমশোভমান কুণ্ডলসংযোগে উদ্ভাসিত। তাহাতে উৎকৃষ্টজাতীয় রত্নশোভিত স্বর্ণময় কিরীট শোভা পাইতেছে। তাঁহার কুন্তল সুগন্ধি পারিজাতকুসুমে সুশোভিত। ললাট-তটে বিন্যস্ত কস্তূরীতিলকসহায়ে তিনি দীপ্যমান হইতেছেন। তাঁহার ভালতল অষ্টমীর চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবিশিষ্ট, তদ্দ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহার লোচনদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় শোভাসম্পন্ন, তদ্দ্বারা তিনি বিরাজমান হইতেছেন এবং মদনের ধনুর ন্যায় চিল্লীধনু ধারণ করিয়া তাঁহার অতিমাত্র শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি তিলকুসুমবিজয়ী নাসাবংশের সহায়তায় সাতিশয় শোভা পাইতেছেন, তাঁহার মুখচন্দ্র

পক্কবিম্বফলোষ্ঠাসিদন্তবাসোজ্জ্বলং বিভুম্।
জাম্বূনদানেকরত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
মহামরকতস্তম্ভভাসমানভুজোৎকরম্।
রত্নচামীকরাভোগৈরঙ্গদৈর্ব্বলয়ৈর্যুতম্ ॥ ২১ ॥
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং মুক্তাহারবিরাজিতম্।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং ভ্রাজৎকৌস্তুভোজ্জ্বলবক্ষসম্ ॥ ২২ ॥
রত্নবৈদূর্য্যঘটিতকিঙ্কিণীজালমালিকম্।
পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধমধ্যদেশোপশোভিতম্।
রত্নমঞ্জীরযুগলমঞ্জুশ্রীপাদপল্লবম্ ॥ ২৩ ॥

পরার্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, তদ্দ্বারা তিনি বিরাজিত হইতেছেন। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি দাড়িমীবীজ ও কুন্দকুসুমের ন্যায় প্রতিভাবিশিষ্ট; তাহাতে তাঁহার পরম শোভার সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার অধর পক্কবিম্বফলের ন্যায় অতিমাত্র উজ্জ্বল; তদ্দ্বারা তিনি অতিমাত্র শোভমান হইতেছেন। তিনি সকলের অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ। তাঁহার কুণ্ডল মকরাকৃতি এবং স্বর্ণ ও বহুবিধ রত্নসংযোগে বিরাজমান। তাঁহার ভুজসমূহ মহামরকতস্তম্ভের ন্যায় ভাসমান। তাঁহার অঙ্গদ ও বলয় রত্ন ও সুবর্ণে খচিত। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, গ্রীবা রেখাত্রয়ে অলঙ্কৃত, গলদেশ মুক্তাহারে সুশোভিত, হৃদয়দেশ শ্রীবৎস ও বিরাজমান কৌস্তুভ-সংযোগে উদ্দীপিত, কিঙ্কিণীজালমালা রত্ন ও বৈদূর্য্য মণিতে নির্ম্মিত, মধ্যদেশ পট্টসূত্রে সন্নদ্ধ এবং তাঁহার শ্রীপাদ-পল্লব রত্নময় নূপুরসংযোগে অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ৩-২৩ ॥

দেবক্যা বসুদেবেন হরেণ বিধিনা তথা।
বিদিক্ষু তিষ্ঠতা স্তোত্রমুখরেণ পুটাঞ্জলিম্ ॥ ২৪ ॥
মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
এবং ধ্যাত্বা পরাত্মানং গুরুমাত্মানমেব চ ॥ ২৫ ॥
একীভাবেন সংভাব্য ততঃ পূজনমারভেৎ।
কর্পূরমীলিতালোলসিতচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ২৬ ॥
আলিখেদ্দেবকীপুত্রযন্ত্রং শোভনরেখয়া।
শলাকয়া বৈদ্রুমময়া হৈময়া রাজতেন বা ॥ ২৭ ॥
কিঞ্জল্করূপকং বৃত্তং ততো লেখ্যং চতুর্দ্দলম্।
ততো বৃত্তঞ্চাষ্টদলং লিখেদ্দশদলং ততঃ ॥ ২৮ ॥
সমরেখং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারসুশোভিতম্।
বীজশোভিচতুর্দ্বারে চতুষ্কোণবিরাজিতম্ ॥ ২৯ ॥

দেবকী, বসুদেব, মহাদেব, ব্রহ্মা—ইঁহারা চারিদিকে অবস্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে স্তব করিতেছেন। তিনি সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় অত্যুচ্চ গরুড়ের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে পরমাত্মা, গুরু ও আত্মার ধ্যান ও সকলকে একীভাবে ভাবনা করিয়া পরে পূজায় নিযুক্ত হইবে। বিদ্রুমময় অথবা স্বর্ণময় কিংবা রৌপ্যময় মনোরম রেখাযুক্ত শলাকা দ্বারা কর্পূরমিশ্রিত শ্বেতচন্দনে দেবকীপুত্রযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পরে চতুর্দ্দলবিশিষ্ট কিঞ্জল্করূপ বৃত্ত লিখিতে হইবে। অনন্তর সমরেখাবিশিষ্ট চতুষ্কোণ-যুক্ত ও চতুর্দ্বারশোভিত অষ্টদল ও পরে দশদল বৃত্ত অঙ্কিত ও চতুর্দ্বারে বীজ বিন্যস্ত করিবে।

মধ্যে সংপূজ্য দেবেশং পূজয়েচ্চ চতুর্দ্দলে।
ঐশান্যামীশ্বরং দেবমাগ্নেয্যাঞ্চ পিতামহম্॥ ৩০ ॥
নৈঋর্ত্যাং বসুদেবঞ্চ বায়ব্যাং দেবকীমপি।
তথা চাষ্টসু পত্রেষু পূজয়েদ্দেববল্লভাঃ ॥ ৩১ ॥
রক্তাম্বরধরাঃ সৌম্যাঃ করাম্বুজধৃতাম্বুজাঃ।
সর্ব্বালঙ্করণোদ্দীপ্তা লসদ্যৌবনবিভ্রমাঃ ॥ ৩২ ॥
শ্রীমদ্দেবমুখাম্ভোজন্যস্তনেত্রমধুব্রতাঃ।
ততো দশদলে পূজ্যা লোকপালাস্ততো বহিঃ ॥ ৩৩ ॥
গরুড়ং পশ্চিমে দ্বারে জয়ং পূর্ব্বে প্রপূজয়েৎ।
বিজয়ং দক্ষিণে তদ্বন্নারদঞ্চ তথোত্তরে ॥ ৩৪ ॥
পুটাঞ্জলিকরাঃ সর্ব্বে সুস্তোত্রমুখরা অপি।
বিলসদ্বনমালাশ্চ পীতকৌষেয়বাসসঃ ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ বাসুদেবকে মধ্যে চতুর্দ্দলে পূজা করিয়া ঈশান দিকে ঈশ্বরের, অগ্নিকোণে ব্রহ্মার, নৈঋর্তে বসুদেবের, বায়ু-কোণে দেবকীর, অনন্তর আটটি পল্লবের প্রত্যেকটিতে ভগবানের অষ্টবল্লভার অর্চ্চনা করিতে হইবে। সেই বল্লভারা সকলেই রক্তবস্ত্রধারিণী, সৌম্যাকৃতি, বরাভয়করপদ্মা, নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভমানা, মনোহরা, যৌবনবিভ্রম-সম্পন্না এবং সকলেরই নয়নরূপ মধুকর ভগবানের মুখপদ্মে যেন সংশ্লিষ্ট।

অনন্তর দশদলে লোকপালের পূজা করিয়া পশ্চিমদ্বারে গরুড়ের, পূর্ব্বদ্বারে জয়ের, দক্ষিণে বিজয়ের, উত্তরে নারদের পূজা করিবে। ইঁহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে

ততঃ শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ গদাং কৌমোদকীমপি।
শার্ঙ্গং ধনুশ্চ সংপূজ্য তদ্বাহ্যে পূজয়েদপি ॥ ৩৬ ॥
ঐরাবতাদীনভ্যর্চ্চ্য গণানষ্টৌ ততো বহিঃ।
কৃতে লক্ষং জপেন্মন্ত্রং ত্রেতায়াং দ্বিগুণস্তথা ॥ ৩৭ ॥
ত্রিলক্ষং দ্বাপরে জপ্ত্বা চতুর্লক্ষং কলৌ জপেৎ।
প্রয়োগানথ কুর্ব্বীত সাধকঃ সিদ্ধিলালসঃ ॥ ৩৮ ॥
লক্ষ্মীপ্রসূনৈর্জুহুয়াচ্ছ্রিয়মিচ্ছন্ননিন্দিতাম্।
আজ্যেনান্নেন জুহুয়াদাজ্যান্নস্য সমৃদ্ধয়ে ॥ ৩৯ ॥
আরণ্যৈঃ কুসুমৈর্ব্বিপ্রান্ জাতীভিঃ পৃথিবীপতীন্।
প্রসূনৈরসিতৈর্ব্বৈশ্যান্ শূদ্রান্ নীলোৎপলৈরপি ॥ ৪০ ॥
বশয়েল্লবণৈঃ সর্ব্বান্ পঙ্কজৈর্ব্বনিতাজনান্।
গোশালাসু কৃতো হোমঃ পায়সেন সসর্পিষা ॥ ৪১ ॥

ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং সকলেই শোভমান বনমালা ও পীতবর্ণ কৌষেয় বসন ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৯-৩৫ ॥

অনন্তর শঙ্খ, চক্র, কৌমোদকী, শার্ঙ্গধনু, ইহাদের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ঐরাবতাদি অষ্ট গজের অর্চ্চনা করিবে। সত্যযুগে এক লক্ষ, ত্রেতায় দুই লক্ষ, দ্বাপরে তিন লক্ষ ও কলিতে চারি লক্ষ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর সাধক সিদ্ধিকামনায় প্রয়োগসকলের অনুষ্ঠান করিবে। সর্ব্বথা নির্দ্দোষ লক্ষ্মীলাভের ইচ্ছা থাকিলে লক্ষ্মীপুষ্প দান ও আজ্যান্নসমৃদ্ধির জন্য আজ্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। বন্য কুসুম দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মণ, জাতীপুষ্প দ্বারা ক্ষত্রিয়, অসিত পুষ্প দ্বারা বৈশ্য, নীলোৎপল দ্বারা শূদ্র, লবণ দ্বারা সকল বর্ণ ও পদ্ম দ্বারা হোম করিলে সমুদায়

গবাং শান্তিং করোত্যাশু গোবিন্দো গোকুলপ্রিয়ঃ।
শিশুবেশধরং দেবং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্ ॥ ৪২ ॥
স্মৃত্বা প্রতর্পয়েন্মন্ত্রী দুগ্ধবুদ্ধ্যা শুভৈর্জ্জলৈঃ।
ধনং ধান্যাংশুকাদীনি প্রীতস্তস্মৈ দদাতি সঃ ॥ ৪৩ ॥
পিণ্ডং মূলেন বীতং দহনপুরযুগে কোণরাজৎষড়র্ণং,
কুর্য্যাৎ পদ্মং দশার্ণং স্ফুরিতদশদলং কামবীজেন বীতম্।
পদ্মং কিঞ্জল্কসংস্থং মুরবিকৃতিদলপ্রোল্লসৎষোড়শার্ণং,
কিঞ্জল্কে ব্যঞ্জনাঢ্যং বিকৃতিদলযুগে স্বর্পিতানুষ্টুবর্ণম্ ॥ ৪৪ ॥

স্ত্রীলোক বশ হইয়া থাকে। গো-শালাতে পায়স ও ঘৃত দ্বারা হোম করিলে গোগণের প্রিয় ভগবান্ গোবিন্দ আশু গোসকলের শান্তিবিধান করেন।

কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত শিশুবেশধারী ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণ করিয়া দুগ্ধবুদ্ধিতে নির্ম্মল সলিল দ্বারা তর্পণ করিলে তাঁহার প্রসাদে ধন, ধান্য ও বস্ত্রাদি লাভ করা যায়। আদিতে ষট্‌কোণ লিখিয়া তন্মধ্যে মূলবেষ্টিত বক্ষ্যমাণ পিণ্ডবীজ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর ষট্‌কোণে বক্ষ্যমাণ ছয় বর্ণ লিখিয়া তাহার উপর দশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার পত্রসমূহে বক্ষ্যমাণ দশবর্ণ লিখিবে এবং সেই সকল কামবীজে বেষ্টিত করিয়া তাহার উপরি ষোড়শদল পদ্ম ও তাহার কেশরসমূহে ষোড়শস্বর এবং পত্রসকলে বক্ষ্যমাণ ষোড়শাক্ষর মন্ত্র ও তাহার উপরি দ্বাত্রিংশদ্দল ও তাহার কেশরসমূহে ক হইতে স পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিয়া পত্রসকলে বক্ষ্যমাণ অনুষ্টুভ্ মন্ত্র লিখিয়া এবং তৎ সমস্ত

পাশাঙ্কুশাভ্যাম্বাবীতং ক্ষৌণীপুরযুগান্বিতম্।
অষ্টাক্ষরেণ সংবীতং যন্ত্রং গোবিন্দদৈবতম্॥ ৪৫ ॥
ধর্ম্মার্থকামফলদং সর্ব্বরক্ষাকরং শুভম্।
পঞ্চান্তকো ধরাসংস্থো মনুবিন্দুবিভূষিতঃ॥ ৪৬ ॥
পিণ্ডবীজমিদং প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্।
চতুর্লক্ষং জপেদেতত্তদ্দশাংশং হুনেত্ততঃ॥ ৪৭ ॥
তর্পয়েত্তদ্দশাংশঞ্চ দশাংশঞ্চাভিষেচয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্চাপি দশাংশমিতি চ ক্রমাৎ॥ ৪৮ ॥
গণেশং ভাস্করং রুদ্রং গৌরীঞ্চ পরিপূজয়েৎ।
বিদিক্ষু যন্ত্ররাজস্য স্বস্বমন্ত্রপুরঃসরম্॥ ৪৯ ॥
এতদ্ধারণমাত্রেণ ত্রিকালজ্ঞো ভবেন্নরঃ।
যদ্যন্মিজেপ্সিতং সর্ব্বং সাধয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫০ ॥

পাশবীজে বেষ্টিত করিবে। পুনর্ব্বার অঙ্কুশবীজে বেষ্টিত করিয়া তাহার উপরি অষ্টকোণ বিধানপূর্ব্বক তাহাতে বক্ষ্যমাণ অষ্টাক্ষর মন্ত্রবর্ণ লিখিবে। এই অষ্টাক্ষরসম্পন্ন গোবিন্দ-দৈবত যন্ত্র ধর্ম্মার্থ-কামফল প্রদান ও সর্ব্ববিধ রক্ষাবিধান করিয়া থাকে। মনুবিন্দুবিভূষিত ধরাসংস্থ পঞ্চান্তক অর্থাৎ গ্লৌং, পিণ্ডবীজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহার চতুর্লক্ষ জপ, তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ ও তাহার দশাংশ অভিষেক এবং তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। গণেশ, ভাস্কর, রুদ্র, গৌরী ইহাদের স্বীয় স্বীয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যন্ত্ররাজের বিদিক্ সকলে পূজা করিবে॥ এই যন্ত্রের ধারণমাত্রে নিশ্চয়ই ত্রিকালবিৎ হওয়া যায় এবং

অনেন সদৃশো মন্ত্রো যন্ত্রঞ্চাপি ন বিদ্যতে ।
কেবলং প্রেমভাবেন কথিতং তব সুব্রত ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭॥

আপনার ঈপ্‌সিত সমুদায় বিষয়ই সাধন করিতে পারা যায়। ইহার সদৃশ মন্ত্র ও যন্ত্র দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। হে সুব্রত! কেবল প্রেমভাব বশতঃ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥৩৬-৫১॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অথ প্রয়োগান্ বক্ষ্যামি মন্ত্রয়োরুভয়োরপি।
যান্ কৃত্বা সাধকবরো লোকত্রয়সুপূজিতঃ ॥ ১ ॥
তদাত্মকারিমন্ত্রান্ বৈ বক্ষ্যামি চ কচিৎ কচিৎ।
বন্দে তং দেবকীপুত্রং সদ্যোজাতাম্বুজপ্রভম্ ॥ ২ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্।
এবং ধ্যাত্বা মনুবরং লক্ষং ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তকে ॥ ৩ ॥
জপ্ত্বা মেধাং পরাং প্রাপ্য কবীনামগ্রণীর্ভবেৎ।
অথবা স্ফটিকাভাসং দ্বিভুজং লেখ্যপুস্তকম্ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, অধুনা উভয় মন্ত্রের প্রয়োগ-সকল কীর্ত্তন করিব। যাহাদের অনুষ্ঠান করিলে সাধকবর লোকত্রয়ে পূজ্য হইয়া থাকেন। কোথাও বা তদাত্মক অরিমন্ত্রসকলও বলিব।

সেই দেবকীপুত্রের বন্দনা করি। তিনি সদ্যোজাত পদ্মের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। এইরূপে ধ্যান ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে লক্ষ বার এই মন্ত্রবর জপ করিলে সাধক অত্যুৎকৃষ্ট মেধা প্রাপ্ত হইয়া কবিদিগের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, অথবা স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, দ্বিভুজ,

ধারিণন্তং বিচিন্ত্যাথ লক্ষং ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তকে।
জপ্ত্বা মন্ত্রং ত্রিকালজ্ঞো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ
অথৈবৈতৎসমো মন্ত্রঃ প্রোচ্যতে শৃণু তত্ত্বতঃ।
শ্রীমৎপদং তথা চোক্ত্বা মুকুন্দচরণৌ ততঃ ॥ ৬ ॥
সদেতি শরণমহং প্রপদ্যে স্বাহয়া যুতঃ ॥
শ্যামলং কোমলং বালং ক্রীড়ন্তং মাতুরঙ্ককে ॥ ৭
দ্বিভুজং স্তনপাতারং চিন্তন্ শ্রুতিধরো ভবেৎ।
লক্ষন্ধা প্রজপেদেনং সমানং লভতে ফলম্ ॥ ৮ ॥
কামবীজাদ্যমন্ত্রোঽয়ং কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
উপসংহৃতদিব্যাঙ্গং পুরোবন্মাতুরঙ্কগম্ ॥ ৯ ॥

লেখ্য ও পুস্তকধারিরূপে চিন্তা করিয়া এই মন্ত্রের এক লক্ষ জপ করিলে মন্ত্রী বৃহস্পতির সমান ও ত্রিকালদর্শী হইয়া থাকেন। ইহার সমান অন্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর।—প্রথমে শ্রীমৎপদ উচ্চারণ করিয়া পরে মুকুন্দচরণৌ ও তদনন্তর সদেতি শরণমহং প্রপদ্যে স্বাহা, এইরূপ নির্দ্দেশ করিবে।—যথা, "শ্রীমন্মুকুন্দ-চরণৌ সদা শরণমহং প্রপদ্যে স্বাহা।" মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়া-পরায়ণ, স্তনপান-সংসক্ত, ভুজদ্বয়বিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, কোমলদেহ, বালকরূপী বাসুদেবের ধ্যান করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে, সমফললাভ হইয়া থাকে। কাম-বীজাদ্য এই মন্ত্র পৃথিবীতে কি না সাধন করে? দিব্য অঙ্গসমুদয় উপসংহৃত করিয়া জননীর অঙ্কে ক্রীড়াশীল, চঞ্চলবাহু ও

চলদ্দোশ্চরণং বালং ধ্যায়েদ্ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তকে।
জপ্ত্বা মন্ত্রবরৌ বিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
সর্ব্ববেদার্থকুশলো জ্ঞানবান্ ভবতি ধ্রুবম্।
নন্দাঙ্গনে পর্য্যটন্তং ধূলীনিচয়ধূসরম্ ॥ ১১ ॥
দীপ্তমণিগণোদ্দীপ্তং যশোদালোকনোৎসুকম্।
এবং ধ্যাত্বা মন্ত্রবরং জপেন্নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
লক্ষৈকজপনাদস্য কিং ন সাধ্যতি ভূতলে।
প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়মষ্টোত্তর শতং জপন্ ॥ ১৩ ॥
অনেন মূকো মুগ্ধাত্মা জড়ঃ পাষাণবত্তথা।
অনেন জলপানেন সাক্ষাদ্বাকৃপতিসন্নিভঃ ॥ ১৪।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ন চান্যথা ॥ ১৪ ॥
পদ্ভ্যাং নিক্ষিপ্য শকটং রুদন্তং প্রাকৃতং যথা।
লক্ষং জপ্যাদিতি ধ্যাত্বা আপদ্ভো মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥

পদবিশিষ্ট, বালরূপী বাসুদেবের ধ্যান ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এই মন্ত্রবরদ্বয় জপ করিলে সাধক নিশ্চয়ই বিদ্বান্, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ, সমুদায় বেদার্থনিপুণ ও জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন।

নন্দের অঙ্গনে ভ্রমণশীল, ধূলিসমূহে ধূসরিতদেহ, প্রদীপ্ত-মণিসমূহে সমুদ্ভাসিত, যশোদাবলোকনে উৎসুক, এইরূপে ভগবানের ধ্যান ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রবর জপ করিবে। এক লক্ষ জপ করিলে ভূতলে কি না সিদ্ধ হয়? প্রতিদিন প্রাতঃকালে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া জল পান করিবে ॥ ৩-১৩ ॥

এইরূপে উক্ত মন্ত্র জপ করিলে মূক, মুগ্ধাত্মা ও পাষাণসদৃশ জড় ব্যক্তিও সাক্ষাৎ বাকৃপতিসদৃশ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পদযুগল দ্বারা শকট নিক্ষেপ করিয়া প্রাকৃতের ন্যায় রোদন

শত্রুভ্যো ন ভয়ন্তস্য রাজতো দস্যুতোঽপি বা।
ন তস্য বিদ্যতে ভীতিঃ কদাচিদপি সুব্রত॥ ১৬॥
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং সুরপূজিতম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকবরঃ প্রয়োগফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭॥
ব্রহ্মাণং সোমসংযুক্তং মূর্দ্ধ্নি স্বরবিভূষিতম্।
বিন্দুনাদসমাক্রান্তং কল্পরাজং সমুদ্ধরেৎ॥ ১৮॥
পবনং বীতিহোত্রস্থং মহামায়াস্বরান্বিতম্।
বিন্দুনাদসমাক্রান্তং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ১৯॥
বান্তং রেফসমাযুক্তং চতুর্থস্বরভূষিতম্।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং তৃতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ॥ ২০॥

করিতেছেন। এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ করিলে নিশ্চয়ই আপৎ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং শত্রুভয়, রাজভয় ও দস্যুভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া থাকে।

অধুনা অমরগণের পূজিত অপর রহস্য কীর্ত্তন করিব, যাহা অবগত হইলে সাধকবর প্রয়োগ ফল প্রাপ্ত হন॥ ১৫-১৭॥

প্রথমে প্রথম বীজ উদ্ধার করিয়া পরে দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত করিবে। সোমসংযুক্ত, মূর্দ্ধ্নিস্বরবিভূষিত, নাদবিন্দুসমাক্রান্ত কল্পরাজ ব্রহ্মা প্রথম বীজের স্বরূপ।—ব্রহ্মা ক, সোম ল, মূর্দ্ধ্নিস্বর ঈ এবং নাদবিন্দু অনুস্বার,—ক্লীং; এইটি প্রথম বীজ। মহামায়াস্বরান্বিত, বিন্দুনাদসংযুক্ত, বীতিহোত্রস্থ পবন উহার স্বরূপ। পবনশব্দে প, মহামায়াস্বরশব্দে ঈকার, বীতি-হোত্রশব্দে র এবং বিন্দুনাদশব্দে অনুস্বার। এই সকলের যোগে প্রীং; ইহাই দ্বিতীয় বীজ। অনন্তর বিন্দুসমাযুক্ত, চতুর্থস্বরভূষিত,

থান্তং শম্ভুসমাযুক্ত-মিন্দুবিন্দুসমন্বিতম্।
দৌর্গবীজমিতি খ্যাতং সমস্তাপন্নিবারণম্ ॥ ২১ ॥
শম্ভোঃ পদং বহ্নিযুতং মায়াবিন্দুসমন্বিতম্।
অশেষজগতো বীজং মহামায়েতি বিশ্রুতম্ ॥ ২২ ॥
অনয়া যোজিতো মন্ত্রী অসাধ্যমপি সাধয়েৎ।
ধান্তং বহ্নিসমাযুক্তং চতুর্থস্বরভূষিতম্ ॥ ২৩ ॥
শ্রিয়ো বীজমিতি প্রোক্তং নৃণাং সর্ব্বসুখপ্রদম্।
বিরিঞ্চীন্দ্রসমাযুক্তং চতুর্থস্বরভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
নাদবিন্দুকলাক্রান্তং বীজং ত্রৈলোক্যমোহনম্।
প্রোক্তং সাণ্ডাক্ষরং তত্তু ষষ্ঠস্বরসমন্বিতম্ ॥ ২৫ ।
নাদবিন্দুকলাযুক্তং কূর্চ্চবীজমিতি স্মৃতম্।
এতেষাং বীজবর্ণ্যাণাং জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি মন্ত্রবিৎ ॥ ২৬ ॥

রেফসংযুক্ত বান্ত—এই তৃতীয় বীজ উদ্ধার করিবে। বান্তশব্দে শকার, চতুর্থস্বরশব্দে ঈকার, রেফশব্দে রকার এবং বিন্দুশব্দে অনুস্বার। অতএব শ্রীং এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হইল। অনন্তর দঃ এই চতুর্থ বীজ উদ্ধার করিবে। এই বীজ সমস্ত আপৎ দূরীভূত করিয়া থাকে। তদনন্তর হ্রীং এই বীজ উদ্ধার করিবে। ইহা সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ এবং মহামায়ানামে বিখ্যাত। মন্ত্রী ইহা দ্বারা যোজিত হইলে অসাধ্যও সাধন করিতে পারেন। র ও ঈকারসংযুক্ত শকার অর্থাৎ শ্রীং—শ্রীবীজ বলিয়া বিখ্যাত। উহা দ্বারা লোকে সর্ব্ববিধ সুখলাভ করিয়া থাকে। ক্লীং এই বীজ, সমুদায় বিশ্ববিমোহিত করে। হূং ইহার নাম কূর্চবীজ। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি এই সকল প্রধান বীজের কার্য্য

গুরুতঃ শাস্ত্রতঃ সম্যক্ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
অন্যথা নৈব সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রঃ কল্পশতৈরপি ॥ ২৭ ॥
মেরুশ্চতুর্দ্দশস্বরঃ অধোবহ্নিসমন্বিতঃ।
নৃসিংহবীজমিত্যুক্তং ভূতাপস্মারনাশনম্ ॥ ২৮ ॥
সমাহিতমনা ভূত্বা পদ্মাক্ষৈঃ কৃতমালয়া।
অযুতৈকং জপেন্মন্ত্রং ব্রহ্মচারিব্রতে রতঃ ॥ ২৯ ॥
অনায়াসেন কামাঃ স্যুর্দ্দরিদ্রশ্চ ন জায়তে।
সর্ব্বে মনোরথাস্তস্য সিধ্যন্তীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
নিত্যং কর্ম্মরতঃ কৃষ্ণং বন্যপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
বশ্যা ভবন্তি সর্ব্বে চ ব্রাহ্মণা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥
গোপালবেশং মনসা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
বশ্যা ভবন্তি রাজানো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩২

গুরু ও শাস্ত্র এই দ্বিবিধ উপায়সহায়ে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইলে সমুদায় কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে সমর্থ হন। অন্যথা শত-কল্পেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ক্ষ্রৌং ইহার নাম নৃসিংহবীজ। এই বীজ জীবগণের অপস্মার বিনাশ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্ত মন্ত্রী পদ্মাক্ষের মালা দ্বারা অযুত বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে অনায়াসেই মনোরথসকল সিদ্ধ হইবে, কখন দরিদ্র হইতে হইবে না এবং সমস্ত কামনাই সফল হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৮-৩০ ॥

নিত্যকর্ম্মনিরত হইয়া আরণ্যকুসুমে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে সমুদায় ব্রাহ্মণ বশীভূত হন, সংশয় নাই। জাতীপুষ্প দ্বারা গোপালবেশ বাসুদেবের পূজা করিলে সমুদায় নরপতি বশীভূত

তমেব রক্তপুষ্পৈস্তু বৈশ্যা বশ্যা ভবন্তি হি।
নীলোৎপলৈশ্চ শূদ্রাঃ স্যুর্মাসং কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
জুহুয়াদ্রক্তকুসুমৈর্ম্মিশ্রিতৈস্তিলতণ্ডুলৈঃ।
মন্ত্রেণাষ্টসহস্রন্তু জপ্ত্বা ভস্ম ধরেদ্‌যতিঃ ॥ ৩৪ ॥
ললাটে বিধৃতে তস্য সর্ব্বে বশ্যা ভবন্তি হি।
অনেন চ শরীরেণ রাজানো বশতামিয়ুঃ ॥ ৩৫ ॥
স্ত্রিয়ো বশ্যা ভবন্ত্যস্য পুত্রামাত্যাশ্চ সর্ব্বথা।
বিবাহার্থী জপেন্মন্ত্রং মাসমষ্টসহস্রকম্ ॥ ৩৬ ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা ব্রতে স্থিতঃ।
বিবাহয়েদুত্তমাঙ্গাং রম্যাং সর্ব্বকুলোজ্জ্বলাম্ ॥ ৩৭ ॥

হন; এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বৈধ নাই। রক্তপুষ্প দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে সমুদায় বৈশ্য বশীভূত হয়। নীলোৎপল দ্বারা একমাস শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিলে সমুদায় শূদ্র বশ হয়। তিলতণ্ডুলমিশ্রিত রক্তকুসুম দ্বারা হোম ও আটহাজার মন্ত্র জপ করিয়া ভস্মধারণ করিবে। ললাটে এই ভস্মধারণ করিলে সকলেই ধারণকর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করে। শরীরে এই ভস্ম ধারণ করিলে রাজগণ বশীভূত হন এবং তাঁহাদের পত্নী, পুত্র ও অমাত্যবর্গও সর্ব্বদা বশীভূত হয়।

বিবাহার্থী এক মাস অষ্টসহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে। তৎকালে ব্রতানুষ্ঠান সহকারে রাসমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বকুলোজ্জ্বলা, পরমমনোজ্ঞা, উত্তমা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারা যায়।

পুত্রং মে রক্ষ রক্ষেতি দ্বিজেন প্রার্থিতো হরিঃ।
হৃতং পুত্রং সমাহৃত্য দদৌ যস্তং বিচিন্তয়েৎ॥ ৩৮॥
পুত্রকামো লভেৎ পুত্রং মাসেনৈকেন সুন্দরম্।
দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতম্॥ ৩৯॥
কুন্দপুষ্পৈঃ সমারাধ্য কৃষ্ণং ধ্যায়েচ্চ কন্যকা।
মাসদ্বয়ং তথা মন্ত্রং জপেদষ্টসহস্রকম্।
মনোরথপতিং লব্ধা দীর্ঘকালঞ্চ ক্রীড়তি॥ ৪০॥
অঞ্জনং কুসুমং বস্ত্রং তাম্বূলং চন্দনং তথা।
তথান্যান্যুপভোগানি স্পৃষ্টা মন্ত্রং শতং জপেৎ॥ ৪১
দাপয়েৎ যস্য যস্যাপি সোঽচিরাদ্দাসবদ্বশে।
স্ত্রিয়ো বশ্যা অনেনৈব ভবন্তি মুনিসত্তম॥ ৪২॥

হে কৃষ্ণ! আমার পুত্রকে রক্ষা কর; ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তাহার বিনষ্ট পুত্রকে সমাহৃত করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হরিকে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে পুত্রকাম ব্যক্তি একমাস মধ্যেই সুন্দর পুত্রলাভ করিয়া থাকে। ঐ পুত্র দীর্ঘায়ু ও অপ্রতিহতবলবীর্য্যসম্পন্ন হয়।

কুন্দপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক বিশেষরূপে আরাধনা করিয়া কৃষ্ণের ধ্যান ও দুই মাস অষ্টসহস্র বার মন্ত্র জপ করিলে, কন্যা অভিমত পতি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল বিহার করিতে সমর্থ হয়।

অঞ্জন, কুসুম, বস্ত্র, তাম্বূল, চন্দন ও অন্যান্য উপভোগসকল স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য যে যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, সে-ই দাসের ন্যায় বশীভূত হইয়া থাকে।

পুরুষং বশয়েন্নারী অনেনৈব বিধানতঃ।
অন্নাদ্যকামঃ শ্রীপুষ্পৈঃ সিততণ্ডুলমিশ্রিতৈঃ॥ ৪৩॥
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জুহুয়াদন্নবান্ ভবেৎ।
বিশ্বরূপধরং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
সমাহিতমনাঃ শ্রীমান্ যশস্বী কীর্ত্তিমান্ ভবেৎ॥ ৪৪॥
প্রেতভূতপিশাচৈশ্চ স্কন্দাদিগ্রহপীড়িতঃ॥
পূতনাস্তনপাতারং ধ্যাত্বা মন্ত্রং শতং জপেৎ॥ ৪৫॥
প্রণশ্যন্তি গ্রহা দুষ্টাঃ পলায়ন্ত ইতস্ততঃ।
সর্পমণ্ডলদষ্টশ্চ মূষিকাদ্যৈশ্চ দংশিতঃ॥ ৪৭॥
কৃষ্ণং কালীয়দমনং চিন্তয়িত্বা জপেন্নরঃ।
তর্জ্জয়ন্তং বিষং ঘোরং হুঙ্কারেণ বিনাশয়েৎ॥ ৪৮॥

হে মুনিসত্তম! ইহা দ্বারা স্ত্রীসকলও বশ্যতা স্বীকার করে এবং পুরুষকে বশীভূত করিয়া থাকে।

অন্নাদির অভিলাষী ব্যক্তি সিততণ্ডুল-মিশ্রিত শ্রীপুষ্প দ্বারা অষ্টাধিকসহস্র হোম করিলে অন্নাদি লাভ করে।

বিশ্বরূপধরের ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে অষ্টোত্তরশত জপ করিলে শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হওয়া যায়॥ ৩২-৪৪॥

প্রেত, ভূত, পিশাচ ও স্কন্দাদি গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পূতনাস্তনপায়ীর ধ্যান করিয়া শত মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে দুষ্ট গ্রহসকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। সর্প ও মূষিকাদি দংশন করিলে কালীয়দমন কৃষ্ণের চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তিনি হুঙ্কার দ্বারা পীড়াদায়ক বিষকে

অত্রাপ্যন্তং মনুবরং হুংবীজাদ্যং শৃণুষ্ব তৎ।
কালীয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি চ।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতম্ ॥ ৪৯ ॥
জ্বরার্ত্তোঽভ্যর্চ্চয়েন্মন্ত্রী জপেদষ্টশতং তথা।
জ্বরেণ সংস্তুতং কৃষ্ণং বলপ্রদ্যুম্নসংযুতম্ ॥ ৫০ ॥
দহন্তং বাণনগরীং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
নিজজ্বরেণ সংপিষ্টং ধ্যাত্বা নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥ ৫১ ॥
শীতলাকামলাদীনি তথা চাতুর্থকোদ্ভবান্।
প্লীহগুল্মযকৃদ্বায়ুমপস্মারভবন্তথা ॥ ৫২ ॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো দৃষ্টিমাত্রেণ মন্ত্রিকঃ।
গোপালং যষ্টিপাশঞ্চ ধেনুমাদায় সংস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ধ্বংস করিয়া থাকেন। অনন্তর অন্ত্যতর হুংবীজাদ্য মন্ত্রবর যথাযথ শ্রবণ কর।—কালীয়ের ফণামধ্যে যিনি দিব্য নৃত্য করিতেছেন, সেই নৃত্যরাজ দেবকীপুত্র অচ্যুতকে নমস্কার করি।

মন্ত্রী জ্বরার্ত্ত হইলে কৃষ্ণের অর্চ্চনা ও এই মন্ত্র অষ্টশত জপ করিবে। তৎকালে জ্বরকর্ত্তৃক স্তূয়মান, বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত মিলিত এবং গরুড়ের উপরি সংস্থিত হইয়া বাণের নগরী দহন করিতেছেন, এইরূপে বাসুদেবের ধ্যান করিলে সাধক বৈষ্ণব-জ্বরের আক্রমণ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। অধিক কি, তিনি দৃষ্টিমাত্রই শীতলাকামলাদি ও চতুর্থক জ্বর, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ ও অপস্মার প্রভৃতি বিনাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

ধ্যাত্বা কৃষ্ণং জপেন্মন্ত্রং পশুমান্ স তু মাসতঃ।
রাজ্ঞঃ পুরোধা ভবিতুমিতি যস্য মতির্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
মধুসিক্তৈঃ সিতৈঃ পুষ্পৈর্হুত্বা তন্মণ্ডলাল্লভেৎ।
মহৈশ্বর্য্যমথ প্রাপ্য বিশ্বখ্যাতো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৫ ॥
গোবর্দ্ধনধরং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেন্নরঃ।
বাতবর্ষাদিভির্ঘোরৈর্ভয়ে সম্যগুপস্থিতে ॥ ৫৬ ॥
ভয়মাশু বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বৃন্দাবনগতং কৃষ্ণং বৃষ্টিকামো বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫৭ ॥
জপেদষ্টসহস্রন্তু বৃষ্টিমাপ্নোত্যসংশয়ম্।
এবঞ্চ মনসা ধ্যাত্বা বৃষ্টিং বর্ষাসু চাবহেৎ ॥ ৫৮ ॥
এবং জলাশয়ে ধ্যাত্বা জপেদষ্টসহস্রকম্।
বৃষ্টির্ভবত্যকালেঽপি মহতী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

যষ্টি, পাশ ও বেণু গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিত, গোপালরূপী কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া জপ করিলে একমাস মধ্যে পশুমান্ হওয়া যায়।

রাজার পুরোহিত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, মধুসিক্ত শ্বেতপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ ও মহৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই বিশ্ববিখ্যাত হওয়া যায়।

ভয়ঙ্কর বাতবর্ষাদিভয় উপস্থিত হইলে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে আশু সেই ভয় দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

বৃষ্টিকাম পুরুষ বৃন্দাবনবিহারী বাসুদেবের ধ্যান করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে নিঃসন্দেহ বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে বর্ষাকালে

গায়ন্তং বেণুনা কৃষ্ণং গানকামো বিচিন্তয়ন্।
আজ্যমষ্টশতং হুত্বা কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥ ৬০ ॥
জয়কামো জপেদ্‌যস্তু হরন্তং কল্পকদ্রুমম্।
সংস্তুতং দেবতাভিশ্চ গরুড়ারূঢ়মচ্যুতম্ ॥ ৬১ ॥
ধ্যাত্বা রক্তকরবীরসমিদ্ভিস্তু হুতাৎ বশী।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু পক্ষাৎ পরাজিতো রিপুঃ ॥ ৬২ ॥
রাজাদিভয়মাপন্নে সংশয়ে দুর্গসংসদি।
হুত্বা দশসহস্রন্তু তৎক্ষণান্নাশয়েদ্ধ্রুবম ॥ ৬৩ ॥

মনে মনে ধ্যান করিলে বৃষ্টি সমুৎপাদন করা যায়। এই প্রকারে জলাশয়ে ধ্যান করিয়া আটহাজার জপ করিলে অকালেও মহতী বৃষ্টি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

গানকাম ব্যক্তি বেণুগানপ্রমত্ত কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া ঘৃত দ্বারা আটশত হোম করিলে কিন্নরের সমান গান করিতে পারে ॥ ৪৬-৬০ ॥

জয়কাম হইয়া কল্পবৃক্ষের হরণপ্রবৃত্ত, দেবগণ কর্তৃক স্তূয়মান, গরুড়ারূঢ় অচ্যুতের ধ্যান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া রক্ত-করবীরকাষ্ঠ দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে এক পক্ষ মধ্যেই রিপুবিজয়ে সমর্থ হয়।

রাজাদির ভয় উপস্থিত ও দুর্গসভার সংশয় সংঘটিত হইলে দশসহস্র হোম করিবে; তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহা দূরীভূত হইবে।

নীলোৎপলাদিভিঃ পুষ্পৈরষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।
শঙ্খাদিনিধিসংযুক্তং দ্বারকামধ্যগং হরিম্ ॥ ৬৪ ॥
ধ্যাত্বা তণ্ডুলদূর্ব্বাভিহুর্ত্বা শান্তিকমাহরেৎ ।
কদম্বমূলে গায়ন্তং গোপালং বনমালিনম্ ॥ ৬৫ ॥
কদম্বপুষ্পৈঃ সংস্পৃষ্টং চিন্তয়িত্বা জনার্দ্দনম্ ।
অপামার্গশতৈর্হুত্বা জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বান্ কামান্ বশীকৃত্য আশু বিজ্ঞো ভবত্যপি ।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ ব্যবহারে চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৭ ॥
মন্ত্রমষ্টশতং জপ্ত্বা প্রথমং বাক্যমুচ্চরেৎ ।
অনেনৈব বিধানেন সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥
মোক্ষকামো জপেদ্যস্তু পুণ্ডরীকাক্ষমব্যয়ম্ ।
সনকাদ্যৈঃ স্তুতং কৃষ্ণং শুক্লাম্বরধরং পরম্ ॥ ৬৯ ॥

দ্বারকামধ্যে বর্ত্তমান ও শঙ্খাদি-নিধিসম্পন্ন ভগবান্ হরিকে ধ্যান এবং নীলোৎপলাদি পুষ্প ও তণ্ডুলদূর্ব্বাদি দ্বারা অষ্টাধিক-সহস্র হোম করিলে শান্তিলাভ করা যায়।

কদম্বমূল আশ্রয়পূর্ব্বক সঙ্গীতে সমুদ্যত, বনমালাবিভূষিত ও কদম্বকুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, গোপালরূপী জনার্দ্দনের চিন্তা করিয়া অপামার্গশত দ্বারা হোম করিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে সমুদায় কামনা শীঘ্র সম্পন্ন ও বিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে এবং রাজদ্বার, সভা ও ব্যবহার সর্ব্বত্রই মন্ত্রবিৎ হওয়া যায়। আটশত জপ করিয়া প্রথমে বাক্য উচ্চারণ করিবে। এইরূপ বিধির অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে।

মোক্ষকাম হইয়া সনকাদি মুনিগণে অভিষ্টুত, শুক্লাম্বরধারী

শঙ্খচক্রধরং ধ্যাত্বা মন্ত্রং লক্ষং জপেন্নরঃ।
তারাভ্যাং পুটিতং কৃত্বা বিধিবৎ স্থানমাশ্রিতঃ॥ ৭০ ॥
চক্রাব্জমণ্ডলে কৃষ্ণং পূজয়ন্ ভক্তিমাবহন্।
সংসারসাগরাৎ সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭১ ॥
য ইচ্ছেদ্ব্রাহ্মণো মন্ত্রী বশীকর্ত্তুং জগত্রয়ম্।
বন্যৈর্ম্মনোহরৈঃ পুষ্পৈর্ব্বেণুং গায়ন্তমচ্যুতম্॥ ৭২ ॥
ধ্যাত্বা সংপূজ্য বিধিবল্লক্ষমেকং সহোমকম্।
জপ্ত্বা সমস্তলোকানাং প্রিয়ো ভবতি নান্যথা॥ ৭৩ ॥
দেবোপমং সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণুতনুং দ্বিজ।
অর্চ্চয়েন্মনসা কৃষ্ণং সহস্রং প্রত্যহং জপেৎ॥ ৭৪ ॥
বৎসরান্নভতে মোক্ষং যজ্ জ্ঞাত্বা ন নিবর্ত্ততে।
বর্ণিনাঞ্চ গৃহস্থানাং ন্যাসিনামপ্যয়ং বিধিঃ॥ ৭৫ ॥

পরাৎপররূপী, অবিনাশিস্বরূপ, পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের ধ্যান ও বিধিবৎ স্থান আশ্রয় পূর্ব্বক তারদ্বয় সহ পুটিত করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ এবং ভক্তিপূর্ব্বক চক্রাব্জমণ্ডলে তাঁহার পূজা করিলে সংসারসাগর হইতে সদ্য মুক্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই॥ ৬১-৭১ ॥

যে মন্ত্রসাধক ব্রাহ্মণ ত্রৈলোক্য বশ করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি মনোহর আরণ্যকুসুম প্রদানপূর্ব্বক বেণুগানপ্রবৃত্ত অচ্যুতের ধ্যান ও বিধি অনুসারে পূজা করিয়া হোমসহকারে এক লক্ষ জপ করিলে সমস্ত লোকের প্রিয় হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং দেবোপম সুখভোগ করিয়া অন্তে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করেন। মনে মনে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যহ সহস্র জপ করিলে বৎসরমধ্যে মোক্ষলাভ হয়; পুনরায় সংসারে আসিতে

মেধাকামো হুনেদগ্নৌ পালাশৈরাজ্যমিশ্রিতৈঃ।
সমিদ্ভিঃ পূর্ব্ববদ্ধ্যাত্বা মেধা স্যাদতিমানুষী ॥ ৭৬ ॥
বাচমিচ্ছন্ লভেদ্বাচং ব্রাহ্মে জপ্ত্বা মুহূর্ত্তকে।
শতং শতঞ্চ ষণ্মাসং বাগ্মী চাপি সুধীর্ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
শত্রূণাং জয়কামস্তু পারিজাতহরং হরিম্।
গরুড়ারোহণং ধ্যাত্বা জিত্বাশেষদিবৌকসঃ ॥ ৭৮ ॥
সমিদ্ভিশ্চাপি জুহুয়াৎ করবীরসমুদ্ভবৈঃ।
লক্ষং জপ্ত্বা তথা লক্ষং জুহুয়ান্মন্ত্রবিত্তমঃ ॥ ৭৯ ॥
জিত্বা শত্রুগণানেতান্ নাক্রান্তশ্চ যথাবিধি।
প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্যস্তু ভগবন্তং বিচিন্ত্য চ ॥ ৮০ ।

হয় না। বর্ণী, গৃহী, সন্ন্যাসী—সকলেরই পক্ষে এইরূপ নিয়ম।

মেধাকাম ব্যক্তি আজ্যমিশ্রিত পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিলে অতিমানুষী মেধালাভে সমর্থ হয় ॥ ৭২-৭৬ ॥

বাগ্মিত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ছয় মাস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শত শত জপ করিলে বাক্যলাভে সমর্থ, বাগ্মী ও সুধী হইয়া থাকে।

প্রতিপক্ষ জয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, গরুড়ারোহণে সমুদায় দেবতা জয় পূর্ব্বক পারিজাতহরণোদ্যত হরির ধ্যান করিয়া করবীরসমুদ্ভব সমিধ দ্বারা লক্ষবার হোম ও লক্ষবার জপ করিলে, শত্রুজয় হইয়া থাকে; কোন কালেই কোন ব্যক্তি আক্রমণ করিতে পারে না।

শঙ্খপদ্মনিধিযুতং বসন্তং দ্বারকাং পুরীম্ ।
ধ্যাত্বা তিলাজ্যচরুভির্জুহুয়াৎ সিততণ্ডুলান্ ॥ ৮১ ॥
অষ্টোত্তরসহস্রং বৈ প্রতিষ্ঠাং লভতে ধ্রুবম্ ।
সর্ব্বাল্লোকান্ বশীকর্ত্তুং কাময়ন্ পঙ্কজাসনে ॥ ৮২ ॥
কদম্বমালয়া নিত্যং ভগবন্তমলঙ্কৃতম্ ।
সনকাদ্যৈঃ প্রার্থ্যমানং যোগিভির্গোপবেশকম্ ॥ ৮৩ ॥
বিচিত্রপুষ্পমালাভির্ভূষিতং বনমালয়া ।
কদম্বমূলে গায়ন্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বনায়কং ॥ ৮৪ ॥
সমিদ্ভিরপ্যপামার্গৈরষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।
মধ্বাজ্যযুক্তৈর্জুহুয়াৎ সর্ব্বলোকবশী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥
মুমুক্ষুভির্ভগবন্তং পুণ্ডরীকদলেক্ষণম্ ।
সনকাদ্যৈশ্চিন্ত্যমানং সিদ্ধৈরন্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি দ্বারকানগরে বিদ্যমান শঙ্খপদ্মনিধিসম্পন্ন ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া প্রতিষ্ঠা সমাহিত করে এবং ধ্যান করিয়া তিল, আজ্য ও চরুমিশ্রিত সিততণ্ডুলে অষ্টাধিকসহস্র হোম করিয়া থাকে, তাহার নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠালাভ হয় ।

সমুদায় লোককে বশীকৃত করিতে অভিলাষী হইলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কদম্বমালায় অলঙ্কৃত, সনকাদি যোগিগণের প্রার্থিত, বিচিত্র পুষ্পমালায় বিভূষিত, বনমালায় মণ্ডিত, কদম্বমূলে গানপরায়ণ, সকলের অধিপতি গোপবেশধারী ভগবানের ধ্যান করিয়া মধু ও আজ্যমিশ্রিত অপামার্গকাষ্ঠ দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিলে সর্ব্বলোক বশ করিতে পারিবে ।

মোক্ষকাম পুরুষগণ, সনকাদি অন্যান্য সিদ্ধ যোগিগণ,

ব্রহ্মেন্দ্রশঙ্করমুখৈর্গণৈশ্চাপি দিবৌকসাম্।
প্রহ্লাদপ্রমুখৈর্ভক্তৈরন্যৈশ্চাপি মহাত্মভিঃ ॥ ৮৭ ॥
হৃৎপদ্মকর্ণিকোত্তুঙ্গদিব্যসিংহাসনোপরি।
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং যশোদানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ৮৮ ॥
পলাশতুলসীপত্রৈঃ সৌবর্ণকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
মানসৈর্ব্বা যথাশক্ত্যা অর্চ্চয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৯৮ ॥
আত্মানং দেবকীপুত্রং লীলাযষ্টিধরং স্মরেৎ।
যদ্যৎ কাময়তে মন্ত্রী তত্তদাপ্নোত্যযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥
অনেন বিধিনা সর্ব্বং সাধয়েৎ পরমাত্মনঃ।
যোজয়েচ্চ চতুর্থেন বিষ্ণোশ্চৈব চ বুদ্ধিমান্।
তৃতীয়েনার্চ্চনং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মণা সহ বিষ্ণুনা ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেব প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মা ভক্তগণ হৃৎপদ্মকর্ণিকারূপ উত্তুঙ্গ দিব্য সিংহাসনে যাঁহার চিন্তা করেন, যশোদার আনন্দবর্দ্ধন, পদ্মলোচন সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মার ঐরূপে ধ্যান করিয়া পলাশ-তুলসীপত্র, পবিত্র সৌবর্ণকুসুম, অথবা মানস উপচার দ্বারা পূজা এবং আত্মা ও লীলাযষ্টিধর দেবকীপুত্র—উভয়কে অভিন্নরূপে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে অনায়াসেই সমুদায় কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকার নিয়মে পরমাত্মার সমুদায় প্রয়োগ সম্পাদন করিতে হইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চতুর্থ বিধানেও বিষ্ণুর যোজনা করিতে পারে এবং তৃতীয় বিধানে ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭৭-৯১ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

অথাপরান্ প্রবক্ষ্যামি প্রয়োগান্ ভুবি দুর্লভান্।
যৎ কৃত্বা মানবঃ সম্যক্ সদ্যো দেবত্বমৃচ্ছতি॥ ১॥
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
নিশিতশরনির্ভিন্নভীষ্মতাপহরোহরিঃ॥ ২॥
দৃষ্ট্যা পীযূষবর্ষিণ্যা কারুণ্যাত্তং বিলোকয়ন্।
এবং ধ্যাত্বাযুতজপাদসাধ্যজ্বরনাশনম্॥ ৩॥
মূর্চ্ছাদাহগদাস্ফোটবিষকীটসমুদ্ভবম্।
নাশয়েদ্দাহমচিরাদমৃতৈঃ সহস্রং হুনেৎ॥ ৪॥
কাশীরাজেন প্রহিতাং কৃত্যাং তাং দ্বারকাপুরীম্।
নিজারিণা তাং ছিত্বাশু তৎ পুরীং চক্রতেজসা॥ ৫॥

সম্প্রতি পৃথিবীতে দুর্লভ অন্যান্য প্রয়োগ সমস্ত কীর্ত্তন করিব; যাহার অনুষ্ঠান করিলে লোকমাত্রই সম্যক্ রূপে সদ্য দেবত্ব লাভ করে; তখন ত্রিলোকে তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। কারুণ্যবশতঃ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া নিশিতশরে নির্ভিন্নদেহ ভীষ্মের সন্তাপ হরণ করিতেছেন; এবংবিধ মূর্ত্তিতে হরির ধ্যান করিয়া অযুত জপ করিলে অসাধ্য জ্বর বিনষ্ট এবং মূর্চ্ছা, দাহ, স্ফোট ও বিষকীটসমুদ্ভূত দাহ অচিরাৎ নিরাকৃত হয়। অমৃতদ্বারা সহস্রবার হোম করিবে।

কাশীরাজ দ্বারকাপুরীর উদ্দেশে কৃত্যা প্রেরণ করিলে ভগবান্ হরি তাহা ছেদন ও চক্রতেজের সহায়ে তাঁহার পুরীর দহন

দহন্তং তং হরিং স্মৃত্বা জপেদযুতমাদরাৎ।
সুস্নেহাক্তৈঃ সর্ষপৈশ্চ হুনেদ্রাত্রৌ তথাযুতম॥ ৬॥
কৃত্যাঃ পরেরিতাস্তস্য ন গ্রসন্তি কদাচন।
ডাকিনী পূতনা কৃত্যা যক্ষপন্নগরাক্ষসাঃ॥ ৭॥
অন্যে বৈ ক্রূরসত্ত্বাশ্চ প্রয়োগাজ্জপহোময়োঃ।
দেশাদ্দেশান্তরং যান্তি ন সমর্থাশ্চ হিংসিতুম্॥ ৮॥
ধ্যাত্বা বিশ্বেশ্বরং দেবং ব্যাপ্তবিশ্ববিকাশকম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্॥ ৯॥
এবং ধ্যাত্বা চ মতিমান্ লক্ষমেকং জপেন্মনুম্।
জুহুয়াদযুতং ভক্ত্যা শতবীর্য্যাঙ্কুরত্রিকৈঃ (দূর্ব্বা যস্য খ্যাতিঃ)॥১০॥
অকালমৃত্যুনাশায় সত্যমেতৎ পরং পদম্।
মৃত্যুঞ্জয়ং হরিং ধ্যাত্বা সর্ব্বপাপৈর্ব্বিমুচ্যতে॥ ১১॥

করিয়াছিলেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া, সযত্নে অযুত জপ এবং সুস্নেহাক্ত সর্ষপ দ্বারা রাত্রিতে হোম করিলে পরপ্রেরিতকৃত্যা কখন তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং ডাকিনী, পূতনা, কৃত্যা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও অন্যান্য ক্রূর প্রাণী সকল জপ ও হোমের প্রয়োগমাত্র দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে; হিংসা করিতে সমর্থ হয় না॥ ১-৮॥

কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জশরীর ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় পরমশীতলস্বভাব, সমুদায় বিশ্বব্যাপী, ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিয়া, মতিমান্ পুরুষ এক লক্ষ জপ ও ভক্তিসহকারে দূর্ব্বা দ্বারা অযুত হোম করিবে। ইহার অনুষ্ঠান করিলে অকালমৃত্যু বিনষ্ট

আসীনমাশ্রমে দিব্যে বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
স্পৃশন্ বৃহদ্ভ্যাং হস্তাভ্যাং ঘণ্টাকর্ণকলেবরম্ ॥ ১২ ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মাসমষ্টোত্তরসহস্রকম্।
সমস্তবিপদাং মন্ত্রী প্রশমায় শ ন্ত্যয় চ ॥ ১৩ ॥
সমতা সর্ব্বভূতেষু আশু নির্ব্বাণদায়িনী।
নিশীথে রথমারূঢ়ং তর্জ্জয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৪ ॥
ধাবমানং রিপুগণং অনুধাবনমচ্যুতম্।
বিসৃজদ্বাণসঙ্ঘেন নয়ন্তং দূরদেশতঃ ॥ ১৫ ॥
উচ্চাটনং ভবেৎ সদ্যো রিপূণাং লক্ষজাপতঃ।
দ্বেষয়ন্তং রুক্মিবলৌ পাণ্ড্যমধ্যস্থিতং হরিম্ ॥ ১৬ ॥

হয়। এই বাক্য সর্ব্বথা সত্য। মৃত্যুঞ্জয়রূপী হরির ধ্যান করিলে, সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৯-১১ ॥

বদরীষণ্ডমণ্ডিত দিব্য আশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া, সুবিশাল বাহু-যুগল দ্বারা ঘণ্টাকর্ণের কলেবর স্পর্শ করিতেছেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া, এক মাস অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে সমস্ত বিপৎ নিরাকৃত, শান্তি অধিগত ও সর্ব্বভূতে নির্ব্বাণদায়িনী সমতা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

নিশীথে রথে আরোহণ করিয়া, ধাবমান রিপুগণের অনুধাবন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ তাহাদের তর্জ্জন ও শরনিকর প্রয়োগ পুরঃসর তাহাদিগকে দূরদেশে বিতাড়িত করিতেছেন; এইরূপে ধ্যান ও লক্ষ জপ করিলে সত্ত রিপুগণ উচ্চাটিত হইয়া থাকে।

পাণ্ড্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, রুক্মির সৈন্য সকলকে বিদ্বেষিত

ধ্যাত্বা লক্ষং মনুবরং নিম্বস্নেহবিমিশ্রিতম্ ।
তদন্তে জুহুয়ান্মন্ত্রী গুলিকা গোময়োদ্ভবাঃ ॥ ১৭ ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ বৈরন্তং জায়তে মিথঃ ।
অন্যোহন্যকলহেনৈব দেশাদ্দেশান্তরং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥
বিদ্বিষ্টস্তত্র তত্রাপি কাকবৎ পর্য্যটেন্মহীম্ ।
পার্থে দিশন্তং গীতার্থং রথস্থং মধুসূদনম্ ॥ ১৯ ॥
রাজমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রাযুতসমপ্রভম্ ।
ধ্যাত্বাযুতং মনুবরং শমায় প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ২০ ॥
অনেন জপমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
স্থানে হৃষীকেশ তবেত্যাদিস্ক্তার্জ্জুনায় বৈ ॥ ২১ ।

করিতেছেন, এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া, লক্ষ জপ ও তদন্তে গোময়সম্ভূত গুলিকা দ্বারা হোম করিবে। এই প্রকার প্রয়োগ-মাত্রে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত ও কলহ সংঘটিত হইলে, শত্রু সকল দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে এবং তত্তৎস্থলে বিদ্বিষ্ট হইয়া, কাকের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকে।

রথে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জুনকে গীতার অর্থ নির্দ্দেশ করিতে-ছেন এবং অযুত সূর্য্য ও অযুত চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবিস্তার সহ-কারে রাজমণ্ডলমধ্যে বিরাজমান হইতেছেন ; এই প্রকার মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শান্তির জন্য অযুত জপ করিবে। জপমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে ?

হে হৃষীকেশ ! তোমার নাম সংকীর্ত্তনমাত্র সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট ও অনুরাগে আবিষ্ট হয়। ইত্যাদি স্থক্তে, অর্জ্জুন

গায়ত্রীচ্ছন্দোবলিতং বিশ্বাত্মাকৃষ্ণদৈবতম্ ।
সপর্য্যা পূর্ব্ববৎ প্রোক্তা সাধয়েৎ সকলেপ্সিতম্ ॥ ২২
শ্রীবীজাদ্যৈর্জ্জপেন্মন্ত্রবরৌ ধ্যাত্বা চ পূর্ব্ববৎ ।
লক্ষৈকজপমাত্রেণ কুবের ইব মোদতে ॥ ২৩ ॥
অন্নদৈবতগোপালং বক্ষ্যেঽন্যং শৃণু তত্ততঃ ।
অন্নরূপরসরূপতুষ্টিরূপপদোপরি ॥ ২৪ ॥
অন্নাধিপতয়ে স্বাহা সোঽয়মন্নাধিপো মনুঃ ।
শ্রীবীজাদ্যো মনুঃ প্রোক্তোঽপ্যন্নরত্নসমৃদ্ধিদঃ ॥ ২৫ ॥
আচক্রাদ্যঙ্গকৢপ্তিঃ স্যান্নারদোঽস্য মুনিঃ স্মৃতঃ ।
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং দেবশ্চান্নপ্রদো হরিঃ ॥ ২৬ ॥
ধ্যানার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমস্য পূর্ব্ববদাচরেৎ ।
য এবং চিন্তয়েন্মন্ত্রী স তু সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ॥ ২৭ ॥

যাহার ঋষি, গায়ত্রী যাহার ছন্দ, বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ যাহার দেবতা, তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিবে, ইহা দ্বারা সকল অভীষ্ট সাধন করা যায়। শ্রীবীজাদ্য সহায়ে পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া, মন্ত্রবরদ্বয় জপ করিবে। এক লক্ষ জপ করিলে কুবেরের ন্যায় সুখভোগে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ১২-২৩ ॥

অন্যবিধ অন্নদৈবত গোপালের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্নরূপ, রসরূপ, তুষ্টিরূপ পদের উপরি অন্নাধিপতয়ে স্বাহা এইরূপ পদবিন্যাস করিবে। ইহার নাম অন্নাধিপ মন্ত্র। এই মন্ত্র শ্রীবীজাদ্য বলিয়া বিখ্যাত এবং অন্ন ও রত্নসমৃদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। চক্রাদি ইহার অঙ্গ, নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ও অর্চ্চনাদি সমুদায় পূর্ব্বের ন্যায় বিধান করিবে। যে মন্ত্রী সাধক

আহৃত্য স্বর্ণপাত্রঞ্চ ক্ষালিতং শুদ্ধবারিণা।
বিলিপ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজম্ ॥ ২৮ ॥
কর্ণিকায়াং লিখেদ্বহ্নেঃ পুটিতং মণ্ডলদ্বয়ম্।
(দ্বিবহ্নিপুটিতং ষট্‌কোণমিত্যর্থঃ)।
তন্মধ্যে বিলিখেৎ কামং সাধ্যাখ্যং কর্ম্মসংযুতম্ ॥ ২৯ ॥
তত ইষ্টৈর্ম্মনোর্ব্বর্ণৈস্তৎ কামং বেষ্টয়েৎ সুধীঃ।
শ্রিয়ং ষট্‌কোণকোণানামৈন্দ্রনৈর্ঋতবায়ুষু ॥ ৩০ ॥
আলিখেচ্চ লিখেন্মায়াং বহ্নিবরুণশূলিষু।
অক্ষরৈঃ কামগায়ত্র্যা বেষ্টয়েৎ কেশরেষু চ ॥ ৩১ ॥
মারমালামনোর্ব্বর্ণৈর্দ্দলেষ্বষ্টসু মন্ত্রবিৎ।
লিখেদ্‌গুহান্তরৈর্ব্বর্ণৈর্ম্মাতৃকাং তদ্বহির্ল্লিখেৎ ॥ ৩২ ॥

এই প্রকার চিন্তা করে, তাহার সকল প্রকার সমৃদ্ধি সংঘটিত হয় ॥ ২৪-২৭ ॥

স্বর্ণপাত্র আহরণ, শুদ্ধ সলিলে প্রক্ষালন ও গন্ধপঙ্কে বিলেপন করিয়া অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। কর্ণিকাতে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া, তাহার মধ্যে সাধ্যাখ্য-কর্ম্ম-সংযুক্ত কামবীজ ন্যস্ত ও পরে তাহা ইষ্ট মন্ত্রবর্ণে ব্যাপিত করিবে। ষট্‌কোণে ঐন্দ্র, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে শ্রীবীজ এবং অগ্নি, বরুণ ও ঈশানে মায়াবীজ ন্যস্ত করিয়া অক্ষর ও কামগায়ত্রী দ্বারা কেশরসমূহ বেষ্টন করিতে হইবে। পরে মন্ত্রের বর্ণ দ্বারা কামবীজসমূহ অষ্টদলে লিখিয়া, তাহার বহির্দ্দেশে গুহান্তর বর্ণে মাতৃকা অঙ্কিত করিবে ॥ ২৪-৩২ ॥

ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়ে দিগ্বিদিক্ষ্বপি।
মন্ত্রমেবং সমালিখ্য জাতরূপময়ে তটে ॥ ৩৩ ॥
রাজতে তাম্রপাত্রে বা ভূর্জ্জে ক্ষৌমময়েঽপি বা।
সূক্ষ্মতন্তুময়ে বাপি প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানতঃ ॥ ৩৪ ॥
আকর্ষণং সুরস্ত্রীণাং নাগলোকবিলাসিনাম্।
পিশাচযক্ষরক্ষাংসি ক্রূরগ্রহাশ্চ যে স্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
দুষ্টসত্ত্বাশ্চ যে সর্ব্বে পরিসর্পন্তি ভূতলে।
যন্ত্ররাজধরং দৃষ্ট্বা বিদ্রবন্তি দ্রবন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
বহুনা কিমিহোক্তেন সর্ব্বলোকসুখাবহম্।
স্ত্রীণামাকর্ষণং রাজ্ঞাং লোকবশ্যকরং ভুবি ॥ ৩৭ ॥
যোগসিদ্ধিকরং পুংসাং ভবসাগরতারকম্।
ভুক্তিমুক্তিকরং বর্ম্মিণ্ প্রোক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর বাহ্যে ভূবিম্ব, দিক্ ও বিদিক্‌সমূহে শ্রী ও মায়াবীজ ন্যস্ত করিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত, রজত-নির্ম্মিত অথবা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে কিংবা ভূর্জ্জপত্রে অথবা ক্ষৌমময় কিংবা সূক্ষ্মতন্তুময় আধারে প্রতিষ্ঠাপিত করিলে, দেবপত্নীগণ এবং নাগলোকবিলাসিগণও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, ক্রূরগ্রহ ও অন্যান্য দুষ্ট প্রাণী সকল দর্শনমাত্রে দূরে পলায়ন করে। অধিক আবশ্যক কি, এই মন্ত্র সকল লোকেরই সুখসমুৎপাদন, স্ত্রীগণের আকর্ষণ, নরপতিগণের বশীকরণ, যোগসিদ্ধিসম্পাদন, ভবসাগর উত্তরণ ও ভুক্তিমুক্তি সংসাধন করে। স্বয়ং ব্রহ্মা এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৩-৩৮ ॥

বান্তং যান্তং সমারূঢ়ং মায়াবিন্দুবিভূষিতম্।
শ্রিয়ো বীজমিতি প্রোক্তং নৃণাং সদ্যঃ সুখপ্রদম্ ॥ ৩৯ ॥
আদৌ ক্লীঙ্কারমুচ্চার্য্য কামদেবপদং বদেৎ।
চতুর্থ্যন্তং বিদ্মহে চ পুষ্পবাণায় তৎপরম্ ॥ ৪০ ॥
ধীমহীতি পদং প্রোক্ত্বা তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।
এষা মন্মথগায়ত্রী প্রোক্তা মন্মথদীপনী ॥ ৪১ ॥
কামং নারীঞ্চ সংভাব্য ততঃ কামপদং বদেৎ।
দেবায়েতি পদং ক্রমাত্তথা সর্ব্বজন পদম্ ॥ ৪২ ॥
প্রিয়ায়েতি পদান্তে চ বদেৎ সর্ব্বজনং পুনঃ।
ক্রমাৎ সংমোহনায়েতি জ্বলশব্দঞ্চ দীপয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

বান্ত অর্থাৎ শকার, যান্ত অর্থাৎ রকার-সমারূঢ় এবং মায়া অর্থাৎ ঈকার ও বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার সংযুক্ত হইলে শ্রীবীজ হইয়া থাকে। এই বীজ লোকমাত্রেরই সদ্য সুখসম্পাদন করে ॥৩৯॥

প্রথমে ক্লীং উচ্চারণ করিয়া পরে কামদেব শব্দ নির্দ্দেশ করিবে। অনন্তর বিদ্মহে পুষ্পবাণায় পদ উল্লেখ করিয়া, ধীমহি শব্দ প্রয়োগ ও পরে তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ শব্দ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সাকল্যে "ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ," এইরূপ বলিবে। ইহাকে মন্মথগায়ত্রী বলে। ইহা দ্বারা মন্মথ উদ্দীপিত হয় ॥ ৪০-৪১ ॥

কাম ও রতি শব্দ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে কামশব্দ বলিয়া দেবায় ও সর্ব্বজন উচ্চারণ করিবে। পরে প্রিয়ায় ও সর্ব্বজনপদ নির্দ্দেশ করিবে, অনন্তর যথাক্রমে সংমোহনায়, জ্বল, জ্বল, প্রজ্বল, সর্ব্ব-জনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু, ও স্বাহাশব্দ বিন্যস্ত করিবে।

প্রজ্বলেতি পদং সর্ব্বজনস্ত হৃদয়ং তথা।
উক্ত্বা মম বশং পশ্চাৎ কুরুশব্দঞ্চ বীপ্সয়েৎ॥ ৪৪॥
বহ্নিজায়াং তথেত্যুক্তা মালাখ্যো মন্মথো মনুঃ।
ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতম্॥ ৪৫॥
অস্মিন্ যন্ত্রে সমাবাহ্য বাসুদেবং জগদ্গুরুম্।
কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রজ্ঞোঽপ্যকথ্যং কথিতঞ্চ তে॥ ৪৬॥
এবং তে কথিতং যন্ত্রং প্রয়োগান্তরমিহোচ্যতে।
লক্ষং জপ্ত্বা পলাশানাং কুসুমৈস্তৎসমং হুনেৎ॥ ৪৭॥
ব্যাখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অচিরাদেব জায়তে।
স যোগী স চ বিজ্ঞানী বিষ্ণুযোগী তথাত্মবিৎ॥ ৪৮॥
শুক্লবস্ত্রস্য লাভায় শুক্লাদিপুষ্পমাহুনেৎ।
অষ্টোত্তরশতং কৃত্বা রাজতো বাঞ্ছতো লভেৎ॥ ৪৯॥

ইহার নাম মালাখ্য মন্মথমন্ত্র। চতুরস্র ভূগৃহ অঙ্কন পূর্ব্বক অষ্টবজ্র বিভূষিত করিবে। এই যন্ত্রে জগদ্গুরু বাসুদেবকে আহ্বান করিলে মন্ত্রজ্ঞের কি না সিদ্ধ হয়? যাহা বলিবার নহে, তোমার নিকট তাহা বলিলাম॥ ৪২-৪৬॥

তোমার নিকট এইরূপে যন্ত্র নির্দ্দেশ করিলাম। অধুনা প্রয়োগান্তর কীর্ত্তন করিতেছি। লক্ষ জপ করিয়া, পলাশপুষ্পে তাহার সমান লক্ষ হোম করিবে। তাহা হইলে অচিরাৎ সর্ব্ব-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকরণে সমর্থ, যোগী, বিজ্ঞানী, বিষ্ণুযোগসম্পন্ন ও আত্মবিৎ হইতে পারে॥ ৪৭-৪৮॥

শুক্লাদি বস্ত্র লাভের জন্য শুক্লাদি পুষ্প দ্বারা হোম করিবে।

মুঞ্চন্তৌ পিতরৌ কৃষ্ণং মথুরানিগড়ান্বিতৌ।
ধ্যাত্বাযুতজপান্তে চ তাবৎসংখ্যঞ্চ হোময়েৎ ॥ ৫০ ॥
নিগড়ান্মুচ্যতে সদ্যো যমুদ্দিশ্য কৃতা ক্রিয়া।
পুরন্দরমুখৈর্দ্দেবৈঃ স্থিতং বৃন্দাবনং হরিম্ ॥ ৫১ ॥
সুরভ্যাঃ পয়সা তোয়ৈরভিষিচ্য চ সংস্তুতম্।
রাজরাজেশ্বরং কৃত্বা মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্ ॥ ৫২ ॥
উর্ব্বশীপ্রমুখাভিস্তু স্বর্বেশ্যাভিশ্চ বেষ্টিতম্।
এবং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষং পঙ্কজৈরযুতং হুনেৎ ॥ ৫৩ ॥
সার্ব্বভৌমো ভবেৎ সোঽপি যেনেয়ং বিহিতা ক্রিয়া ॥ ৫৪ ॥

অষ্টোত্তরশত হোম করিলে, রাজার বা অন্যের নিকট হইতে শুক্লাদি বস্ত্র লাভ করিতে পারা যায় ॥৪৯॥ মথুরানগরে শৃঙ্খলপীড়িত জনক-জননীর উদ্ধার করিতেছেন; এইপ্রকার মূর্ত্তিতে বাসুদেবের ধ্যান করিয়া অযুত জপ ও তাবৎসংখ্যক হোম করিলে, যাহার উদ্দেশ্যে কার্য্য করা যায়, তাহার তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলমুক্তি হইয়া থাকে।

পুরন্দরপ্রমুখ অমরবৃন্দ বৃন্দাবনস্থিত বাসুদেবকে মঙ্গলাচরণ-পুরঃসর রাজরাজেশ্বররূপে সুরভির দুগ্ধে ও সলিলে অভিষেক করিয়া যথাবিধানে স্তব করিতেছেন এবং উর্ব্বশীপ্রমুখ স্বর্গবেশ্যা-গণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ ও পঙ্কজ দ্বারা অযুত হোম করিবে। যে সাধক ঐরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সে সার্ব্বভৌম হইয়া থাকে ॥ ৫০-৫৪ ॥

আত্মানং কংসমথনং রিপুং কংসাত্মকং স্মরন্।
নিশীথে প্রজপেন্মন্ত্রী দক্ষিণামুখসংস্থিতঃ।
লক্ষমেকং জপান্তে তু বানীরতরুপত্রকৈঃ ॥ ৫৫ ॥
অযুতং হোমমাত্রেণ ম্রিয়তেঽরির্ন চান্যথা।
অরিষ্টপত্রলক্ষস্তৎপাদপাংশুজলোক্ষিতম্ ॥ ৫৬ ॥
জুহুয়ান্ম্রিয়তে শত্রুঃ শঙ্করেণাপি রক্ষিতঃ।
অরিষ্টদলকার্পাসব্যোষাস্থিকরসংযুতম্ ॥ ৫৭ ॥
হবনাল্লক্ষমাত্রেণ যদি দূরস্থিতো ভবেৎ।
অপি পীযূষসেবী চ ম্রিয়তেঽরির্ন চান্যথা ॥ ৫৮ ॥
হরিদ্রাগ্রন্থিহোমেন স্তম্ভয়েদরিবাহিনীম্।
ন শক্তং মারণং প্রাপ্য অভিচারায় যোজয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

নিজেকে কংসমথন ও রিপুকে কংসস্বরূপ চিন্তা করিয়া মধ্যরাত্রিতে দক্ষিণামুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধানে এক লক্ষ জপ করিবে। জপের অন্তে বানীরবৃক্ষের (বেতগাছ) পত্র দ্বারা অযুত হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রু মরিয়া যায়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তদীয় পাদপাংশুজলোক্ষিত অরিষ্টপত্র দ্বারা লক্ষ হোম করিলে স্বয়ং মহাদেব কর্তৃক রক্ষিত শত্রুরও মৃত্যু হইয়া থাকে। অরিষ্টপত্র, কার্পাস, ব্যোষ ও অস্থিকরমিশ্রিত করিয়া লক্ষ হোম করিবামাত্র শত্রু যদি দূরস্থিতও হয় এবং যদি সাক্ষাৎ সুধা সেবন করে, তাহা হইলেও মরিয়া যায়, ইহার অন্যথা হয় না ॥৫৫-৫৮॥

হরিদ্রাগ্রন্থি দ্বারা হোম করিলে অরিবাহিনী স্তম্ভিত হইয়া

প্রায়শ্চিত্তায় গায়ত্রীং লক্ষং জপ্ত্বা চ সাধকঃ।
তদন্তে পায়সৈর্মন্ত্রী অযুতং হোমমাচরেৎ।
অপি প্রয়োগকর্ত্তৃণাং শান্তিঃ স্যান্নৈব চান্যথা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব মন্ত্রে মারণকার্য্য কদাচিৎ প্রশস্ত নহে। ক্রূর, ক্রূরাশয় ও সাধুগণের কষ্টদায়ক—এইরূপ লোক প্রাপ্ত অভিচার প্রয়োগ করিবে। সাধক প্রায়শ্চিত্তের জন্য লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়া তাহার অবসানে পায়স দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে। ইহাতে প্রয়োগকর্ত্তার শান্তিলাভ হইবে, অন্যরূপে করিলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৯ ৬০ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে উনবিংশ অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মান্তরমথো বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতোঽনঘ।
যৎ কৃত্বা মন্দভাগ্যোঽপি লভেন্মন্ত্রফলানি বৈ ॥ ১ ॥
প্রণবদ্বয়মধ্যস্থং জপেদযুতসংখ্যয়া।
ত্রিরাত্রজপমাত্রেণ বৃহস্পতিসমো ভবেৎ।
ব্যাখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বেদানামপি জায়তে ॥ ২ ॥
শনিবারেঽশ্বত্থবৃক্ষমালভ্যাষ্টোত্তরং শতম্।
ভূয়ো ভূয়ো ভবেচ্ছান্তির্জীবেদষ্টোত্তরং শতম্।
তস্য শান্তির্ভবেন্নূনং যমুদ্দিশ্য কৃতা ক্রিয়া ॥ ৩ ॥
অংশুকৈরর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং মাসমাত্রন্তু নির্ম্মলৈঃ।
মুচ্যতে মলিনৈঃ কৃচ্ছ্রৈঃ পাপৈর্ঘোরতরৈরপি ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, হে অনঘ, অধুনা কর্ম্মান্তর কীর্ত্তন করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—যাহার অনুষ্ঠান করিলে মন্দ-ভাগ্যেরও মন্ত্রফললাভ হয় ॥ ১ ॥ প্রণবদ্বয়ের মধ্যস্থ অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ত্রিরাত্র জপ করিবামাত্র বৃহস্পতির সমান এবং সমস্ত শাস্ত্রের ও বেদসকলেরও ব্যাখ্যাকরণে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ২ ॥

শনিবার অশ্বত্থবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, অষ্টোত্তরশত জপ করিলে, ভূয়োভূয়ঃ শান্তিলাভ হয় ও অষ্টোত্তরশতবর্ষ জীবিত থাকে। যাহার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করা হয় তাহারও শান্তিলাভ হয় ॥ ৩ ॥

নির্ম্মল অংশুক দ্বারা একমাসকাল কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে মলিন, কৃচ্ছ্র ও ঘোরতর পাপ হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

পট্টবস্ত্রে যজেদ্ভক্ত্যা সম্পত্তিমতুলাং লভেৎ।
বিদ্রুমৈঃ পূজয়ন্ কৃষ্ণং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ৫ ॥
মাণিক্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা সার্ব্বভৌমসমো ভবেৎ।
পদ্মরাগৈর্যজেৎ কৃষ্ণং রাজা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥
ক্ষত্রিয়ঃ সার্ব্বভৌমঃ স্যাৎ সাধয়েৎ সকলাং মহীম্।
গারুত্মতময়ৈ রত্নৈঃ পূজয়ন্ জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ৭ ॥
অপি হীরকরত্নেন পূজয়ন্ কিং ন সাধয়েৎ।
সুবর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য মাসং ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥
কুবেরসমসম্পত্তিং সংপ্রাপ্য মোদতে চিরম্।
দেহান্তে হরিতাং প্রাপ্য নির্ব্বাণপদমৃচ্ছতি ॥ ৯ ॥
রবিবারেঽর্কপুষ্পৈশ্চ কহ্লারৈঃ সোমবারকে।
মঙ্গলে রক্তপুষ্পৈশ্চ বুধে তগরসম্ভবৈঃ ॥ ১০ ॥

পট্টবস্ত্র দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলে অতুল সম্পত্তি লাভ হয়। বিদ্রুম দ্বারা অর্চ্চনা করিলে ত্রৈলোক্য বশ হইয়া থাকে। মাণিক্য দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিলে সার্ব্বভৌমসম প্রতিপত্তিশালী হওয়া যায়। পদ্মরাগ দ্বারা যজন করিলে রাজপদপ্রাপ্তি হয়; ক্ষত্রিয় তৎপ্রভাবে সার্ব্বভৌম হইয়া সকল পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। গারুত্মতময় রত্ন দ্বারা অর্চ্চনা করিলে সাধক জ্ঞানবান্ হইয়া থাকেন। হীরকরত্ন দ্বারা পূজা কারলে কি না সাধন করিতে সমর্থ হন? সুবর্ণপুষ্প দ্বারা একমাস ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিলে কুবেরের সমান সম্পত্তি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে থাকে এবং দেহান্তে তৎস্বরূপে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়।

রবিবারে অর্কপুষ্পে, সোমবারে কহ্লারকুসুমে, মঙ্গলে

চম্পকৈর্গুরুবারে তু শুক্রে চ কুন্দসম্ভবৈঃ।
শনিবারে শমীপুষ্পৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিনা যতিঃ॥ ১১॥
রবিবারে ঘৃতান্নন্তু পয়োঽভ্যক্তং নিবেদয়েৎ।
সোমবারে পিষ্টকাদি সিতয়া সহ যোজয়েৎ॥ ১২॥
মঙ্গলে গুড়সংমিশ্রমন্নং বহুগুণান্বিতম্।
বুধবারে যাবকন্তু গুরবে পূপসম্ভবৈঃ॥ ১৩॥
দুগ্ধান্নং শুক্রবারে তু শনৌ সঘৃতপায়সম্।
বৈশাখে মাসি বিধিবৎ তর্পয়েদ্ধিমবজ্জলৈঃ॥ ১৪॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন ফলৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
আষাঢ়ে মাসি বিধিবৎ পবিত্রৈঃ পূজয়েদ্বিভুম্॥ ১৫
একৈকং স্বর্ণসূত্রাণি গ্রন্থিযুক্তানি কারয়েৎ।
অথবা পট্টসূত্রাণি পদ্মসূত্রাণি বা পুনঃ॥ ১৬॥

রক্তপুষ্পে, বুধে তগরকুসুমে, বৃহস্পতিবারে চম্পকে, শুক্রে কুন্দকুসুমসমূহে এবং শনিবারে শমীপুষ্পে, ভক্তি ও সংযম-সহকারে কৃষ্ণের পূজা করিবে। রবিবারে দুগ্ধযুক্ত ঘৃতান্ন নিবেদন করিতে হইবে। সোমবারে সিতাসহ পিষ্টকাদি, মঙ্গলবারে বহুগুণান্বিত গুড়সংযুক্ত অন্ন, বুধবারে যাবক, বৃহস্পতিবারে পূপ, শুক্রবারে দুগ্ধান্ন এবং শনিবারে সঘৃত পায়স প্রদান করিবে।

বৈশাখমাসে সুশীতল-সলিল প্রদানসহকারে যথাযথ বিধানে পূজা করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসে ফলদানপুরঃসর যত্নসহকারে ভগবানের অর্চনা করিবে। আষাঢ়মাসে পবিত্র ফল দ্বারা বিধি অনুসারে পূজা করিবে। একৈক স্বর্ণসূত্র গ্রন্থিযুক্ত করিয়া

পূজান্তে দেবদেবায় মহিষীভ্যো নিবেদয়েৎ।
মিথুনেভ্যস্তথা দত্ত্বা মহান্তমুৎসবং চরেৎ ॥ ১৭ ॥
তোষয়েদ্ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তু ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্।
এবং সম্বৎসরে মন্ত্রী কৃত্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮ ॥
নচেদ্বর্ষ-কৃতা পূজা বাস্তোর্ভক্ষ্যায় কল্পতে।
শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণং তং পূজয়েৎ কেতকোদ্ভবৈঃ ॥ ১৯ ॥
চন্দ্রচন্দনকস্তূরীকুঙ্কুমাদিসুবাসিতৈঃ।
এলালবঙ্গকক্কোলফলানি বহুধার্পয়েৎ ॥ ২০ ॥
ভাদ্রে মাসি যজেৎ কৃষ্ণং ভক্ষ্যৈর্বহুগুণান্বিতৈঃ।
ইষে মাসি যজেদ্ভক্ত্যা ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ২১ ॥
কার্পাসনির্ম্মিতৈর্বস্ত্রৈর্নানাভরণসংযুতৈঃ।
তুলাস্থে ভাস্করে কৃষ্ণং পূজয়েন্মাসমাত্রকম্ ॥ ২২ ॥

অথবা পট্টসূত্রে কিংবা পদ্মসূত্রে গ্রন্থিবন্ধন পূর্ব্বক পূজার অন্তে দেবদেব বাসুদেব ও তদীয় মহিষীদিগকে নিবেদন করিতে হইবে। মিথুনদিগকেও তদ্বৎ দান করিয়া মহামহোৎসব সমাধান করিবে। সুসংযত ব্রাহ্মণদিগকে ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে ঈপ্সিত ফললাভ করিতে সমর্থ হন। নতুবা একবর্ষের পূজা বাস্তুর ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুবাসিত কেতকীকুসুম প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের পূজা এবং এলাচী, লবঙ্গ ও কক্কোলফল বহুধা নিবেদন করিবে ॥ ৫-২০ ॥

ভাদ্রমাসে বহুগুণযুক্ত ভক্ষ্য দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। আশ্বিন মাসে ভক্তিসহকারে সুবিস্তর ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিয়া

রাত্রৌ প্রদীপৈর্হোমৈস্তু দুগ্ধপিষ্টাদিসংযুতৈঃ।
ঘৃতদীপমবিচ্ছিন্নং দদ্যান্মাসং মহোজ্জ্বলম্ ॥ ২৩ ॥
একাদশ্যামুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং পারণাদিনে।
শুক্লায়াং বিষ্ণুমভ্যর্চ্চেদ্বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ ॥ ২৪ ॥
অস্যাস্তিথৌ চ মতিমান্ বার্ষিকোৎসবমাচরেৎ।
ভোজ্যানি বহুভক্ষ্যাণি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ২৫
এবং কৃতে দেবতাস্তু তুষ্টা চেষ্টং প্রযচ্ছতি।
সত্যলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬ ॥
মার্গশীর্ষে যজেদ্দেবং নবান্নৈর্ব্ব্যঞ্জনৈঃ শুভৈঃ।
নারিকেলফলক্ষোদং মিশ্রিতং গুড়জীরকৈঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হইবে। ভাস্কর তুলারাশিতে গমন করিলে নানাবিধ অলঙ্কারযুক্ত কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা একমাস তাঁহার পূজা করিবে। রাত্রিতে প্রদীপ, হোম ও দুগ্ধ-পিষ্টকাদি সহকারে একমাস নিরন্তর প্রজ্বলিত ঘৃতের প্রদীপ দান করিতে হইবে। শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণা-দিনে বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা পূর্ব্বক ঐ তিথিতে মতিমান্ ব্যক্তি বার্ষিক মহোৎসব করিবে। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-দিগকে বহুবিধ ভক্ষ্যসংযুক্ত ভোজ্য প্রদান করিতে হইবে। এই-প্রকার অনুষ্ঠান করিলে দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন এবং তৎসহকারে সত্যলোক লাভ হইলে, পুনরায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

অগ্রহায়ণ মাসে পবিত্র ব্যঞ্জনের সহিত নবান্ন দ্বারা ভগবানের

স্নেহপক্কং চ দেবায় ভক্ত্যা তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
পৌষে মাসি চ মাষং বৈ পূতপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
গ্রহদোষং নিবৃত্ত্যাশু ভূয়ান্নৃপতিসন্নিভঃ।
মাঘে মাসি যজেৎ কৃষ্ণমক্ষতৈঃ সুশুভৈঃ সিতৈঃ ॥ ২৯ ॥
দুগ্ধান্নং শর্করাযুক্তং মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ।
অস্মিন্মাসি শুভদিনে বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েদ্বিভুম্ ॥ ৩০ ॥
ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণপুষ্পকৈঃ।
চূতসৌগন্ধিকুসুমৈর্ধূপৈর্দীপৈঃ সুবিস্তরৈঃ ॥ ৩১ ॥
চৈত্রে মাসি বাসুদেবং সর্ব্বপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
পৌর্ণমাস্যাং যজেদ্ভক্ত্যা মদনৈশ্চ সগুচ্ছকৈঃ ॥ ৩২ ॥
অস্মিন্ দিনে রতিং কামং পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
নচেৎ সাম্বৎসরী পূজা বৃথা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অর্চ্চনা এবং গুড়জীরকমিশ্রিত স্নেহপক্ক নারিকেলচূর্ণ ভক্তিসহকারে নিবেদন করিবে।

পৌষমাসে পবিত্রপুষ্পপূর্ণ মাষ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলে গ্রহদোষের নিবৃত্তি ও রাজার সমান হয়। মাঘমাসে পবিত্র সিত অক্ষত সহকারে শর্করাযুক্ত দুগ্ধান্ন ও মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে। এই মাসে শুভদিনে বস্ত্র দ্বারা ভগবান্‌কে আচ্ছাদন করিতে হইবে। ফাল্গুনে স্বর্ণচম্পক প্রদান পূর্ব্বক দেবকীপুত্রের পূজা, চৈত্রমাসে চূতসৌগন্ধি কুসুম, সুবিস্তর ধূপ, দীপ ও সকল প্রকার পুষ্প দ্বারা তাঁহার আরাধনা, পৌর্ণমাসীতে ভক্তিসহকারে গুচ্ছ সহিত মদনপুষ্পে উপাসনা এবং ভক্তিপরায়ণ হইয়া ঐ দিনে রতি ও কামের পূজা করিবে। নতুবা সংবৎসরের পূজা

ভস্মীভূতং স্মরং দৃষ্ট্বা রুদিতা সা রতিঃ সতী।
তাং দৃষ্ট্বা কৃপয়াবিষ্টো বরং দাতুং স্বয়ং শিবঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রত্যুবাচ পতিং ত্বং হি সুভগত্বমথাপ্নুহি।
সুন্দরী সর্ব্বলোকেষু ক্রীড়ার্থং ব্রজ সুন্দরি ॥ ৩৫ ॥
ততোঽভবৎ ক্রন্দনজলাৎ পুষ্পং মদনকং শুভম্।
তেন পূজনমাত্রেণ সম্বৎসরফলং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥
হোময়েল্লক্ষমাত্রং যঃ পিষ্টকৈর্ঘৃতভর্জ্জিতৈঃ।
তাবৎ সংখ্যং মন্ত্রং জপ্ত্বা কৃষ্ণং পশ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩৭ ॥
ইতি তে কথিতং সম্যক্ পূজনং বার্ষিকোদ্ভবৈঃ।
কৃত্বানেন বিধানেন কিং ন সাধ্যতি ভূতলে ॥ ৩৮ ॥
পুণ্যাস্ত্রিয়ো গৃহস্থাশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
বনস্থাশ্চ তথা কৃত্বা বাঞ্ছিতং প্রাপ্নুয়ুঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥

নিশ্চয়ই বৃথা হইয়া থাকে। মদন ভস্মীভূত হওয়ায় রতিকে কাঁদিতে দেখিয়া মহাদেব কৃপাবিষ্ট হইয়া বরদানার্থ বলিলেন, তুমি স্বামীকে প্রাপ্ত হইবে ও সুভগত্ব লাভ করিবে এবং সর্ব্বলোকমধ্যে সুন্দরী হইবে। এখন ক্রীড়ার্থ গমন কর। রতির ক্রন্দনসলিল হইতে ঐ সময়ে পবিত্র মদনপুষ্পের উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা ভগবানের পূজা করিলে সংবৎসরফললাভ হয়। যে ব্যক্তি ঘৃতভর্জ্জিত পিষ্টক দ্বারা লক্ষমাত্র হোম ও তাবৎসংখ্যক মন্ত্র জপ করে, সেই মন্ত্রজ্ঞ সাধক কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। বার্ষিকোদ্ভব দ্বারা যেরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা তোমার নিকট সম্যক্ রূপে বলিলাম। এই প্রকার বিধানে পূজা করিলে এই পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়? সতী স্ত্রী, গৃহস্থ,

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ বিধিবৎ কৃত্বা ফলমবাপ্নুয়ুঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ ন ভূয়াৎ ভবসম্ভবঃ॥ ৪০॥
এবং কৃষ্ণং যজন্ ভক্ত্যা যৎ কৃতং জন্মকোটিভিঃ।
তৎপাপৈর্ন বিলিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৪১॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

মুনি ও ব্রহ্মচারিবর্গ এবং বনস্থগণ উক্তরূপে পূজা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন। স্ত্রী ও শূদ্রগণ বিধিবৎ আরাধনা করিলেও তৎফল প্রাপ্ত হয় এবং ঐহিক উত্তম ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে ভক্তির সহিত ভগবানের যজন করিলে কোটিজন্মের অর্জ্জিত পাপপরম্পরাও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২১-৪১॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে বিংশ অধ্যায়॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

গৌতম উবাচ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্ কৃষ্ণমন্ত্রান্ ব্রবীহি চ।
ভক্তোঽহং তব শিষ্যোঽহং যোগ্যোঽস্মি শ্রবণে গুরো॥ ১।

নারদ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ কৃষ্ণমন্ত্রান্ সর্ব্ববেদৈকসম্মতান্।
যদেকজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য নমস্তদনু চোচ্চরেৎ।
কৌস্তুভায়েতি সংপ্রোচ্য মন্ত্রষ্টাক্ষরঃ পরঃ॥ ৩॥

গৌতম বলিলেন, ব্রহ্মন্! বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রসকল কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার ভক্ত ও শিষ্য। সুতরাং হে গুরো! ঐ সকল মন্ত্রশ্রবণে আমার যোগ্যতা

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! সর্ব্ববেদৈকসম্মত কৃষ্ণমন্ত্রসকল শ্রবণ কর। যাহাদের একমাত্র জ্ঞান দ্বারা পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া তাহার পর নমঃশব্দ প্রয়োগ ও কৌস্তুভায়' পদ উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলে ওঁ নমঃ কৌস্তুভায় এইরূপ হইবে। ইহার নাম অষ্টাক্ষর

এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্ভবেদ্‌যতিঃ।
ষড়্দীর্ঘস্বরসংভেত্ত কামেনাঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ৪ ॥
কলায়কুসুমশ্যামং শঙ্খচক্রগদাম্বুজম্।
অনেকরত্নসংছন্নং কৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষসম্ ॥ ৫ ॥
তারহারাবলীরম্যং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ধ্যাত্বৈবং পরমানন্দং দশলক্ষং জপেন্মনুম্ ॥ ৬ ॥
হোময়েত্তদ্দশাংশেন সাধিতৈর্ঘৃতপায়সৈঃ।
পুরশ্চরণমঙ্গং যচ্ছেষমন্যৎ সমাপয়েৎ ॥ ৭ ॥
য এনং ভজতে মন্ত্রী ভোগমোক্ষৈককারণম্।
করপ্রচেয়াঃ সর্ব্বার্থা অন্তে তৎপরম ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
দশাক্ষরসমানং হি পূজনং সমুদীরিতম্।
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি ষড়্বর্ণং মন্ত্ররাজকম্ ॥ ৯ ॥

মন্ত্র। এই মন্ত্র সর্ব্বথা বিশিষ্টভাবাপন্ন। ইহার বিজ্ঞানমাত্রই সাধক সাক্ষাৎ বিষ্ণু হইয়া থাকেন। ছয়টি দীর্ঘ স্বরে সংভিন্ন করিয়া কামবীজ দ্বারা ইহার অঙ্গক্রিয়া সাধন করিতে হয়।

কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বহুবিধ রত্নে আবৃত, কৌস্তুভ দ্বারা সুশোভিতবক্ষস্থল, তারহার-গুচ্ছসংসর্গে সর্ব্বলোকের মনোহর, গরুড়ের উপরি আসীন, এই-রূপে পরমানন্দবিগ্রহ বাসুদেবের ধ্যান করিয়া দশলক্ষ মন্ত্র জপ ও সুসাধিত ঘৃত-পায়স দ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিবে। পুরশ্চরণ, অঙ্গ ও অবশিষ্ট যাহা কিছু, সমস্তই সমাপন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ভুক্তি-মুক্তির একমাত্র কারণ বাসুদেবের ভজনা করে, তাহার সমুদয় অভিলষিত বিষয় হস্তগত

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো মহীঞ্চরেৎ।
ত্রিমাত্রং নমসা যুক্তং চতুর্থ্যা কৃষ্ণ ইত্যপি ॥ ১০ ॥
ষড়ক্ষরমনুঃ প্রোক্তো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ।
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণো হপি দেবতা সাক্ষাদ্দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ত্রিমাত্রং বীজমিত্যুক্তং নমঃ শক্তিরুদীরিতা ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণায় কীলকঞ্চাস্য মন্ত্ররাজস্য কীর্ত্তিতম্।
বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যৈরুদীর্য্যতে।
নীলজীমূতসঙ্কাশং কিঙ্কিণীজালমালিনম্ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বাভরণসংদীপ্তং রক্তপদ্মোপরিস্থিতম্।
সনকাদ্যৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতং ধ্যায়েজ্জগদ্বরম্ ॥ ১৫ ॥

ও অন্তে পরম পদপ্রাপ্তি হয়। দশাক্ষরসমান পূজা কথিত হইল। ষড়্‌বর্ণবিশিষ্ট অপর মন্ত্ররাজ বলিতেছি, যাহার জ্ঞান-মাত্র জীবন্মুক্ত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। নমঃশব্দযুক্ত ত্রিমাত্র ও চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত কৃষ্ণশব্দ—অর্থাৎ ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়, ইহার নাম ষড়ক্ষর মন্ত্র। ইহা দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সাক্ষাৎ দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও শ্রীকৃষ্ণ দেবতা। ত্রিমাত্র (প্রণব) ইহার বীজ ও নমঃ ইহার শক্তি এবং কৃষ্ণায় ইহার কীলক, এইরূপ কথিত হইয়াছে। পুরুষার্থচতুষ্টয়ে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ। আচক্রাদি ইহার পঞ্চ অঙ্গ।

নীলমেঘের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, কিঙ্কিণীজালমালায় ভূষিত,

আলোলকুণ্ডলোদ্ভাসিমুখচন্দ্রবিরাজিতম্ ।
শশরক্তধরং রক্তপাণিপাদবিরাজিতম্ ॥ ১৬ ॥
করাভ্যাং পায়সং শ্লক্ষ্ণং সদ্যোহৈয়ঙ্গবীয়কম্ ।
দধতং চিন্তয়েদ্দেবং ভোগমোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং দশলক্ষং জপেন্মনুম্ ।
জপান্তে পায়সৈঃ শুদ্ধৈর্হোমং কুর্য্যাৎ সশর্করৈঃ ॥ ১৮ ॥
তর্পয়েত্তদ্দশাংশেন জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ ।
অভিষেকং দশাংশেন দশাংশৈর্বিপ্রভোজনম্ ॥ ১৯ ॥
তদন্তে দক্ষিণাং দত্ত্বা সাধয়েদ্ধিতমাত্মনঃ ।
ভিক্ষাহারো জপেন্মন্ত্রং বর্ষমেকং ব্রতে স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
কবির্ব্বাগ্মী সমৃদ্ধশ্চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্ ।
নবনীতাশনং দেবং ধ্যাত্বা লক্ষজপাৎ সুধীঃ ॥ ২১ ॥

সর্ব্ববিধ আভরণে উদ্ভাসিত, রক্তপদ্মের উপরি আরূঢ়, সনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত, আলোলকুন্তলসংসর্গে উদ্ভাসিত মুখচন্দ্রে বিরাজিত, শশবৎ রক্তাধরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ পাণিপাদে অলঙ্কৃত এবং করদ্বয়ে মনোহর পায়স ও সদ্যোজাত ঘৃত ধারণ করিয়া আছেন, এই রূপে ভোগমোক্ষফলপ্রদ বাসুদেবকে চিন্তা করিবে। পরে শর্করাসহ হোম, কর্পূরবাসিত জলে হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এই সকল কার্য্যের অন্তে দক্ষিণা দান করিয়া আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ভিক্ষাহারী হইয়া ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক একবর্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে কবি, বাগ্মী, সমৃদ্ধিশালী ও নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়।

দিব্যজ্ঞানমবাপ্নোতি ত্রিলোকীং প্রাপ্য মোদতে।
য এবং মন্ত্ররাজন্তু ভজতে ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২২ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ দেহান্তে পরমং বিশেৎ।
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি ষোড়শার্ণং মহামনুম্ ॥ ২৩ ॥
যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃষ্ণাত্মপরমং বিশেৎ।
প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণগোবিন্দকৌ তথা ॥ ২৪ ॥
শ্রীপূর্ব্বং ঙেহন্তমুচ্চার্য্য হুঁ ফট্ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ।
নারদোঽস্ত মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ॥ ২৫
পরমাত্মা হরির্দ্দেবো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
দশার্ণকবদেবাস্ত জপহোমৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবনীতাহারী বাসুদেবের ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ ও ত্রিলোক অধিকার করিয়া সুখভোগ পূর্ব্বক সময় যাপন করে। যে ব্যক্তি ভক্তিতৎপর হইয়া এইরূপে মন্ত্ররাজের ভজনা করে, ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ সমস্ত উপভোগ করিয়া অন্তে তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অধুনা ষোড়শাক্ষর অন্যতর মহামন্ত্র বলিব। যাহার বিজ্ঞানমাত্র সাধক কৃষ্ণাত্মা হইয়া পরমপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। নমঃশব্দযুক্ত ওঁ, কৃষ্ণগোবিন্দশব্দের আদিতে শ্রী ও শেষে চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত করিয়া পরে হুং ফট্ স্বাহা পদ যোগ করিবে। তাহা হইলেই—"ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দায় হুং ফট্ স্বাহা," এই-রূপ পদ নিষ্পন্ন হইবে। ইহার নাম ষোড়শাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ অনুষ্টুপ, ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ পরমাত্মা হরি

প্রয়োগস্তৎসমঃ প্রোক্তো বীজশক্তী চ তৎসমে।
য এনং চিন্তয়েন্মন্ত্রং সোঽধীতে শ্রুতিচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥
অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিদ্যতে।
অনেনারাধিতঃ কৃষ্ণঃ প্রসীদত্যেব তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮ ॥
অথ সন্তানসংসিদ্ধ্যৈ বক্ষ্যেঽহং মন্ত্রনায়কম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি মন্ত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥
দেবকীপুত্রশব্দান্তে গোবিন্দপদমীরয়েৎ।
বাসুদেবপদান্তে তু ততো ব্রূয়াজ্জগদ্গুরো ॥ ৩০ ॥
দেহি মে তনয়ং দেব ত্বামহং পদমীরয়েৎ।
শরণং গত ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রশ্চায়ুষ্টুভাহ্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ইহার দেবতা। দশাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় ইহার জপ-হোমাদি করিতে হইবে। প্রয়োগও তাহার সমান এবং বীজ ও শক্তি উভয়ই তাহার তুল্য। যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের ধ্যান করে, তাহার শ্রুতিচতুষ্টয় অধ্যয়নের ফললাভ হয়। ইহার সদৃশ মন্ত্র বিশ্ব-সংসারে আর নাই। এই মন্ত্রের দ্বারা আরাধনা করিলে ভগবান্ বাসুদেব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হন ॥—২৮ ॥

অনন্তর সন্তানসিদ্ধির জন্য ফলপ্রদ মন্ত্ররাজ কীর্ত্তন করিব। যাহার বিজ্ঞানমাত্র মন্ত্রীর মন্ত্রসকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেবকীপুত্র-শব্দের অন্তে গোবিন্দপদ প্রয়োগ ও পরে বাসুদেবশব্দের অন্তে জগদ্গুরো শব্দ বিন্যাস করিয়া তৎপরে "দেহি মে তনয়ং দেব ত্বামহং" পদ নিবেশিত করিবে। অনন্তর "শরণং গতঃ" এইরূপ পদ বিন্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলে—"দেবকীপুত্র গোবিন্দ বাসুদেব জগদ্গুরো! দেহি মে তনয়ং দেব ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

নারদোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী কথিতং বুধৈঃ।
সন্তানদো হরিঃ সাক্ষাদ্দেবতা চ প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ৩২ ॥
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈরঙ্গানি কৃত্বা দেবং বিচিন্তয়েৎ।
নীলোৎপলদলশ্যামং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রমূর্দ্ধপাণিদ্বয়ে স্থিতম্।
অধঃপাণিদ্বয়ে বেণুং বাদয়ন্তং মুদান্বিতম্ ॥ ৩৪ ॥
অনেকরত্নসন্নদ্ধকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
নানালঙ্কারসুভগং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
বেদস্তোত্রং পঠেন্নিত্যং মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং পঞ্চাঙ্গৈঃ প্রথমাবৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥
ইন্দ্রাদিভির্দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তু তদায়ুধৈঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য দেবেশং লক্ষমাত্রং জপেন্মনুম্ ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ অনুষ্টুপ্ মন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সাক্ষাৎ সন্তানদাতা হরি দেবতা। ব্যস্ত ও সমস্ত উভয় বিধানে অঙ্গবিধান করিয়া তাহার চিন্তা করিবে।

নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ বসনদ্বয়ে পরিবৃত, ভুজ-চতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত, ঊর্দ্ধপাণিদ্বয়ে সিত শঙ্খচক্র, অধঃপাণিদ্বয়ে হর্ষসহ-কারে বেণুবাদনতৎপর, বহুবিধ রত্নখচিত কিরীটসংসর্গে উজ্জ্বলদেহ-বিশিষ্ট, বিচিত্র আভরণযোগে অতিশয় শোভিত, গরুড়ের উপরি আরূঢ় এবং বেদস্তোত্রপাঠে নিত্য নিরত মুনিগণে পরিবেষ্টিত, এইরূপ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা ইহার প্রথম আবৃতি। ইন্দ্রাদি দ্বারা দ্বিতীয় আবৃতি এবং তদীয় আয়ুধসকল দ্বারা তৃতীয় আবৃতি। ভগবান্ দেবাদিদেব

পুত্রজীবেন্ধনচিতে তৎফলৈরযুতং হুনেৎ।
অনন্তরং দশাংশেন তর্পণাদীনি চাচরেৎ ॥ ৩৮ ॥
য এনং প্রজপেন্মন্ত্রী সন্তানাখ্যং মহামনুম্।
পুত্রপৌত্রৈর্ব্বিনন্দেত দেহান্তে পরমং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥
অবিচ্ছিন্নং ভবেদ্বংশং যাবদাহূতসংপ্লবম্।
দশম্যাং শুক্লপক্ষে তু নিশীথে স্বস্তিমণ্ডলে ॥ ৪০ ॥
হরিমাবাহ্য বিধিবৎ পূজয়েদুপচারকৈঃ।
এবমর্চ্চনমাত্রেণ বৎসরাৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৪১ ॥
দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতম্।
বৎসরাল্লভতে পুত্রং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪২ ॥

বাসুদেবের উক্তরূপে অর্চ্চনা করিয়া লক্ষমাত্র মন্ত্র জপ ও পুত্র-জীবককাষ্ঠ দ্বারা রচিত অগ্নিতে তাহার ফল দ্বারা অযুত হোম করিবে। অনন্তর দশাংশ দ্বারা তর্পণাদি বিধান করিতে হইবে। যে সাধক সন্তাননামক (যে মন্ত্রের জপ করিলে সন্তানসন্ততি লাভ হয়,) এই মহামন্ত্রের ভজনা করে, সে পুত্রপৌত্রসহায়ে আনন্দসন্দোহ উপভোগ করিয়া দেহাবসানে পরম পদে প্রবিষ্ট হয় এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহার বংশের স্থিতি হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় দশমীতে নিশীথে স্বস্তিমণ্ডলে হরিকে আবাহন করিয়া বহুবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ অর্চ্চনামাত্রই গৃহী বৎসরমধ্যে পুত্রবান্ হয়। সেই পুত্র দীর্ঘায়ু এবং অপ্রতিহতবলবীর্য্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্য

যস্তার্থে কুরুতে মন্ত্রী প্রয়োগং স তু পুত্রবান্।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রান্ শতহায়ন-জীবিতান্ ॥ ৪৩ ॥
প্রাতর্বাচংযমা নারী বোধিক্রমদলে জলম্।
মন্ত্রয়িত্বাষ্টোত্তরশতং পিবেৎ পুত্রীয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং প্রয়োগমাশংসেত্তনয়ং লভতে ধ্রুবম্।
অনেন মন্ত্রিতং হ্যাজ্যং পুত্রসিদ্ধিকরং পরম্।
অনেন জলপানেন বন্ধ্যা বর্ষাল্লভেৎ প্রজাম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বলিতেছি, মন্ত্রী যাহার জন্য ইহার প্রয়োগ করে, তাহারই পুত্রলাভ হয়। এমন কি, বন্ধ্যাও শতবর্ষজীবী পুত্রসকল প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতি প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বিনী হইয়া বোধিবৃক্ষের পত্রে অষ্টাধিক শতবার মন্ত্রিত করিয়া জলপান করিলে নিশ্চয়ই পুত্র প্রসব করে। এইপ্রকার প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত আজ্য পুত্রসিদ্ধিকর হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, ঐ মন্ত্রে জলপান করিলে বন্ধ্যারও বর্ষমধ্যে সন্তানসম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥ ২৯-৪৫ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একবিংশ অধ্যায় ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

গৌতম উবাচ।

সর্ব্বং জানাসি ত্বং বিদ্বন্ স্বয়ম্ভূসদৃশঃ প্রভো।
ত্বদুদীরিতমাকর্ণ্য কৃতার্থোঽহং ন চান্যথা॥ ১॥
তপস্তপ্ত্বা পুরা ব্রহ্মন্ প্রার্থিতো হরিরীশ্বরঃ।
তেনৈবোক্তং ন চেদেনং কথিতব্যমখণ্ডিতম্॥ ২॥
তদারভ্য পুরা ব্রহ্মন্ তব দর্শনলালসঃ।
গঙ্গাপ্রবাহণং মন্ত্রং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

গৌতম বলিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সমান; সকলই আপনার জানা আছে। আপনার বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। হে প্রভো! আপনার কথা শুনিয়া ধন্য হইলাম। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে তপস্যা দ্বারা ভগবান্ হরি প্রার্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ইহা বলিয়াছেন। নচেৎ অখণ্ডিতরূপে ইহা বলা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ব্রহ্মন্! তদবধি আপনার দর্শনে আমি অভিলাষী হইয়া আছি। গঙ্গা-প্রবাহণমন্ত্র যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

নারদ উবাচ।

বহবঃ কথিতা মন্ত্রা ময়া তে মুনিসত্তম।
তন্মন্ত্রং কথয়াম্যদ্য যেন জ্ঞানং প্রসীদতি ॥ ৪ ॥
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা।
চতুর্ব্বিধঞ্চ পাণ্ডিত্যং জ্ঞানমাত্রেণ সিধ্যতি ॥ ৫ ॥
মন্দভাগ্যো দরিদ্রোঽপি শঠো মূঢ়োঽতিপাতকী।
উপাস্য মন্ত্ররাজস্য বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
ময়াপ্যেবং পুরা পৃষ্টং পদ্মযোনির্যথাবদৎ।
তথা তে কথয়িষ্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মুনে ॥ ৭ ॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রবর্ত্তকঃ।
সর্ব্বতন্ত্রেষু গুপ্তোঽয়ং গোপনীয়স্ত্বয়া মুনে ॥ ৮ ॥

নারদ বলিলেন, মুনিসত্তম! তোমার নিকট আমি অনেক মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। এখন সেই মন্ত্র কীর্ত্তন করিব, যাহার দ্বারা জ্ঞান প্রসন্ন হয় এবং যাহার বিজ্ঞানমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। ইহার জ্ঞানমাত্র চতুর্ব্বিধ পাণ্ডিত্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অধিক আর কি বলিব, মন্দভাগ্য, দরিদ্র, শঠ, মূঢ়, অতিপাতকী—ইহারাও ঐ মন্ত্ররাজের উপাসনা করিয়া বাক্‌পতির সমান হইয়া থাকে ॥ ১-৬ ॥ আমিও এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে পদ্মযোনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। হে মুনে! ঐ মন্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। বাগীশত্বপ্রদায়ক এই মন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা দ্বাবিংশতি। সকল তন্ত্রেই এই মন্ত্র গুপ্ত; অতএব

বেদঃ প্রাদুরভূদ্যাস্তে মন্ত্রেণানেন বেধসঃ।
কবীন্দ্রত্বং ভার্গবশ্চ বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ ॥ ৯ ॥
শ্রিয়মিন্দ্রাদয়ো দেবা জ্ঞানঞ্চ সনকাদয়ঃ।
সৌভাগ্যং চন্দ্রমাঃ প্রাপং কুবেরোঽপি ধনেশতাম্ ॥ ১০ ॥
ইমং মন্ত্রবরং জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্।
অদৃষ্টাশ্রুতশাস্ত্রস্য ব্যাখ্যাতা শিল্পগো ভবেৎ ॥ ১১ ॥
মহাকবির্মহাপ্রাজ্ঞো বাক্‌পতেঃ সমতাং ব্রজেৎ।
জ্ঞানন্তু পরমং লব্ধ্বা বিষ্ণোঃ সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥
যং যং কামমভিধ্যায়ন্ মনুষ্যো ভজতে মনুম্।
তং তং কামমবাপ্নোতি ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১৩ ॥

তুমিও ইহা গোপন রাখিবে। এই মন্ত্রবলেই বিধাতার বদন হইতে বেদের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহারই প্রভাবে শুক্র কবিগণের অগ্রগণ্য, বৃহস্পতি বাক্যসকলের ঈশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতা শ্রীর অধিপতি, সনকাদি মুনিগণ জ্ঞানবিশিষ্ট, চন্দ্র সৌভাগ্যশালী এবং কুবের ধনপতি হইয়াছেন। এই মন্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, অদৃষ্ট ও অশ্রুত শাস্ত্রসকলের ব্যাখ্যাকরণে সামর্থ্য হয় এবং শিল্পশাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য জন্মে। মহাকবি ও মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া বাক্‌পতির সমান জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় এবং লোকে যে যে বিষয় কামনা করিয়া এই মন্ত্রের ভজনা করে, পৃথিবীতে, স্বর্গে ও রসাতলে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭-১৩ ॥

অন্তোদ্ধারমহং বক্ষ্যে মম সর্ব্বজ্ঞকারণম্।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেহন্তৌ তথা গোপীজনস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
বল্লভোঽগ্নিপ্রিয়া সর্গী হপূর্ব্বঃ সমনুস্বরঃ।
মায়ামাদৌ ক্রমাৎ কামমায়ালক্ষ্মীর্নিযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগ্‌ভবান্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অহমস্য মুনিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ॥ ১৬ ॥
গঙ্গাপ্রবাহণঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ।
গঙ্গাপ্রবাহবদ্বাণী জায়তে তেন তত্তথা ॥ ১৭ ॥
গঙ্গাপ্রবাহণো নাম কীর্ত্ত্যতে পরমার্থতঃ।
বীজন্তু মান্মথং প্রোক্তং শক্তিঃ পত্নী হবির্ভুজঃ ॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণায় কামবীজাভ্যাং হৃদয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
গোবিন্দায় শিরস্তদ্বন্মায়াদ্যোঽহসৌ মহামনুঃ ॥ ১৯ ॥

যে মন্ত্রের প্রভাবে আমি সর্ব্বজ্ঞত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি; আমি সেই মন্ত্রোদ্ধার কীর্ত্তন করিব,—প্রথমে চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণগোবিন্দ, পরে গোপীজন, অনন্তর বল্লভায় ও অগ্নিপ্রিয়া উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের আদিতে যথাক্রমে কামবীজ, মায়াবীজ, লক্ষ্মীবীজ নিয়োজিত করিবে। তাহা হইলে বাগ্‌ভবান্ত দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র নিষ্পন্ন হইবে। ইহার স্বরূপ যথা,—ঐঁ ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ। আমি এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সর্ব্বদেবনমস্কৃত গঙ্গাপ্রবাহণ কৃষ্ণ ইহার দেবতা। ইহার প্রভাবে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় বাণী সমুদ্ভূত হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম পরমার্থতঃ গঙ্গাপ্রবাহণ হইয়াছে। মন্মথ ইহার বীজ, স্বাহা ইহার শক্তি, কৃষ্ণায় ইহার কামবীজাদ্য হৃদয়, গোবিন্দায়

গোপীজনশিখাং তদ্বৎ শ্রীবীজাদ্যেন বিন্যসেৎ।
বল্লভায়েতি কবচমন্ত্রং জায়া হবির্ভুজঃ ॥ ২০ ॥
শেষবীজেন সহিতাঃ পঞ্চাঙ্গমনবঃ স্মৃতাঃ।
মূর্দ্ধ্নি ভালে ভ্রুবোর্মধ্যে নেত্রে কর্ণে তথা নসি ॥ ২১ ॥
আস্যে কণ্ঠে চ দোর্মূলে হৃদয়োদরনাভিষু।
লিঙ্গমূলে তথাধারে উর্ব্বোর্জ্জান্বোশ্চ গুল্ফয়োঃ ॥ ২২ ॥
সমস্তেন চ মন্ত্রেণ ব্যাপকং ন্যস্য চিন্তয়েৎ।
কলায়কুসুম-শ্যামং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ॥ ২৩ ॥
বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং বনমালিনমীশ্বরম্।
কিরীটহারকেয়ূররত্নমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ২৪ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসম্।
যুবতীবেশলাবণ্যরমণীয়তনুং হরিম্ ॥ ২৫ ॥

ইহার শির, মায়া ইহার আদি, গোপীজন শিখা, শ্রীবীজাদ্য দ্বারা বিন্যাস করিবে। বল্লভায় ইহার কবচ, স্বাহা ইহার অস্ত্র। শেষ-বীজের সহিত পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রসকল উক্ত হইয়া থাকে। মস্তকে, ললাটে, ভ্রূদ্বয়মধ্যে, নেত্রে, কর্ণে, নাসিকায়, মুখে, কর্ণে, বাহুমূলে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, লিঙ্গমূলে, আধারে, উরুদ্বয়ে, জানু-দ্বয়ে, গুল্ফদ্বয়ে—সমস্ত মন্ত্র দ্বারা ব্যাপক ন্যাস করিয়া চিন্তা করিবে। কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, শিখিপুচ্ছপরিশোভিত, বনমালাবিভূষিত, সকলের ঈশ্বর, কিরীট হার কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডলে শোভিত, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও দেদীপ্য-মান কৌস্তুভে উদ্ভাসিত, যুবতীবেশলাবণ্য-মনোরম-কলেবর,

দিব্যপীতাম্বরধরং চারুহারবিভূষিতম্।
স্মেরারুণাধরন্যস্তবেণুং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ২৬
সর্ব্ববেদময়ং বেণুং বাদয়ন্তং চতুর্ভুজম্।
স্ফাটিকীমক্ষমালাঞ্চ বিদ্যামূর্দ্ধকরদ্বয়ে ॥ ২৭ ॥
দধতং পুণ্ডরীকাক্ষং দিব্যগানপরায়ণম্।
অতুল্যানন্তসৌন্দর্য্যং মোহয়ন্তং জগত্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥
তপনীয়লসৎকান্ত্যা বীণাকমলহস্তয়া।
নিরীক্ষ্যমাণচরণং বামপার্শ্বস্থয়া শ্রিয়া ॥ ২৯ ॥
হৈমসিংহাসনে রম্যে সর্ব্বরত্নোপশোভিতে।
রুক্মিণ্যাদিমহিষীভির্নিষেবিতমনারতম্ ॥ ৩০ ॥
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশশ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈর্জ্ঞানার্থিভিরুপাসিতম্ ॥ ৩১ ॥

সকলের দুঃখহারী, দিব্য পীতবস্ত্রধারী, সুন্দরহারবিহারী, ঈষদ্ধসিত অরুণবর্ণ অধরে বেণুযুক্ত, ত্রিভুবনের মোহজনক, সর্ব্ববেদময়, বেণুবাদনপরায়ণ, চতুর্ভুজ, ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে স্ফটিকময় অক্ষমালা ও বিদ্যাধারী, পুণ্ডরীকলোচন, দিব্যগানপরায়ণ, অতুল্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং জগত্রয় যেন মুগ্ধ করিতেছেন। স্বর্ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন কমলা, বীণা ও কমলহস্তে বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার চরণে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ সর্ব্বরত্নোপশোভিত রমণীয় স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট সেই বাসুদেবের অনারত পরিচর্য্যা করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। নারদাদি মুনিগণ

ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দৈঃ প্রণতং পরমেশ্বরম্।
সর্ব্বজ্ঞং জগদীশানং ধ্যাত্বা হৃদয়পঙ্কজে ॥ ৩২ ॥
জপেদেবং মন্ত্রবরং ধ্যাত্বা লক্ষচতুষ্টয়ম্।
আরক্তৈঃ কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈর্হোমমাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥
দশাংশেন চ মন্ত্রোঽয়ং সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
পূজা দশাক্ষরে পীঠে অঙ্গাবৃতিরনন্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
মহিষীভির্দ্বিতীয়াপি তৃতীয়া দিগধীশ্বরৈঃ।
চতুর্থী তৎপ্রহরণৈশ্চতুরাবৃতিরীরিতা ॥ ৩৫ ॥
প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেত্তোয়ং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
বাগীশ্বরসমো ভূত্বা কাব্যকর্ত্তা মহান্ ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
অনেন মন্ত্রিতং নিত্যং ব্রাহ্মীপত্রং প্রভক্ষয়েৎ।
মণ্ডলাচ্চৈব মতিমান্ মহাশ্রুতিধরো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানলাভের আশায় তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। সকল সংসারের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর সেই বাসুদেবকে হৃদয়-পদ্মে এইরূপে ধ্যান করিয়া মন্ত্রবর লক্ষচতুষ্টয় জপ ও ব্রহ্ম-বৃক্ষসমুদ্ভূত রক্তকুসুম দ্বারা দশাংশ হোম করিলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়; ইহার অন্যথা হয় না। ইহার পূজা চতুরাবৃতি। অঙ্গ দ্বারা দশাক্ষরপীঠে প্রথমাবৃতি; মহিষীগণ দ্বারা দ্বিতীয়াবৃতি; দিগীশ্বরগণ দ্বারা তৃতীয়াবৃতি এবং তাঁহার আয়ুধগণ দ্বারা চতুর্থ-আবৃতি ॥ ১৪-৩৫ ॥ এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে জলপান করিবে। তাহা হইলে বাগীশ্বরের সমান ও কাব্যকর্ত্তা হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া নিত্য

ব্রাহ্মীকুষ্ঠবচাকল্কং ঘৃতেন দ্বিগুণেন চ।
চতুর্গুণং ভবেদ্দুগ্ধং পাচিতং ঘৃতমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
অবধার্য্য জপেদত্র অযুতং জপমাদরাৎ।
বর্ষমেকং প্রাতরেব ভক্ষয়েন্মৌনমাস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
এতদ্ভক্ষণমাত্রেণ বৃহস্পতিসমো ভবেৎ।
হস্তমারোপ্য জিহ্বায়াং জপেদযুতমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥
প্রতিভা জায়তে দিব্যা সর্ব্বলোকৈকভাবিতা।
ধবলৈরুপচারৈস্তু যদি বেদং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪১ ॥
তদা জ্ঞানমবাপ্নোতি প্রতিভা বিশ্বজিত্বরী।
শ্রীবিদ্যায়াং যদা জপ্ত্বা তদা লক্ষ্মীরচঞ্চলা ॥ ৪২ ॥
কামাদ্যং জপনাদেব সর্ব্বলোকবশং নয়েৎ।
মায়াদিজপনাদেব বাক্‌সিদ্ধির্জায়তেঽচিরাৎ ॥ ৪৩ ।

ব্রাহ্মীপত্র ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে মণ্ডল হইতেই মতিমান্ ও মহাশ্রুতিধর হইতে পারিবে। ব্রাহ্মী, কুষ্ঠ ও বচ—এই সকলের কল্ক ও দ্বিগুণ ঘৃত, চতুর্গুণ দুগ্ধে উত্তমরূপে পাচিত করিয়া অবতারণ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে উহাতে মন্ত্র জপ করিবে। একবর্ষ প্রাতঃকালে মৌন হইয়া উহা পান করিতে হইবে। ইহার ভক্ষণমাত্র বৃহস্পতির সমান হওয়া যায়। জিহ্বায় হস্ত সংলগ্ন করিয়া আদরসহকারে দশ হাজার জপ করিলে সকললোকৈকভাবিত দিব্য প্রতিভা উৎপন্ন হয়। শ্বেতবর্ণ উপচারসমূহে যদি ভগবানের বিশিষ্টরূপ পূজা করা যায়, তাহা হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ ও বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা সঞ্চয় হইয়া থাকে। শ্রীবিদ্যায় জপ করিলে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হন ॥ ৩৬-৪২ ॥ কামাদ্য জপ করিলে

শক্তিবীজাদিকো মন্ত্রো নির্ব্বাণমচিরাদ্দিশেৎ।
পুটনাৎ প্রণবাভ্যাস্তু মোক্ষমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং মন্ত্রবরং জপ্ত্বা কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রবিৎ।
এবং মন্ত্রবরং যস্তু ভজতে ভক্তিতৎপরঃ॥ ৪৫ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ সমস্তঋদ্ধিসংযুতান্।
সম্পত্তিং পরমাং লব্ধ্বা ভূয়াদন্তে পরং পদম্॥ ৪৬ ॥
কামেন্দ্রাদ্যা পরাশক্তির্নাদবিন্দুসমন্বিতা।
কথিতঃ কৃষ্ণমন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রাণাং মন্ত্রনায়কম্ ॥ ৪৭ ॥
ঋষির্ব্রহ্মা সমাখ্যাতো বিরাট্ছন্দ উদীরিতম্।
ত্রৈলোক্যমোহনো দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলষড়্দীর্ঘবীজেন ষড়ঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বলোক বশ করা যায়। মায়াদি জপ করিলে অচিরাৎ বাক্‌সিদ্ধি হইয়া থাকে। শক্তিবীজাদিক জপ করিলে শীঘ্র নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। প্রণব দ্বারা পুটিত হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রজপ করিলে মন্ত্রবিৎ কি না সাধন করেন? যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এইরূপে মন্ত্রবরের ভজনা করে, সে ইহলোকে সমস্তসমৃদ্ধিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট ভোগসকল উপভোগ করিয়া পরম সম্পত্তি সংগ্রহপুরঃসর অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

নাদবিন্দুসমন্বিত কামেন্দ্রাদি ইহার পরাশক্তি। কথিত এই কৃষ্ণমন্ত্র সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, ছয়টী দীর্ঘবীজ ইহার ছয়টী অঙ্গ বলিয়া জানিবে॥ ৪৩-৪৮ ॥

অংসালম্বিতবামকুণ্ডলধরং মন্দোল্লসৎভ্রূতলং,
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা,
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্॥ ৪৯॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শ্রদ্ধয়া দশলক্ষকম্।
তদ্দশাংশেন জুহুয়াৎ পায়সৈরথবাম্বুজৈঃ॥ ৫০॥
দশাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েত্তদ্বিধানতঃ।
প্রয়োগানপি সর্ব্বত্র তদুক্তেনাপি কারয়েৎ॥ ৫১॥
অথবা বালকৃষ্ণঞ্চ নীলেন্দীবরসন্নিভম্।
রত্নাভরণসংদীপ্তং দ্বিভুজং নীলকুন্তলম্॥ ৫২॥
পায়সং নবনীতঞ্চ করাভ্যাং দধতং স্মরেৎ।
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং পায়সৈর্হোময়েৎ শুভৈঃ॥ ৫৩॥

বামদিকস্থ কুণ্ডল স্কন্ধদেশে আলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রূতল মৃদুমন্দ উল্লসিত হইতেছে। কোমল অধরযুগল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়াছে। লোচনযুগল সাচিপ্রসারিত এবং কল্পতরুর মূলে ত্রিভঙ্গললিত মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া চঞ্চল অঙ্গুলিপল্লব দ্বারা মুরলিকা পূর্ণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সমুদায় জগৎ মোহিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া দশলক্ষ মন্ত্র জপ ও জপের দশাংশ পায়স অথবা পদ্ম দ্বারা হোম এবং দশাক্ষরপীঠে যথাবিধানে পূজা ও সর্ব্বত্র তদুক্ত প্রয়োগ সমস্ত সম্পাদন করিবে। অথবা বালকরূপী কৃষ্ণের ধ্যান করিবে। তিনি নীল ইন্দীবরের সদৃশ, তাঁহার ভুজদ্বয় রত্নালঙ্কারে সন্দীপিত। তাঁহার কুণ্ডল রত্ন-মণ্ডিত এবং তাঁহার হস্তে পায়স ও নবনীত। একলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া পবিত্র পায়সে দশাংশ হোম করিতে হইবে॥ ৪৯-৫৩॥

দশাংশং বিধিবদ্ভক্ত্যা পূজাঙ্গেন্দ্রাদি আয়ুধৈঃ।
হোময়েদযুতং মন্ত্রী ঘৃতভর্জ্জিতপিষ্টকৈঃ॥ ৫৪॥
অলক্ষ্মীর্নশ্যতি ক্ষিপ্রং কান্তিং তেজশ্চ বিন্দতি।
পলাশকুসুমৈর্হুত্বা বাক্‌সিদ্ধিং লভতে ধ্রুবম্॥ ৫৫॥
পঙ্কজৈর্জুহুয়ান্মন্ত্রী অযুতং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
নবনীতস্য হোমেন কবির্ব্বাগ্মী প্রজায়তে।
বসুদেবপদং চোক্ত্বা নিগড়চ্ছেদনায় চ॥ ৫৬॥
বাসুদেবপদং চোক্ত্বা স্বাহেতি তন্মনুর্ম্মতঃ।
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্॥ ৫৭॥
নিগড়চ্ছেদনো লক্ষ্মীবাসুদেবোঽস্য দেবতা।
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যৈস্তু কল্পয়েৎ॥ ৫৮॥

অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক আয়ুধের সহিত সাঙ্গ ইন্দ্রাদির পূজা বিধান করিবে। মন্ত্রী ঘৃতভর্জ্জিত পিষ্টক দ্বারা অযুত হোম করিলে তাহার অলক্ষ্মীনাশ এবং শীঘ্র কান্তি ও তেজ সংঘটিত হয়। পলাশপুষ্প দ্বারা হোম করিলে বাক্‌সিদ্ধি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঙ্কজ দ্বারা অযুত হোম করিলে শ্রীপ্রাপ্ত হওয়া যায়। নবনীত দ্বারা হোম করিলে কবি ও বাগ্মী হইয়া থাকে। প্রথমে বসুদেবপদ ও নিগড়-চ্ছেদনায় শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরে বাসুদেব ও স্বাহা শব্দ নির্দ্দেশ করিবে। তাহা হইলেই—"বসুদেবনিগড়চ্ছেদনায় বাসুদেবায় স্বাহা," এইরূপ মন্ত্র নিষ্পন্ন হইবে। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ অনুষ্টুপ্, নিগড়চ্ছেদন লক্ষ্মী-বাসুদেব ইহার দেবতা। আচক্রাদি

রাজমণ্ডলমধ্যে তু কংসং নিপাত্য হেলয়া।
জ্ঞাতীনাং বর্দ্ধয়ন্ হর্ষমানীয় পিতরৌ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
নিগড়ান্মোচিতৌ ভক্ত্যা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
রাজ্যে সংস্থাপ্য বিধিবদ্দেবকং বীক্ষিতং নৃপৈঃ ॥ ৬০ ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেল্লক্ষং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ।
অঙ্গন্যাসাদিকং সর্ব্বং তদগ্রবচনোদিতম্ ॥ ৬১ ॥
য এবং চিন্তয়েন্মন্ত্রী স সম্যক্ সম্পদাং নিধিঃ।
রাজদুর্গভয়াদিভ্যো মুচ্যতে স্মরণাৎ ক্ষণাৎ ॥ ৬২ ॥
নির্গুণ্ডীমূলহোমেন মুচ্যতে বন্ধনাদিভিঃ।
রাজদ্বারে ভয়ে ঘোরে মরণান্মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ৬৩ ॥
ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ অঙ্গ কল্পনা করিতে হইবে। রাজমণ্ডলমধ্যে কংসকে অবলীলাক্রমে নিপাতিত করিয়া পিতামাতাকে স্বয়ং আনয়ন পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণের হর্ষবর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগকে নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া নৃপতিগণের সম্মুখে দেবককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন, এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া লক্ষবার জপ ও তাহার দশাংশ হোমান্তে পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গন্যাসাদি রিবে। যে মন্ত্রী এই মন্ত্রের ধ্যান করেন, তিনি সম্যক্ রূপে সম্পদের আস্পদ হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজভয় ও দুর্গভয়াদি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। বন্ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্গুণ্ডীমূল দ্বারা হোম করিলে বন্ধন হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং রাজদ্বারে, ঘোর ভয়ে ও মরণ হইতেও উদ্ধার পাইয়া থাকে ॥ ৫৪-৬৩ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:#:—

গোপালং পিণ্ডসংজ্ঞঞ্চ কথয়ামি মুনে শৃণু।
যদাকর্ণ্য গুরোভক্ত্যা পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১ ॥
অনেন সদৃশো মন্ত্রো জগৎস্বপি ন বিদ্যতে।
পঞ্চাত্মকো ধরাসংস্থঃ সবিন্দুকমনুস্বরঃ।
কথিতো মন্ত্ররাজোঽয়ং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥
ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণদেবতা।
পালাভ্যাং বীজশক্তী তু কীলকং ঔর্ব্বমুচ্যতে।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবনগতং কৃষ্ণং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
কদম্বমূলদেশে তু গোপিকাজনবেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥

নারদ বলিলেন, হে মুনে! অধুনা পিণ্ডনামক গোপালের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুর প্রতি ভক্তি রাখিয়া ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোক ও পরলোক—উভয়ত্র সুখভোগ করিতে পারে। ত্রিভুবনে কুত্রাপি ইহার সদৃশ মন্ত্র নাই। ধরাসংস্থ এবং সবিন্দুকমনুস্বর পঞ্চাত্মক অর্থাৎ গ্লৌং, ইহাই মন্ত্র-রাজশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা দ্বারা ভুক্তিমুক্তি ফললাভ হয়। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, গাল বীজ ও শক্তি, ঔর্ব্ব কীলক, দীর্ঘস্বরযুক্ত ছয়টী বীজ দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিবে। বৃন্দাবনে অবস্থিত, রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট,

নারদাদ্যৈস্তু নিবরৈর্দিব্যজ্ঞানপরাত্মকৈঃ।
সহিতং পরয়া ভক্ত্যা বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ ৫ ॥
রত্নালঙ্কারসন্দীপ্তং শঙ্খচক্রলসৎকরম্।
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃপাণিদ্বয়েরিতম্ ॥ ৬ ॥
এবং ধ্যাত্বা মন্ত্রবরং লক্ষমাত্রং জপেদ্বশী।
সিতাঘৃতৈঃ পায়সৈস্তু যুতং হোমং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥
য এবং ভজতে মন্ত্রী সিদ্ধয়স্তস্য হস্তগাঃ।
ধবলৈঃ কুসুমৈর্হোমাদ্বাক্সিদ্ধিং লভতেঽচিরাৎ ॥ ৮ ॥
কর্ণিকারস্য হোমেন লক্ষ্মীঃ সর্ব্ববিধা ভবেৎ।
অনেন মন্ত্রিতং তোয়ং প্রাতঃ প্রাতঃ পিবেজ্জলম্ ॥ ৯ ॥

কদম্বমূলে গোপিকাজনবেষ্টিত, পরমভক্তিমান্ ও দিব্যজ্ঞান-পরায়ণ নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত, বনমালা-বিভূষিত, পরমৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, রত্নালঙ্কারে পরিশোভিত ও শঙ্খচক্রে বিলসিত কর দ্বারা বিরাজিত এবং অধঃপাণিদ্বয়ে শব্দব্রহ্মময় বেণু বাদন করিতেছেন,—এইরূপ মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া সংযতচিত্তে লক্ষ মন্ত্র জপ ও সিতান্বিত পায়স দ্বারা অযুত হোম করিবে। যে মন্ত্রী এই মন্ত্রের ভজনা করে, তাহার সমুদয় সিদ্ধি করায়ত্ত হয়। ধবল কুসুম দ্বারা হোম করিলে অল্পকাল মধ্যেই বাক্সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১-৮ ॥

কর্ণিকার কুসুমে হোম করিলে সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল প্রতিদিন প্রাতে পান

কবির্বাগ্মী শ্রুতিধরঃ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ।
অস্যোপাসনমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রিণঃ॥ ১০ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রৈঃ সমন্বিতঃ।
অন্তে তৎ পরমং ধাম মন্ত্রী যাতি নিরাময়ম্॥ ১১ ॥
অথ বক্ষ্যে মহাযন্ত্রং সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদম্।
যস্য ধারণমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে॥ ১২ ॥
বীজং ত্রিকোণমালিখ্য ষট্‌কোণং তদ্বহির্লিখেৎ।
ষড়ক্ষরং লিখেত্তত্র বহিশ্চাষ্টদলং লিখেৎ॥ ১৩ ॥
অষ্টাক্ষরেণ সংযুক্তং তদ্বহিঃ ষোড়শচ্ছদম্।
ষোড়শার্ণৈঃ কৃষ্ণমন্ত্রং বহির্দশদলান্বিতম্॥ ১৪ ॥

করিলে কবি, বাগ্মী, শ্রুতিধর ও আশু সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। ইহার উপাসনামাত্র সাধকের কি না সিদ্ধ হয়? মন্ত্রী ইহার উপাসনাবলে পুত্রপৌত্রগণের সহিত ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ সকল উপভোগ করিয়া আশু সেই নিরাময় নিত্য পরমপদে অধিষ্ঠিত হয়।

অনন্তর সমুদায় অভীষ্টফলজনক মহাযন্ত্র বর্ণন করিব, যাহার ধারণমাত্র ধরাতলে কি না সিদ্ধ হয়? প্রথমে ত্রিকোণাত্মক বীজ লিখিয়া তাহার বহির্দ্দেশে ষট্‌কোণ ও তাহাতে ষড়ক্ষর লিখিয়া তাহার বহির্দ্দেশে অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। অনন্তর তাহার বাহিরে অষ্টাক্ষরসংযুক্ত ষোড়শদল লিখিয়া তাহার বাহিরে দশদলান্বিত ষোড়শাক্ষর

দশাক্ষরেণ সংযুক্তং অষ্টাদশদলস্ততঃ।
অষ্টাদশার্ণং তন্মধ্যে বহির্দ্বাত্রিংশদম্বুজম্।
দেবকীসুত ইত্যাদি তত্রৈব বৃত্তমালিখেৎ ॥ ১৫ ॥
পিণ্ডবীজং বেষ্টকত্বেন যন্ত্রস্য চ সর্ব্বতঃ।
তদ্বহির্বৃত্তং নিষ্পাদ্য মাতৃকাং তত্র বেষ্টয়েৎ ॥ ১৬
তদ্বহির্বৃত্তমেকঞ্চ চতুরস্রং সবজ্রকম্।
এতদুক্তং মহাযন্ত্রং কৃপয়া মুনিসত্তম ॥ ১৭ ॥
সুবর্ণপাত্রে ভূর্জ্জে বা নিত্যং যঃ সুসমাহিতঃ।
অষ্টগন্ধৈর্ম্মসীং কৃত্বা লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া ॥ ১৮ ॥
অস্য ধারণমাত্রেণ সাক্ষাদ্ভূমিপুরন্দরঃ।
মুচ্যতে মলিনৈঃ কৃচ্ছ্রৈর্দুঃখৈর্ঘোরতরৈরপি ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণমন্ত্র, পরে দশাক্ষরসংযুক্ত অষ্টাদশদল, তাহার মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর ও বাহিরে দ্বাত্রিংশৎপদ্ম এবং তাহাতে দেবকীসুত ইত্যাদি বৃত্ত বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডবীজ বেষ্টনপূর্ব্বক তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মাতৃকা বেষ্টন করিতে হইবে। তাহার বাহিরে বজ্রসহিত চতুরস্র বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। হে মুনিসত্তম! কৃপাবশতঃ এই মহাযন্ত্রের বিষয় তোমার কাছে বর্ণন করিলাম। অষ্টগন্ধ দ্বারা মসী প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণশলাকাযোগে স্বর্ণপাত্রে অথবা ভূর্জ্জপত্রে এই মহাযন্ত্র লিখিবে। যথানিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ইহা ধারণ করিতে হইবে। ইহার ধারণমাত্র সাক্ষাৎ পৃথিবীর পুরন্দর, ঘোর দুঃখসন্তার ও নিখিল মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া

শান্তিঞ্চ শাশ্বতীং লব্ধ্বা যাতি তৎপরমং পদম্।
স্ত্রীণাং বামভুজে নিত্যং ধারণাৎ কিং ন সিধ্যতি ॥ ২০ ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শতহায়নজীবকম্ ॥
দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবলবীর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ২১ ॥
রাশিচক্রং বিলিখ্যাথ কুম্ভং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
নিক্ষিপ্য যন্ত্রং তন্মধ্যে সেকাৎ সর্ব্বং হি সাধয়েৎ ॥ ২২ ॥
তত্ত্বদর্শী ভবেদ্বিপ্রো মহীং শাস্তি মহীপতিঃ।
বৈশ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ভূয়াৎ লভেৎ শূদ্রো যথেপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥
এতত্তু কথিতং মন্ত্রং পুরুষার্থৈকসাধনম্।
কেবলং ত্বৎপ্রযত্নেন গোপয়স্ব মুনে স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীগোতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

নিত্য শান্তিলাভপুরঃসর অন্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীগণ নিত্য বামভুজে ধারণ করিলে তাহাদের কি না সিদ্ধ হয়? বন্ধ্যাও শতবর্ষজীবী পুত্র লাভ করে। ঐ পুত্র দীর্ঘায়ু এবং অপ্রতিহতবলবীর্য্যশালী হয়। অনন্তর রাশিচক্র লিখিয়া পূর্ব্ববৎ কুম্ভস্থাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে যন্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অভিষেক করিলে সকলই সাধন করা যাইতে পারে ॥ ৯-২২ ॥

ঐরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণ তত্ত্বদর্শী, ক্ষত্রিয়, মহীপতি, বৈশ্য সমৃদ্ধিশালী এবং শূদ্র ঈপ্সিতফল প্রাপ্ত হয়। পুরুষার্থের একমাত্র সাধন এই মন্ত্র কেবল তোমার ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ বলিলাম। হে মুনে! ইহা গোপনে রাখিবে ॥ ২৩-২৪ ॥

ইতি শ্রীগোতমীয়তন্ত্রে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

অথ বক্ষ্যে মন্ত্রবরং সমস্তপুরুষার্থদম্।
যজ্‌জ্ঞানাৎ সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা ভবন্তি করসংস্থিতাঃ ॥ ১ ॥
লক্ষ্মীর্মায়াকামবীজং ঙেঽন্তং কৃষ্ণপদন্তথা।
স্বাহেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ২ ॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
দেবতা কৃষ্ণ ইত্যুক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ ॥ ৩ ॥
ষড়ঙ্গং কামবীজেন ষড়্‌দীর্ঘভেদনেন তু।
কলায়কুসুমশ্যামং বৃন্দাবনগতং হরিম্ ॥ ৪ ॥
গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্।
নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষসম্ ॥ ৫ ॥

অনন্তর সমস্তপুরুষার্থপ্রদ মন্ত্রবর কীর্ত্তন করিব। যাহার বিজ্ঞানমাত্র সর্ব্ববিধ সিদ্ধি করতলগত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী, মায়া ও কামবীজযুক্ত চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ শব্দ স্বাহা সহিত অর্থাৎ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই মন্ত্ররাজ ভুক্তিমুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। নারদ ইহার মুনি, অনুষ্টুপ ছন্দ, সমস্ত পুরুষার্থদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিবে। কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বৃন্দাবন বিহারী, গোপগোপী ও গোসমূহে পরিবেষ্টিত, পীতবসনযুগলে আবৃতদেহ, বিবিধ অলঙ্কারসংসর্গে অতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

সনকাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা।
শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং বেণুং হস্তদ্বয়েরিতম্ ॥ ৬ ॥
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং চতুর্লক্ষং জপেন্মনুম্।
দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ ॥ ৭ ॥
ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ যজেদঙ্গৈরিন্দ্রাদিভিস্ততঃ।
তথা প্রয়োগং কুর্ব্বীত ধর্ম্মার্থকামমুক্তয়ে ॥ ৮
পায়সৈরযুতং হুত্বা দিব্যজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ।
তদ্বচ্চ লবণৈর্হুত্বা লোকানাকর্ষয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯।
পলাশপুষ্পৈর্জুহুয়াৎ কবির্বাগ্মী চ জায়তে।
মৎস্যণ্ডীকদলীদুগ্ধঘৃতপায়সতদ্ধিয়া ॥ ১০ ॥
তর্পয়েদযুতং মন্ত্রী গাঙ্গেয়েন জলেন বৈ।
মণ্ডলাদীহিতা সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১

কৌস্তভ দ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা পরম হর্ষভরে স্তূয়মান, শঙ্খচক্রে সুশোভিত বাহু ও বেণুহস্ত, এইরূপে পরমাত্মা হরির ধ্যান করিয়া চতুর্লক্ষ মন্ত্র জপ ও ব্রহ্মবৃক্ষজাত কুসুম দ্বারা দশাংশ হোম এবং ভক্তিসহকারে ত্রিসন্ধ্যা ইন্দ্রাদি অঙ্গসহায়ে আরাধনা করিবে। অনন্তর ধর্ম্মার্থ-কামভোগের জন্য যথাযথ প্রয়োগ-বিধানে প্রবৃত্ত হইবে। পায়স দ্বারা অযুত হোম করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সেইরূপ লবণ দ্বারা হোম করিলে লোকসকলকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। পলাশপুষ্পে হোম করিলে কবি ও বাগ্মী হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডী (মিছরি), কদলী, দুগ্ধ, ঘৃত ও পায়স বুদ্ধিতে গঙ্গা-জল দ্বারা তর্পণ করিলে মণ্ডল হইতেই অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হয়,

বাগ্‌ভবাদ্যেন জাপেন বাগীশসমতাং ব্রজেৎ।
ব্রাহ্মীতৎকুসুমৈর্হুত্বা নিধিমাপ্নোত্যযত্নতঃ ॥ ১২ ॥
শ্রীবৃক্ষফলহোমেন রাজ্যৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ।
এবং তে কথিতং ভক্ত্যা দুর্লভং মন্ত্রনায়কম্ ॥ ১৩ ॥
সৎসংপ্রদায়সংপ্রাপ্তং কিং ন সিধ্যতি মন্ত্রিণঃ।
অষ্টাদশার্ণো মায়ান্তো মন্ত্রঃ সুতধনপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥
নারদোঽস্য মুনিশ্ছন্দো গায়ত্রী কথিতং বুধৈঃ।
বালকৃষ্ণো দেবতাস্য সমস্তার্থফলপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥
ষড়্দীর্ঘভাজা কামেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা।
ইন্দীবরসমাভাসং বালং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ১৬ ॥
লসদুজ্জ্বলরত্নৈর্দীপ্তৈর্মণ্ডিতং বহুভূষণৈঃ।
নানারত্নময়োদ্ভাসিবৈয়াঘ্রনখভূষণম্ ॥ ১৭ ॥

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাগ্‌ভবাদ্য জপ করিলে বৃহস্পতিতুল্য হইতে পারে। ব্রাহ্মী এবং তাহার পুষ্প দ্বারা হোম করিলে অনায়াসেই নিধিলাভ হয়। শ্রীবৃক্ষের ফলে হোম করিলে রাজ্যৈশ্বর্য্য পাওয়া যায়। তোমার ভক্তি আছে বলিয়া তোমার নিকট এই দুর্লভ মন্ত্ররাজ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সদ্‌গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দ্বারা সাধকের কি না সিদ্ধ হয়?

কামবীজান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পুত্র ও ধন প্রদান করে। নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সমস্তপুরুষার্থপ্রদ বালকৃষ্ণ ইহার দেবতা। দীর্ঘস্বরযুক্ত ছয়টী কামবীজ দ্বারা ইহার অঙ্গক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। ইন্দীবরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বালকরূপী, ত্রিভুবনমোহন, বিলসিত উজ্জ্বলরত্নময় বহুবিধ ভূষণে শোভিত,

কুন্তলান্তসমুদ্ভাসিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হস্তিহস্তকরাভ্যাঞ্চ নবনীতঞ্চ পায়সম্॥ ১৮॥
দধতং দেববৃন্দৈশ্চ বেষ্টিতং গোপবালকৈঃ।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রী দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ॥ ১৯॥
জপান্তে জুহুয়াদগ্নৌ পায়সৈস্তদ্দশাংশতঃ।
তর্পণাদীনি সর্ব্বাণি পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ॥ ২০॥
সাধয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি সিদ্ধেনানেন মন্ত্রবিৎ।
রক্তপদ্মাযুতং হুত্বা দ্বিজো জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ২১॥
সর্ব্বলোকৈকশাস্তা চ ক্ষত্রিয়ো নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যেষাং যদ্‌যদিষ্টং স্যাৎ সাধয়েন্মনুনামুনা॥ ২২॥
রক্তপদ্মোপরি ধ্যাত্বা শর্করাপৃথুলাজকৈঃ।
কদলীগুড়বুদ্ধ্যা চ জলৈঃ সন্তর্প্য কেশবম্॥ ২৩॥

বহুবিধরত্নোদ্ভাসিত ব্যাঘ্রনখে বিভূষিত, কুন্তলপ্রান্তে বিরাজমান পরমশোভাময় মকরকুণ্ডলে অলঙ্কৃত, হস্তিহস্তের সদৃশ করযুগল দ্বারা নবনীত ও পায়স ধারণ করিয়া আছেন এবং দেবগণ ও গোপবালকসমূহে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত, এইরূপে ধ্যান করিয়া দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ পরিমাণে মন্ত্র জপ ও জপান্তে পায়স দ্বারা অগ্নিতে তাহার দশাংশ হোম এবং তর্পণাদি অন্যান্য সকল কার্য্য পূর্ব্বের বিধানানুসারে করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে মন্ত্রবিৎ সমস্ত কর্ম্মই সাধন করিতে পারে।

রক্তপদ্ম দ্বারা অযুত হোম করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানলাভ করেন, ক্ষত্রিয় সকল লোকের অদ্বিতীয় শাস্তা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা আপনাদের সমুদায় অভীষ্টই ইহা দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারে। শর্করা ও লাজসহ রক্তপদ্মের উপরি

বৎসরাল্লভতে পুত্রং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
অনেন চ যদ্‌যদিষ্টং জপমাত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ২৪ ॥
মায়ারমাকামবীজত্রয়াঢ্যো দশবর্ণকঃ।
ত্রয়োদশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ ॥ ২৫ ॥
ঋষিরস্য স্বয়ং ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদীরিতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা প্রোক্তো মহদৈশ্বর্য্যদায়কঃ ॥ ২৬ ॥
কুর্য্যাদস্য মনোর্ম্মন্ত্রী স্ত্রীমাদ্যৈরঙ্গপঞ্চকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাঙ্কুশলসৎকরম্ ॥ ২৭ ॥
করাভ্যাং বেণুমাদায় ধমন্তং সর্ব্বমোহনম্।
সূর্য্যাযুতসমাভাসং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ২৮ ॥
নানালঙ্কারসুভগং রবিমণ্ডলসংস্থিতম্।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং চতুর্লক্ষমনন্যধীঃ ॥ ২৯ ॥

ধ্যান এবং কদলীমিশ্র-গুড়বুদ্ধিতে জল দ্বারা কেশবের তর্পণ করিলে এক বৎসরের মধ্যেই সর্ব্বলোকপূজ্য পুত্রলাভ করা যায়। ইহার জপমাত্র অভিলষিত ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে।

মায়া, রমা ও কামবীজযুক্ত দশবর্ণ দ্বারা সমাহিত ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রদান করে। স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও মহদৈশ্বর্য্যদায়ক শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। সাধক কামাদি বীজ দ্বারা ইহার পঞ্চাঙ্গ নিষ্পাদন করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ ও অঙ্কুশে শোভমান হস্ত, কর দ্বারা বেণু গ্রহণ করিয়া সকল লোকের মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন। যাঁহার আভা অযুত সূর্য্যের সমান, শরীর পীতাম্বরযুগ্মে পরিবৃত এবং যিনি বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করাতে মনোহর শোভা ধারণ

জপান্তে তদ্দশাংশেন পায়সৈর্হোময়েদ্দ্বিজঃ।
পূজয়েন্মন্ত্ররাজেন বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা॥ ৩০॥
মধ্যে কৃষ্ণং সমাবাহ্য ষড়ঙ্গবিধিনার্চ্চয়েৎ।
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নঞ্চা-নিরুদ্ধকম্॥ ৩১॥
দিগ্দলেষু সমভ্যর্চ্চ্য বহিরস্য বিদিগ্দলে।
সরস্বতীং তথা লক্ষ্মীং রতিং প্রীতিমনন্তরম্॥ ৩২॥
স্বদিক্ষু লোকপালাংশ্চ তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ সাধয়েচ্চ যথেপ্সিতান্॥ ৩৩॥
বিংশত্যর্ণোদিতান্ বিপ্রঃ প্রয়োগানপি সাধয়েৎ।
য এনং ভজতে মন্ত্রী ভক্ত্যা চ পরিপূজয়েৎ॥ ৩৪॥
রাজৈশ্বর্য্যমবাপ্যান্তে ভূয়াত্তৎপরমং মহঃ।
কামমায়ারমাপূর্ব্বো দশার্ণো মন্ত্রনায়কঃ॥ ৩৫॥

করিয়াছেন, যাঁহার অবস্থিতি সূর্য্যমণ্ডলে, এইরূপে ধ্যান করিয়া অনন্যচিত্তে চতুর্ল ক্ষ জপ করিবে। জপান্তে পায়স দ্বারা দশাংশ হোম এবং বক্ষ্যমাণ বিধানে যন্ত্ররাজমধ্যে পূজা এবং মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন করিয়া ষড়ঙ্গবিধানানুসারে অর্চ্চনা করিতে হইবে। দিগ্দলসমূহে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অর্চ্চনা করিয়া বাহিরে বিদিগ্দলে সরস্বতী, লক্ষ্মী, রতি ও প্রীতির, স্বদিক্সমূহে লোকপালগণের ও তাহার বাহিরে অস্ত্রসকলের পূজা করিবে। এইরূপে বিধানানুসারে পূজা করিলে যথেপ্সিত ফললাভ করা যায়। বিংশত্যক্ষর-মন্ত্রোক্ত সমুদায় প্রয়োগও তৎকালে নিষ্পাদন করিবে। যে মন্ত্রী ভক্তিসহকারে এইরূপে পূজা করেন, তিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া অন্তে

রমামায়াকামপূর্ব্বো দশার্ণঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্ম্মন্ত্রী আচক্রাদ্যৈঃ ষডঙ্গতঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃত্বা দশার্ণবৎ সম্যগ্ ধ্যানপূজাদিকং সুধীঃ।
সপর্য্যাঞ্চরতে যস্তু মন্ত্রয়োরেকমাশ্রিতঃ ॥ ৩৭ ॥
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ মহৈশ্বর্য্যসমন্বিতান্।
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণো হরিতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥
অথ বক্ষ্যে শৃণু মুনে প্রতিপত্তিং জগৎপতেঃ।
ইন্দ্রাদিপ্রমুখৈর্দ্দেবৈঃ স্বগুপ্তাং ক্রিয়তে তু যা ॥ ৩৯ ॥
কুবেরোঽপি চ যাং জ্ঞাত্বা তপস্যন্ ব্রহ্মণো মুখাৎ।
মহেশসখিতাং প্রাপ্য ধনেশত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৪০ ॥

সেই পরম তেজে লীন হন। কাম-মায়া-রমা-পূর্ব্ব দশাক্ষর মন্ত্ররাজ এবং রমা-মায়া-কাম-পূর্ব্ব দশাক্ষর মন্ত্র—এই উভয় মন্ত্রের আচক্রান্ত দ্বারা ষড়ঙ্গ কল্পনা করিয়া দশাক্ষরবৎ সম্যক্‌রূপে ধ্যান-পূজাদি সমাধা করিবে। যে ব্যক্তি উভয় মন্ত্রের মধ্যে একতরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সপর্য্যা নিষ্পাদন করে, সে ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগসকল ও মহৈশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র সমভিব্যাহারে হরিতে লীন হয় ॥—৩৮ ॥

অনন্তর জগদ্‌গুরু বাসুদেবের প্রতিপত্তি বর্ণনা করিব। মুনে! শ্রবণ কর। ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণও ইহাকে পরম গোপনে রাখিয়া থাকেন। কুবেরও যাহাকে ব্রহ্মার মুখ হইতে অবগত হইয়া উপাসনা পূর্ব্বক স্বয়ং মহাদেবের সখা ও ধনেশ্বরপদ

ইন্দ্রোঽপি যামুপাস্যৈব দেবরাজত্বমাপ্তবান্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভূত্বা দেবদৈত্যৈকশাসকঃ॥ ৪১॥
মায়ারমাদিকাশ্চাষ্টাদশার্ণা বিংশদর্ণকাঃ।
অনেন সদৃশো মন্ত্রস্ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভঃ॥ ৪২॥
ঋষির্ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টো গায়ত্রীচ্ছন্দ এবচ।
দেবতা দেবতাবৃন্দবন্দ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ ঈরিতঃ॥ ৪৩॥
অষ্টাদশার্ণবৎ কুর্য্যান্মন্ত্রার্থৈরঙ্গপঞ্চকম্।
দ্বারবত্যাং মহোদ্যানে দীর্ঘিকাশতমণ্ডিতে॥ ৪৪॥
পারিজাতবনে রম্যে স্বুবর্ণভূমিমধ্যতঃ।
সর্ব্বরত্নময়ে চিত্রে স্বমেরুনিভমণ্ডপে।
সিংহাসনে সমাসীনং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥ ৪৫॥
রক্তোৎপলসমাভাসপাণিপাদাম্বুজং স্মরেৎ।
দক্ষিণং চরণাম্ভোজং রত্নপূর্ণঘটোপরি॥ ৪৬॥

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার উপাসনা করিয়া ইন্দ্র দেবরাজপদ লাভ করিয়াছেন এবং ত্রৈলোক্যবিজয়ী ও দেব-দৈত্যগণের শাস্তা হইয়াছেন। মায়ারমাদি অষ্টাদশাক্ষর ও বিংশাক্ষর মন্ত্রসকলের সদৃশ মন্ত্র ত্রিভুবনে দুর্লভ। ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, দেবতাবৃন্দবন্দ্য শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। অষ্টাদশাক্ষরের ন্যায় মন্ত্রাদি দ্বারা অঙ্গকল্পনা করিবে। দ্বারবতীতে দীর্ঘিকাশতমণ্ডিত মহোদ্যান মধ্যে রমণীয় পারিজাতকাননে সুবর্ণভূমি মধ্যে সর্ব্ববিধরত্ননির্ম্মিত, সুমেরু সদৃশ, বিচিত্র মণ্ডপে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার প্রভা কোটিসূর্য্যের ন্যায় অনুপম এবং পাণি ও পাদপদ্ম রক্তোৎপল

বামপাদাম্বুজং দিব্যং স্বস্তিকাকারকারিতম্
শঙ্খচক্রগদাপদ্মলসদ্বাহুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ।
সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বরত্নৈ রত্ননদ্যাশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৪৮ ॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ বামদক্ষে চ তিষ্ঠতঃ।
রত্নকুম্ভেন রত্নেন সিঞ্চন্ত্যৌ পরয়া মুদা ॥ ৪৯ ॥
কালিন্দী জাম্বুবতী জা ঋক্ষজা ত্বত্নং দিশন্তৌ কলসৌ তয়োঃ ।
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ মিত্রবিন্দা সুলক্ষণা ॥ ৫০ ॥
আনীয় রত্নসকলং রত্ননদ্যাঃ সমুদ্ধৃতম্ ।
দিশন্ত্যঃ সর্ব্বমাঙ্গল্যসঙ্গত্যা মহিষীর্হরেঃ ॥ ৫১ ॥
ততঃ ষোড়শসাহস্ৰাঃ সিঞ্চন্ত্যঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ ।
গীতৈর্নৃত্যৈশ্চ বাদৈশ্চ মুমুহুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৫২ ॥

সদৃশ, দক্ষিণ চরণাম্বুজ রত্নপূর্ণ ঘটের উপরি অধিষ্ঠিত, বাম পাদপদ্ম দিব্যস্বস্তিকাকারে পরিণত ; বাহুচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মে বিলসিত ; সকল অঙ্গই সুন্দর ও সর্ব্ববিধ আভরণে বিভূষিত, রত্ননদী হইতে সমুদ্ধৃত সর্ব্ববিধ রত্নে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত, রুক্মিণী ও সত্যভামা বাম ও দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠিত হইয়া রত্নকুম্ভ ও রত্ন দ্বারা পরম হর্ষসহকারে অভিষেক করিতেছেন। কালিন্দী ও ঋক্ষজা উভয়ে তাঁহাদিগকে কলস প্রদান করিতেছেন। নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, সুলক্ষণা—এই সকল হরির মহিষী রত্ননদী হইতে সমুদ্ধৃত রত্নসকল আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্ববিধ মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। অনন্তর কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষী চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া অভিষেক করিতেছেন এবং

এবং হরিং স্মরেন্মন্ত্রী চতুর্লক্ষং জপেন্মনুম্ ॥
জপান্তে পায়সৈর্দিব্যৈর্জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ ॥ ৫৩ ॥
তর্পয়েত্ত তদ্দশাংশেন ভক্তিতশ্চেন্দুমজ্জলৈঃ।
অভিষিচ্য দশাংশেন ব্রাহ্মণানপি পূজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
কর্ণিকায়াং লিখেদ্বীজং সসাধ্যং তদ্বহির্লিখেৎ ॥
শেষসপ্তদশার্ণেন বহ্নেগেহযুগন্ততঃ।
বৃত্তাদ্বহিরষ্টদলং চতুরস্রং সবজ্রকম্ ॥ ৫৫ ॥
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং যন্ত্রমেতৎ সুলক্ষণম্।
পূর্ব্বদক্ষিণপাশ্চাত্যকোণে মায়াং বিলিখ্য চ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীবীজমন্যতো লেখ্যং ষড়র্ণং কোণগন্তথা।
পত্রে তু কামগায়ত্রীং ত্রিংশত্ত্রিংশো বিভাগশঃ ॥ ৫৭ ॥

সমুদায় দেবতা গীত, নৃত্য ও বাদ্য সম্পাদনপূর্ব্বক মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন; মন্ত্রী এইরূপে হরির স্মরণ করিয়া চতুর্লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে ও জপের অন্তে দিব্য পায়স দ্বারা তদ্দশাংশ হোম, হোমের অন্তে কর্পূরবাসিত সলিলে দশাংশ তর্পণ এবং অভিষেক করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন ॥ ৩৯-৫৪ ॥

কর্ণিকামধ্যে ও তাহার বাহিরে সাধ্য বীজ লিখিয়া শেষ সপ্তদশ অক্ষর দ্বারা বহ্নির গৃহযুগ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর বাহিরে বজ্রসহিত চতুরস্র অষ্টদল সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহারই নাম চতুর্দ্বারসংযুক্ত সুলক্ষণ যন্ত্র। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণে মায়াবীজ লিখিয়া অন্যত্র শ্রীবীজ ও কোণে ষড়্বর্ণবিন্যাস এবং পত্রমধ্যে কামগায়ত্রী ত্রিংশ ত্রিংশ বিভাগানুসারে সন্নিবিষ্ট করিবে। প্রথমে কামদেবায় বলিয়া তদনন্তর বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি

কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৫৮ ॥
ইত্যুক্তা কামগায়ত্রী সমস্তজনমোহিনী।
কামাস্ত্রজাপাদস্যাস্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
দলমধ্যে লিখেৎ কামমন্ত্রং ষট্‌শঃ ক্রমেণ তু।
নমোঽন্তে কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় চ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বসংমোহনায়েতি জ্বলযুগ্মং প্রজ্বলেতি চ।
সর্ব্বজনস্য শব্দান্তে হৃদয়ং মম সংবদেৎ ॥ ৬১ ॥
বশং কুরুযুগং প্রোক্তা স্বাহান্তো মন্ত্রমীরিতঃ।
প্রোক্তো গোপালমন্ত্রোঽয়ং কামাপ্তঃ সাধিকো মুনে ॥ ৬২ ॥
হাটকারচিতে পাত্রে ভূর্জ্জে বা প্রবিলিখ্য চ।
ধারয়েৎ সাধিতং মন্ত্রং জপসেকসমন্বয়াৎ ॥ ৬৩ ॥

তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ এই প্রকার বলিবে অর্থাৎ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ" ইহারই নাম সমস্ত জনমোহিনী কামগায়ত্রী। আদিতে কামবীজ যোগ করিয়া ইহার জপদ্বারা সর্ব্ববিধ কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৫৫-৫৯ ॥

দলমধ্যে যথাক্রমে ছয়বার কামমন্ত্র লিখিবে। অন্তে নমঃশব্দ প্রয়োগ করিয়া "কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বসংমোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা" এইরূপে যথাক্রমে প্রয়োগ করিলেই কামমন্ত্র হইয়া থাকে। এই কামাদি সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র গোপালমন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত। স্বর্ণরচিত পাত্রে অথবা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া জপ ও অভিষেক সহকারে এই সাধিত মন্ত্র

অস্য ধারণমাত্রেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
রাজানো বশতাং যান্তি দাসবচ্ছত্রুসংকুলম্ ॥ ৬৪ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনো যন্ত্রঃ সর্ব্বলোকৈকপূজিতঃ।
অস্মিন্ যন্ত্রে সমাবাহ্য রাজরাজেশ্বরং হরিম্ ॥ ৬৫ ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী সর্ব্বরাজোপচারকৈঃ।
কোণষট্কে ষড়ঙ্গন্তু তদ্বহিশ্চ বিদিগ্ দলে॥ ৬৬ ॥
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নং চানিরুদ্ধকম্।
সরস্বতীং তথা লক্ষ্মীং রতিং প্রীতিঞ্চ দিগ্দলে ॥ ৬৭ ॥
তদ্বহিরষ্টমহিষীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
ইন্দ্রনীলমুকুন্দাখ্যান্ মকরানন্দকচ্ছপান্ ॥ ৬৮ ॥
শঙ্খপদ্মনিধী চাপি তদ্বহিঃ পূজয়েত্ততঃ।
ইন্দ্রাদীন্ স্বস্বদিক্ষেবং বজ্রাদীংস্তদনন্তরম্ ॥ ৬৯ ॥

ধারণ করিবে। ইহার ধারণমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে? ইহার ধারণে রাজগণ ও শত্রুসকল দাসের ন্যায় হয়। এই যন্ত্র যেমন ত্রৈলোক্যমোহন, সেইরূপ সকল লোকের একমাত্র পূজিত। রাজরাজেশ্বর হরিকে এই যন্ত্রে আহ্বান করিয়া সর্ব্ববিধ রাজোপচার প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। ছয় কোণে ছয় অঙ্গ, তাহার বাহিরে বিদিগ্ দলে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তথা সরস্বতী, লক্ষ্মী, রতি ও প্রীতি—ইহাদিগকে দিগ্ দলে এবং তাহার বাহিরে রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টমহিষীর পূজা করিতে হইবে। তাহার বাহিরে ইন্দ্রনীল, মুকুন্দ, মকরানন্দ, কচ্ছপ, শঙ্খ ও পদ্মনিধি—ইহাদের এবং এইরূপে স্বস্বদিকে

ইতি ষষ্ঠাবৃতৈর্যুক্তমচ্যুতং ভক্তিতোঽর্চয়েৎ।
সংসারসাগরং ঘোরং বাসনানক্রসঙ্কুলম্ ॥ ১০ ॥
সন্তীর্য্য পরমং ধাম মন্ত্রী যাতি ন চান্যথা।
চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রী দশাংশং পায়সৈর্হুনেৎ ॥ ১১ ॥
অথবা পঙ্কজৈঃ ফুল্লৈঃ শেষমন্তৎ সমাপয়েৎ।
তদা স্বহৃদয়ে বিষ্ণুং মন্ত্রন্যাসান্ যথোদিতান্ ॥ ১২ ॥
তন্ময়ো বিহরেন্মন্ত্রী তীর্ণসংসারসাগরঃ।
অযুতং রক্তপদ্মৈস্তু হুত্বা বিশ্বং বশং নয়েৎ ॥ ১৩ ॥
তদ্ভস্ম ধারয়েদ্ভালে যং স্পৃশেদ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
যৈঃ স্পৃষ্টোবীক্ষ্যতে যৈর্ব্বা তে ভবন্ত্যস্য কিঙ্করাঃ ॥ ১৪

ইন্দ্রাদির ও তদনন্তর বজ্রাদির পূজা করিবে। এইরূপে ষষ্ঠাবরণ-যুক্ত অচ্যুতকে ভক্তিসহকারে অভ্যর্চ্চনা করিলে বাসনারূপ নক্র-সঙ্কুল ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সাধক পরমধাম প্রাপ্ত হয়, ইহার অন্যথা হয় না। চতুর্লক্ষ জপ ও জপের দশাংশ পায়স দ্বারা হোম অথবা প্রফুল্ল পঙ্কজ দ্বারা আহুতি দান করিয়া অন্যান্য কার্য্যসকল সম্পন্ন করিবে। তৎকালে স্বকীয় হৃদয়ে বিষ্ণুকে চিন্তা-পূর্ব্বক ও যথোক্ত ন্যাসসকল করিয়া তন্ময় হইয়া পুনরায় সুখে অষ্টো-ত্তরশত মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রী সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সুখে বিচ-রণ করেন। রক্তপদ্ম দ্বারা অযুত হোম করিলে বিশ্বসংসার বশীভূত হয়। তাহার ভস্ম কপালে ধারণ করিয়া যাহাকে স্পর্শ বা দর্শন করা যায় এবং তাহারাও যাহাকে দেখে, তাহারা তাহার বশীভূত

আরক্তহয়মারৈস্তু রাজানো দাসবদ্বশে।
শুক্লাদিবস্ত্রলাভায় শুক্লাদিকুসুমৈর্হুনেৎ ॥ ৭৫ ॥
হুনেদ্ধান্যসমৃদ্ধৈশ্চ আরক্তধান্যমঞ্জরীম্।
শ্রীবৃক্ষকুসুমৈর্হোমাৎ সদা লক্ষ্মীঃ প্রসীদতি ॥ ৭৬ ॥
বিল্বপত্রৈশ্চ জুহুয়াৎ পুত্রপৌত্রানুযায়িনীম্।
লভেল্লক্ষ্মীং প্রসন্নাস্তৎফলৈ রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥
কেবলং ঘৃতহোমেন ব্রাহ্ম্যং তেজশ্চ জায়তে।
আয়ুর্বৃদ্ধিং যশোলক্ষ্মীং বশ্যতাং সর্ব্বযোষিতাম্ ॥ ৭৮ ॥
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সুখং সর্ব্বাতিশায়িনম্।
ঘৃততণ্ডুলহোমেন বলবান্ জায়তেঽচিরাৎ ॥ ৭৯ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং হুত্বা ভোগী স্যাদ্‌যাবদায়ুষঃ।
অষ্টাদশার্ণদশয়োঃ প্রয়োগং নাত্র চাচরেৎ ॥ ৮০ ॥

হইয়া থাকে। আরক্ত অশ্বমার কুসুমে হোম করিলে রাজারা দাসের ন্যায় বশীভূত হন। শুক্লাদি বস্ত্রলাভের জন্য শুক্লাদি পুষ্প দ্বারা এবং ধান্যসমৃদ্ধির জন্য আরক্ত ধান্যমঞ্জরী দ্বারা হোম করিবে। শ্রীবৃক্ষের কুসুমে হোম করিলে লক্ষ্মী প্রসন্না থাকেন। বিল্বপত্রদ্বারা হোম করিলে পুত্রপৌত্রের অনু-যায়িনী লক্ষ্মী লাভ হয়। তাহার ফল দ্বারা হোম করিলে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল ঘৃত দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্ম্য তেজঃ উৎপন্ন হয় এবং আয়ুর বৃদ্ধি, যশোলক্ষ্মী ও সকল স্ত্রীলোকের বশ্যতা ও সর্ব্বাতিশায়ী সুখলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ঘৃতমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা হোম করিলে অল্পকাল মধ্যেই বলবান্ হওয়া যায়। ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা হোম করিলে

অত্রেরিতঃ প্রয়োগস্তু দ্বাভ্যামেকন্তু কারয়েৎ।
রত্নাভিষেকং গোপালং যোঽনেন বিধিনা ভজেৎ ॥ ৮১
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধোঽপি সর্ব্বভুক্ সর্ব্বকারকঃ।
দেহত্যাগে হরিং যায়াদিত্যেবং মুনয়ো জগুঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যাবজ্জীবন ভোগী হইয়া থাকে। অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর—এই দুইয়ের অনুযায়ী প্রয়োগসকল নিষ্পাদন করিবে না; ইহাতে উক্ত প্রয়োগ করিবে অথবা দুইয়ের মধ্যে একটী করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিধির অনুসরণ করিয়া রত্নাভিষিক্ত গোপালের আরাধনা করে, সে সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধিমান্, সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন ও সমুদায় কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় এবং দেহাবসানে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়; মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৮১-৮২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি রুক্মিণীবল্লভং মন্ত্রম্।
যজ্‌জ্ঞানাৎ সর্ব্বলোকানাং বল্লভো ভুবি জায়তে ॥ ১ ॥
নমোঽন্তে ভগবান্ ঙেঽন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা।
স্বাহান্তো তারসংযুক্তঃ ষোড়শার্ণো মহামন্ত্রঃ ॥ ২ ॥
অস্য জ্ঞানাত্তথা মন্ত্রী জ্ঞানবান্ জায়তেঽচিরাৎ।
ধ্যানাদষ্টাঙ্গযোগস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥
স্মরণাদস্য মন্ত্রস্য সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদীরিতম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ।
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈরঙ্গানি পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর রুক্মিণীবল্লভ মন্ত্র কীর্ত্তন করিব। যাহার জ্ঞানমাত্র পৃথিবীতে সকল লোকের বল্লভ হওয়া যায়। নমঃ-শব্দের পরে চতুর্থ্যন্ত ভগবান্ রুক্মিণীবল্লভ প্রয়োগ করিয়া শেষে স্বাহাশব্দ যোগ করিবে। ইহাকে তারযুক্ত করিলে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে। অর্থাৎ ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা ইহারই নাম রুক্মিণীবল্লভ মন্ত্র। মন্ত্রী ইহার জ্ঞানমাত্র অচিরকালমধ্যে জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। ইহার ধ্যান করিলে অষ্টাঙ্গযোগের ফললাভ হয় এবং ইহার স্মরণমাত্র নিশ্চয়ই সমুদায় তীর্থফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নারদ ইহার ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, রুক্মিণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। মন্ত্রজ্ঞ পুরুষ

অতসীকুসুমশ্যামং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্।
নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভাযুক্তবক্ষসম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনশ্রীমদ্রত্নাভূষণভূষিতম্।
দ্বারকাবরগেহস্থং রত্নসিংহাসনে শুভে ॥ ৭ ॥
রুক্মিণ্যালাপমধুরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং লক্ষমেকং জপেন্মনুম্ ॥ ৮ ॥
তদন্তে জুহুয়ান্মন্ত্রী তিলৈর্মধুরসংপ্লবৈঃ।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবে পীঠে দশাক্ষরবিধানতঃ ॥ ৯ ॥
পলাশৈঃ কুসুমৈর্হুত্বা দিব্যজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ।
পূর্ব্ববত্তর্পণং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ ॥ ১০ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষতং হুত্বা শ্রিয়মাপ্নোত্যযত্নতঃ।
কেবলং ঘৃতহোমেন জীবেদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ১১ ॥

ন্যস্ত ও সমস্ত পদ দ্বারা ইহার অঙ্গবিধান করিবে। অতসী-কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসনযুগলে আচ্ছাদিতদেহ, বিবিধ অলঙ্কারসংযোগে পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, কৌস্তুভযুক্ত বক্ষঃস্থল, শ্রীবৎসে সুশোভিত, শোভমান আভরণসমূহে ভূষিত, দ্বারকার উৎকৃষ্ট গৃহে অবস্থিত পবিত্র রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, রুক্মিণীর সহিত মধুর আলাপে সংযুক্ত এবং শঙ্খচক্রগদাধারী —এইরূপে পরমাত্মরূপী রুক্মিণীবল্লভের ধ্যান করিয়া এক লক্ষ জপ ও মধুরসংযুক্ত তিল দ্বারা হোম এবং একাদশাক্ষরোক্ত বিধানে বৈষ্ণবপীঠে পূজা করিবে। পলাশপুষ্পে হোম করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। পূর্ব্ববৎ তর্পণ করিলে সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। পুণ্ডরীক ও অক্ষত দ্বারা হোম করিলে

ইত্যেবং রুক্মিণীনাথবিধানং মুনিপূজিতম্।
ভোগমোক্ষকরং যত্নান্মুনে ত্বমপি গোপয় ॥ ১২ ॥
প্রণবং নমসশ্চান্তে বদেদ্ভগবতে পদম্।
নন্দপুত্রপদং ঙেহন্তং বদেন্নন্দবপুস্তথা ॥ ১৩ ॥
ভূত্যন্তে দশবর্ণশ্চ মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ।
নারদো মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দ উক্তং বিরাড়পি ॥ ১৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাত্র চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যৈঃ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫ ॥
ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনে রম্যে গোপগোপীগণাবৃতম্।
নানালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বপ্রিয়করং দেবং কিশোরশ্যামবিগ্রহম্।
দোর্ভ্যাং বেণুং বাদয়ন্তং ভুবনৈকগুরুং পরম্ ॥ ১৭ ॥

অনায়াসেই শ্রীপ্রাপ্তি হয়। কেবল ঘৃতহোম দ্বারা শতবর্ষকাল সুখে বাঁচিয়া থাকা যায়। ইহারই নাম মুনিগণপূজিত রুক্মিণীনাথবিধান। ইহার দ্বারা ভুক্তি-মুক্তি লাভ হয়। মুনে! ইহা তুমি যত্নসহকারে গোপনে রাখিও ॥ ১-১২ ॥

প্রথমে প্রণব, পরে নমঃশব্দ, অনন্তর ভগবতে নন্দপুত্রায় নন্দবপুষে ভূতি বলিতে হইবে। সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়ক এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, ছন্দ বিরাট্, চতুর্ব্বর্গফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। আচক্রাদি দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ-অঙ্গকল্পনা করিবে। অনন্তর রমণীয় বৃন্দাবনে গোপগোপীগণে পরিবৃত, বিবিধ অলঙ্কার-সংসর্গে সৌন্দর্য্যশালী, পীতাম্বরযুগলধারী, সকলের প্রিয়সাধনকারী, কিশোরবয়স্ক, শ্যামতনুবিশিষ্ট, করযুগল দ্বারা বেণুবাদনতৎপর,

এবং ধ্যাত্বা মনুবরং লক্ষমেকং জপেত্তথা।
তিলৈশ্চ স্বাদুযুক্তৈশ্চ জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ ॥ ১৮ ॥
দশাক্ষরোদিতে পীঠে পূজয়েত্তদ্বিধানতঃ।
য এবং চিন্তয়েন্মন্ত্রী ভোগমুক্ত্যোঃ স ভাজনম্ ॥ ১৯ ॥
বিল্বপত্রাযুতং হুত্বা সর্ব্বকামান্ প্রসাধয়েৎ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সভায়াং বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২০ ॥
সর্ব্বলোকৈকসুভগঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ।
দেহান্তে তৎপদং যাতি যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ২১
নন্দপুত্রপদং ঙেংন্তং শ্যামলাঙ্গপদং তথা।
অমৃতং মুখবৃত্তঞ্চ মাংসঞ্চৈব বপুস্তথা।
দশাক্ষরস্তু প্রোক্তোঽয়ং মনুঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ ॥ ২২ ॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদীরিতম্।
দেবতা বালকৃষ্ণোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

ভুবনের একমাত্র গুরু, পরমধাম, ভগবান্ বাসুদেবকে ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং স্বাদুযুক্ত তিল দ্বারা তাহার দশাংশ হোম ও দশাক্ষরোক্ত পীঠে তদনুরূপ বিধানে পূজা করিবে। যে মন্ত্রী এইরূপে আরাধনা করে, তাহার ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। অযুত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিলে সভায় বিজয়ী এবং সকল লোকের মধ্যে অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী ও সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হওয়া যায় এবং দেহাবসানে, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি হয়, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬-২১ ॥

নন্দপুত্রায় শ্যামলাঙ্গায়, এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বসমৃদ্ধি প্রদান করে। নারদ ইহার ঋষি, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা বালকৃষ্ণ,

কল্পয়েৎ পূর্ব্ববন্মন্ত্রী চক্রাদ্যৈরঙ্গপঞ্চকম্।
অতসীকুসুমশ্যামং শঙ্খচক্রলসৎকরম্॥ ২৪ ॥
দোর্ভ্যাং বেণুং বাদয়ন্তং পীতাম্বরযুগাবৃতম্।
নানালঙ্কারসুভগং ভাবহাববিরাজিতম্॥ ২৫ ॥
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবং পঞ্চাঙ্গৈশ্চ দিশোঽধিপৈঃ।
তদস্ত্রৈরপি সংপূজ্য জপেল্লক্ষং ব্রতে স্থিতঃ॥ ২৬ ॥
দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী পায়সৈর্ম্মধুরাপ্লুতৈঃ।
এবং সংসিদ্ধমন্ত্রস্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ২৭ ॥
তিলাজ্যৈরক্ষতং হুত্বা গ্রহরোগান্ বিনাশয়েৎ।
পলাশকুসুমৈর্হুত্বা বাগীশসমতাং ব্রজেৎ॥ ২৮ ॥

মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। মন্ত্রী পূর্ব্বের ন্যায় আচক্রাদি দ্বারা ইহার পঞ্চাঙ্গ কল্পনা করিবেন। অতসীকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, হস্তে শঙ্খ চক্র শোভমান, পীতাম্বরযুগলে আবৃতদেহ, করযুগল দ্বারা বেণুবাদন করিতেছেন। নানাবিধ অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন এবং হাবভাববিরাজিত ভগবানের ধ্যান করিয়া পঞ্চাঙ্গ, দিক্‌পালসমূহ ও তত্তৎ অস্ত্রসহ পূজা করিবে। পূজান্তে ব্রতস্থিত হইয়া লক্ষ জপ, মধুরাপ্লুত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে সকল কর্ম্মই সাধন করা যায়। তিল ও আজ্যমিশ্রিত অক্ষত দ্বারা হোম করিলে গ্রহরোগ বিদূরিত হয়। পলাশকুসুম দ্বারা হোম করিলে বৃহস্পতিতুল্য হওয়া যায়॥ ২২-২৮ ॥

প্রণবং শ্রীকামমায়া নমো ভগবতে পদম্।
নন্দপুত্রপদং ঙেহন্তং ভূধরো মুখবৃত্তযুক্।
মাংসবপুঃপদং ঙেহন্তং মন্ত্রবিংশতিবর্ণকঃ ॥ ২৯ ॥
নারদোহস্য মুনিঃ প্রোক্তো বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্।
দেবতা নন্দতনয়ঃ সর্ব্বলোকৈকনন্দনঃ ॥ ৩০ ॥
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য চক্রাদ্যৈঃ পরিকল্পয়েৎ।
নবীনবারিদশ্যামং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
মুক্তাদামলসৎকণ্ঠং কেয়ূরাঙ্গদভূষণম্।
অনেকরত্নসংবদ্ধস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
উদ্দামকৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্ ॥ ৩২ ॥

প্রথমে প্রণব (ওঁ), তৎপর শ্রীং, কাম (ক্লীং), মায়া (হ্রীঁ), এবং নমো ভগবতে বলিয়া পরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নন্দপুত্র পদ এবং মুখবৃত্তযুক্ত ভূধর ও মাংসবপুঃ উচ্চারণ করিবে। অর্থাৎ ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে, এই বিংশতিবর্ণাত্মক মন্ত্রবর নিষ্পন্ন হইবে। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দ বিরাট্, সর্ব্বলোকৈকনন্দন নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। আচক্রাদি দ্বারা ইহার পঞ্চ অঙ্গ কল্পনা করিবে। নবজলধরসদৃশ শ্যামবর্ণ, পদ্মপত্রের ন্যায় লোচনসম্পন্ন, মুক্তাদামে বিলসিতকণ্ঠ, কেয়ূর ও অন্যান্য অলভূষণে বিভূষিত, বহুবিধ রত্নখচিত পরমশোভমান মকরকুণ্ডলে

বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং গোপগোপীগবাবৃতম্।
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং জপেন্মনুবরন্ততঃ॥ ৩৩॥
চতুর্লক্ষজপান্তে তু দশাংশং রক্তপঙ্কজৈঃ।
হোময়েচ্ছেষমন্তত্ পূর্ববৎ সমুপাচরেৎ॥ ৩৪॥
দশার্ণযন্ত্রে বিশ্বেশং সমাবাহ্য প্রপূজয়েৎ।
প্রথমাবৃত্তিরঙ্গৈঃ স্যান্মহিষীভির্দ্বিতীয়িকা॥ ৩৫॥
তৃতীয়া দিগধীশৈস্তু বজ্রাদ্যৈস্তু চতুর্থিকা।
এবং যঃ পূজয়েৎ কৃষ্ণং চতুরাবৃতিসংযুতম।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সংপূর্ণং লভতে ফলম্॥ ৩৬॥
পায়সৈরযুতং হুত্বা মহাধনপতির্ভবেৎ।
পূর্ণায়ুর্লভতে মন্ত্রী অযুতং ঘৃতহোমতঃ॥ ৩৭॥

অলঙ্কৃত উগ্রপ্রভাশালী কৌস্তভদ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, গোপগোপী ও গোসমূহে পরিবৃত,— এইরূপে পরমাত্মা বাসুদেবের ধ্যান করিয়া পরে চারিলক্ষ জপ করিবে। জপান্তে রক্তপদ্ম দ্বারা দশাংশ হোম ও অবশিষ্ট কার্য্য পূর্ব্ববৎ নিষ্পন্ন করিয়া দশাক্ষরবিহিত মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক সেই বিশ্বেশ্বরের পূজা করিবে। অঙ্গসমূহ দ্বারা প্রথম আবৃত্তি, মহিষীগণ দ্বারা দ্বিতীয় আবৃত্তি, দিক্‌পাল দ্বারা তৃতীয় আবৃত্তি ও বজ্রাদি দ্বারা চতুর্থ আবৃত্তি সম্পাদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপে আবৃত্তিচতুষ্টয়যুক্ত কৃষ্ণের পূজা করে, সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্ব্বর্গসকলের সম্পূর্ণ ফললাভ করিয়া থাকে। পায়স দ্বারা অযুত হোম করিলে

দূর্ব্বয়া লক্ষহোমেন জীবেদ্বর্ষশতং ধ্রুবম্।
ইত্যেষ কথিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্।
যজ্জ্ঞানান্মুনয়ঃ সর্ব্বে ভোগমোক্ষৈকভূময়ঃ ॥ ৩৯ ॥
লীলাদণ্ডপদং চোক্ত্বা গোপীজনং ততঃ পরম্।
সংসক্তদোর্দ্দণ্ডপদং মেঘশ্যামপদং ততঃ ॥ ৪০ ॥
বিষ্ণুঃ স্বাহেতি মন্ত্রোঽয়ং সমস্তপুরুষার্থদঃ।
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদীরিতম্ ॥ ৪১ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য সর্ব্ববিশ্বার্থসাধকঃ।
পদৈঃ পঞ্চাঙ্গকং কৃত্বা ধ্যায়েদপাচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥
তাপিঞ্জকুসুমশ্যামং সদা ষোড়শবার্ষিকম্।
গোপীমধ্যস্থিতং ভাভ্যাং লিঙ্গিতং কামরূপয়া ॥ ৪৩ ॥

পূর্ণায়ুঃপ্রাপ্ত ও দূর্ব্বা দ্বারা লক্ষ হোম করিলে শতবর্ষজীবী হইয়া থাকে। সকল সাধকের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিদায়ক এই মন্ত্র কথিত হইল ॥ ২৯-৩৮ ॥

অনন্তর সর্ব্বসমৃদ্ধি-সাধক অপর মন্ত্রকীর্ত্তন করিব। যাহার জ্ঞানমাত্র মুনিগণ সর্ব্ববিধ ভোগের অদ্বিতীয় আস্পদ হইয়াছেন। প্রথমে লীলাদণ্ডধর পদ প্রয়োগ করিয়া পরে যথাক্রমে গোপীজনসংসক্ত-দোর্দ্দণ্ড, মেঘশ্যাম, বিষ্ণো, স্বাহা, এই সকল পদ উল্লেখ করিবে। এই মন্ত্র সমস্তপুরুষার্থ প্রদান করে। নারদ ইহার ঋষি, অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দ, সর্ব্ববিশ্বার্থ-সাধক শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। পদসমূহ দ্বারা পঞ্চাঙ্গাদি কল্পনা করিয়া পরে ভগবানের ধ্যান করিবে।—তাপিঞ্জকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ,

সর্ব্বালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরধরং পরম্।
ভুবনৈকগুরুং ধ্যাত্বা লক্ষমেকং জপেন্মনুম্॥ ৪৪॥
দশাংশং কমলৈর্হুত্বা শেষমন্তৎ সমাপয়েৎ;
তর্পয়েন্নিত্যশো দেবং দুগ্ধবুদ্ধ্যা শুভৈর্জ্জলৈঃ॥ ৪৫॥
মণ্ডলাদ্বাঞ্ছিতা সিদ্ধির্মহাধনপতির্ভবেৎ।
য ইমং ভজতে নিত্যং জপহোমাদিতৎপরঃ॥ ৪৬॥
বাঞ্ছিতানীহিতান্ লব্ধ্বা দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ।
বেদাদিকমলামায়াকামবীজান্যথো বদেৎ॥ ৪৭॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ পদং ঙেহন্তং গোবিন্দঞ্চ তথা বদেৎ।
গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভং ঙেহন্তমীরয়েৎ॥ ৪৮॥

সর্ব্বদাই ষোড়শবর্ষবয়স্ক, গোপীদ্বয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত, তাহাদের কর্ত্তৃক কামবাসনায় আলিঙ্গিত, সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত, পীতাম্বরধারী, পরাৎপরস্বরূপ এবং ভুবনের একমাত্র গুরু,—এইরূপে ধ্যান করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ ও কমল দ্বারা দশাংশ হোম এবং অবশিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। দুগ্ধবুদ্ধিতে পবিত্র জল দ্বারা নিত্য ভগবানের তর্পণ করিলে মণ্ডল হইতেই অভিলষিত ফলের সিদ্ধিলাভ হয় এবং ধনপতিপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি জপহোমাদিতৎপর হইয়া এই মন্ত্রের ভজনা করে, সে বাঞ্ছিত বিষয়সমস্ত লাভ করিয়া অন্তে তৎপদে অধিরূঢ় হইয়া থাকে।

প্রথমে বেদাদি, কমলা, মায়া ও কামবীজাদি বলিয়া পরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ এই উভয় পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর গোপীজনপদের পর চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত বল্লভপদ

কামান্তঞ্চ রমাবীজং সংপ্রোক্তো মন্ত্রনায়কঃ।
সিদ্ধগোপালমন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্।
বীজৈঃ পদৈশ্চ পঞ্চাঙ্গং কৃত্বা ধ্যায়েদথাচ্যুতম্॥ ৪৯॥
পক্ষিরাজকৃতচ্ছায়ৌ সুরদ্রুমতলাসিনৌ।
শঙ্খেন্দুমরকতাভাসৌ দধ্যুত্থপায়সাশিনৌ॥ ৫০॥
অলকৈরাবৃতমুখৌ গ্রহযুক্তৌ যথা বিধূ।
নানালঙ্কারসুভগৌ কৌস্তুভাযুক্তকন্ধরৌ॥ ৫১॥
তারহারাবলীরম্যৌ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ৌ শিশূ।
ত্রৈলোক্যশরণৌ শ্রীমদ্রামকৃষ্ণৌ স্মরন্ জপেৎ॥ ৫২॥
লক্ষমেকৈকং মন্ত্রবরং দশাংশং শ্রীফলৈর্হুনেৎ।
হোমান্তে বিধিবন্মন্ত্রী শেষমন্যৎ সমাপয়েৎ॥ ৫৩॥
দশাক্ষরোদিতে পীঠে বক্ষ্যমাণেন পূজয়েৎ।
ষড়ঙ্গং কেশরে যদ্বা দিগীশান্ প্রহরানপি॥ ৫৪॥

বিন্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ ওঁ শ্রীং হ্রীঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ক্লীং শ্রীং, ইহার নাম সিদ্ধগোপাল মন্ত্র, এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। বীজ ও পদ দ্বারা পঞ্চ অঙ্গ কল্পনা করিয়া পরে অচ্যুতের ধ্যান করিবে। পক্ষিরাজ গরুড় উভয়কে ছায়া করিয়া আছে, উভয়ে কল্পবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছেন, উভয়ে শঙ্খ ও মরকতের ন্যায় দীপ্তিশালী, উভয়ে দধি ও পায়স ভক্ষণ করিতেছেন, উভয়ের মুখ অলকে আচ্ছাদিত, তদ্দারা গ্রহযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, উভয়েই নানাপ্রকার অলঙ্কারসংসর্গে পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, উভয়ের কন্ধরায় কৌস্তুভ বিরাজমান, উভয়ে তারহারগুচ্ছ সহযোগে পরম রমণীয়, উভয়েই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, উভয়েই শিশু,—এইরূপে ত্রৈলোক্যশরণ শ্রীমান্

এবং ত্রয়াবৃতিময়ং সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্।
দুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈর্নিত্যং তর্পয়েদিষ্টসিদ্ধিদম্॥ ৫৫॥
মুখে করং সমাযুজ্য জপাদ্বাগ্মী কবির্ভবেৎ।
নবনীতাযুতং হুত্বা ধরাপতিবৃতো ভবেৎ॥ ৫৬॥
রবিবারেঽশ্বত্থমূলে চাষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
পুত্রৈর্মিত্রৈশ্চ সম্পন্নো ম্রিয়তে নাপমৃত্যুতঃ॥ ৫৭॥
অথাপরং মন্ত্রবরং কথয়ামি সমৃদ্ধিদম্।
লক্ষ্মীমায়াকামবীজৈর্দশার্ণং পুটয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৫৮॥
ষোড়শার্ণো মন্ত্রঃ সাক্ষান্মহালক্ষ্মীং প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মা ঋষিঃ সমুদ্দিষ্টো গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্॥ ৫৯॥

রামকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া জপ ও দশাক্ষরপীঠে বক্ষ্যমাণ নিয়মানুসারে পূজা করিবে। যথা, কেশরে ছয় অঙ্গ, লোকপাল-বর্গ ও আয়ুধসকলের অর্চনা করিতে হইবে। এইরূপে আবৃতি-ত্রিতয়যুক্ত পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া দুগ্ধবুদ্ধিতে জল দ্বারা নিত্য তর্পণ করিলে ইষ্টার্থসিদ্ধি হয়। মুখে কর সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে বাগ্মী ও কবি হওয়া যায়। নবনীত দ্বারা অযুত হোম করিলে ধনপতির সমান হয়। রবিবারে অশ্বত্থমূলে অষ্টোত্তর-শত জপ করিলে পুত্রমিত্রে পরিবৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকে; তাহার কখনও অপমৃত্যু হয় না॥ ৩৯-৫৭॥

অনন্তর অপর মন্ত্রবর কীর্ত্তন করিতেছি, উহা দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ হয়। লক্ষ্মী, মায়া ও কাম বীজ দ্বারা যথাক্রমে দশাক্ষর মন্ত্র পুটিত করিবে। তাহা হইলেই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে। ঐ মন্ত্র সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী প্রদান করে। ব্রহ্মা ইহার ঋষি, গায়ত্রী

মহাসম্পৎপ্রদঃ শ্রীমান্ দেবতা কৃষ্ণ ঈরিতঃ।
দশার্ণবদঙ্গক৯প্ত্যা ধ্যায়েদ্দেবমনন্যধীঃ ॥ ৬০ ॥
কালাভ্রনিচয়প্রখ্যং পাণিপাদাম্বুজারুণম্।
তারহারাবলীরম্যং কৌস্তুভাযুক্তবক্ষসম্ ॥ ৬১ ॥
কিরীটকেয়ূরগ্রৈবেয়কঙ্কণোর্ম্মিবিরাজিতম্।
ধ্যায়েদ্রত্নগৃহান্তঃস্থং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ ৬২ ॥
চতুর্ল্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সৈরযুতং হুনেৎ।
তর্পণাদীনি সর্ব্বাণি পূর্ব্বোক্তবিধিনাচরেৎ ॥ ৬৩ ॥
য এবং ভজতে মন্ত্রী লক্ষ্মীগোপালবিগ্রহম্।
স সর্ব্বসম্পদং লব্ধা যাত্যনন্তময়ব্রতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

ছন্দ, পরম সমৃদ্ধিদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। দশাক্ষরমন্ত্রবৎ অঙ্গ-কল্পনা করিয়া একনিষ্ঠভাবে ভগবানের ধ্যান করিবে।—ঘনীভূত মেঘরাশির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, পাণি ও পাদপদ্ম অরুণবর্ণ, তার-হার সম্পর্কে শরীর অতি মনোরম, বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণিযুক্ত এবং তিনি কিরীট, কেয়ূর, গ্রৈবেয় ও কঙ্কণসমূহে বিরাজিত হইয়া রত্নগৃহের অভ্যন্তরে রক্তপদ্মের উপরি বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে ধ্যান করিয়া চতুর্লক্ষ জপ, পায়স দ্বারা অযুত হোম, এবং তর্পণাদি অন্যান্য কার্য্য সমুদায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সমাধান করিবে। যে মন্ত্রী এইরূপে লক্ষ্মীগোপালবিগ্রহের আরাধনা করে, সে সকল সমৃদ্ধিলাভ করিয়া অন্তে অনায়াসে অনন্তরূপী ভগবানে নিলীন হয় ॥ ৫৯-৬৪ ॥

ইতি গৌতমীয়তন্ত্রে পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্ররাজং সুদুর্লভম্।
অবাপুর্যেন জপ্তেন দিব্যজ্ঞানং মুনীশ্বরাঃ ॥ ১ ॥
ভ্রষ্টরাজ্যং সুরশ্রেষ্ঠো হ্যবাপ যদুপাসনাৎ।
অন্যেঽপি বহবো দেবাঃ স্বস্বাধিকারতাং গতাঃ ॥ ২ ॥
ত্রিমাত্রঙ্ভগবতে শ্রীগোবিন্দায়েতি তন্মনুঃ।
দ্বাদশাক্ষর ইত্যুক্তো মন্ত্রঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদঃ ॥ ৩ ॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তো বিরাট্‌ছন্দ উদীরিতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা প্রোক্তঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥ ৪ ॥
বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
ব্যস্তৈঃ পদৈঃ সমস্তৈশ্চ পঞ্চাঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনন্তর অপর সুদুর্ল্লভ মন্ত্ররাজ কীর্ত্তন করিব। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়াছেন; সুররাজ যাহার উপাসনা করিয়া অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য বহু দেবতাও ইহার প্রভাবে স্ব স্ব অধিকার লাভ করিয়াছেন। নমো ভগবতে মুকুন্দায়—সাধক এই দ্বাদশ-অক্ষর মন্ত্র জপ করিলে সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। নারদ ইহার ঋষি, বিরাট্‌ ছন্দ, সকল দেবতার নমস্কৃত শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ইহার বিনিয়োগ। ব্যস্ত ও সমস্ত পদ দ্বারা ইহার

সৃষ্টিসংহৃতিস্থিত্যা চ করশোধনমাচরেৎ।
স্থিত্যন্তং দশতত্ত্বঞ্চ মাতৃকামন্ত্রসংপুটম্॥ ৬॥
তত্ত্বন্যাসং তথা কৃত্বা কেশবাদিপুরঃসরম্।
জনিপালনসংহারবিধানৈকবিশারদম্॥ ৭॥
কলায়কুসুমশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
অনেকরত্নাভরণং দীপ্তবিশ্বাবকাশকম্॥ ৮॥
তথৈবাসনসংস্থঞ্চ পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্।
শ্রীবৎসলক্ষণং দেবং কৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষসম্॥ ৯॥
বেণুবাদ্যনিনাদেন মোহয়ন্তং চরাচরম্।
মুনিবৃন্দৈর্দেববৃন্দৈর্ঋষিবৃন্দৈস্তু সংস্তুতম্॥ ১০॥
আবৃতং মহিষীবৃন্দৈর্মুনিভিঃ পরিষেবিতম্।
অথবা তপ্তহেমাভং কান্ত্যাক্রান্তং জগত্রয়ম্॥ ১১॥

পঞ্চাঙ্গকল্পনা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার দ্বারা করশোধন, মাতৃকামন্ত্র-সংপুটিত স্থিত্যন্ত দশতত্ত্ব ও কেশবাদি পুরঃসর তত্ত্বন্যাস করিয়া ভগবানের ধ্যান করিবে। তিনি জনন, পালন ও সংহরণ বিধানে অদ্বিতীয় বিশারদ; কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নীলোৎপলের ন্যায় লোচনসম্পন্ন, অনেকবিধ রত্নাভরণযুক্ত, নিজদীপ্তি দ্বারা বিশ্বের অন্তরালসকলও উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার দেহ পীতবস্ত্রযুগলে আবৃত ও বক্ষঃস্থল কৌস্তুভে উদ্ভাসিত। শ্রীবৎস তাঁহার চিহ্ন। তিনি স্বপ্রকাশ ও বেণুবাদননিনাদে চরাচর মোহিত করিতেছেন। মুনিবৃন্দ ও ঋষিবৃন্দ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন। মহিষীবৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। নিধিসকল তাঁহার সেবা করিতেছে। অথবা, তাঁহার আভা তপ্তকাঞ্চনসদৃশ; তদীয় কান্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ

কল্পদ্রুমতলাসীনং রত্নসিংহাসনোপরি।
ধ্যাত্বা জপেন্মনুবরং লক্ষদ্বাদশমাদরাৎ ॥ ১২ ॥
বার্ত্তাকর্ণনমাত্রং হি স্ত্রীণাং ত্যক্ত্বা ব্রতে স্থিতঃ।
পয়োমূলফলাশী চ পূর্ব্বোক্তাচারপালকঃ ॥ ১৩ ॥
দশাংশং জুহুয়াদ্ভক্তঃ কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
ততঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা শেষমন্যৎ সমাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥
গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং দেবং পুণ্যারণ্যেঽথবা তথা।
প্রাসাদে বা প্রতিষ্ঠাপ্য পূজয়ন্ ভোগমোক্ষভাক্ ॥ ১৫ ॥
বৃন্দাবনগতং ধ্যায়েন্মহামাণিক্যমণ্ডপম্।
সামান্যার্ঘ্যং বিশোধ্যাথ পূজয়েদ্দ্বারপালকান্ ॥ ১৬ ॥
দ্বারাগ্রে বলিপীঠে চ পক্ষীন্দ্রং পরিপূজয়েৎ।
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলপ্রবলসংজ্ঞকৌ ॥ ১৭ ॥

আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি কল্পবৃক্ষের তলে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এই মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দ্বাদশ লক্ষ জপ এবং স্ত্রীলোকের বার্ত্তাশ্রবণমাত্র ত্যাগ করিয়া ব্রতস্থ হইয়া ফলমূল ভক্ষণ ও পূর্ব্বোক্ত আচার পরিপালন পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে ব্রহ্মবৃক্ষজ কুসুম দ্বারা দশাংশ হোম ও পরে পূর্ব্বোক্ত বিধানে অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। গোষ্ঠে অথবা পবিত্র অরণ্যে কিংবা ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পূজা করিলে ভুক্তি-মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। পরে বৃন্দাবনস্থ মহামাণিক্যমণ্ডপের ধ্যান করিবে। সামান্য-অর্ঘ্য বিশোধিত করিয়া পরে দ্বারাগ্রে দ্বার-পালগণের, বলিপীঠে পক্ষীন্দ্রের, পূর্ব্বাদি দ্বারসমূহে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে

চণ্ডং প্রচণ্ডমপরা ধাতারঞ্চ বিধাতরম্।
দ্বারেষু পূর্ব্বাদিষু তান্ প্রাদক্ষিণ্যেন পূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥
দ্বারোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ঞ্চ দেহল্যাং দেহলং যজেৎ।
দ্বারস্ত পার্শ্বয়োস্তদ্বদ্গঙ্গাঞ্চ যমুনাস্তথা ॥ ১৯ ॥
বিঘ্নেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ তয়োঃ পার্শ্বে প্রপূজয়েৎ।
দূর্ব্বাক্ষতান্ সমাদায় বিঘ্নানুৎসার্য্য বাহ্যতঃ ॥ ২০ ॥
পদাঘাতকরাস্ফোটসমদক্ষিতবক্ত্রকৈঃ।
বিঘ্নং ত্রিবিধমুৎসার্য্য অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ২১ ॥
কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রেশমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চয়েদ্বাস্তুপুরুষং গৃহমধ্যে সমাহিতঃ ॥ ২২ ॥
তারং শার্ঙ্গপদং ঙেঽন্তং সপূর্ব্বঞ্চ সবাসনম্।
হুঁ ফট্ নম ইতি প্রোক্তা মুদ্রয়াগ্রে স্থিতো হরেঃ ॥ ২৩ ॥
বিধেয়মেতৎ সর্ব্বত্র স্থাপিতোক্তবিশেষতঃ।
আনসেষু প্রতিষ্ঠেত্তু তন্মন্ত্রেণ বিধানবিৎ ॥ ২৪ ॥

জয়, বিজয়, বল, প্রবল, চণ্ড, প্রচণ্ড, ধাতা এবং বিধাতার, দ্বারোর্দ্ধে দ্বারশ্রীর, দেহলীতে দেহলের, দ্বারপার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনার, তাহাদের পার্শ্বে বিঘ্নেশ ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। অনন্তর মন্ত্রবিৎ দূর্ব্বা ও অক্ষত গ্রহণ করিয়া বহিঃ-বিঘ্নসকল উৎসারণ এবং পদাঘাত, করাস্ফোটন ও সমুদক্ষিত মুখ দ্বারা ত্রিবিধ বিঘ্ন অস্ত্রমন্ত্রসহায়ে নিরাকরণ করিয়া কোণসমূহে বিঘ্ন, দুর্গা, বাণী ও ক্ষেত্রেশের এবং গৃহমধ্যে সমাহিত হইয়া বাস্তুপুরুষের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইবেন ॥ ১-২২ ॥

ওঁ শার্ঙ্গায় হুং ফট্ নমঃ এইরূপ বলিয়া মুদ্রাসহকারে হরির

ন্যাসাদ্যস্ত স্বদেহে চ আত্মযোগাবসানকম্।
দশাক্ষরোক্তবিধিনা পীঠং সংপাদ্য পূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥
নারদাদিগুরূংস্তদ্বদিষ্ট্বা ভাগবতান্ যজেৎ।
গুকারং মরণং বিদ্যাদ্রুকারস্তদ্বিরোধকঃ ॥ ২৬ ॥
গুরুরিত্যেব মুনিভিঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণৈক্যযোগতঃ।
নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকম্ ॥ ২৭ ॥
বিশ্বক্সেনঞ্চ শৈলেয়ং বায়্বাদীশান্তমর্চ্চয়েৎ।
গুরূন্ পরগুরূংশ্চাপি পরমেষ্ঠিগুরূংস্তথা ॥ ২৮ ॥
পরাপরগুরূংস্তদ্বৎ পূর্ব্বসিদ্ধাননন্তরম্।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ সনৎকুমারসংজ্ঞকঃ ॥ ২৯ ॥

অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ স্থাপিতে এই প্রকার বিধান করিতে হইবে। বিধানবিৎ ব্যক্তি তন্মন্ত্র দ্বারা আসনসমূহে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহে ন্যাসসকল সমাধা করিয়া আত্মযোগা-বসানে দশাক্ষরোক্ত বিধানে পীঠ সম্পাদন পূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে নারদাদি গুরুর পূজা করিয়া অবশিষ্ট ভাগবত-গণের পূজা করিতে হইবে। গুশব্দে মল বা মরণ এবং রুশব্দে তাহার বিরোধক বা শোধক। এই উভয় অক্ষরের যোগে গুরু এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত গুরুর কোনরূপ প্রভেদ নাই; মুনিগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, শৈলেয় —ইহাদিগকে বায়ু হইতে ঈশান পর্য্যন্ত কোণে অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু, পরাপরগুরু ও পূর্ব্বসিদ্ধগণ এবং সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও

সনাতনশ্চ ইত্যাদি পরান্ ভাগবতাংস্তথা।
গুরুনাম্না প্রকৃত্যৈব পাদুকাভ্যো নমো বদেৎ ॥ ৩০ ॥
অপায়াৎ পাতি নিয়তং দুঃসঙ্গাদ্দুর্নিমিত্তকাৎ।
কামিতার্থপ্রদানাচ্চ পাদুকা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩১ ॥
গত্যর্থে চরধাতুস্তু ণশ্চাপ্যানন্দ উচ্যতে।
আনন্দং প্রাপয়েদস্মাত্তস্মাচ্চরণমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥
পীঠপূজাং বিধায়াথ তত্রাবাহ্য হরিং যজেৎ।
সর্ব্বোপচারান্ কৃত্বান্তে ষড়ঙ্গাবৃতিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
রুক্মিণীং সত্যভামাঞ্চ দক্ষবামে প্রপূজয়েৎ।
বাসুদেবং সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্ন চানিরুদ্ধকম্ ॥ ৩৪ ॥
কালিন্দী নাগ্নজিত্যাখ্যা সুশীলা চ সুনন্দকা।
ঋক্ষজা লক্ষণা চৈব ইত্যষ্টৌ মহিষীঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৫ ॥

সনাতন—ইত্যাদি পরম ভাগবতবর্গের পূজা এবং গুরুর নাম গ্রহণ করিয়া সকলকে নমস্কার—এইরূপ করিবে। অপায় হইতে, দুঃসঙ্গ হইতে এবং দুর্নিমিত্ত হইতে পালন অর্থাৎ রক্ষা এবং অভীষ্ট বিষয় প্রদান করে, এইজন্য পাদুকা নাম হইয়াছে। চরধাতুর অর্থ গতি এবং ণকারের অর্থ আনন্দ। এই আনন্দ সম্পাদন করে বলিয়া চরণ নাম হইয়াছে ॥ ২৩-৩২ ॥

অনন্তর পীঠপূজা বিধান ও তাহাতে আবাহন পূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা এবং সর্ব্ববিধ উপচার নিষ্পাদন করিয়া ষড়ঙ্গাবৃতির পূজা করিতে হইবে। দক্ষিণে ও বামে রুক্মিণী, সত্যভামা, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহাদের পূজা করিয়া কালিন্দী, নাগ্নজিতী, সুশীলা, সুনন্দা, ঋক্ষজা, লক্ষণা প্রভৃতি বিখ্যাত

কৌমোদকীং পাঞ্চজন্যং বসুদেবঞ্চ দেবকীম্।
নন্দগোপং যশোদাঞ্চ সংপূজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
কিঙ্কিণীঞ্চ তথাভ্যর্চ্চ্য দামাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
দিগধীশান্ স্বদিক্ষেবং গজানষ্টৌ তথার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
কুমুদঃ কুমুদাখ্যশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৮ ॥
এককালং দ্বিকালম্বা ত্রিকালং শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ।
মন্ত্রবিৎ কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য ভোগমুক্ত্যোশ্চ ভাজনম্ ॥ ৩৯ ॥
গোষ্ঠে বা শৈলশৃঙ্গে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
প্রাসাদে স্থাপয়ন্ কৃষ্ণং তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥ ৪০ ॥
কোটিকোটিমহাদানাৎ কোটিতীর্থপরিভ্রমাৎ।
তৎফলং লভতে ভক্ত্যা সংপ্রতিষ্ঠাপ্য কেশবম্ ॥ ৪১ ॥

অষ্টমহিষীর, কৌমোদকী, পাঞ্চজন্য, বসুদেব ও দেবকীর, নন্দগোপ ও যশোদার, এবং কিঙ্কিণী ও দামাদির অর্চ্চনার পর, স্ব স্ব দিকে দিক্‌পালগণের এবং কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত—এই অষ্ট গজের আরাধনা করিবে ॥ ৩৩-৩৭ ॥

শ্রদ্ধাসহকারে এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকাল কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে মন্ত্রজ্ঞ সাধক ভুক্তি-মুক্তির আস্পদ হইয়া থাকে। গোষ্ঠে অথবা শৈলশৃঙ্গে, কিংবা পুণ্য-অরণ্যে অথবা নদীতটে, কিংবা প্রাসাদে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলে তীর্থকোটিদর্শনের ফললাভ হয়। কোটি কোটি মহাদান ও কোটি কোটি তীর্থপরিভ্রমণ করিলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলে

মহামন্ত্রকোটিজাপাৎ যৎ ফলং লভতে পুনঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
কোটিযজ্ঞেন যৎ পুণ্যং পুণ্যারণ্যনিষেবণাৎ।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তচ্চ সংস্থাপ্য কেশবম্ ॥ ৪৩ ॥
যাবজ্জন্ম হরের্নামগ্রহণাদ্‌যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে গোদানাযুতজং ফলম্।
তৎফলং লভতে ভক্ত্যা সংস্থাপ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
সত্তঃ সর্গিসমাযুক্তঃ কামঃ পঞ্চস্বরান্বিতঃ।
মাংসান্তে নাথায় বদেন্নমোঽন্তো মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৪৬ ॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তশ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
গোবল্লভশ্চ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যানি কল্পয়েৎ।
ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপং শিশুগণাবৃতম্ ॥ ৪৮ ॥

সেই ফল পাওয়া যায়; অথবা কোটি কোটি মন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাবলে সেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কোটি কোটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুণ্যারণ্যে পরিচরণ করিলে যে সুকৃতি সঞ্চিত হয়, কেশবের প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাবজ্জন্ম হরির নামগ্রহণে যে ফল প্রাপ্ত হয়, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাতে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হয়। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণসময়ে অযুত গোদান করিলে যে ফল, ভক্তিসহকারে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠাতেও উহাই হইয়া থাকে ॥ ৩৮-৪৫ ॥

ওঁ ক্লীং ব্রজনাথায় নমঃ এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, গোবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, আচক্রাদি দ্বারা ইহার পঞ্চ-অঙ্গ

হস্তাভ্যাং বেণুং শৃঙ্গঞ্চ শ্যামলং বিশ্বমোহনম্।
বহুরত্নসমাবদ্ধকিঙ্কিণীহারনূপুরম্॥ ৪৯॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমাত্রং সমাহিতঃ।
হোময়েত্তদ্দশাংশেন পায়সৈর্ম্মধুরান্বিতৈঃ॥ ৫০॥
অঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিমুখৈরিত্যর্চ্চনবিধিঃ স্মৃতঃ।
য এবং ভজতে মন্ত্রী শ্রীগোপবল্লভং হরিম্॥ ৫১॥
স গোগণবরৈরাঢ্যঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধিমান্।
দেহান্তে ভগবদ্ধাম প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২॥
ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ খান্তো নান্তো মাংসদ্বয়স্তথা।
ভীষণামুখবৃত্তেন বীতিহোত্রসখান্বিতঃ॥ ৫৩॥

কল্পনা করিবে। অনন্তর বৃন্দাবনে গোপশিশুগণে পরিবেষ্টিত, হস্তযুগলে বেণু ও শৃঙ্গধারী, বিশ্ববিমোহন ও শ্যামবর্ণ রূপ, কিঙ্কিণী, হার ও নূপুর বহুবিধ রত্নে খচিত,—এইরূপ মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে লক্ষমাত্র মন্ত্র জপ, মধুরান্বিত পায়স দ্বারা দশাংশ হোম এবং অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্রাদির সহিত অর্চ্চনা করিবে। যে মন্ত্রী ভক্তিসহকারে শ্রীগোপবল্লভ হরির ভজনা করে, সে শ্রেষ্ঠ গোগণ দ্বারা আঢ্য ও সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দেহান্তে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই॥ ৪৬-৫২॥

ঊর্দ্ধদন্তসম্পন্ন খান্ত, নান্ত, মাংসদ্বয়, মুখবৃত্তসমন্বিত অগ্নিসংযুক্ত এবং নমঃ শব্দ এই সকলের যোগে যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র সাধিত হয়,

সর্ব্বার্থসাধঃ প্রোক্তো নমোঽন্তোঽষ্টাক্ষরো মনুঃ।
কামবীজং মুখে দদ্যাৎ সর্ব্বার্থঃ সংপ্রদায়কঃ ॥ ৫৪ ॥
নারদোঽস্য মুনিঃ প্রোক্তোঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সমীরিতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য সমস্তপুরুষার্থদঃ ॥ ৫৫ ॥
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যৈঃ প্রকল্পয়েৎ।
কলায়কুসুমশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ॥ ৫৬ ॥
নানালঙ্কারসুভগং বালং তং পঞ্চহায়নম্।
দধ্যুত্থপায়সং স্ফীতং করাভ্যাং দধতং হরিম্ ॥ ৫৭ ॥
তারহারাবলীরম্যং গোপ-গোপীগবাবৃতম্।
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণম্ ॥ ৫৮ ॥
অর্কলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং পায়সৈর্হুনেৎ।
অথবা পঙ্কজৈর্হুত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেৎ সুখী ॥ ৫৯ ॥

তাহা দ্বারা সকল মনোরথই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মুখে কাম-বীজ প্রদান করিলে সমুদায় কামনাই সুসিদ্ধ হয়। যে সকল গোপালমন্ত্রের বীজ ক্বচিৎ ক্বচিৎ লুপ্তভাবাপন্ন, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদের মুখে কামবীজ বিন্যস্ত করিবে। নারদ ইহার ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা এবং আচক্রাদি দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ-অঙ্গ কল্পনা করিবে। কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ইন্দীবরসদৃশ লোচনসম্পন্ন, বিবিধ অলঙ্কারে নিরতিশয় সুন্দর-ভাবাপন্ন, পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক, করযুগলে নবনীত ও পায়স ধারণ করিয়া আছেন, গোপীগণে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত, তারহার-পুঞ্জে মনোজ্ঞ, এইরূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমাত্মা হরির ধ্যান করিয়া দ্বাদশলক্ষ জপ, জপের দশাংশ পায়স দ্বারা

দশাক্ষরোদিতে পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ।
অথবাঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিপূজা চাস্য সমীরিতা ॥ ৬০ ॥
নবনীতাক্ষতং হুত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
পুত্রাপ্তিশ্চম্পকৈর্হুত্বা পাটলৈ রাজবশ্যতা ॥ ৬১ ॥
অন্নাদ্যৈর্হোমতো নিত্যং লক্ষ্মীস্তস্য গৃহে স্থিরা।
পূর্ব্বোক্ততর্পণেনৈব সর্ব্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

হোম অথবা পদ্ম দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। দশাক্ষরোক্তপীঠে তদ্বৎ বিধানে পূজা এবং অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্রাদির সহিত অর্চ্চনা করিতে হইবে। নবনীতযুক্ত অক্ষত-হোম করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায়। চম্পকপুষ্প দ্বারা হোম করিলে পুত্রলাভ,পাটলপুষ্প দ্বারা হোম করিলে রাজা বশীভূত এবং অন্নাদি দ্বারা হোম করিলে গৃহে লক্ষ্মী স্থির ও পূর্ব্বোক্ত বিধানে তর্পণ করিলে সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয় ॥ ৫৩-৬২ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ষড়্বিংশ অধ্যায় ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

—॥*॥—

কামশ্চাষ্টস্বরারূঢ়ঃ সর্গবান্ মন্ত্রনায়কঃ।
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ প্রোক্তঃ কামপূর্ব্বো গুণাক্ষরঃ॥ ১॥
কামাদ্যন্তশ্চতুর্ব্বর্ণশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।
ঙেঽন্তঃ কৃষ্ণো নমোঽন্তশ্চ পঞ্চবর্ণো মহামনুঃ॥ ২॥
স এব কামপূর্ব্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমনুঃ স্মৃতঃ।
এবং জপ্ত্বা ত্রিকালজ্ঞঃ শাতাতপমুনীশ্বরঃ॥ ৩॥
অস্য সংস্মরণাদেব সার্ব্বজ্ঞং কবিতাং বরাম্।
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং হি মদ্বচঃ॥ ৪॥
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেঽন্তৌ কামাদ্যশ্চাষ্টবর্ণকঃ।
আদ্যন্তে কামবীজশ্চেন্নবাক্ষরমনুর্ম্মতঃ॥ ৫॥

"ক্লীং," এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। "কৃষ্ণ," ইহার নাম দ্ব্যক্ষর মন্ত্র। "ক্লীং কৃষ্ণ" ইহার নাম ত্র্যক্ষর মন্ত্র। "ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং," ইহার নাম চতুরক্ষর মন্ত্র। ইহা দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। "কৃষ্ণায় নমঃ" ইহার নাম পঞ্চাক্ষর মহামন্ত্র। ইহার আদিতে ক্লীং যোগ করিলেই ষড়ক্ষর মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়। এই মন্ত্র জপ করিয়া শাতাতপ মুনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইহার স্মরণমাত্রই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়; আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়" ইহার নাম অষ্টাক্ষরমন্ত্র। ইহার আদিতে ও অন্তে কামবীজ যোগ

সুপ্রসন্নাত্মনে বহ্নিবল্লভা সপ্তবর্ণকঃ।
কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৬ ॥
শ্যামলাঙ্গপদং ঙেঽন্তং নমোঽন্তোঽয়ং দশাক্ষরঃ।
শিবোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়াস্তোমনুর্ম্মতঃ ॥ ৭ ॥
ঙেঽন্তং বালবপুঃ কামঃ কৃষ্ণো ঙেঽন্তঃ শিবোঽন্তকঃ।
কৃষ্ণায়েতি স্মরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরঃ ॥ ৮ ॥
একাদশাক্ষরো মন্ত্রো ভজতাং বাঞ্ছিতার্থদঃ।
গোপালায়াগ্নিজায়াভ্যাং ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ ॥ ৯ ॥
যস্ত সংস্মরণাদেব কিমলভ্যং জগত্ত্রয়ে।
এতেষাং মনুবর্য্যাণাং নারদো মুনিরীরিতঃ ॥ ১০ ॥
উক্তং ছন্দস্ত গায়ত্রী বালকৃষ্ণশ্চ দেবতা।
ষড়্দীর্ঘভাজা কামেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

করিলেই নবাক্ষর মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়। তাহার স্বরূপ যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং"; "সুপ্রসন্নাত্মনে স্বাহা", ইহার নামও অষ্টাক্ষর মন্ত্র। "ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ" ইহার নাম দশাক্ষর মন্ত্র। "বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা," ইহার নাম অন্যতর দশাক্ষর মন্ত্র। "বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা," ইহার নাম একাদশাক্ষর মন্ত্র। ইহা ভক্তগণের বাঞ্ছিতফল প্রদান করে। "ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং" ইহার নাম অন্যতর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র। "গোপালায় স্বাহা," ইহার নাম ষড়ক্ষর মন্ত্র। ইহার স্মরণমাত্র ত্রিভুবনে কোন্ বস্তুই বা অলভ্য থাকে? অর্থাৎ সকল বস্তুই লাভ হয়। এই সকল মন্ত্রনায়কের ঋষি নারদ, গায়ত্রী ছন্দ, বালকৃষ্ণ ইহার দেবতা। ষড়্দীর্ঘভাক্ কামবীজ

নীলপদ্মসমানাক্ষং বালং শ্যামলবিগ্রহম্।
নানারত্নসমাবদ্ধবিচিত্রাভরণান্বিতম্ ॥ ১২ ॥
রক্তপদ্মসমাসীনং দধ্যুত্থং পায়সং বরম্।
দধতং করপদ্মাভ্যাং গোপালশিশুসংবৃতম্ ॥ ১৩ ॥
এবং বিচিন্ত্য প্রজপেল্লক্ষমেকং যথাবিধি ॥
অন্তে জুহুয়াদ্বিধিবদ্দশাংশং শ্রীফলৈর্নবৈঃ ॥ ১৪ ॥
দশাক্ষরোদিতে পীঠে বিধিনা পূজয়েদ্ধরিম্।
ষড়ঙ্গাবৃতিরাদ্যা স্যাদ্দ্বিতীয়া দিগধীশ্বরৈঃ।
তৃতীয়া প্রহরৈরুক্তা সপর্য্যা সর্ব্বকামদা ॥ ১৫ ॥
অযুতং বিল্বপত্রৈস্ত হবনাল্লভতে নরঃ।
তেজোবীর্য্যং তথা কান্তিং লক্ষ্মীং সর্ব্বাতিশায়িনীম্ ॥ ১৬ ॥
রক্তপদ্মাযুতহোমাদ্রাজানশ্চাস্য কিঙ্করাঃ।
বিল্বপত্রৈস্তথা হুত্বা লভেদ্রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ১৭ ॥

দ্বারা ষড়ঙ্গকল্পনা করিবে। নীলপদ্মের সমান নয়নবিশিষ্ট, শ্যামলদেহ, বালক, নানারত্নখচিত বিচিত্র আভরণে সমলঙ্কৃত, রক্তপদ্মে উপবিষ্ট, করপদ্মযুগলে উৎকৃষ্ট পায়স ও নবনীতধারী, শিশুগোপালগণে চতুর্দ্দিক বেষ্টিত,—এইরূপে ধ্যান করিয়া বিধিমত এক লক্ষ জপ, জপান্তে শ্রীফল দ্বারা যথানিয়মে দশাংশ হোম, দশাক্ষরোক্ত পীঠে যথাবিধানে আরাধনা করিয়া ষড়ঙ্গ দ্বারা প্রথম আবৃতি, দিক্‌পাল দ্বারা দ্বিতীয় আবৃতি এবং আয়ুধগণ দ্বারা তৃতীয় আবৃতি সম্পন্ন করিবে। এইরূপ বিধানে পূজা করিলে সকল কামনাই পরিপূর্ণ হয় ॥ ১-১৫ ॥

বিল্বপত্র দ্বারা অযুত হোম করিলে তেজ, বীর্য্য, কান্তি ও সর্ব্বাতিশায়িনী লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিলে রাজগণ বশীভূত হয় ও বিল্বপত্র দ্বারা হোম

এতেষাং মনুবর্য্যাণাং একং যো ভজতে সুধীঃ।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥
অথাপরং মনুবরং বক্ষ্যে সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্।
স্মরণাদ্যস্য মন্ত্রজ্ঞো বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ।
দেবানামীশ্বরঃ শক্রো ধনদো ধননায়কঃ।
স্মরণাদস্য মন্ত্রস্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ২০ ॥
বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ মায়াং লক্ষ্মীমনন্তরম্।
দশবর্ণো মনুবরো চতুর্দ্দশাক্ষরো মনুঃ ॥ ২১ ॥
বাগ্ভবাদ্যো যথা চায়ং মন্ত্রী বাক্‌পতিসন্নিভঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গসিদ্ধান্তমতিরুজ্জ্বলঃ ॥ ২২ ॥
অমৃতস্যন্দনীর্ব্বাচঃ কবিতা সর্ব্বজিত্বরী।
সর্ব্ববাঙ্ময়বেত্তা চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ২৩ ॥

করিলে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসকলের মধ্যে একতরের ভজনা করে, সে ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগসমস্ত উপভোগ করিয়া অন্তে তাঁহার সেই পরমপদে অধিষ্ঠিত হয়।

অনন্তর সর্ব্বসমৃদ্ধিদাতা অপর মন্ত্রবর কীর্ত্তন করিব। মন্ত্রজ্ঞ সাধক যাঁহার স্মরণমাত্র বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকেন। ইন্দ্র ইঁহার স্মরণমাত্র দেবগণের ঈশ্বর ও ধনদ (কুবের) ধননায়ক হইয়াছেন। ইহার স্মরণমাত্র পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়? বাগ্ভব (ঐং), কাম (ক্লীং), মায়া (হ্রীঁ) ও লক্ষ্মী (শ্রীং) যোগ করিলে দশাক্ষর মন্ত্র চতুর্দ্দশাক্ষর হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা সাধক বাক্‌পতি-তুল্য এবং বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গাদির সিদ্ধান্তপারগ ও তেজঃসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহার অমৃতস্যন্দিনী বাণী ও বিশ্ববিজয়ী কবিত্ব লাভ হয় এবং সাধক অল্পকালমধ্যে সর্ব্ববিধ বাঙ্ময়বেত্তা ও

সংবিদাদ্যং যদা মন্ত্রং সাধকো যদি বাভ্যসেৎ।
অচিরাৎ সর্ব্বসিদ্ধীনামধিপো জায়তে সুধীঃ ॥ ২৪ ॥
রাজানো বশ্যতাং যান্তি সামাত্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি কিং পরঃ কথ্যতে পরম্ ॥ ২৫ ॥
শ্রীবীজাদ্যং যদা জপ্যাদ্‌ভক্তিতো মন্ত্রনায়কম্।
অনন্যগা রমা তস্য মন্দিরে সম্পদাবহা ॥ ২৬ ॥
তস্য বংশে স্থিরা লক্ষ্মীর্যাবদাহূতসংপ্লবম্।
কামপূর্ব্বো যদা মন্ত্রো জপ্যতে সাধকোত্তমৈঃ ॥ ২৭ ॥
ত্রৈলোক্যং বশতামেতি মনোবাক্-কায়কর্ম্মভিঃ।
স্ত্রীণাং কন্দর্পসদৃশো দর্শনাদেব মোহকৃৎ ॥ ২৮ ॥
চমৎকারকরো লোকে জীবেদ্বর্ষশতং সুখী।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রী ছন্দ ঈরিতম্ ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রের আদিতে সংবিৎ যোগ করিয়া জপ করিলে অচিরকালমধ্যে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি সাধকের আয়ত্ত হইয়া থাকে। রাজগণ অমাত্য ও পরিচ্ছদের সহিত তাঁহার বশীভূত হয়। অপরের কথা আর কি বলিব, দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন ॥১৬-২৫ ॥

শ্রীবীজ যোগ করিয়া ভক্তিসহকারে এই মন্ত্রবর জপ করিলে লক্ষ্মী অনন্যগামিনী হইয়া তাহার মন্দিরে সর্ব্ববিধ সম্পৎ প্রদান করেন এবং প্রলয় পর্য্যন্ত তাহার বংশে স্থির হইয়া থাকেন। কামবীজ যোগ করিয়া জপ করিলে মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা ত্রিভুবন বশ্যতা স্বীকার করে এবং কামের ন্যায় দর্শনমাত্র স্ত্রীগণের মোহ উৎপাদন করা যায়। অধিক আর কি, চমৎকারকারী হইয়া শতবর্ষ সুখভোগে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

দেবতা সর্ব্বজগতাং মোহনঃ কৃষ্ণ ঈরিতঃ।
পঞ্চাঙ্গানি মনোরস্য আচক্রাদ্যৈঃ প্রকল্পয়েৎ॥ ৩০ ॥
সৃষ্টিসংহারস্থিতিভির্দ্দশবর্ণান্ করে ন্যসেৎ।
তারসংপুটিতান্ কৃত্বা নমোমধ্যগতান্মুনে॥ ৩১ ॥
দশার্ণাঙ্গন্যাসদেশে দশবর্ণং বিনির্দ্দিশেৎ।
কেশবাদি তথা তত্ত্বং দশতত্ত্বং ক্রমোৎক্রমাৎ॥ ৩২ ॥
ঋষ্যাদিন্যাসমাপাদ্য ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
কামাক্ষরং পরং বীজং স্বাহা প্রকৃতিরীশ্বরী॥ ৩৩ ॥
কেবলং চিৎ পরা শক্তির্ম্ম স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে॥ ৩৪ ॥
নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতে।
কল্পাটবীকুলে সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্যমণ্ডপে॥ ৩৫ ॥

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ, সকল জগতের মোহকারী শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। আচক্রাদি দ্বারা এই মন্ত্রের পঞ্চ-অঙ্গ কল্পনা করিয়া সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতি দ্বারা দশবর্ণ সকল করে ন্যাস করিবে। হে মুনে! পরে ওঁকারপুটিত ও নমঃশব্দের মধ্যগত করিয়া দশবর্ণাঙ্গন্যাস স্থানে দশবর্ণ বিনির্দ্দেশ করিবে এবং কেশবাদিতত্ত্ব ও দশতত্ত্ব যথাক্রমে সমাধান করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস সম্পাদন পূর্ব্বক ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিতে হইবে।

কামাক্ষর ইহার বীজ, স্বাহা ইহার ঈশ্বরী প্রকৃতি, কেবল চিৎপরাশক্তি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রমণীয় বৃন্দাবনে কাঞ্চননির্ম্মিত ভূমিমধ্যে নানাবিধ পুষ্পলতা সমাচ্ছন্ন ও পাদপপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত কল্পবৃক্ষতলে যে পরম

দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বমুনিভিঃ পরিষেবিতে ।
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ স্তুতিভিঃ সমুপস্থিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥
রত্নসিংহাসনে ধ্যায়েদাসীনং কমলোপরি ।
সজলজলদশ্যামং রক্তপদ্মদলেক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥
রক্তপদ্মনিভং পাদং পাণিভ্যাং পরিমণ্ডিতম্ ।
নবরত্নসমাবদ্ধভূষণৈঃ পরিভূষিতম্ ॥ ৩৮ ॥
বেণুং ধমন্তং পাণিভ্যাং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।
আরক্তবক্ষসি শ্রীমৎকৌস্তুভোদ্ভাসিতাম্বরম্ ॥ ৩৯ ॥
তারহারাবলীরম্যং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ।
রোচনাতিলকপ্রান্তে কুন্তলালিসমাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥
কন্দর্পচাপসদৃশাচিল্লীমণিবিরাজিতম্ ।
অনেকরত্নসম্বদ্ধস্ফুরন্নূপুরকুণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥
বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্ববেদিভিঃ ।
উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা ॥ ৪২ ॥

শোভাময় মাণিক্যমণ্ডপে, দেব, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ পরিবৃত এবং নারদপ্রভৃতি শ্রেষ্ঠমুনিগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্তুতিপাঠ করেন, তথায় রত্নসিংহাসনে পদ্মের উপর আসীন, সজলজলধরের স্থায় শ্যামবর্ণ, রক্তোৎপল সদৃশ লোচন-যুগল পরমশোভাসম্পন্ন ও রক্তপদ্মসদৃশ পাণি-পাদ ; ভূষণসকল নূতন রত্নখচিত, বক্ষঃস্থলে শোভাময় কৌস্তুভধারী, কলেবর সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও তারহারগুচ্ছে রমণীয়, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসে লাঞ্ছিত, তিলক রোচনারচিত, তাহার প্রান্তে কুন্তলসমূহ বিরাজমান ; কন্দর্পচাপসদৃশ রমণীয় ভ্রূযুগল, পরমশোভাময় বহুবিধ রত্নখচিত মকরকুণ্ডলধারী শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববেদী মুনিগণ দ্বারা উপাসিত,

এবং ধ্যাত্বা মনুবরং দশলক্ষং ব্রতে স্থিতঃ।
দশাক্ষরবিধানেন জপাৎ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥ ৪৩ ॥
সিদ্ধেনানেন মনুনা সর্ব্বাভীষ্টানি সাধয়েৎ।
দশাক্ষারোদিতে পীঠে তদ্বিধানেন পূজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
অযুতং জুহুয়ান্মন্ত্রী কুসুমৈর্ব্রহ্মবৃক্ষজৈঃ।
মহাকবির্ম্মহাপ্রাজ্ঞো ভবেন্মন্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
মালতীকুসুমৈর্হুত্বা বাক্‌সিদ্ধিমতুলাং লভেৎ।
তগরৈঃ ক্ষীরসিক্তৈশ্চ হোমাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাদিহোমেন সমৃদ্ধিমতুলাং লভেৎ।
কেবলং ঘৃতহোমেন ব্রহ্মতেজঃ প্রজায়তে ॥ ৪৭ ॥
শ্রীফলস্য দলৈর্হুত্বা রাজ্যমাপ্নোত্যযত্নতঃ।
তৎফলৈর্মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্দূর্ব্বাভিরায়ুষে হুনেৎ ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে হরির ধ্যান করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া দশলক্ষ জপ করিবেন। দশাক্ষরবিধানে জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা সকল অভীষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। দশাক্ষরোক্ত পীঠে দশাক্ষরোক্তবিধানানুসারে পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মবৃক্ষের পুষ্প দ্বারা অযুত হোম করিলে মন্ত্রী মহাকবি ও মহাপ্রাজ্ঞ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মালতীকুসুম দ্বারা হোম করিলে অতুল বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। ক্ষীরমিশ্রিত তগরপুষ্প দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা হোম করিলে অতুল সমৃদ্ধি লাভ হয়। কেবল ঘৃত দ্বারা হোম করিলে ব্রাহ্মতেজঃ সঞ্চিত হয়। বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিলে অযত্নে রাজ্যপ্রাপ্তি এবং তাহার ফল দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

তর্পণং পূর্ব্ববিহিতং কৃত্বা সর্ব্বং প্রসাধয়েৎ।
দশাক্ষরোদিতং সর্ব্বং প্রয়োগমমুনা চরেৎ॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির নিমিত্ত দুর্ব্বা দ্বারা হোম করিবে। পূর্ব্ববিহিত তর্পণ করিলে সমস্তই সাধন করা যায়। দশাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেরও প্রয়োগসকল নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে সপ্তবিংশ অধ্যায়॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং সর্ব্বার্থসাধনম্।
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং মধ্যস্থং কামবীজয়োঃ ॥ ১ ॥
সদ্যঃফলপ্রদং মন্ত্রং কথিতং ভক্তিতস্তব।
অস্যাবধানতঃ শক্রঃ সুরেশত্বমবাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
দেবতা জগতামাদির্ম্মুনিভিঃ কৃষ্ণ ঈরিতঃ ॥ ৩ ॥
দীর্ঘষট্‌কেন কামেন ষড়ঙ্গবিধিনা চরেৎ।
এবমঙ্গবিধিং কৃত্বা মন্ত্রং ধ্যায়েদথাচ্যুতম্ ॥ ৪ ॥
কলায়কুসুমশ্যামং দ্রুতহেমনিভাম্বরম্।
পারিজাতবনে রত্নসিংহাসনোপরি স্থিতম্ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর অপর সর্ব্বার্থসাধন মন্ত্র কীর্ত্তন করিব। কামবীজদ্বয়ের মধ্যস্থিত কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর অর্থাৎ "ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং" এই মন্ত্র সদ্যঃ ফল প্রদান করে। তুমি ভক্তিপরায়ণ বলিয়া তোমার নিকট উহা কীর্ত্তন করিলাম। ইহার আরাধনা করিয়া ইন্দ্র দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন। ব্রহ্মা এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, জগদাদি কৃষ্ণ ইহার দেবতা; মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। দীর্ঘষট্‌ক কামবীজ দ্বারা ষড়ঙ্গবিধান করিতে হইবে। এইরূপে অঙ্গবিধি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্র ও অচ্যুতের ধ্যান করিবে। কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিগলিত স্বর্ণের ন্যায়

দেহোত্থস্বপ্রভাভিশ্চ ভাসয়ন্তং দিগন্তরম্।
শিশুবেশধরং দেবং বাসুদেবং জগন্ময়ম্ ॥ ৬ ॥
নানালঙ্কারসুভগং গোপীভিঃ পরিবীক্ষিতম্।
কল্পবৃক্ষবিনিষ্ক্রান্তরত্নৌঘৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥
তারহারাবলীরম্যং পীতাম্বরযুগাবৃতম্।
চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং ব্রতস্থঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮ ॥
দশাংশং জুহুয়াদন্তে শ্রীফলৈঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
অষ্টচ্ছদাম্বুজে দেবমাবাহ্য পরিপূজয়েৎ ॥ ৯ ॥
অঙ্গষট্কাবৃতেরন্তে পূজয়েদ্দিগধীশ্বরান্।
তদস্ত্রাণ্যপি চান্তে চ সপর্য্যৈষা সমীরিতা ॥ ১০ ॥
নবনীতাযুতং হুত্বা শ্রিয়মাপ্নোত্যনিন্দিতাম্।
শ্রীফলাযুতহোমেন রাজ্যাপ্তির্মন্ত্রিণো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

আভাবিশিষ্ট বসনে আচ্ছাদিত, পারিজাত কাননে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, দেহসমুত্থিত নিজ প্রভা দ্বারা দিগন্তর উদ্ভাসিত করিতেছেন, শিশুবেশধারী, জগন্ময়, বিবিধ অলঙ্কারে নিরতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, গোপীগণ দ্বারা পরিবীক্ষিত, কল্পবৃক্ষ হইতে প্রাদুর্ভূত রত্নসমূহে পরিবেষ্টিত, তারহারগুচ্ছে রমণীয়, পীতাম্বরদ্বয়াবৃত—এইরূপে বাসুদেবের ধ্যান করিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রতস্থ হইয়া চতুর্লক্ষ জপ এবং জপান্তে সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীফল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অষ্টদলপদ্মে দেবের আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। ষড়ঙ্গাবৃতিপূর্ব্বক দিক্পালের অর্চ্চনা করিয়া পরে অস্ত্রসকলের পূজা করিবে; এই-ই চতুরক্ষর মন্ত্রের পূজাপ্রণালী কথিত হইল ॥ ১-১০ ॥

নবনীত দ্বারা দশসহস্র হোম করিলে অনিন্দিত শ্রীলাভ হয়। শ্রীফল দ্বারা অযুত হোম করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ধান্যস্য মঞ্জরীং হুত্বা ধনবান্ জায়তেঽচিরাৎ।
অন্নবান্ পুষ্পহোমেন ঘৃতহোমাচ্ছ্রিয়ং লভেৎ ॥ ১২ ॥
বাসনাহোমমাত্রেণ জ্ঞানচন্দ্রঃ প্রকাশতে।
য এনং ভজতে মন্ত্রী জপহোমাদিতৎপরঃ।
স তু সম্যক্ শ্রিয়ং লব্ধ্বা দেহান্তে তৎপদং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥
চূড়ামণিমথো বক্ষ্যে মন্ত্ররাজং সুদুর্লভম্।
যজ্‌জ্ঞানান্মুনয়ঃ সর্ব্বে ভূস্থাস্ত্রৈলোক্যদর্শিনঃ ॥ ১৪ ॥
চতুর্ব্বর্ণস্য মন্ত্রস্য কামাদ্যোবহ্নিযোগতঃ।
অয়ং শিখামণিঃ প্রোক্তস্ত্রৈলোক্যদর্শনক্ষমঃ ॥ ১৫ ॥
নারদোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বিরাট্ছন্দ উদাহৃতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬ ॥
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তকামেন বীজেনাঙ্গক্রিয়া মতা।
মন্ত্রসংপুটিতং কৃত্বা বর্ণন্যাসং তথাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

ধান্যমঞ্জরী দ্বারা হোম করিলে অচিরাৎ ধনবান্ হওয়া যায়। পুষ্প দ্বারা হোম করিলে অন্নসংগ্রহ হয়। ঘৃত দ্বারা হোম করিলে শ্রীলাভ হইয়া থাকে। বাসনা দ্বারা হোম করিলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানচন্দ্র প্রকাশিত হয়। যে সাধক জপহোমাদিতৎপর হইয়া এইরূপে এই মন্ত্রের আরাধনা করে, সে সম্যক্ শ্রীলাভ করিয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর চূড়ামণিনামক সুদুর্লভ মন্ত্ররাজ কীর্ত্তন করিব। যাঁহার জ্ঞান দ্বারা মুনিগণ পৃথিবীতে থাকিয়াই ত্রিলোক দর্শন করিয়া থাকেন। চতুর্বর্ণ মন্ত্রের আদিতে কামবীজ ও অন্তে বহ্নিবীজ যোগ করিলে এই ত্রৈলোক্যদর্শনক্ষম শিখামণি মন্ত্র সমাহিত হয়। নারদ ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, ষড়্‌দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিতে হয়।

দশতত্ত্বং ততো ন্যস্য করাঙ্গন্যাসমন্ততঃ।
বৃন্দাবনগতং ধ্যায়েৎ কল্পকোদ্যানমধ্যগম্ ॥ ১৮ ॥
দোলায়মানং গোপীভিঃ সুবর্ণদোলিকাগতম্।
সূর্য্যাযুতসমাভাসং লসন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥
নানারত্নপরিভ্রাজন্নানালঙ্কারমণ্ডিতম্।
পঞ্চবর্ষাবধিং বালং কুন্তলোল্লাসিসন্মুখম্ ॥ ২০ ॥
হসিতোদারকান্ত্যা চ ভাসয়ন্তং দিগন্তরম্।
ইতি ধ্যাত্বা চতুর্লক্ষং জপেন্মনুং শিখামণিম্ ॥ ২১ ॥
তদ্দশাংশেন জুহুয়াৎ পলাশৈরথবাম্বুজৈঃ।
অঙ্গেন্দ্রবজ্রাবৃতিভিস্ত্রিভিঃ পূজনমীরিতম্ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মবৃক্ষোত্থকুসুমৈর্হুনেদযুতমাদরাৎ।
ত্রিকালজ্ঞো ভবেন্মন্ত্রী নবনীতহুতাদপি ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রসংপুটিত করিয়া বর্ণন্যাস করিতে হইবে। তৎপর দশতত্ত্ব ন্যাস করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে।

বৃন্দাবনে কল্পকোদ্যান-মধ্যগত, সুবর্ণদোলায় অধিরূঢ়, গোপীগণ কর্ত্তৃক দোলায়মান, অযুত সূর্য্যের ন্যায় আভাসম্পন্ন, দীপ্তিমান্ মকর-কুণ্ডলে সুশোভিত, নানাবিধ বিচিত্র রত্নালঙ্কারে মণ্ডিত, প্রায় পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বালক, মুখমণ্ডল পরম সুন্দর ও কুন্তলে উদ্ভাসিত, হসিতচ্ছবি দ্বারা দিগন্তর প্রভাশালী করিতেছেন, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া শিখামণিমন্ত্র চতুর্লক্ষ জপ করিবে। জপান্তে পলাশ বা পদ্ম দ্বারা দশাংশ হোম এবং অঙ্গকল্পনা, ইন্দ্র, বজ্র ও আবৃতির সহিত পূজা করিবে। ব্রহ্মবৃক্ষজ কুসুম ও নবনীত দ্বারা আদরের সহিত দশ-সহস্র

শ্রীফলস্ত ফলৈর্হোমাদ্রাজ্যং প্রাপ্নোত্যকণ্টকম্।
লক্ষ্মীপুষ্পহুতান্মন্ত্রী চৈব লক্ষ্মীমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥
মূলত্রিকোণমধ্যে তু জ্যোতীরূপং বিচিন্তয়ন্।
লক্ষজপান্মনোরস্য ত্রিকালজ্ঞো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥
করস্থামলকন্যায়াৎ বিশ্ববৃত্তঞ্চ পশ্যতি।
হৃদি স্থিতং হরিং কৃত্বা সর্ব্বং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ২৬ ॥
রবিবারেঽশ্বত্থমূলে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
এবঞ্চ নিয়তং কৃত্বা ম্রিয়তে নাপমৃত্যুতঃ।
বসংস্তত্র লক্ষজপাৎ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

হোম করিলে মন্ত্রী ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকে। শ্রীফল দ্বারা হোম করিলে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ হয়। লক্ষ্মীপুষ্প দ্বারা হোম করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। মূলত্রিকোণ মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্রের লক্ষ জপ করিলে নিশ্চয়ই ত্রিকালদর্শী হওয়া যায় এবং করস্থ আমলকবৎ বিশ্ববৃত্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। হরিকে হৃদয়স্থ করিতে পারিলে সর্ব্বদর্শী হওয়া যায়। রবিবারে অশ্বত্থমূলে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। নিয়ত এইরূপ করিলে কখন অপমৃত্যু ঘটে না। তথায় বসিয়া লক্ষ জপ করিলে অচিরাৎ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ১১-২৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাবিংশ অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

গৌতম উবাচ।

একাক্ষরং মন্ত্রবরং বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যমোহনম্।
শ্রবণে যদি যোগ্যোঽস্মি মুনে ব্রূহি চ তত্ত্বতঃ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

সমস্তকৃষ্ণমন্ত্রাণামুদ্দীপনকরং পরম্।
কেবলং ত্বৎপ্রযত্নেন কথয়ামি মুনে শৃণু॥ ২॥
কামাক্ষরং ধরাসংস্থং শান্তিবিন্দুবিভূষিতম্।
ত্রৈলোক্যমোহনং বীজং কথিতং তব যত্নতঃ॥ ৩॥
আনন্দনারদশ্চাস্য ঋষিশ্ছন্দো বিরাড়পি।
ত্রৈলোক্যমোহনঃ প্রোক্তো দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ ৪॥

গৌতম কহিলেন, আমি শ্রবণযোগ্য হইলে ত্রৈলোক্যমোহনকারী বিষ্ণুর একাক্ষর মন্ত্রবর আমার নিকট যথাযথভাবে কীর্ত্তন করুন।

নারদ বলিলেন, ঐ মন্ত্র, সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের উদ্দীপন করিয়া থাকে। কেবল তোমার অত্যন্ত আগ্রহহেতু বলিতেছি, শ্রবণ কর। কামাক্ষর অর্থাৎ ক, ধরাসংস্থ অর্থাৎ লযুক্ত এবং শান্তি-বিন্দুবিভূষিত অর্থাৎ ঈ ও অনুস্বারযুক্ত হইলে ঐ একাক্ষর মন্ত্র সাধিত হয়। তোমার আগ্রহবশতঃ ইহা কীর্ত্তন করিলাম। আনন্দনারদ ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, ত্রৈলোক্যমোহন

সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু মন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রনায়কঃ।
সৃষ্টিস্থিতিদশতত্ত্বং মাতৃকাং মনুসংপুটাম্ ॥ ৫ ॥
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ন্যাসং করাঙ্গয়োরপি।
মূর্দ্ধ্নি ভালে হৃদি গুহ্যে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥
পঞ্চবাণস্য বীজানি ন্যস্য ধ্যায়েদথাচ্যুতম্।
থান্তৌ রেফসমাযুক্তৌ অনন্তশান্তিভূষিতৌ ॥ ৭ ॥
বিন্দুনাদসমাযুক্তৌ বীজৌ ত্রৈলোক্যমোহনৌ।
কামবীজং ততঃ পশ্চাজ্জলং ধরাসমন্বিতম্ ॥ ৮ ॥
পঞ্চমস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদসমন্বিতম্।
বীজান্যেতানি চান্তে চ চন্দ্রঃ সর্গসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥
শোষণং মোহনং সন্দীপনং উন্মাদনং তথা।
নামানুরূপফলং স্যাৎ পঞ্চার্ণমনুরপ্যসৌ ॥ ১০ ॥

অব্যয় বিষ্ণু ইহার দেবতা। সমুদায় কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টি-স্থিতি-দশতত্ত্ব, মনুসংপুটিত মাতৃকা ও ষড়্-দীর্ঘযুক্ত কামবীজ দ্বারা কর ও অঙ্গ উভয়ের ন্যাস করিবে এবং মস্তকে, ভালে, হৃদয়ে, গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে ক্রমশঃ কামবীজন্যাস করিয়া অচ্যুতের ধ্যান করিবে।

দ্রাং দ্রং এই বীজদ্বয় ত্রিলোকের মোহ সমুৎপন্ন করে। ইহার পর কামবীজ অর্থাৎ ক্লীং এবং ধরাসংস্থ, পঞ্চমস্বরযুক্ত ও বিন্দুনাদসমন্বিত জল অর্থাৎ ব্লূং—ইহাদের অন্তে বিসর্গ ও চন্দ্র-বিন্দু সংযুক্ত করিলে ইহারা শোষণ, মোহন, সন্দীপন ও উন্মাদন ইত্যাদি বিধানে নামানুরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১-১০ ॥

ভঙ্গবিদ্রুমসঙ্কাশসর্ব্বতেজোময়ং বপুঃ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্ ॥ ১১ ॥
মুক্তালীরত্নসম্বদ্ধতুলাকোটিযুগান্বিতম্।
নানালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ॥ ১২ ॥
গরুড়োপরিসম্বদ্ধরক্তপঙ্কজমধ্যগম্।
উত্তপ্তহেমসঙ্কাশাং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসোযুগান্বিতাম্।
সকামাং লীলয়া দেবং মোহয়ন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাঙ্কুশধনুঃশরান্।
ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥
লক্ষ্মীং পদ্মকরাং বামে দক্ষিণালিঙ্গিতং পতিম্।
সংস্থিতাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী মোহিনীং বিশ্বমাতরম্ ॥ ১৬ ॥
এবং ধ্যাত্বা জগন্নাথং বিংশত্যক্ষরপীঠকে।
সমাবাহ্য যজেন্মন্ত্রী উপচারৈরশেষতঃ ॥ ১৭ ॥

ভঙ্গপ্রবালসদৃশ তেজোময় দেহ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ুর ও বলয়, নূপুরদ্বয় মুক্তাসমূহ ও রত্নখচিত, বিবিধ অলঙ্কারে পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও পীতাম্বরযুগলধারী, গরুড়োপরিস্থিত, রক্তপদ্মে সমাসীন, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা শুক্লবাসোযুগলাবৃতা লক্ষ্মী বাম উরু আশ্রয় করিয়া কামরাগ প্রকাশসহকারে বারংবার মোহ সমুৎপাদন করিতেছেন, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও শর, নয়নদ্বয় রক্তোৎপলের তুল্য অরুণবর্ণ, লক্ষ্মী পদ্মহস্তে বামে অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তিনি সকল জগতের মোহনী ও জননী; এইরূপে

ন্যাসক্রমেণ বিধিবদ্‌গন্ধপুষ্পাদিভির্যজেৎ।
লক্ষ্মীস্তদ্বামতঃ পূজ্যাৎ শ্রীবীজেন বিধানবিৎ ॥ ১৮ ॥
কৌস্তুভং গলদেশে চ কিরীটং কুণ্ডলদ্বয়ম্।
শ্রীবৎসং বক্ষোদেশে চ বনমালা গলোপরি ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বতেজোময়ায়েতি কিরীটায় নমস্তথা।
নামমন্ত্রেণ বিধিবৎ কৌস্তুভাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ২০ ॥
লয়াঙ্গমেবমভ্যর্চ্চ্য ভোগাঙ্গমথ পূজয়েৎ।
পক্ষীন্দ্রমগ্রে সংপূজ্য কুর্ব্বন্তং স্তুতিমাদরাৎ ॥ ২১ ॥
কেশরেষু ষড়ঙ্গানি কোণমধ্যে চ দিক্ষু চ।
অগ্ন্যাদিদলমূলে চ বাণানি পুরতো বিভোঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব আদি দলাগ্রেষু প্রদক্ষিণক্রমাদ্‌যজেৎ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীঞ্চৈব রতিং প্রীতিমনন্তরম্ ॥ ২৩ ॥

জগন্নাথের ধ্যান করিয়া বিংশত্যক্ষর পীঠে আবাহনপূর্ব্বক অশেষ উপচার সহকারে ন্যাসক্রমে বিবিধ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। বিধানবিৎ ব্যক্তি তাঁহার বামদেশে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন। গলদেশে কৌস্তুভ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডলদ্বয়, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস, গলোপরি বনমালা, নিতম্বে পীতবসন— 'সর্ব্বতেজোময়ায় কিরীটায় নমঃ' এইরূপ ক্রমে অর্চ্চনা করিবে। বিধি অনুসারে নামমন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া ঐরূপে কৌস্তুভ প্রভৃতির পূজা করিতে হইবে। এইরূপে লয়াঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পরে ভোগাঙ্গের পূজা করিবে। প্রথমে গরুড়ের পূজা করিয়া যত্নের সহিত স্তব করিবে। পরে কেশরসমূহে ষড়ঙ্গের এবং কোণ মধ্যে, দিক্‌সমূহে, অগ্ন্যাদি দলমূলে, বিষ্ণুর সম্মুখে, পর

কীর্ত্তিকান্তিতুষ্টিপুষ্টীস্তথাস্ত্রাণি করাগ্রতঃ।
বহিরিন্দ্রাদয়ঃ পূজ্যাস্তদস্ত্রাণি চ তদ্বহিঃ॥ ২৪॥
এবং যঃ পূজয়েন্মন্ত্রী ভক্ত্যা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
করপ্রচেয়াঃ সর্ব্বার্থাস্তস্যান্তে তৎপদং ব্রজেৎ॥ ২৫॥
রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ।
অমৃতত্রয়সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ॥ ২৬॥
অথবা রবিসাহস্রং হুনেত্তাবচ্চ তর্পণম্।
রক্তপদ্মাযুতং হুত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥ ২৭॥
কেবলং ঘৃতহোমেন জপেদ্বর্ষশতং সুখী।
পলাশলক্ষহোমেন ভবেৎ বাক্‌পতিসন্নিভঃ॥ ২৮॥
ব্রতস্থঃ কোটিজাপেন কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্।
দশাষ্টাদশবর্ণোক্তকর্ম্ম চানেন সাধয়েৎ॥ ২৯॥

আদি দলাগ্রে, প্রদক্ষিণক্রমে বাণাদির অভ্যর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর পুরদলের অগ্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি ও অস্ত্রসকলের, তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের এবং তাহার বাহিরে তদস্ত্রসকলের অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক এই প্রকারে পুরুষোত্তমের পূজা করে, সমুদায় মনো-বাসনাই তাহার হস্তগত হইয়া থাকে এবং অন্তে তাহার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি হয়। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বাদশলক্ষ জপ করিয়া অমৃতত্রয়সিক্ত পায়স দ্বারা তাহার দশাংশ হোম অথবা দ্বাদশসহস্র হোম ও তাবৎ পরিমাণে তর্পণ করিবে। রক্তপদ্ম দ্বারা দশসহস্র হোম করিলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। কেবল ঘৃতহোম করিলে শতবর্ষ সুখে বাঁচিয়া থাকা যায়। পলাশদ্বারা লক্ষ হোম করিলে বাক্‌পতির সমান হয়। ব্রতস্থ হইয়া কোটি জপ করিলে মুক্তি

অনেন সদৃশো মন্ত্রঃ কৃষ্ণমন্ত্রে ন বিদ্যতে।
অসৌ সমস্তমন্ত্রাণাং জীবনং কথিতং মুনে॥ ৩০॥
নির্ব্বীর্য্যা যে চ মন্ত্রা বৈ শক্তিহীনাশ্চ কুণ্ঠিতাঃ।
অরিপক্ষস্থিতা যে চ কেবলা বর্ণরূপিণঃ॥ ৩১॥
এতদাদ্যেন জপ্তেন জীবন্তি চ পুনন্তি চ।
হৃষীকেশপদং ঙেঽন্তং নমোঽন্তঃ কামপূর্ব্বকঃ॥ ৩২॥
অষ্টাক্ষরমনুঃ প্রোক্তঃ সমস্তপুরুষার্থদঃ।
ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি পূজাপ্রয়োগকর্ম্ম চ॥ ৩৩॥
একাক্ষরবিষ্ণুবচ্চ কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে।
ত্রৈলোক্যমোহনেত্যুক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্॥ ৩৪॥
কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।
কথিতা বিষ্ণুগায়ত্রী সমস্তজনরঞ্জনী॥ ৩৫॥

লাভ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা দশ ও অষ্টাদশবর্ণোক্ত কার্য্য সাধন করা যায়। এই মন্ত্রের সদৃশ দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। মুনে! ইহাই সমস্ত মন্ত্রের জীবন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে সকল মন্ত্র বীর্য্য ও শক্তিহীন, কুণ্ঠিত, অথবা যে সকল মন্ত্র অরি-পক্ষস্থিত ও কেবল বর্ণরূপী, আদিতে ইহা যোগ করিয়া জপ করিলে তাহারা জীবিত হইয়া পবিত্রতা বিধান করে।

ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সমস্তপুরুষার্থ প্রদান করে। ইহার ঋষি, ছন্দ, দেবতা, পূজা, প্রয়োগ, কর্ম্ম—সমুদায়ই একাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রের তুল্য বিধানে সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্ত করিবে।

ত্রৈলোক্যমোহনায় বলিয়া পরে বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, এইরূপ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ

কামাদিজপমাত্রেণ ত্রৈলোক্যবশকারিণী।
সর্ব্বপাপপ্রশমনী সর্ব্বাপৎপরিমোচনী।
মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং প্রায়শ্চিত্তবিশোধনী ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইহাকে বিষ্ণুগায়ত্রী বলে; ইহা সকল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। আদিতে কামবীজ যোগ করিয়া এই বিষ্ণুগায়ত্রী জপ করিবামাত্র ত্রৈলোক্য বশীভূত হয় এবং সমস্ত পাপ প্রশমিত, সকল আপৎ মুক্ত ও মন্ত্রসিদ্ধি পূর্ব্বক সকল পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশোধন হইয়া থাকে ॥ ১১-৩৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ঊনত্রিংশ অধ্যায় ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়

—ঃ*ঃ—

অথাপরং মন্ত্রবরং বক্ষ্যে সর্ব্বসমৃদ্ধিদম্।
যমুপাস্য সুরাণাস্তু পালকোঽভূচ্ছতক্রতুঃ॥ ১॥
সপ্তঃ শৌরিচ্ছান্তজান্তৌ ক্রমেণ সহ সংবৃতাঃ।
শান্তিবিন্দুসমারূঢ়াঃ প্রোক্তং বীজচতুষ্টয়ম্॥ ২॥
জয়কৃষ্ণং দ্বিধা প্রোক্ত্বা নিত্যান্তে ক্রীড়াসংযুতম্।
ততঃ প্রমুদিতচেতসে নৃত্যপ্রিয়ায় প্রোক্ত্বা বৈ॥ ৩॥
কৃষ্ণং ঙেঽন্তং ততঃ প্রোক্ত্বা কামান্তে দশবর্ণকম্।
বাক্শক্তিকমলাবীজৈঃ সংপুটো মন্ত্রনায়কঃ॥ ৪॥
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাময়ং মন্ত্রঃ শিখামণিঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামালয়ং সংপ্রদায়তঃ॥ ৫॥

নারদ বলিলেন, অনন্তর সর্ব্বসমৃদ্ধিদাতা অপর মন্ত্রবর কীর্ত্তন করিব। যাহার উপাসনা করিয়া ইন্দ্র দেবগণের পালয়িতা হইয়াছেন। সপ্ত, শৌরি, ছান্ত ও জান্ত—ইহারা শান্তিবিন্দু সমাযুক্ত হইলে বীজচতুষ্টয় নিষ্পন্ন হয়। জয়কৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ নিত্যক্রীড়াসংযুত প্রমুদিতচেতসে নৃত্যপ্রিয়ায় কৃষ্ণায় ক্লীং। বাক্, শক্তি ও কমলাবীজ দ্বারা সংপুটিত এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অন্যান্য সমুদায় কৃষ্ণমন্ত্রের শিখামণিস্বরূপ এবং সংপ্রদায়বশতঃ

সংপ্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
আনন্দনারদ ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দ উদীরিতম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চাস্য ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
পদষট্কেন মতিমান্ বীজাদ্যেনাঙ্গকল্পনম্ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্ববন্ন্যাসজালং হি কৃত্বা করাঙ্গশোধনম্।
ততশ্চ বিধিবন্ন্যাসমাতৃকাং মন্ত্রসংপুটাম্ ॥ ৮ ॥
ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি মূর্দ্ধ্নি মুখে হৃদি ন্যসেৎ।
ধ্যায়েৎ স্থিতমতির্ম্মন্ত্রী চরাচরগুরুং হরিম্ ॥ ৯ ॥
ক্ষীরাম্ভোনিধিমধ্যস্থং কনকাচলমধ্যতঃ।
ধ্যায়েৎ স্বর্ণময়ীং ভূমিং তন্মধ্যে রত্নমণ্ডপম্ ॥ ১০ ॥
অনেকযোজনমিতং বিস্তীর্ণং বহুযোজনম্।
নানারত্নময়স্তম্ভমুক্তাদামবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আশ্রয়। যে সকল মন্ত্র সংপ্রদায়বিহীন তাহারা নিষ্ফল হইয়া থাকে। আনন্দনারদ ইহার ঋষি, বিরাট্ ছন্দ, ভুক্তিমুক্তিফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা। মতিমান্ ব্যক্তি বীজাদ্য পদষট্ক দ্বারা ইহার অঙ্গকল্পনা করিবেন। পূর্ব্ববৎ ন্যাসজাল ও করাঙ্গশোধন করিয়া পরে যথাবিধানে মন্ত্রসংপুটিত মাতৃকা এবং মস্তকে, মুখে ও হৃদয়ে ঋষি, ছন্দ ও দেবতা বিন্যাস করিতে হইবে। মন্ত্রী স্থিরচিত্তে, চরাচরগুরু হরির ধ্যান করিবেন। ক্ষীরসাগরগর্ভস্থ কনকপর্ব্বতের মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত ভূমি ও তন্মধ্যে রত্নময় মণ্ডপের ধ্যান করিতে হইবে। ঐ মণ্ডপ অনেক যোজন উচ্চ ও বহু যোজন বিস্তীর্ণ, বিবিধরত্নময় স্তম্ভ ও মুক্তাদামে

লসৎফেনময়ৈর্ব্বস্ত্রৈশ্চন্দ্রাতপবিচিত্রিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং পঙ্কজোৎপলশালিভিঃ॥ ১২॥
মণ্ডিতং দীর্ঘিকাশতৈর্ম্মহাবাটীপরিষ্কৃতম্।
স্বর্ণপ্রাকারবিকৃতে রত্নতোরণচিত্রিতে॥ ১৩॥
তত্র রত্নাসনে রম্যে সংস্থিতং পরমেশ্বরম্।
রুক্মিণীভীষ্মকসুতে পার্শ্বয়োর্ধৃতচামরে॥ ১৪॥
নানালঙ্কারসুভগে বীক্ষিতং পরয়া মুদা।
কালিন্দীঋক্ষতনয়ে পৃষ্ঠতো ধৃতবর্হকে॥ ১৫॥
মহামেঘপ্রভং শ্যামং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্।
পীতাম্বরলসচ্ছ্রীমচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভান্বিতম্॥ ১৬॥
নানালঙ্কারসুভগং তারহারবিরাজিতম্।
দীপ্তরত্নকিরীটঞ্চ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ১৭॥

বিরাজিত, বিকসিত ফেননিভ বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ চিত্রিত, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ ও পঙ্কজোৎপলসম্পন্ন শত শত দীর্ঘিকায় পরিশোভিত, তথায় মহাবাটীপরিষ্কৃত, স্বর্ণপ্রাকারনির্ম্মিত ও রত্নতোরণচিত্রিত রমণীয় রত্নাসনে উপবিষ্ট, সকলের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, রুক্মিণী ও সত্যভামা বিবিধ অলঙ্কারসংসর্গে অতিশয় শোভাবিস্তারপুরঃসর পরম হর্ষসহকারে উভয়পার্শ্বে চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছেন; কালিন্দী ও ঋক্ষতনয়া পৃষ্ঠদেশে বর্হ ধারণ করিয়া আছেন, মহামেঘপ্রভাসদৃশ শ্যামবর্ণ, পদ্মের ন্যায় অরুণ লোচনসম্পন্ন, পীতাম্বর সংসর্গে পরম শোভমান, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভে সমলঙ্কৃত, বিবিধ ভূষণ দ্বারা পরমশোভাময়, তারহারগুচ্ছবিরাজিত, মস্তকোপরি উজ্জ্বলরত্নখচিত কিরীট, কর্ণে পরমশোভন মকরাকৃতি কুণ্ডল,

গোরোচনালসদ্ভালতিলকং নীলকুন্তলম্ ।
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈরাবৃতং স্নিগ্ধলোকনৈঃ ॥ ১৮ ॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণৈর্নগরৈর্ব্বহুবিস্তরৈঃ ।
সৌধৈর্গৃহৈঃ সমুৎকীর্ণপতাকৈঃ পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রৈরাকীর্ণৈ রথপংক্তিভিঃ ।
রথবাজিদ্বীপবরৈঃ সর্ব্বত্র পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রভবনৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ।
কামিনীভিঃ সুভব্যাভিঃ সর্ব্বত্র পরিমণ্ডিতৈঃ ॥ ২১ ॥
নানাবিচিত্রচিত্রৈশ্চ মণ্ডিতাভিঃ সমন্বিতম্ ।
এবং ধ্যাত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ লক্ষমেকং জপেন্মনুম্ ॥ ২২ ॥
বৈল্বৈঃ ফলৈস্ত্রিমধ্বক্তৈর্জ্জুহুয়াত্তদনন্তরম্ ।
তর্পয়েদ্দশাংশেন মন্ত্রজ্ঞো বিপ্রমুখ্যকান্ ॥ ২৩॥
রত্নাভিষেকগোপালপীঠে দেবং প্রপূজয়েৎ ।
ষড়ঙ্গাবৃত্তিবাহ্যে তু মহিষীঃ পত্রগাঃ যজেৎ ॥ ২৪ ॥

কপালে গোরোচনার তিলক, নীল কুন্তলধারী, নারদপ্রভৃতি মুনিগণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বেষ্টন করিয়া আছেন ; এবং হৃষ্টপুষ্টজনবিশিষ্ট বহুবিস্তৃত নগর, উড্ডীয়মান পতাকায় পরিশোভিত সৌধ ও গৃহসমূহ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রে পরিব্যাপ্ত রথপংক্তি, সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডিত রথ, অশ্ব ও গজবরসমূহ এবং নানাবিচিত্র বস্ত্রপরিভূষিত সুভব্যা কামিনীসকলে সমন্বিত হইয়া আছেন,—এইরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া লক্ষ জপ, ত্রিমধুযুক্ত বিল্বপত্রে তাহার দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ অভিষেক, তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।

রুক্মিণ্যাদ্যা মহারত্নভূষাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ।
তদ্বহিরিন্দ্রবজ্রাদ্যা জাত্যধিপাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৫ ॥
এবমভ্যর্চ্চনং কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো দ্বিজোত্তমঃ।
প্রয়োগান্ সাধয়েদ্যস্তু কর্ত্তা হর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রীপুষ্পৈর্লক্ষমাত্রেণ হোমাদ্ভূমিপুরন্দরঃ।
পলাশৈর্লক্ষহোমেন বাগীশসমতাং ব্রজেৎ ॥ ২৭ ॥
হয়ারিরক্তকুসুমৈর্জ্জগদ্রঞ্জনকারকঃ।
কেবলং ঘৃতহোমেন জীবেদ্বর্ষশতং সুখী ॥ ২৮ ॥
অন্নহোমেন ধনবান্ পশুমান্ দুগ্ধহোমতঃ।
কারস্করফলৈর্হোমাচ্ছত্রূনুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ২৯ ॥
মরীচহোমাদ্যতিমান্ মারয়েদ্রিপুমাত্মনঃ।
পুণ্ডরীকাযুতং হুত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৩০ ॥

রত্নাভিষিক্ত গোপালপীঠে ভগবানের পূজা, ষড়ঙ্গাবৃত্তির বাহ্যে পত্নগামিনী মহিষীসকলের ও রুক্মিণ্যাদি মহারত্নভূষিত শুভ প্রকৃতিসমূহের অর্চ্চনা এবং তাহার বাহিরে ইন্দ্র ও বজ্রাদি জাত্যধিপতিগণের বাহনসহিত পূজা করিবে ॥ ১১-২৫ ॥

তৎপরে সিদ্ধমন্ত্র সাধক প্রয়োগ সকল সাধন করিলে সকলের হর্ত্তাকর্ত্তা হইতে পারে। শ্রীপুষ্প দ্বারা লক্ষ হোম করিলে পৃথিবীতে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। পলাশপুষ্পে লক্ষ হোম করিলে বৃহস্পতিতুল্য হইয়া থাকে। রক্তবর্ণ হয়ারিকুসুমে (করবী) হোম করিলে জগদ্রঞ্জক হইয়া থাকে। কেবল ঘৃত হোম করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে বাঁচিয়া থাকে। অন্ন দ্বারা হোম করিলে ধনবান্ হয়। দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পশুমান্ হইয়া থাকে।

তল্লক্ষমাত্রহোমেন রাজ্যৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ।
আত্মানং কংসমথনং রিপুং কংসাত্মকং স্মরন্॥ ৩১॥
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দশসাহস্র্যজাপতঃ।
ক্রুদ্ধাশয়স্তথা মন্ত্রী মলিনো মারয়েদ্রিপুম্॥ ৩২॥
অপ্যমৃতাশনো নিত্যং শত্রুর্বৈবস্বতাতিথিঃ।
অস্মান্মন্ত্রাৎ সকৃৎ কশ্চিন্নাস্ত্যেব ভুবনত্রয়ে॥ ৩৩॥
ন শস্তং মারণং কর্ম্ম যতঃ স্যাদ্বৈষ্ণবে মনৌ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় শশকাদৌ নমশ্চরেৎ॥ ৩৪॥
যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন এষু স্থানেষু সংভবেৎ।
পাপিনেঽহৈতুকায়াপি শঠায় জনতাপিনে॥ ৩৫॥

কারস্করফলে হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুপক্ষের উচ্চাটন হয়। মরীচ দ্বারা হোম করিলে স্বীয় রিপুসকলের মৃত্যু সাধিত হয়। পুণ্ডরীক দ্বারা অযুত হোম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা লক্ষ হোম করিলে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। নিজকে কংসমথনস্বরূপ এবং রিপুকে কংসসদৃশ মনে করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দশসহস্র জপ করিলে শত্রুসংহার করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সাধক ক্রুদ্ধাশয় ও মলিন হইয়া থাকে। শত্রু যদি অমৃতও ভক্ষণ করে, তাহা হইলেও সে যমের অতিথি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের সদৃশ দ্বিতীয় মন্ত্র আর নাই। বৈষ্ণব মন্ত্রে মারণকার্য্য প্রশস্ত নহে। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়া শশকাদিকে নমস্কার করিবে। এই মুক্তিকর মন্ত্র মারণ প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে না। যদি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ করা

আত্মবিত্তগৃহক্ষেত্রকলত্রাত্মপহারিণে।
অভিচারেণাভিচরেত্তদা দোষৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥
দুষ্টানাং দমনং শস্তং কথিতং ত্বয়ি গৌতম।
অতঃ স্বয়ং প্রযত্নেন তদ্দুখানং বিনিগ্রহে ॥ ৩৭ ॥
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ।
তেন পাপৈর্ব্বিমুক্তোঽসৌ ভবেৎ কল্যাণসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥
সাধ্যং সংকৃত্য কৃত্যা চ সাধকং ভোক্তুমিচ্ছতি।
তেনাত্মানং সদা রক্ষেৎ কৃতেনানেন দেশিকঃ ॥ ৩৯ ॥

হয়, তাহা হইলে এই সকল স্থলে করিতে পারা যাইবে। যথা—অকারণে পাপপ্রবৃত্ত, শঠ, লোকোৎপীড়ক, আত্ম বিত্ত গৃহ ক্ষেত্র ও কলত্র প্রভৃতির অপহরণকর্ত্তা—ইহাদের প্রতি অভিচারপ্রয়োগ করিলে এই সকল দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। হে গৌতম! তোমাকে বলিতেছি, দুষ্টদিগের দমন করা প্রশস্ত কল্প; সুতরাং স্বয়ং যত্নসহকারে তাহাদের নিগ্রহে যত্নবান্ হইবে। এইরূপ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য এক লক্ষ জপ করিবে; তাহা হইলে সেই সাধক অভিচারজনিত পাপ হইতে উদ্ধারলাভপূর্ব্বক কল্যাণসংযুক্ত হইবে। যাহার উদ্দেশে অভিচার প্রয়োজিত হয়, সেই ব্যক্তির সংহার সাধন করিয়া উক্ত অভিচার সেই সংহারকর্ত্তাকে নাশ করিতে ইচ্ছা করে। এই নিমিত্ত সর্ব্বদা অভিচার হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লক্ষজপরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

মৃত্যুঞ্জয়ং বা প্রজপেন্মন্ত্রাদৌ গুরুবক্ত্রতঃ।
সর্ব্বত্র কর্ম্মসু সদা গুরুরেব হি কারণম্।
গুরোরনুজ্ঞামাদায় সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

অথবা মন্ত্রের আদিতে গুরুমুখ হইতে শ্রুত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করিবে। সকল কার্য্যেই গুরু একমাত্র সাধনস্বরূপ। অতএব গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য সাধন করিবে।

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়

অথ শৃণু প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞানাৎ সাধকবরো ভোগমুক্ত্যোশ্চ ভাজনম্ ॥ ১
সমস্তসিদ্ধিসংযুক্তো জীবন্মুক্তো মহীঞ্চরেৎ ।
দেহান্তে কেবলং ধাম যাতি তৎপরমং পদম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু শ্রেষ্ঠঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ।
ভুক্তিমুক্তিকরঃ সাক্ষাৎ স্মরণাদেব বৈ নৃণাম্ ॥ ৩ ॥
প্রণবং মারবীজঞ্চ রমান্তে নম ইত্যথ ।
পুরুষোত্তমপদং চোক্ত্বা তথা প্রহতরূপিতঃ ॥ ৪ ॥
ততো লক্ষ্মীনিবাসান্তে কেবলান্তে জগত্তথা ।
ক্ষোভণেতি পদং চোক্ত্বা সমাহিতমনা ভবেৎ ॥ ৫ ॥

নারদ বলিলেন, অতঃপর শ্রীপুরুষোত্তম মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর। যাহার জ্ঞানমাত্র সাধকশ্রেষ্ঠ ভোগমোক্ষভাগী, সমস্ত সিদ্ধি-সম্পন্ন ও জীবন্মুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং দেহান্তে কেবলধাম সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তম মন্ত্র অন্যান্য কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে প্রধান এবং ইহার স্মরণমাত্রই লোকের ভুক্তিমুক্তি সাধিত হয়। প্রণব, কামবীজ, লক্ষ্মীবীজ ও নমঃশব্দ প্রয়োগ করিয়া পরে যথাক্রমে পুরুষোত্তম অপ্রতিহতরূপ লক্ষ্মীনিবাস

সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়োপেতং বিদারণপদং তথা।
উক্ত্বা ততস্ত্রিভুবনমহোন্মাদকরং তথা ॥ ৬ ॥
সুরাসুরান্তে মনুজসুন্দরীজনবল্লভম্।
মনাংসি তাপয়দ্বন্দ্বং দীপয়দ্বিতয়ং ততঃ ॥ ৭ ॥
শোষয়দ্বিতয়ং ভূয়ো মারয়দ্বিতয়ং পরম্।
স্তম্ভয়দ্বিতয়ং পশ্চান্মোহয়দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৮ ॥
দ্রাবয়দ্বিতীয়ং পশ্চাৎ আকর্ষয়যুগং তথা।
সমস্তপরমোপেতসুভগেন চ সংযুতম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বসৌভাগ্যশব্দান্তে করেতি পদসংযুতম্।
সর্ব্বকামপ্রদপদং অমুকং হনযুগ্মকম্ ॥ ১০ ॥
চক্রেণ গদয়া পশ্চাৎ খড়্গেন তদনন্তরম্।
সর্ব্ববাণৈশ্ছিন্ধিযুগং পাশেনেতি পদ ততঃ ॥ ১১ ॥
কট্টদ্বয়ান্তেঙ্কুশেন তাড়য়দ্বিতয়ং পুনঃ।
ত্বরুশব্দদ্বয়মথো কিং তিষ্ঠসি পদং পুনঃ ॥ ১২ ॥
ক্রমাৎ যাবৎ পদস্যান্তে সমীহিতমনন্তরম্।
ততো মে সিদ্ধিরাভাষ্য ভবত্বন্তে চ বর্ম্মফট্ ॥ ১৩

সকলজগৎক্ষোভণ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়োপেত বিদারণ ত্রিভুবনমহোন্মাদকর সুরাসুরমনুজসুন্দরীজনবল্লভ মনাংসি তাপয় তাপয় দীপয় দীপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় দ্রাবয় দ্রাবয় আকর্ষয় আকর্ষয় সমস্তপরমোপেত সুভগ সর্ব্বসৌভাগ্যকর সর্ব্বকামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন সর্ব্ববাণৈঃ ছিন্ধি ছিন্ধি পাশেন কট কট অঙ্কুশেন তাড়য় তাড়য় ত্বরু ত্বরু কিং তিষ্ঠসি যাবৎ সমাহিতং মে সিদ্ধি র্ভবতু

নত্যন্তোহয়ং মন্ত্রঃ প্রোক্তো দ্বিশতাক্ষরসংযুতঃ।
জৈমিনির্ম্মুনিরাখ্যাতশ্ছন্দোবিরাট্ সমীরিতম্ ॥ ১৪ ॥
সমস্তজগতামাদির্দ্দেবতা পুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমশব্দান্তে বদেত্ত্রিভুবনং পুনঃ ॥ ১৫ ॥
মদোন্মাদকরান্তে হুঁ হৃদয়ং সকলং ততঃ।
জগৎক্ষোভণশব্দান্তে লক্ষ্মীদয়িত হুং শিরঃ ॥ ১৬ ॥
মন্মথোত্তমসংযুক্তমঙ্গজে কামদায়িনি।
হুং শিখা পরমোপেত সুভগাক্ষরসংযুতম্ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বসৌভাগ্যকর হুঁ কবচং পরিকীর্ত্তিতম।
উক্ত্বা সুরাসুরোপেত মনুজান্বিত সুন্দরী ॥ ১৮ ॥
ততঃ পরস্তাৎ হৃদয়বিদারণপদং বদেৎ।
সর্ব্বপ্রহরণধরং সর্ব্বকামিক তৎপরন ॥ ১৯ ॥
হরদ্বয়ং চ হৃদয়ং বন্ধনানি ততঃ পরম্।
আকর্ষয়পদদ্বন্দ্বং মহাবল হুমস্ত্রকম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিভুবনেশ্বরপদং চোক্ত্বা সর্ব্বজনান্তকম্।
মনাংসি হরযুগ্মান্তে দারয়দ্বিতয়ঞ্চ মে ॥ ২১ ॥

বর্ম্মফট্—এইরূপ প্রয়োগ করিবে। এই নত্যন্ত মন্ত্রের সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত বর্ণ। জৈমিনি ইহার ঋষি, বিরাট্ ইহার ছন্দ, সমস্ত জগতের আদি পুরুষোত্তম ইহার দেবতা। পুরুষোত্তমশব্দ প্রয়োগ করিয়া পরে ত্রিভুবনমদোন্মাদকর হুং হৃদয়ং সকলং জগৎক্ষোভণ লক্ষ্মীদয়িত হুঁ নমঃ মন্মথোত্তম অঙ্গজে কামদায়িনি হুং শিখা পরমোপেত সুভগ সর্ব্বসৌভাগ্যকর হুং সুরাসুরমনুজসুন্দরীহৃদয়বিদারণ সর্ব্বপ্রহরণধর সর্ব্বকামিকতৎপর হর হর হৃদয়ং বন্ধনানি আকর্ষয় আকর্ষয় মহাবল হুং ফট্ ত্রিভুবনেশ্বর সর্ব্বজনান্তক

বশমানয় হুং নেত্রং তারাদ্যাঃ ফট্‌নমোহস্তিকাঃ।
অঙ্গমন্ত্রাঃ সমুদ্দিষ্টা নেত্রান্তাস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ২২ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনান্তে চ হৃষীকেশপদং ততঃ।
অপ্রতিহতরূপাদি মন্মথানন্তরং পুনঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বাদি স্ত্রীপদং চোক্ত্বা হৃদয়াকর্ষণং ততঃ।
আগচ্ছাগচ্ছ মন্ত্রোঽয়ং তারাদ্যো নমসান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥
অনেন মনুনা কৃত্বা ব্যাপকং ন্যস্য বাহুবু।
অষ্টায়ুধানি মুদ্রাভির্মন্ত্রৈঃ সার্দ্ধং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
ক্ষীরাম্ভোনিধিমধ্যস্থং নিরন্তরস্মরক্রমম।
উদ্যদর্কেন্দুকিরণং দূরীকৃততমোময়ম্ ॥ ২৬ ॥
কালমেঘসমালোকনৃত্যদ্বর্হিকদম্বকম্।
উৎফুল্লকুসুমামোদপ্রহৃষ্টাভৃঙ্গসংকুলম্ ॥ ২৭ ॥

মনাংসি হর হর দারয় দারয় মে বশমানয় হুং নেত্রং তারাভ্যাং হুং ফট্ নমঃ—এইরূপ বলিবে।

তন্ত্রবেদিগণ এইরূপে নেত্রপর্য্যন্ত ষড়ঙ্গ মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওঁ ত্রৈলোক্যমোহন হৃষীকেশ অপ্রতিহতরূপ মন্মথ সর্ব্বস্ত্রীহৃদয়াকর্ষণ আগচ্ছ আগচ্ছ নমঃ,—এইরূপ বলিবে। এই মন্ত্র দ্বারা ব্যাপকন্যাস করিয়া মুদ্রা ও মন্ত্রের সহিত অষ্ট আয়ুধের চিন্তা করিবে। ক্ষীরসাগরগর্ভে সুবিশাল ও পরম-চমৎকারজনক উদ্যান আছে। উহা একমাত্র কল্পবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, উদীয়মান সূর্য্য ও চন্দ্রকিরণে উহা হইতে অন্ধকার দূরীকৃত

কূজৎকোকিলসঙ্ঘেন বাচালিতদিগন্তরম্।
নানাকুসুমসৌরভ্যবাহিগন্ধবহাঞ্চিতম্ ॥ ২৮ ॥
কল্পবল্লীনিকুঞ্জেষু ক্রীড়ৎসিদ্ধকদম্বকম্।
দেবগন্ধর্ব্বনারীভির্গায়ন্তীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
অনেকদীর্ঘিকাযুক্তং উদ্যানং সুমহাদ্ভুতম্।
তস্য মধ্যে মণিময়ে মণ্ডপে তোরণাঞ্চিতে ॥ ৩০ ॥
ঋতুভিঃ ষড়্‌ভিরনিশং সেবিতঞ্চ মহৌজসম্।
সুরদ্রুমস্য মূলস্থে মহাসিংহাসনে শুভে ॥ ৩১ ।
রক্তারবিন্দমধ্যস্থং গরুড়োপরি সংস্থিতম্।
ধ্যায়েদ্বল্লভয়া সার্দ্ধং জগন্নাথং জগন্ময়ম্ ॥ ৩২ ॥

হইয়াছে—নূতন জলদপটল অবলোকন করিয়া উহাতে ময়ূরসকল নৃত্য করিতেছে। উৎফুল্লকুসুমগন্ধে আমোদিত ভৃঙ্গসমূহে উহা সমাকীর্ণ এবং উহাতে কোকিলকুল কলরব করিয়া দিগন্তর মুখরিত করিতেছে। গন্ধবহ বিবিধ কুসুমগন্ধ বহিয়া উহাতে বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধগণ তত্রত্য কল্পলতার নিকুঞ্জসমূহে বিহার-পরায়ণ রহিয়াছেন। দেব ও গন্ধর্ব্বরমণীরা গান করিতে থাকায় উহার অতিশয় শোভার বিকাশ হইয়াছে এবং বহুবিধ দীর্ঘিকা উহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে তোরণাঞ্চিত মণিময় মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে ষড়্‌ঋতুসেবিত কল্পবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তাহার মূলে পবিত্র রত্নসিংহাসনে রক্তোৎপলষণ্ডমধ্যে গরুড়ের উপরি তিনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে বল্লভার সহিত জগন্ময়

দেবং শ্রীপুরুষোত্তমং কমলয়া স্বাঙ্কস্থয়া পঙ্কজং,
বিভ্রত্যা পরিণদ্ধমম্বুজরুচা তস্যাং নিরুদ্ধেক্ষণম্।
ধ্যায়েচ্চেতসি শঙ্খপদ্মমুষলাংশ্চাপারিখড়্গান্ গদাং,
হস্তৈরঙ্কুশমুদ্বহন্তমরুণং স্মেরারবিন্দাননম্॥ ৩৩॥
এবং ধ্যাত্বা শ্রিয়ঃ কান্তং মন্তুং লক্ষচতুষ্টয়ম্।
জপেদ্বশী বিধায়াথ কুণ্ডমর্দ্ধেন্দুসন্নিভম্॥ ৩৪॥
জুহুয়াদ্বৈষ্ণবে বহ্নৌ পুষ্পৈর্জ্জাতীসমুদ্ভবৈঃ।
জবাপুষ্পৈশ্চক্রমুখে ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ॥ ৩৫॥
অর্চ্চয়িষ্যন্ জগন্নাথং গায়ত্র্যা পরিশোধয়েৎ।
আত্মানং যাগবস্তূনি যাগভূমিঞ্চ দেশিকঃ॥ ৩৬॥
ত্রৈলোক্যমোহনায়েতি বিদ্মহে পদমীরয়েৎ।
স্মরায় ধীমহি পশ্চাত্তন্নোবিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৭॥
গায়ত্রীয়ং সমাখ্যাতা বৈষ্ণবী সর্ব্বসিদ্ধিদা।
প্রাক্‌প্রোক্তবৈষ্ণবে পীঠে কল্পয়েদাসনন্ততঃ॥ ৩৮॥

জগন্নাথের ধ্যান করিবে। কমলা পদ্মহস্তে ক্রোড়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ। হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, মুষল, ধনু, অরি, খড়্গ, গদা, অঙ্কুশ, বদনকমল প্রফুল্ল এবং বর্ণ অরুণ। এইরূপে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমকে মনে মনে চিন্তা করিয়া চতুর্লক্ষ জপ ও ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অর্দ্ধেন্দুসন্নিভ কুণ্ডবিধান পূর্ব্বক জাতীপুষ্প দ্বারা বৈষ্ণব বহ্নিতে ও জবাপুষ্প দ্বারা চক্রমুখে হোম এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। জগন্নাথের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া গায়ত্রী দ্বারা আত্মার, যাগবস্তুর ও যাগভূমির শোধন করিবে। ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, ইহার নাম বৈষ্ণবী গায়ত্রী;

পক্ষিরাজায় টদ্বন্দ্বমস্ত মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সঙ্কলিতায়াং মূলেন মূর্ত্তৌ দেবমনন্যধীঃ ॥ ৩৯ ॥
আবাহ্য মনুনা মন্ত্রী ব্যাপকেন সমর্চ্চয়েৎ।
ভৃগুর্লান্তযুতং সেন্দুবীজং দেব্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্। ৪০ ॥
কর্ণিকায়াং যজেদাদৌ বিধানেনাঙ্গদেবতাঃ।
দলমূলেষু পূজয়েল্লক্ষ্ম্যাদ্যা ধৃতচামরাঃ ॥ ৪১ ॥
মুক্তাহারলসৎকান্তপয়োধরভরালসাঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশা মদবিভ্রমমন্থরাঃ ॥ ৪২ ॥
হ্রস্বত্রয়ক্লীবিসর্গরহিতস্বরশোভিতম্।
দেবীবীজং ক্রমাদাসাং মন্ত্রমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৪৩ ॥
দলাগ্রেষু যজেচ্ছঙ্খং শার্ঙ্গং চক্রমসিং গদাম্।
অঙ্কুশং মূষলং পাশমেতান্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪৪ ॥

ইহা সর্ব্বসিদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে বৈষ্ণবপীঠে আসন কল্পনা করিবে। পক্ষিরাজায় স্বাহা; ইহাই ইহার মন্ত্র। মূল দ্বারা পরিকল্পিত মূর্ত্তিতে একনিষ্ঠ হৃদয়ে ভগবানের আবাহন করিয়া ব্যাপক মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ইন্দুসমন্বিত লান্ত অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুসমেত বযুক্তভৃগু অর্থাৎ ঔকার, দেবীর বীজ। প্রথমে বিধানানুসারে কর্ণিকায় অঙ্গদেবতাসকলের ও দলমূলসমূহে লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজা করিবে। উঁহাদের হস্তে চামর; পয়োধর মুক্তাহারে সুশোভিত ও পরম মনোহর, তাহার ভারে সকলেই অলসভাবাপন্না এবং সকলেই যেন জবাকুসুমসদৃশী ও সকলেই মদবিভ্রমে যেন মন্থরভাববিশিষ্ট। হ্রস্বত্রয়, ক্লী ও বিসর্গ রহিত স্বর ইহাই দেবীর বীজ। মনীষিগণ বলিয়াছেন, ইহাই যথাক্রমে উঁহাদের মন্ত্র। দলের অগ্রে শঙ্খ,

স্বমুদ্রাভিঃ স্বমনুভিঃ কথ্যন্তে মনবঃ ক্রমাৎ ।
আদৌ জলচরায়ান্তে ঠদ্বয়ং মনুরীরিতঃ ॥ ৪৫ ॥
শার্ঙ্গায় সশরায়ান্তে স্বাহান্তঃ পরমো মনুঃ ।
সুদর্শনমহাচক্ররাজান্তে স্বাদ্দহদ্বয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বদুষ্টান্ জয়ং পশ্চাৎ কুরুচ্ছিন্ধিযুগং পৃথক্ ।
বিদারয়পদদ্বন্দ্বং পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ॥ ৪৭ ॥
ভক্ষয়দ্রাসয়দ্বন্দ্বং প্রত্যেকং বর্ম্মফট্ দ্বয়ম্ ।
চক্রায় নম ইত্যেষ তৃতীয়ো মন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৪৮ ॥
খড়্গাতীক্ষ্ণপদস্যান্তে ছিন্ধিখড়্গাযুগং পৃথক্ ।
চতুর্থোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ কৌমোদকি মহাবলে ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বাসুরান্তকেপদং প্রসীদযুগবর্ম্মফট্ ।
স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ সদ্ভিঃ কৌমোদকীপরঃ ॥ ৫০ ॥
অঙ্কুশান্তে কটদ্বয়ং ষষ্ঠোঽয়ং মনুরীরিতঃ ।
সম্বর্ত্তকালে মুষল প্রোথয়দ্বিতয়ং পুনঃ ॥ ৫১ ॥

শার্ঙ্গ, চক্র, অসি, গদা, মুষল, অঙ্কুশ ও পাশ—এই সকল অস্ত্রের পূজা করিবে। স্বমুদ্রা ও স্বমন্ত্র দ্বারা মন্ত্র সকল যথাক্রমে কথিত হইয়া থাকে। জলচরায় স্বাহা, ইহাই প্রথম মন্ত্র। শার্ঙ্গায় সশরায় স্বাহা, ইহাও অতি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। সুদর্শনমহাচক্ররাজায় স্বাহা সর্ব্বদুষ্টজয়ং কুরু ছিন্ধি ছিন্ধি বিদারয় বিদারয় পরমন্ত্রান্ গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় দ্রাবয় দ্রাবয় প্রত্যেকং রক্ষ ফট্ রক্ষ ফট্ চক্রায় নমঃ, ইহাই ইহার তৃতীয় মন্ত্র। খড়্গা তীক্ষ্ণ ছিন্ধি খড়্গা-যুগং, ইহা চতুর্থ মন্ত্র। কৌমোদকি মহাবলে সর্ব্বাসুরান্তকে প্রসীদ প্রসীদ বর্ম্ম ফট্ স্বাহা, ইহার নাম কৌমোদকীপর মন্ত্র। অঙ্কুশ কট কট, ইহা ষষ্ঠ মন্ত্র। সংবর্ত্তক মুষল প্রোথয় প্রোথয় হুং ফট্

হু ফট্ দ্বিঠান্তো মন্ত্রোঽয়ং সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পাশবন্ধদ্বয়ং পশ্চাদাকর্ষয়পদদ্বয়ম্ ॥ ৫২ ॥
বহ্নিজায়াবধিঃ সদ্ভিঃ অষ্টমো মনুরীরিতঃ।
লোকেশান্ পূজয়েৎ পশ্চাদ্বজ্রাদ্যৈরায়ুধৈঃ সহ ॥ ৫৩ ॥
ইত্থমভ্যর্চ্চয়েন্নিত্যং যথাবৎ পুরুষোত্তমম্।
প্রাপ্নোতি মহতীং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমতুলং যশঃ ॥ ৫৪ ॥
আয়ুরারোগ্যমন্যানি মনোঽভীষ্টানি বিন্দতি।
হয়ারিকুসুমৈর্দ্দেবমর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৫৫ ॥
শশিপ্রসূনৈর্জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকম্।
মাসমাত্রেণ বশগাস্তস্য স্যুঃ সকলা নৃপাঃ ॥ ৫৬ ॥
হুত্বা বিল্বফলৈঃ পত্রৈঃ শ্রিয়ং বিন্দেদনিন্দিতাম্।
প্রফুল্লৈররুণাম্ভোজৈস্তামেব লভতে নরঃ ॥ ৫৭ ॥

স্বাহা, ইহা সপ্তম মন্ত্র। পাশং বন্ধ বন্ধ আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা, ইহা অষ্টম মন্ত্র ॥—৫২ ॥

অনন্তর বজ্রাদি আয়ুধ সহ লোকপালগণের পূজা করিবে। এইরূপে নিত্য নিয়মানুসারে পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করিলে মহতী লক্ষ্মী, অতুল সৌভাগ্য, যশঃ, আয়ু, আরোগ্য এবং অন্যান্য মনের অভিলষিত বিষয়সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হয়ারিকুসুম দ্বারা যথাবিধানে ভগবানের পূজা করিয়া শশিকুসুম দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে এক মাস মধ্যেই সমুদায় নৃপতি বশীভূত হইবে। বিল্বফল ও তাহার পত্রদ্বারা হোম করিলে অনিন্দিত লক্ষ্মী-লাভ হয়। প্রফুল্ল অরুণপদ্মের দ্বারা হোম করিলেও লক্ষ্মী প্রাপ্ত

হুত্বা জ্যোতিষ্মতীতৈলং সহস্রং বসুসংজ্ঞকম্।
সুভগো জায়তে সম্যক্ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
বিধানেনামুনা মন্ত্রী মহারোগাৎ প্রমুচ্যতে।
অশ্বত্থসমিধা হোমঃ পরাহৃতধনাপহঃ ॥ ৫৯ ॥
আজ্যাক্তদূর্ব্বাহোমেন মুচ্যতে মৃত্যুতো ভয়াৎ।
যস্য নামযুতং মন্ত্রং জপেদযুতসংখ্যয়া ॥ ৬০ ॥
স ভবেদ্দাসবত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বহুনা কিমিহোক্তেন মনুনা সাধকোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥
সাধয়েৎ সকলান্ কামান্ সাক্ষাদ্বিষ্ণুশিবাংস্তথা।
অথ যন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদম্ ॥ ৬২ ॥
পূর্ব্বোত্তরভুবং ভিত্বা সূত্রং নবনবং ন্যসেৎ।
জায়ন্তে তত্র কোষ্ঠানি চতুঃষষ্টিপ্রভেদতঃ ॥ ৬৩ ॥
ঈশানাদ্রাক্ষসং যাবদ্রাক্ষসাদ্বায়ুকোণকম্।
বিলিখেন্মন্ত্রবর্ণানি অনুষ্টুপ্সংভবানি চ ॥ ৬৪ ॥

হওয়া যায়। জ্যোতিষ্মতীতৈল দ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিলে সকলেরই সৌভাগ্য সঞ্চয় হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ বিধানের অনুসরণ করিলে মহারোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, অশ্বত্থকাষ্ঠ দ্বারা হোম করিলে পরের ধন হস্তগত হয়। আজ্যাক্ত দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে মৃত্যুভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। যাহার নাম যোগ করিয়া অযুত জপ করা হয়, সে তাহার দাসবৎ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি, এই মন্ত্র দ্বারা সকল অভীষ্ট এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণু ও শিবকেও সাধন করা যায়।

অনন্তর দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ যন্ত্র কীর্ত্তন করিব। পূর্ব্বোত্তরক্রমে ভূমিভেদ করিয়া নব নব রেখাপাত করিলে

যন্ত্রমেতৎ সমাখ্যাতং সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্।
সর্ব্বরোগপ্রমথনং সমস্তপুরুষার্থদম্॥ ৬৫॥
লিখিতং ভূর্জ্জপত্রাদৌ যন্ত্রমেতদ্‌যথাবিধি।
বিধৃতং বাহুনা নিত্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥ ৬৬॥
ফলকে খাদিরে কৢপ্তে গবাং গোষ্ঠে নিবেশিতম্।
রক্ষকৃচ্চৌরমারীঘ্নং সবৎসানাং গবাং হিতম্॥ ৬৭॥
ক্ষীরগোপয়গোরক্ষরক্ষমাক্ষক্ষমাক্ষর।
গোমানো গগনো মাগো যক্ষগক্ষক্ষগক্ষয়ঃ॥ ৬৮॥
ইত্যেবং যন্ত্রতত্ত্বঞ্চ কথিতং তব সুব্রত।
কেবলং ত্বৎপ্রযত্নেন কিমন্যৎ শ্রোতুমর্হসি॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

চতুঃষষ্টি কোণ উৎপন্ন হইবে। ঈশান হইতে নৈর্ঋত ও নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণক্রমে অনুষ্টুপসমুদ্ভূত মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিবে। ইহার নাম সর্ব্বতোভদ্র যন্ত্র। ইহা দ্বারা সর্ব্বরোগ-প্রমথন ও সমস্ত পুরুষার্থ সংগ্রহ হয়। ভূর্জ্জপত্রাদিতে যথাবিধানে এই যন্ত্র লিখিয়া নিত্য বাহুতে ধারণ করিলে সকল কামনাই পরিপূর্ণ হয়। খদিরকাষ্ঠের ফলকে লিখিয়া গোগণের গোষ্ঠে নিবেশিত হইলে সবৎস গোগণের রক্ষা, চোর বিনষ্ট, মারী নিরাকৃত ও সবৎস গোগণের পরম উপকার হইয়া থাকে। ক্ষীর-গোপয়গোরক্ষী রক্ষ মাক্ষক্ষমাক্ষর। গোমানো গগনো মাগো যক্ষগক্ষক্ষগ ক্ষয়। হে সুব্রত! তোমার নিকট এই যন্ত্রতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, বল॥৫৩-৬৯॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে একত্রিংশ অধ্যায়॥ ৩১॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—:*:—

গৌতম উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্বার্থপারগ।
স্বায়ম্ভুবে নমস্তভ্যং কৃপাং কুরু কৃপাকর ॥ ১ ॥
তব নাবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ঋষিদেবমুনীনাং চ প্রধানস্ত্বং পুরাতনঃ ॥ ২ ॥
কৃপাং কুরু মহাভাগ কৃপয়া ময়ি সুব্রত।
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে রোগশোকভয়াকুলে ॥ ৩ ॥
ভবার্ণবে নিমগ্নং মাং ত্বমুদ্ধর্ত্তুমিহার্হসি।
ভবাবতারো লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪ ॥
ইদানীং কথয় ব্রহ্মন্ মন্ত্রসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্।
সিদ্ধ্যুপায়ং কতিবিধং কথয়স্বানুকম্পয়া ॥ ৫ ॥

গৌতম বলিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্বার্থপারগ ও কৃপার আকর। আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে কৃপা করুন। সচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। ব্রহ্মন্! আপনি ঋষিগণ, দেবগণ ও মুনিগণের প্রধান ও পরম প্রাচীন। হে মহাভাগ! হে সুব্রত! আমাকে কৃপা করুন। এই সংসার রোগে, শোকে ও ভয়ে পূর্ণ এবং ইহাতে দুঃখের ভাগই অধিক। ভবসাগরে নিমগ্ন আমাকে উদ্ধার করিতে আপনিই সমর্থ হইবেন। লোকের ক্ষেম ও মঙ্গলের

নারদ উবাচ।

মনোরথানামক্লেশং সিদ্ধেরুত্তমলক্ষণম্।
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা ॥ ৬ ॥
প্রয়োগিনামল্লক্লেশং সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরম্।
পরকায়প্রবেশশ্চ পুরপ্রবেশনস্তথা ॥ ৭ ॥
ঊর্দ্ধোৎক্রমণমেবং হি চরাচরপুরে গতিঃ।
খেচরীমেলনঞ্চৈব তৎকথাশ্রবণাদিকম্ ॥ ৮ ॥
ভূমিচ্ছিদ্রাণি পশ্যতঃ পাতালাদিষু সঙ্গমঃ।
আকর্ষণং সুরস্ত্রীণাং নাগস্ত্রীণাং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥
পাদুকা গুটিকা তদ্বদঞ্জনীং বিবরস্তথা।
অণিমাদ্যষ্ট সংপ্রাপ্য কেবলং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ প্রধানসিদ্ধিলক্ষণম্।
ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি মধ্যমস্য তু লক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

জন্যই আপনার অবতার হইয়াছে। অধুনা, অনুকম্পাপুরঃসর সিদ্ধির উপায় কত প্রকার তাহা নির্দ্দেশ করুন ॥ ১-৫ ॥

নারদ বলিলেন, অক্লেশে মনোরথসিদ্ধিই সিদ্ধির উত্তম লক্ষণ। তদ্বৎ, মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, প্রয়োগসকলের ক্লেশাল্পতা,—এই সকলও সিদ্ধির লক্ষণ। পরশরীরে প্রবেশ, পুরপ্রবেশ, ঊর্দ্ধাক্রমণ, চরাচরপুরে গমন, খেচরীমেলন, তাহাদের কথাশ্রবণ, ভূমির ছিদ্র দেখিয়া পাতাল প্রভৃতিতে গমন, সুরস্ত্রীগণের বিশেষতঃ নাগস্ত্রীসকলের আকর্ষণ, পাদুকা, গুটিকা, অঞ্জনী, বিবর এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কেবল মোক্ষলাভ করে। ব্রহ্মন্! প্রধান সিদ্ধিলক্ষণ কথিত হইল। সম্প্রতি মধ্যম

খ্যাতির্বাহনভূষাদিলাভঃ সুচিরজীবনম্।
নৃপাণাং তদ্গণানাঞ্চ বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বলোকেষু চমৎকারকরং মহৎ।
রোগাপহরণং চৈব বিষাপহরণং তথা ॥ ১৩ ॥
পাণ্ডিত্যং লভতে মন্ত্রী চতুর্ব্বিধময়ত্নতঃ।
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং ত্যাগিতা সর্ব্ববশ্যতা ॥ ১৪ ॥
অষ্টাঙ্গযোগাভ্যসনং ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জনম্।
সর্ব্বভূতেষনুকম্পা সর্ব্বজ্ঞাদিগুণোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যাদিগুণসম্পত্তির্ম্মধ্যসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্।
মহৈশ্বর্য্যং ধনিত্বঞ্চ পুত্রদারাদিসম্পদঃ ॥ ১৬ ॥
অধমাঃ সিদ্ধয়ঃ প্রোক্তা মন্ত্রিপ্রথমভূমিকাঃ।
সিদ্ধমন্ত্রস্তু যঃ সাক্ষাৎ স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সিদ্ধলক্ষণমিত্যুক্তং তদুপায়মিহোচ্যতে।
পিতৃমাতৃবিশুদ্ধা যে শুদ্ধাচারা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধিলক্ষণ কীর্ত্তন করিব। খ্যাতি, বাহন ও ভূষাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, নৃপগণ ও অমাত্যবৃন্দের উত্তমরূপে বশীকরণ, সর্ব্বত্র সকল লোকে অতিমাত্র চমৎকারকরণ, রোগাপহরণ, বিষাপহরণ এবং মন্ত্রবলে অনায়াসে চতুর্ব্বিধ পাণ্ডিত্যলাভ, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুতা, ত্যাগশীলতা, সর্ব্ববশ্যতা, অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস, ভোগেচ্ছাপরিবর্জ্জন, সর্ব্বভূতানুকম্পা, সর্ব্বজ্ঞাদিগুণোদয় প্রভৃতি গুণসম্পত্তি মধ্যম সিদ্ধির লক্ষণ। মহৈশ্বর্য্য, ধনিত্ব ও পুত্রদারাদি সমৃদ্ধি—এই সকল অধম সিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহারা মন্ত্রীর প্রথমভূমিকা। সিদ্ধমন্ত্র সাধক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধিলক্ষণ বলিলাম; অধুনা তাহার

সংপ্রদায়েনোপদিষ্টাস্তেষাং সিদ্ধির্দ্রুতং ভবেৎ।
মলিনা মলসংছন্নাঃ পাপিনস্তরলাশয়াঃ ॥ ১৯ ॥
দেবার্চ্চনাদিবিমুখা গুরবে শঠবৃত্তয়ঃ।
তেষাং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যন্তি মন্ত্রা জপহুতাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
যে মন্ত্রা মলসংছন্নাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ।
নির্জ্জীবাঃ সত্ত্বহীনা যে কুণ্ঠিতাশ্চ তিরস্কৃতাঃ ॥ ২১ ॥
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ শাপাদিগণসংযুতাঃ।
যে মন্ত্রা অবিধিপ্রাপ্তা যে চ সিদ্ধান্তবর্জ্জিতাঃ ॥ ২২ ॥
ইত্যাদিদোষদুষ্টাশ্চ সিদ্ধিদা নান্নযোগতঃ।
পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ॥ ২৩ ॥
সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে।
বক্ষ্যামি চরমেঽধ্যায়ে তদুপায়ং তবানঘ ॥ ২৪ ॥

উপায় বলিতেছি। যাহারা পিতৃমাতৃবিশুদ্ধ, যাহারা শুদ্ধাচারসম্পন্ন, যাহারা জিতেন্দ্রিয় এবং যাহারা সৎসংপ্রদায় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তাহারা দ্রুত সিদ্ধিলাভ করে। যাহারা মলিন, মলসংছন্ন, পাপী ও তরলাশয় এবং যাহারা দেবার্চ্চনপরাঙ্মুখ ও গুরুর প্রতি শঠতাপরায়ণ, তাহাদের কৃত জপহোমাদি দ্বারা মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয় না। যে সকল মন্ত্র মলসংছন্ন ও কেবল বর্ণরূপী এবং যে সকল মন্ত্র নির্জ্জীব, সত্ত্বহীন, কুণ্ঠিত ও তিরস্কৃত, অথবা যে সকল মন্ত্র অরিপক্ষে স্থিত ও শাপাদিসংযুক্ত, অথবা যে সকল মন্ত্র অবিধিপ্রাপ্ত ও সিদ্ধান্তবর্জ্জিত; এইরূপ দোষদুষ্ট মন্ত্রসকল অন্নযোগবশতঃ কথনও সিদ্ধি দান করে না। কেবল বর্ণরূপী মন্ত্রসকল পশুভাবে অবস্থিতি করে। সুষুম্নাপথে উচ্চারিত

সংস্কারা দশ কথ্যন্তে যেন মন্ত্রস্তু সিদ্ধয়ঃ।
স্বল্পযোগেন বিধিবত্তাংশ্চ বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥ ২৫ ॥
জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং রোধনন্তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ।
স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্॥ ২৭ ॥
কাশ্মীরচন্দনেনাথ ভস্মনা বাথ সুব্রত।
কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মনৌ॥ ২৮ ॥
শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্রলেখনে।
মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্॥ ২৯ ॥
পংক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তন্ত্রনিশ্চয়ৈঃ॥
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ॥ ৩০ ॥

হইলে তাহাদের প্রভুত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। চরম অধ্যায়ে তাহাদের উপায়সকল কীর্তন করিব। যাহা দ্বারা মন্ত্রসকল সিদ্ধ হয়, সেই দশবিধ সংস্কার সকল অধুনা বলা হইতেছে। অল্পযোগানুসারে যথাবিধানে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ কীর্তন করিব,—জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—ইহাদিগকে দশবিধ মন্ত্রসংস্কার বলে। স্বর্ণাদিপাত্রে উৎকৃষ্ট মাতৃকাযন্ত্র কাশ্মীর-চন্দন অথবা ভস্ম দ্বারা লিখিবে। হে সুব্রত! শক্তিসংস্কারে কাশ্মীর, বৈষ্ণবসংস্কারে চন্দন ও শৈবসংস্কারে ভস্ম বিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মাতৃকা মধ্য হইতে মন্ত্র, সকলের উদ্ধরণকে জনন বলে। সুবুদ্ধি পুরুষ পংক্তিক্রমবিধানানুসারে তন্ত্রনিশ্চয়বিৎ মুনিগণসহায়ে মন্ত্রবর্ণ সকল প্রণবপুটিত

প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতম্।
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ॥ ৩১ ॥
প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতম্।
ভস্মনা কুঙ্কুমেনাথ চন্দনেনাথ বা পুনঃ ॥ ৩২ ॥
শৈবাদিতন্ত্রভেদেন প্রোক্তং দ্রব্যত্রয়ং শুভম্।
বিলিখ্য মন্ত্রপিণ্ডন্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ॥ ৩৩ ॥
তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেণ রোধনম্।
তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥
অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দহেন্মলত্রয়ং যতিঃ।
তারব্যোমাগ্নিমন্থুযুগ্ দণ্ডজ্যোতির্ম্মনুর্ম্মতঃ ॥ ৩৬ ॥

করিয়া জপ করিবে। প্রত্যেকের শতবার এইরূপ করাকে জীবন বলে। মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া চন্দনজল দ্বারা তাড়ন করিবে; প্রত্যেকের বায়ুবীজসহায়ে ঐরূপ তাড়ন করার নাম তাড়ন। ভস্ম, কুঙ্কুম অথবা চন্দন দ্বারা ঐরূপ করা যাইতে পারে। শৈবাদি তন্ত্রভেদে ঐ তিন দ্রব্য শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রপিণ্ড লিখিয়া সেই মন্ত্রবর্ণের সমান সংখ্যক করবীর কুসুম দ্বারা রেফ-সহায়ে হনন করার নাম রোধন। অনন্তর তত্তৎ-মন্ত্রোক্ত বিধানে অভিষেক করিতে হইবে। মন্ত্রী মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক অশ্বত্থপত্র দ্বারা অভিষেক করিবে। মনে মনে মন্ত্রের ধ্যান করিয়া সুষুম্না-মূলের মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্মন্ত্র সহায়ে যথাবিধানে মলত্রয় দহন করিতে হইবে। ইহার নাম বিমলীকরণ। ইহা দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি

মার্জ্জনং কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥
দীপয়েৎ সর্ব্বমন্ত্রাণি সংযোগস্তারকাময়োঃ।
দীপ্যমানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ গোপয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮ ॥
মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ।
শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্ ॥ ৩৯ ॥
এতে চ কথিতা তুভ্যং দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ।
যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমশ্নুতে ॥ ৪০ ॥
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্।
যৎ কৃত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ শুদ্ধিমাপ্নোত্যযত্নতঃ ॥ ৪১ ॥
নির্ব্বীর্য্যা মনবো যে চ তেষু বীজানি যোজয়েৎ।
কামং শ্রীশক্তিবীজং বা জপনাৎ সিদ্ধিদো মন্ত্রঃ ॥ ৪২ ॥

হইয়া থাকে। কুশজল বা পুষ্পজল দ্বারা উল্লিখিত মন্ত্রের মার্জ্জন করার নাম আপ্যায়ন। তার (ওঁ) এবং কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা সমুদায় মন্ত্র দীপিত করিবে। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এই দীপ্যমান মন্ত্র গোপন করিবে। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বৈষ্ণবে কর্পূরবাসিত জল দ্বারা এবং শৈবমন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ করিবে। এই দশবিধ মন্ত্র সংস্কার তোমার নিকট কহিলাম; সংপ্রদায়ানুসারে ইহাদের অনুষ্ঠান করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয় ॥ ৬-৪০ ॥

অনন্তর মন্ত্রসকলের অপর সিদ্ধিলক্ষণ কীর্ত্তন করিব। যাহার অনুষ্ঠান করিলে মন্ত্রবিৎ অনায়াসে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে সকল মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য, তাহাদিগকে বীজ-যুক্ত করিবে। কামবীজ, শক্তিবীজ ও শ্রীবীজযুক্ত জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ৪১-৪২ ॥

অথান্তৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধ্যুপায়ং মুনে শৃণু।
স্থানস্থা বরদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ ॥ ৪৩ ॥
স্থানধ্যানবিহীনা যে কোটিজাপাৎ ফলং ন হি।
অথাতোঽন্তৎ প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা স্বমন্ত্রং প্রজপেৎ সুধীঃ।
ক্রমোৎক্রমাৎ শতাবৃত্ত্যা তদন্তে কেবলং মনুম্ ॥ ৪৫ ॥
এবং তু প্রত্যহং জপ্ত্বা যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে।
নিশ্চিতং মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যুক্তং মন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
অথ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে পুরশ্চরণমুত্তমম্।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ॥ ৪৭ ॥
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রজলে স্থিতঃ।
গ্রাসাবধিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

হে মুনে! সিদ্ধির অন্যতর উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্র সকল স্থানস্থ হইলে বরদ ও ধ্যানস্থ হইলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ধ্যান ও স্থান বিহীন হইলে কোটিজপেও ফলদায়ক হয় না।

অতঃপর অপর মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ কীর্ত্তন করিব। সুবুদ্ধি সাধক মাতৃকাপুটিত করিয়া স্বমন্ত্রের জপ করিবে। ক্রমে ক্রমে শতাবৃত্তি জপ করিয়া তাহার অন্তে কেবল মন্ত্র জপ করিতে হইবে; যাবৎ লক্ষ পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল এইরূপে প্রত্যহ জপ করিতে থাকিবে। তন্ত্রবেদারা বলিয়াছেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে ॥ ৪৩-৪৬ ॥

তৎপর সংক্ষেপে পুরশ্চরণ বলিতেছি। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে পূর্ব্বে শুচি হইয়া উপবাস করিয়া সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র জলে অবস্থানপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত

হোময়েত্তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন তর্পণম্।
অভিষিঞ্চেদ্দশাংশেন দশাংশং বিপ্রভোজনম্ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যেবং পঞ্চকৃত্যেন সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্নরঃ।
অথবা মূর্দ্ধ্নি দেশে চ গুরুং সঞ্চিন্ত্য বাগ্‌যতঃ ॥ ৫০ ।
গুর্ব্বগ্রে নিবসেন্মন্ত্রী মন্ত্রোক্তং জপমাচরেৎ।
অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকং চরেৎ ॥ ৫১ ॥
এবং কৃত্বা সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্মন্ত্রী ন চান্যথা।
গুরুসন্তোষমাত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যাদপবর্গদা ॥ ৫২ ॥
নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ কদাচন।
নাপূজিতশ্চ বিধিবন্নাতর্পিতো ন ভোজিতঃ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্র জপ করিবে। জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এইরূপ পঞ্চকৃত্যের সমাধান করিলে সাধক সিদ্ধমন্ত্র হইয়া থাকেন। অথবা বাগ্‌যত হইয়া মস্তকে গুরুদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক যথোক্ত জপ করিবে। জপান্তে দশাংশক্রমে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রী সিদ্ধমন্ত্র হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। ইহার পর ভূষণাচ্ছাদনাদির দ্বারা গুরুর সন্তোষবিধান করিবে; কেন না, গুরুর সন্তোষমাত্র অপবর্গদায়িনী সিদ্ধিলাভ হয়। জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং হোম না করিলেও সিদ্ধিলাভের সম্ভব হয় না এবং যথাবিধি পূজা, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন না

পঞ্চতত্ত্বযুতে মন্ত্রে কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।
কৃতে চোক্তজপাৎ সিদ্ধিস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ ॥ ৫৪ ॥
দ্বাপরে ত্রিগুণাচ্চৈব কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা।
কৃষ্ণমন্ত্রেণ দেবর্ষে যুগসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৫৫ ॥
জপহোমতর্পণাদ্যৈঃ সিধ্যতে কৃতসংখ্যয়া।
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

করিলেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। এইরূপ পঞ্চতত্ত্বযুক্ত মন্ত্রে কালের সংখ্যা নাই। সত্যযুগে উক্তরূপে জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, ত্রেতায় দ্বিগুণ জপ করিতে হয়, দ্বাপরে ত্রিগুণ ও কলিতে চতুর্গুণ জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে দেবর্ষে! কৃষ্ণমন্ত্রে যুগসংখ্যা নাই। সত্যযুগবিহিত সংখ্যাক্রমে জপ, হোম ও তর্পণাদি করিলেই সকল যুগে কৃষ্ণমন্ত্র সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণমন্ত্রের সিদ্ধিবিষয়ে যুগানুযায়ী তারতম্যের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না ॥ ৪১-৫৬ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

-:*:—

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধ্যুপায়ং মহাদ্ভুতম্ ।
যেন সিদ্ধেন মন্ত্রবিৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ॥ ১ ॥
তত্তৎকর্ম্মানুরূপেণ তত্তদ্‌যোগং প্রযোজয়েৎ ।
গ্রথনাদিপ্রভেদশ্চ মন্ত্রাণাং বক্ষ্যতেঽধুনা ॥ ২ ॥
গ্রথিতং সংপুটং গ্রস্তং সমস্তঞ্চ বিদর্ভিতম্ ।
তথা চাক্রান্তমাদ্যন্তং গর্ভস্থং সর্ব্বতোবৃতম্ ॥ ৩ ॥
তথা মুক্তিবিদর্ভঞ্চ বিদর্ভগ্রথিতং তথা ।
ইত্যেকাদশধা মন্ত্রাঃ প্রযুক্তাঃ কার্য্যসিদ্ধিদাঃ ॥ ৪ ॥
সাধ্যনামার্ণমেকৈকং মন্ত্রান্তে সংপ্রযোজিতম্ ।
গ্রথিতং তৎ সমাখ্যাতং বশ্যাকৃষ্টিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥

অতঃপর সিদ্ধিলাভের অপর পরম অদ্ভুত উপায় বলিতেছি; যে সিদ্ধি দ্বারা মন্ত্রবিৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ হয়। তত্তৎকর্ম্মানুসারে তত্তৎ যোগ প্রয়োগ করিবে। অধুনা মন্ত্রসকলের গ্রথনাদিপ্রভেদ কথিত হইতেছে। গ্রথিত, সংপুট, গ্রস্ত, সমস্ত, বিদর্ভিত, আক্রান্ত, আদ্যন্ত, গর্ভস্থ, সর্ব্বতোবৃত, মুক্তিবিদর্ভ ও বিদর্ভ-গ্রথিত—এইরূপ একাদশ বিধানে প্রযোজিত হইলে মন্ত্রসকল কার্য্য-সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে। সাধ্যবস্তুর নামাক্ষর একৈকক্রমে মন্ত্রান্তে প্রয়োগ করার নাম গ্রথিত। ইহা দ্বারা বশীকরণ ও আকর্ষণ

মন্ত্রমাদৌ বদেৎ সর্ব্বং সাধ্যসংজ্ঞামনন্তরম্।
বিপরীতং পুনশ্চান্তে মন্ত্রং তৎ সংপুটং স্মৃতম্॥ ৬॥
শান্তিপুষ্টিকরং জ্ঞেয়ং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদায়কম্।
অর্দ্ধমর্দ্ধং তথাদ্যন্তে মন্ত্রং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৭॥
মধ্যে চাস্য ভবেৎ সাধ্যং গ্রস্তমিত্যভিধীয়তে।
অভিগ্রস্তৈস্তথা মন্ত্রৈর্ম্মারণোচ্চাটনেষু চ॥ ৮॥
অভিধানং বদেৎ পূর্ব্বং পশ্চান্মন্ত্রং তথা বদেৎ।
এতৎ সমস্তমিত্যুক্তং শত্রূচ্চাটনকারকম্॥ ৯॥
দ্বৌ দ্বৌ মন্ত্রাক্ষরৌ যত্র একৈকং সাধ্যবর্ণকম।
বিদর্ভিতন্তু সংপ্রোক্তং দুষ্টঘ্নং বশ্যলক্ষণম্॥ ১০॥
মন্ত্রার্ণান্তরিতং সাধ্যং সমন্ত্রং তিষ্ঠতে যদি।
আক্রান্তং তদ্বিজানীয়াৎ সদ্যঃ সর্ব্বার্থদায়কম্॥ ১১॥

সাধিত হয়। প্রথমে সমস্ত মন্ত্র, পরে সাধ্যের সংজ্ঞা; পুনরায় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথমে সাধ্যসংজ্ঞা, পরে মন্ত্র—এইরূপ নির্দ্দেশ করিবে। ইহার নাম সংপুট। ইহা দ্বারা শান্তি ও পুষ্টি বিহিত এবং ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি আদি ও অন্তে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মন্ত্র করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্য সন্নিবেশিত করিবে। ঐরূপ করার নাম গ্রস্ত। এইরূপে অভিগ্রস্ত মন্ত্র দ্বারা মারণ ও উচ্চাটন কর্ম্মে সফলতা লাভ হইয়া থাকে। প্রথমে অভিধান অর্থাৎ সাধ্যের নাম ও পরে মন্ত্র নির্দ্দেশ করিবে। ইহার নাম সমস্ত। ইহা দ্বারা শত্রুর উচ্চাটন হয়। যে স্থলে দুই দুইটি মন্ত্রাক্ষর এবং একৈকক্রমে সাধ্যবর্ণ বিন্যস্ত হয়, তাহার নাম বিদর্ভিত। ইহা দ্বারা দুষ্টবিনাশ ও বশীকরণ সাধিত হয়। সমন্ত্র সাধ্য,মন্ত্রবর্ণে অন্তরিত হইয়া অবস্থান করিলে আক্রান্ত বলিয়া

ক্ষোভস্তম্ভসমাবেশবশ্যোচ্চাটনকর্ম্মসু।
সকৃৎ পূর্ব্বং বদেন্মন্ত্রমন্তে চৈব তথা পুনঃ ॥ ১২ ॥
মধ্যে চাস্য ভবেৎ সাধ্যমাদ্যন্তমিতি তদ্বিদুঃ।
অন্যোঽন্যপ্রীতিযুক্তানাং বিদ্বেষণকরং পরম্ ॥ ১৩ ॥
আদৌ চান্তে তথা মন্ত্রং দ্বিবারং সংপ্রযোজয়েৎ।
সাধ্যনাম সকৃন্মধ্যে গর্ভস্থন্তু তদোচ্যতে ॥ ১৪ ॥
মারণোচ্চাটনং বশ্যং প্রযুক্তং কারয়েন্নৃণাম্।
হেতিনৌসেনিধীগর্ভস্তম্ভনং চ গতে তথা ॥ ১৫ ॥
ত্রিধা মন্ত্রং বদেৎ পূর্ব্বন্তথৈবান্তে পুনস্ত্রিধা।
সকৃৎ সাধ্যং ভবেন্মধ্যে তং বিদ্যাৎ সর্ব্বতোবৃতম্ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বোপসর্গশমনং মহামৃত্যুনিবারণম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননং ভূতানামমৃতপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা তৎক্ষণাৎ সকল বিষয়ের সিদ্ধি হয় এবং ক্ষোভ, স্তম্ভ, সমাবেশ, বশ্য ও উচ্চাটনাদি ব্যাপারসমূহে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। একবার আদিতে এবং একবার অন্তে মন্ত্র উচ্চারণ ও মধ্যে সাধ্যনাম নির্দ্দেশ করার নাম আদ্যন্ত। ইহা দ্বারা পরস্পর-প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়া থাকে। আদিতে ও অন্তে দুইবার মন্ত্রপ্রয়োগ এবং মধ্যে একবার সাধ নাম উচ্চারণ করিবে। ইহার নাম গর্ভস্থ। ইহা দ্বারা মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমে তিনবার ও শেষে তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যে একবার সাধ্যনাম নির্দ্দেশ করিবে। ইহাকে সর্ব্বতোবৃত বলে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার উপসর্গ প্রশমিত, মহামৃত্যু নিবারিত, সর্ব্বসৌভাগ্য

আদৌ মন্ত্রং ততো নাম সাধ্যাক্ষরমথো লিখেৎ।
এবমেবং ত্রিধা কৃত্বা ভবেন্মুক্তিবিদর্ভিতম্॥ ১৮॥
সর্ব্বব্যাধিহরং প্রোক্তং ভূতাপস্মারমর্দ্দনম্।
একৈকং সাধ্যবর্ণন্তু কৃত্বা মন্ত্রবিদর্ভিতম্॥ ১৯॥
পূর্ব্ববৎ কথিতঞ্চান্তস্যাদ্যন্তং প্রকল্পয়েৎ।
বিদর্ভগ্রথিতং নাম মন্ত্ররাজমনুত্তমম্॥ ২০॥
সর্ব্বকর্ম্মকরং প্রোক্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্।
এবমেতে প্রয়োগাঃ স্যুঃ সিদ্ধমন্ত্রস্য সিদ্ধিদাঃ॥ ২১॥
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা সাধকশ্রেষ্ঠো মন্ত্রসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্॥ ২২॥
সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ২৩॥

সাধিত ও জীবগণের অমৃতত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথমে মন্ত্র, পরে নাম ও পুনরায় সাধ্যাক্ষর লিখিবে। এইরূপ দুই বার করিলে মুক্তিবিদর্ভিত নামে অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বব্যাধি-হরণ ও ভূতাপস্মারবিনাশ সমাহিত হইয়া থাকে। একৈক সাধ্যবর্ণ মন্ত্রবিদর্ভিত করিয়া পূর্ব্বের নিয়মানুসারে কথিত তাহার অন্ত আদ্যন্ত কল্পনা করিবে। ইহার নাম বিদর্ভগ্রথিত। ইহা উৎকৃষ্ট মন্ত্ররাজ। ইহা দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মসাধন ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলসংঘটন হয়। এইরূপে এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধমন্ত্রের সিদ্ধি বিধান করে॥১-২১॥

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির অন্যতর লক্ষণ বলিব; যাহা বিদিত হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধিসাধন না করে, পুনরায় তদনুরূপ বিধান

পুনশ্চানুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥ ২৫ ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষশোষণম্।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥
ভ্রামণং বারুণে বীজে গ্রথনং ক্রমযোগতঃ।
রোচনাগুরুসংমিশ্রং এলাকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ ॥ ২৭ ॥
উশীরচন্দনাভ্যান্তু মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ।
ক্ষীরাজ্যমধুতোয়ানাং মধ্যে তল্লিখিতং ক্ষিপেৎ ॥ ২৮ ॥
পূজনাজ্জপনাদ্ধোমাদ্‌ভ্রামিতঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ।
ভ্রামিতো যদি নো সিধ্যেৎ রোধনং তস্য কারয়েৎ ॥ ২৯

করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। পুনরায় অনুষ্ঠিত মন্ত্র যদি সিদ্ধ না হয়, পুনরায় তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। ইহাতেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মহাদেবের কথিত সপ্তবিধ উপায় আশ্রয় করিতে হইবে। ভ্রামণ, রোধন, বশ্য, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দহন—এই সপ্তবিধ উপায়। এই সকল উপায় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। বারুণবীজে ভ্রামণ ও ক্রমযোগে গ্রথন বিধান করিবে। রোচনা, অগুরু, এলা, কর্পূর, কুঙ্কুম, উশীর ও চন্দন দ্বারা সংগ্রথিত মন্ত্র লিখিবে এবং ক্ষীর, আজ্য, মধু ও জলের মধ্যে পর পর ইহা নিক্ষেপ করিবে; পরে পূজা, জপ ও হোম করিলে সিদ্ধিসাধন হইয়া থাকে। ইহার নাম ভ্রামণ। ভ্রামিত হইলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি

ভ্রামণং কামবীজেন সংপুটীকৃত্য সংজপেৎ।
এবং রুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো ন চেদেতদ্বশী কুরু ॥ ৩০ ॥
অলক্তং চন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রা মদনং শিলা।
এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে ॥ ৩১ ॥
ধার্য্যং কণ্ঠে নচেৎ সিদ্ধঃ পীড়নস্থাপি কারয়েৎ।
অধরোত্তরযোগেন পদেন পরিজাপ্য বৈ ॥ ৩২ ॥
ধ্যায়ীত দেবতাং তদ্বদধরোত্তররূপিণীম্।
বিদ্যামাদিত্যদুগ্ধেন লিখিত্বাক্রম্য চাঙ্ঘ্রিণা ॥ ৩৩ ॥
তথা ভূতেতি মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে।
পীড়িতো লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধঃ স্যাদথ পোষয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
বালায়াস্তৃতীয়ং বীজমাদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ।
গোক্ষীরমধুনালিপ্য বিদ্যাং পাণৌ বিধারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

না হয়, তাহা হইলে তাহার রোধনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। কামবীজ দ্বারা সংপুটিত করিয়া তাহার জপ করিবে। তাহা হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। এইরূপে রুদ্ধ হইয়াও যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার বশ্যবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। অলক্ত, চন্দন, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, মদন ও শিলা,—এই সকল দ্বারা সুশোভন ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেই সিদ্ধ হইবে। ইহাতেও সিদ্ধ না হইলে তাহার পীড়ন করিতে হইবে। অধরোত্তরযোগ-যুক্ত পদ দ্বারা জপ করিয়া সেইরূপ অধরোত্তররূপিণী দেবতার ধ্যান করিবে। আদিত্যদুগ্ধ (আকন্দরস) দ্বারা এই বিদ্যা লিখিয়া পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভূতেতি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ হোম করিতে হইবে। এইরূপে পীড়ন করিলে লজ্জাযুক্ত হইয়া মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। এইরূপেও সিদ্ধ না হইলে পোষণ করিবে। আদ্যন্তে

পৌষিতোঽয়ং ভবেৎ সিদ্ধো নচেৎ কুর্ব্বীত শোষণম্।
দ্বাভ্যাঞ্চ বায়ুবীজাভ্যাং মন্ত্রং কুর্য্যাদ্বিদর্ভিতম্॥ ৩৬॥
এষা বিদ্যা গলে ধার্য্যা লিখিত্বা বরভস্মনা।
শোষিতোঽপি ন সিদ্ধশ্চেদ্দাহয়েদগ্নিবীজতঃ॥ ৩৭॥
আগ্নেয়েন তু বীজেন মন্ত্রস্যৈকৈকমক্ষরম্।
আদ্যন্তমধ্যমুদ্ধৃত্য যোজয়েদ্দাহকর্ম্মণি॥ ৩৮॥
ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ।
কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রো সিদ্ধঃ স্যাচ্ছঙ্করোদিতম্॥ ৩৯॥
ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ।
একেন তু কৃতার্থঃ স্যাদ্বহুভিঃ কিঞ্চ সুব্রত॥ ৪০॥

বালার তৃতীয় বীজ যোগ করিয়া গোক্ষীর ও মধু দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে ধারণ করিবে। এইরূপে পোষণ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। ইহাতেও সিদ্ধ না হইলে শোষণ করিতে হইবে। দুইটি বায়ু-বীজ দ্বারা মন্ত্র বিদর্ভিত করিয়া বিশুদ্ধ ভস্ম দ্বারা লিখিয়া গলে ধারণ করিবে। এইরূপে শোষিত হইলেও যদি মন্ত্র সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অগ্নিবীজে দহন করিতে হইবে। আগ্নেয়বীজ দ্বারা মন্ত্রের এক এক অক্ষর আদ্যন্তমধ্যভাবে উদ্ধৃত করিয়া দাহকার্য্যে যোজনা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মবৃক্ষের তৈলে লিখিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। স্বয়ং শঙ্কর এইরূপ বলিয়াছেন। হে সুব্রত! ভক্তিবশতঃ তোমার নিকট ইহা সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিলাম। ইহার মধ্যে একটী মাত্রের অনুষ্ঠান করিলেই যখন কৃতার্থ হওয়া যায়, তখন আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি আছে?॥ ২২-৪০॥

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রৌষধং মহাদ্ভুতম্ ।
যৎপ্রয়োগবিধানেন সদ্যঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥
করবীরস্য মূলেন পিষ্টেন নিজপাণিনা ।
তল্লিপ্তবাঙ্গস্তৎকণ্ঠৌ মন্ত্রঃ সদ্যঃ প্রসীদতি ॥ ৪২ ॥
বিমুক্তসর্ব্বপাপোঽয়ং কৃষ্ণং পশ্যতি চক্ষুষা ।
জীবন্মুক্তো ভবেন্মন্ত্রী সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪৩ ॥
যত্র বা কুত্রচিদ্দেশে গন্তুংকামো যথা ভবেৎ ।
স্বর্গে বা ভূতলে মন্ত্রী পাতালে বাপি কৌতুকাৎ ॥ ৪৪ ॥
তৎক্ষণাত্তু প্রয়াত্যেব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
ইত্যেবং কথিতং সম্যক্ মন্ত্রসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥
তদুপায়স্তথা ব্রহ্মন্ কেবলং তব ভাগ্যতঃ ।
অনেকতন্ত্রসংপ্রোক্তমনেকমুনিসম্মতম্ ।
ইদানীন্তু পুনর্ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর পরম অদ্ভুত মন্ত্রের ঔষধ বর্ণন করিব। যাহার প্রয়োগ করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। করবীরের মূল পেষণ করিয়া মধুসংযোগে অঙ্গে লেপন করিবে এবং তদবস্থায় কণ্ঠে ধারণ করিলে সদ্য মন্ত্র প্রসন্ন হয় এবং সাধক সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকে। সত্যসত্যই বলিতেছি, মন্ত্রী ইহা দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। স্বর্গে অথবা ভূতলে অথবা পাতালে কৌতুকবশতঃ যে কোনও স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ তথায় যাইতেই সমর্থ হইবে এবং সকল সিদ্ধির অধিপতি হইয়া থাকিবে। মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ এবং তাহার উপায় বর্ণন করিলাম। কেবল ভাগ্যবশতই ইহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইলে। এই সকল বহু তন্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং

গৌতম উবাচ।

দেবর্ষে! সর্ব্বতন্ত্রজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
কৃষ্ণানুভবসংদর্শিন্নবিদ্যাগ্রন্থিভেদক ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞ বিশেষাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ।
ইদানীং কথয় ব্রহ্মন্ মন্ত্রাচারনিদর্শনম্ ॥ ৪৮ ॥
বৈষ্ণবং পীঠমমলং তদাবাসফলং তথা।
বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্নমুক্তমপি কথ্যতাম্।
নাগোপ্যং তদ্গুরো শিষ্যো যদি যোগ্যোঽস্তি ভাগ্যতঃ ॥৪৯॥

নারদ উবাচ।

দীক্ষয়া লব্ধমন্ত্রস্য সদাচারং শৃণুষ্ব মে।
অনায়াসেন সিদ্ধিঃ স্যাৎ সদাচারেণ যেন বৈ ॥ ৫০ ॥

অনেক মুনির ইহাতে অনুমোদনও আছে। ব্রহ্মন্! এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, তাহা বলুন ॥ ৪১-৪৬ ॥

গৌতম বলিলেন, দেবর্ষে! আপনি সর্ব্বতন্ত্রজ্ঞ, সমুদায় শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণের অনুভব ও সন্দর্শনে সমর্থ, অবিদ্যাত্মক গ্রন্থি-ভেদে দক্ষ এবং সর্ব্বজ্ঞ; বিশেষতঃ, কৃষ্ণতত্ত্বে আপনার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। ব্রহ্মন্! সম্প্রতি মন্ত্রাচারনিদর্শন কীর্ত্তন করুন। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপীঠ, তাহার আবাসফল এবং যাহা বলা হয় নাই, তাহাও বিস্তারক্রমে বলুন। হে গুরো! ভাগ্যবশতঃ শিষ্য যোগ্য হইলে তাহার নিকট কিছুই গোপন করা উচিত হয় না ॥ ৪৭-৪৯ ॥

নারদ বলিলেন, দীক্ষা দ্বারা মন্ত্র লাভ হইলে সেই অবস্থায় যেরূপ সদাচার অবলম্বন করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আচারাল্লভতে কামানাচারাল্লভতে যশঃ।
আচারাদ্ধনমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥
সদাচারেণ মন্ত্রবিজ্জয়ী লোকদ্বয়ে খলু।
অনাচারো হি লোকেষু নিন্দিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২ ॥
সর্ব্বভূতানুকম্পা চ দানং চাতিথিপূজনম্।
পঞ্চযজ্ঞস্তীর্থসেবা স্বাধ্যায়ো গুরুসেবনম্ ॥ ৫৩ ॥
সামান্যং সর্ব্বলোকানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ব্রহ্মচারী দীক্ষিতশ্চেত্ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
স্নানং ত্রিষবণং তদ্বদ্বেদাধ্যয়নমেব চ।
ভৈক্ষ্যং সম্প্রার্থয়েন্নিত্যং ধ্যায়েদ্দেবং নিরন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥
পর্য্যটেদ্বিষ্ণুক্ষেত্রেষু ন প্রতিগ্রহমাচরেৎ।
গৃহস্থো দীক্ষয়া যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

এই সদাচারসহায়ে অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আচার-বলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং আচারবলেই যশোলাভ হয়। অধিক কি, আচারবলে ধনপ্রাপ্তি ও দীর্ঘ-আয়ুঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। মন্ত্রবিৎ পুরুষ সদাচারসহায়ে উভয় লোকই জয় করিতে সমর্থ হয়। অনাচারী হইলে সকল লোকেই নিন্দনীয় ও সকল কর্ম্মের বহির্ভূত হইতে হয় ॥ ৫০-৫২ ॥

সর্ব্বভূতে দয়া, দান, অতিথিসেবা, পঞ্চযজ্ঞ, তীর্থ পর্য্যটন, বেদপাঠ, গুরুশুশ্রূষা—এই কয়টী সর্ব্ববর্ণের সতাতন ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচারী দীক্ষিত হইলে ত্রিসন্ধ্যা দেবার্চ্চনা করিবেন। সেইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবপাঠ, নিত্য ভিক্ষাটন ও অবিরত দেবতার ধ্যান করিবে, বিষ্ণুক্ষেত্রসকলে পর্য্যটন ও প্রতিগ্রহ পরিহার করিবে।

ন জাপো নার্চ্চনং চৈব ধ্যানেনৈব বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবনম্ ॥ ৫৭ ॥
সন্ন্যাসিনাং মুমুক্ষূণাং মানসোপরতিঃ পরম্।
পরিব্রাড়বিরক্তশ্চ বিরক্তশ্চ তথা গৃহী ॥ ৫৮ ॥
উভৌ তৌ নরকে ঘোরে পচ্যেতে ভূতসংপ্লবম্।
গৃহস্থো ধর্ম্মপত্নীভিঃ পূজয়েদ্দেবমন্বহম্ ॥ ৫৯ ॥
দদ্যাদ্দানং মহার্হে চ যেন কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।
সন্ন্যাসিনাং দ্রব্যদানে নাধিকারোঽস্তি সুব্রত ॥ ৬০ ॥
বর্ণিনাঞ্চ বনস্থানাং কো দদ্যাত্তদপেক্ষিতম্।
কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মেষু বিরলা অধিকারিণঃ ॥ ৬১ ॥
সংসারবাসনারজ্জুবদ্ধলোলং মনো নৃণাং।
ততো যদি বিমুক্তঃ স্যাদ্বদ্ধঃ স্যাদ্দেবপাদয়োঃ ॥ ৬২ ।

গৃহস্থ দীক্ষিত হইলে সকল কর্ম্ম সাধন করিতে পারে। জপ, অর্চ্চনা ও ধ্যান, এই সকলে কোনরূপ বিধিক্রম নাই। কেবল সতত মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণের পরম মানসোপরতিকারক শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের পরিচরণ করিবে। বৈরাগ্যহীন পরিব্রাজক ও বৈরাগ্যযুক্ত গৃহী, উভয়েই প্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরকে পচিয়া থাকে। গৃহস্থ ধর্ম্মপত্নীর সমভিব্যাহারে প্রত্যহ ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। দানের যথার্থ পাত্রে দান করিবে। তদ্দ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন। সুব্রত! সন্ন্যাসিগণের দ্রব্যদানে অধিকার নাই। বর্ণী ও বনস্থগণের মধ্যেই বা কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ অপেক্ষিত দান করিবে? কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকারী বিরল। মনুষ্যের মন যেমন চঞ্চল, সেইরূপ সংসার-বাসনা-রজ্জুতে আবদ্ধ। তাহা হইতে বিমুক্ত হইলেই ভগবানের

তত্ত্রৈবাস্তো বিশেষোঽস্তি শ্রূয়তাং চাবধার্য্যতাম্।
সর্ব্বসংসারদোষা হি নারীমূলং ততো যদি ॥ ৬৩ ॥
শক্যতে রক্ষিতুং চেতস্তদা বৈ কৃষ্ণসাধকঃ।
অচঞ্চলং মনো যস্য যোষিৎসঙ্গবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥
যোষিতাং ধ্যাননির্ম্মুক্তং তচ্ছব্দশ্রুতিবর্জ্জিতম্।
স এব সাধকঃ কুর্য্যাৎ সাধনং সুসমাহিতঃ ॥ ৬৫ ॥
বলয়ধ্বনয়ো নৈব শ্রূয়ন্তে যেন যোষিতাম্।
ন স্ত্রীমুখং নিরীক্ষেত ন স্ত্রিয়ং মনসা স্মরেৎ ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মচারী মিতাহারী হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সাধকঃ সাধনং কুর্য্যাত্ত্যাগী যাগপরায়ণঃ ॥ ৬৭ ॥
কদাচিদ্‌যদি তচ্চেতঃস্খলনং বাথ জায়তে।
প্রাণায়ামং বিশেষেণ সমভ্যস্যেত্তু সাধকঃ ॥ ৬৮ ॥

পাদপদ্মে বদ্ধ হইতে পারে। ইহার মধ্যে কিন্তু বিশেষ আছে, তাহা শ্রবণ কর ও অবধারণ কর। স্ত্রীজাতি সংসারদোষের মূল। উহা হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারিলেই কৃষ্ণসাধনে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনের চঞ্চলতাবিহীন ও স্ত্রীসঙ্গবিবর্জ্জিত এবং স্ত্রীজাতির ধ্যান ও তাহাদের শব্দশ্রবণ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই সাধকই পরম সমাহিত হইয়া কৃষ্ণসাধনে সমর্থ হয়। যে সাধক যোষিদ্‌গণের বলয়ধ্বনি শ্রবণ করে না, স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ; মনে মনেও তাহাদের চিন্তা করে না, এবং যে সাধক ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, পরিমিতাহরী, হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাগশীল ও যোগযুক্ত— তাঁহারাই সিদ্ধিলাভ করেন। কদাচিৎ যদি তাঁহার চিত্তের স্খলন হয়, তাহা হইলে

স হি পাতকদারূণাং দহনং পরিকীর্ত্তিতঃ।
এককালং ত্রিসন্ধ্যং বা চতুঃকালং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৯ ॥
সমস্তপাপরাশীনাং মনোবাক্কায়কর্ম্মণাম্।
প্রাণসংযমমাত্রং হি প্রায়শ্চিত্তং সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭০ ॥
পুণ্যতীর্থে চ পুলিনে সরিতাং দেবসদ্মনি।
নদ্যান্তটেঽথ বিজনে বিপিনে তুলসীবনে ॥ ৭১ ॥
গোষ্ঠে তথৈবোপবনে তথাহি গিরিকাননে।
বিশেষতো দ্বারবত্যাং তথা গোবর্দ্ধনে গিরৌ ॥ ৭২
যদ্বা কলিন্দকন্যায়াঃ কাননে পুলিনে তথা।
বৃন্দাবনে গোকুলে বা মথুরায়ামথাপি বা ॥ ৭৩ ॥
মথ্নাতি পাপরাশিং যদ্দাতি তৎপরমং পদম্।
উত্তমে হি নরে যত্র তেন সা মথুরা স্মৃতা ॥ ৭৪ ॥

বিশেষ বিধানে প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামই পাতকরূপ দারুর অগ্নি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এককাল, ত্রিসন্ধ্যা অথবা চতুঃকাল প্রাণায়াম সমাধান করিতে হইবে। প্রাণায়াম সমাধানমাত্রই মনঃ, বাক্, কায় ও কর্ম্মজনিত সকল পাতকের নিশ্চয়ই প্রায়চিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৬২-৭০ ॥

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, নদীসকলের তীরদেশে, দেবালয়ে, বিজনে, অরণ্যে, তুলসীবনে, গোষ্ঠে, উপবনে, গিরিকাননে, বিশেষতঃ দ্বারবতীতে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে, যমুনার কাননে ও পুলিনে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে; পাপরাশি মথিত করিয়া হরির পরমপদ প্রদান করে এবং উত্তম পুরুষ সকল অধিষ্ঠিত আছে, এই কারণে

বদরীখণ্ডবিপিনে গঙ্গাদ্বারেঽথবা পুনঃ।
ব্যঙ্কটেঽদ্রৌ শ্রীরঙ্গে বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ৭৫ ॥
উত্তমঃ পুরুষো যত্র তৎ ক্ষেত্রং পুরুষোত্তমম্।
এষু স্থানেষু বিপ্রর্ষে নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৭৬ ॥
অতএব সাধকেন্দ্রো নিবসেৎ তদপেক্ষয়া।
হরিসন্দর্শনং যাবৎ নিবসেৎ সুখনিঃস্পৃহঃ॥ ৭৭ ॥
স্থানান্যেতানি শুদ্ধানি কৃত্যং কিঞ্চিন্নিগদ্যতে।
বিশেষতঃ পশুজনৈর্নাস্তিকৈর্ন সমাগমঃ॥ ৭৮ ॥
নিন্দিতৈর্নো সহাসীত তদালাপং চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রীসঙ্গিনং বর্জ্জয়েচ্চ তৎকথাকথনং তথা॥ ৭৯ ॥
জন্মাসাদ্য মনুষ্যেষু শুদ্ধে চ পিতৃমাতরী।
বর্ত্তমানে চ সুকৃতে তথৈবেন্দ্রিয়পাটবে॥ ৮০ ॥

যাহার নাম মথুরা হইয়াছে, সেই স্থানে, বদরীখণ্ডবিপিনে, গঙ্গাদ্বারে, ব্যঙ্কটপর্ব্বতে, শ্রীরঙ্গে এবং উত্তম পুরুষ অবস্থিতি করেন বলিয়া যাহার নাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইয়াছে, সেই স্থলে, ভগবান্ হরি নিত্য বিরাজ করিতেছেন। এই কারণে সাধক-শ্রেষ্ঠ পুরুষ তদপেক্ষায় সেই সেই স্থলে অবস্থিতি করিবেন। যাবৎ হরিসন্দর্শন না হয়, তাবৎ সুখবাসনাপরিহারপুরঃসর তথায় বাস করিতে হইবে। এই সকল স্থান পরম পবিত্র।

এক্ষণে যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা কিঞ্চিৎ বলিতেছি। বিশেষতঃ পশুজন ও নাস্তিক, ইহাদের সহিত সমাগম করিবে না। যাহারা লোকসমাজে ঘৃণিত তাহাদের সহিত এক-আসন ও আলাপ পরিবর্জ্জন করিবে। স্ত্রীসঙ্গীর সহবাসে পরাঙ্মুখ ও তাহাদের কথাকথনে নিবৃত্ত হইবে। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি গোপালে রতির্জ্জায়েত ভাগ্যতঃ।
ত্রিবর্গফলদে কিংবা বহুনাত্মফলপ্রদে ॥ ৮১ ॥
যো নার্চ্চয়তি কল্পঃ সন্ তস্মাৎ পাপতরো হি কঃ।
অসারে ঘোরসংসারে সারং কৃষ্ণপদার্চ্চনম্ ॥ ৮২ ॥
তৎপদং নার্চ্চিতং যেন পাপিনা পাপকর্ম্মণা।
শরীরভারবহনং জন্মাস্যাপি নিরর্থকম্ ॥ ৮৩ ॥
গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্ ।
অস্তুতস্য পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বো ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥ ৮৪ ॥
প্রত্যহং ক্ষালয়েচ্ছয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ।
নাধিরোহেত পর্য্যঙ্কং রক্তবাসো ন ধারয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বথা নির্দ্দোষ পিতামাতা, সুকৃতি, ইন্দ্রিয়পটুতা এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-রূপী গোপালে অনুরাগ ভাগ্যবশেই সংঘটিত হয়। গোপাল ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামফল প্রদান করেন। অধিক বলিয়া প্রয়োজন কি? তিনি আত্মফলদাতা। অতএব যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও তাঁহার অর্চ্চনা করে না, তাহার অপেক্ষা অধিক পাপী আর কে আছে? এই সংসার সর্ব্বথা অতিশয় ভয়ঙ্কর! ইহাতে বিন্দুমাত্র সার নাই। একমাত্র কৃষ্ণপদসেবাই ইহার সারস্বরূপ। যে পাপী ও পাপকর্ম্মা তদীয় পদারবিন্দ অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ, তাহার শরীর ভারমাত্র। তাহার বহনে আবার ফল কি? তাহার জীবনও সর্ব্বথা অর্থশূন্য। যে ব্যক্তি গোপালের পূজা ও অন্য দেবতার নিন্দা করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সকল ধর্ম্মই বিনষ্ট হয় ॥ ৭১-৮৪ ॥

প্রত্যহ শয্যাক্ষালন ও একাকী নির্ভয়ে শয়ন করিবে। পর্য্যঙ্কে

ন রক্তচন্দনং গাত্রে গৃহ্নীয়াদ্রক্তপুষ্পকম্।
বিল্বপত্রৈস্তৎপ্রসূনৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবকীসুতম্॥ ৮৬॥
নৈব দ্বিরশনং কুর্য্যাৎ পর্ব্ববর্জ্জমৃতৌ তথা।
তথা নিষেবয়েদ্ধর্ম্মপত্নীং ধর্ম্মরিরক্ষয়া॥ ৮৭॥
ততঃ পরদিনে কৃত্যং কুর্য্যাৎ স্নানোত্তরং সুধীঃ।
শরীরোদ্বর্ত্তনং কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাদিবারিণা॥ ৮৮॥
নিয়তে যাগকালে তু ন কুর্যাদন্যবেক্ষণম্।
নৈবাশ্লীলং বচো ব্রূয়াদালাপং চ নিরর্থকম্॥ ৮৯॥
ন বৃথা গময়েৎ কালং কেবলং ধ্যানতৎপরঃ।
কেবলং শ্রীপদাম্ভোজন্যস্তচেতা ভবেৎ সুধীঃ॥ ৯০॥
যদ্যৎ কর্ম্মণি বৈগুণ্যং নিত্যে নৈমিত্তিকেঽপি বা।
সহস্রং প্রজপেন্মূলমন্ত্রং বাযুতমেব বা॥ ৯১॥

আরোহণ ও রক্তবসন পরিধান এবং গাত্রে রক্তচন্দন অনুলেপন ও রক্তপুষ্প ধারণ করিবে না। বিল্বপত্র অথবা তদীয় কুসুম দ্বারা দেবকীতনয়ের অর্চ্চনা ও দুইবার ভোজন করিবে না। পর্ব্বদিন পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ঋতুকালে ধর্ম্মরক্ষাবাসনায় ধর্ম্মপত্নীর সেবা করিবে। অনন্তর পরদিনে স্নানানন্তর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। শরীর উদ্বর্ত্তিত করিয়া নদ্যাদিতে স্নান করিবে। নিয়মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক যাগকরণে নিযুক্ত হইয়া অন্য বস্তুর দর্শন ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ এবং বৃথা আলাপ করিবে না। বৃথা সময় অতিবাহিত করিবে না। কেবল ধ্যানপরায়ণ হইয়া একমাত্র শ্রীপদচিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট করিবে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোনরূপ বৈগুণ্য উপস্থিত হইলে মূলমন্ত্র সহস্র বা অযুত জপ করিবে॥ ৮৫-৯১॥

নিত্যে সহস্রং প্রজপেন্নৈমিত্তিকে তথাযুতম্।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং শোধনং মন্ত্রজাপতঃ ॥ ৯২ ॥
সুবর্ণং বহ্নিনাধ্মাতং যথা ভবতি নির্ম্মলম্।
তথা সর্ব্বগতং পাপং প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা দহেৎ ॥ ৯৩ ॥
তথৈব তুলসীপত্রৈর্ম্মালতীকুসুমৈরপি।
চম্পকৈঃ কেশরৈশ্চাপি অশোকৈঃ কিংশুকৈরপি ॥ ৯৪ ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্দর্শনীয়ৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
আরামজৈর্ব্বিপিনজৈর্নিষিদ্ধপরিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৯৫ ॥
ইত্যেবং কথিতং পুষ্পবিধানং হরিপূজনে।
পশূনাং হিংসনং নৈব কুর্য্যাৎ কস্যাপি পীড়নম্ ॥ ৯৬ ॥
কটুবাক্যং বর্জ্জয়েচ্চ ব্রূয়ান্মধুরভাষণম্।
সংস্কৃতেনৈব কথয়েন্নান্যাং ভাষাং বদেৎ সুধীঃ ॥ ৯৭ ॥

তন্মধ্যে নিত্যকার্য্যে সহস্র এবং নৈমিত্তিকে অযুত জপ করিতে হইবে। মন্ত্র জপ করিলেই সকল পাপের বিশুদ্ধি হয়। সুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে যেমন নির্ম্মল হয়, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তরূপ অগ্নি দ্বারা সর্ব্বগত পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৯২-৯৩ ॥

তুলসীপত্র, মালতীকুসুম, চাঁপা, অশোক, কিংশুক ও অন্যান্য সুগন্ধসম্পন্ন বিবিধ পুষ্পে এবং নিষিদ্ধ পুষ্প সকল ত্যাগ করিয়া উদ্যান ও অরণ্যজাত কুসুমসমূহে হরির অর্চ্চনা করিবে। হরির পূজায় এই কুসুমবিধান কীর্ত্তন করিলাম।

পশুসকলের হিংসা করিবে না, কাহারও উৎপীড়ন করিবে না, কটুবাক্য প্রয়োগ করিবে না, সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিবে, সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবে, অন্য ভাষা পরিত্যাগ

আত্মদেবতয়োরৈক্যং গুরুদেবতয়োরপি।
ঐক্যং সংভাবয়েদ্বুদ্ধ্যা ন গুরোঃ শাসনং ত্যজেৎ ॥ ৯৮ ॥
একগ্রামে গুরুং নিত্যং গত্বা বন্দেত ভক্তিতঃ।
যোজনানন্তরে ভক্ত্যা মাসং মাসং চ বন্দয়েৎ ॥ ৯৯ ॥
অতঃপরং তস্যাং দিশি নমস্কুর্য্যাচ্চ ভক্তিতঃ।
অথবা মানসীং পূজাং প্রকুর্য্যান্নিজমূর্দ্ধনি ॥ ১০০ ॥
পিতৃবংশে মাতৃবংশে শুদ্ধঃ সত্যপরায়ণঃ।
ন জারজো ন কানীনো ন রাক্ষসবিবাহজঃ ॥ ১০১ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ।
নিরপেক্ষো হরিং জপ্ত্বা হরির্ভবতি নাপরঃ ॥ ১০২ ॥

করিবে। আত্মা ও দেবতা এই উভয়ের অভেদ এবং গুরু ও দেবতা এই উভয়ের অভেদ—বিবেচনাসহকারে ভাবনা করিবে, গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরু একগ্রামবাসী হইলে নিত্য গমন করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার বন্দনা করিবে। গুরুদেব যোজনানন্তরে অবস্থিতি করিলে প্রতি মাসে একবার বন্দনা করিবে। যোজনের দূরে অবস্থিত হইলে তদভিমুখী হইয়া নমস্কার করিবে। অথবা নিজ মস্তকে তদীয় মানসপূজা করিবে ॥ ৯৪-১০০ ॥

যাহার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ উভয়ই বিশুদ্ধ, সত্যে যাহার ঐকান্তিক আনুরক্তি এবং জারজ বা কন্যাকালীন জাত অথবা রাক্ষসবিবাহ হইতে উৎপন্ন নহে, এরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সংসারনিরপেক্ষ হইয়া হরিনাম জপ করিলে সাক্ষাৎ হরিসাদৃশ্য লাভ করে, সে ব্যক্তি হরি ভিন্ন অপর নহে। যে

গৃহস্থস্য চ নামানি তৎকথাশ্রবণোৎসুকঃ।
নমস্তংস্তৎপদাম্ভোজং ভক্তোঽয়ং প্রেমলক্ষণঃ ॥ ১০৩ ॥
পক্ষদ্বয়েঽপি মতিমান্ন লঙ্ঘেদ্ধরিবাসরম্।
অপি চাণ্ডালগেহান্নং মাতৄণাং গমনং বরম্।
ন লঙ্ঘেন্মতিমান্ ক্বাপি সংপ্রাপ্তং হরিবাসরম্ ॥ ১০৪ ॥
বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৫ ॥
শুক্লোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চ্চয়েৎ।
নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং চ ভুঞ্জীত স্বয়ম্ ॥ ১০৬ ॥
অথবা সাত্বতে দদ্যাদ্যদি লভ্যেত ভক্তিতঃ।
নিবেদয়েদুত্তমান্নং ন কদন্নং কদাচন ॥ ১০৭ ॥

ব্যক্তি তাঁহার নাম গ্রহণ করে, তাঁহার কথাশ্রবণে উৎসুক হয় এবং তদীয় পাদপদ্মে নমস্কার করে, সেই প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্ত ॥ ১০১-১০৩ ॥

মতিমান্ ব্যক্তি পক্ষদ্বয়ে হরিবাসর লঙ্ঘন করিবে না। বরং চাণ্ডালান্ন গ্রহণ করিবে, অথবা মাতৃগমন করিবে, তথাপি কথনও হরিবাসর লঙ্ঘন করিবে না। বৈষ্ণব যদি ভুলক্রমেও একাদশীতে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল ও ঘোর নরকলাভ হইয়া থাকে। শুক্ল উপচারসম্ভার সহকারে নিত্য হরির অর্চ্চনা করিবে। যথানিয়মে কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া পরে সেই অন্ন স্বয়ং ভোজন করিবে। অথবা বিষ্ণুভক্ত পুরুষ যদি পাওয়া যায়, ভক্তিসহকারে তাঁহাকে উহা প্রদান করিবে। উৎকৃষ্ট

উত্তমং বিধিনা প্রোক্তং কদন্নং মুনিদূষিতম্ ।
শিলোঞ্ছবিধিনা প্রাপ্তমথবা যদযাচিতম্ ॥ ১০৮ ॥
স্ববিত্তোপচিতং বাপি কৃষ্ণায় পরিকল্পয়েৎ ।
শূদ্রাল্লব্ধং ছলাল্লব্ধমথবা দূষিকাচিতম্ ॥ ১০৯ ॥
ইত্যাদ্যন্নং কদন্নং তু দানান্নরকমাবহেৎ ।
রাত্রৌ হবিষ্যং ভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণফলার্থিভিঃ ॥ ১১০ ॥
হরিভক্তস্য যুক্তস্য বিরুদ্ধং দিবসাশনম্ ।
কার্ত্তিকে মাসি বিধিবদর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণমন্বহম্ ॥ ১১২ ॥
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈর্হরিকীর্ত্তনম্ ।
ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোত্থায় নির্ব্বর্ত্ত্য সকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১১৩ ॥

অন্ন নিবেদন করিতে হইবে ; কদাচ কদন্ন দিবে না। বিধানানুযায়ী অন্নের নাম উৎকৃষ্ট অন্ন। আর দূষিত অন্নকে মুনিগণ কদন্ন বলেন। শিলোঞ্ছবিধি দ্বারা প্রাপ্ত অথবা অযাচিত, অথবা স্বকীয় বিত্তে উপার্জ্জিত, এইরূপ অন্নই শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে নিবেদন করিবে। শূদ্র হইতে লব্ধ, ছল দ্বারা প্রাপ্ত, অথবা দূষিকা কর্ত্তৃক সঞ্চিত ইত্যাদি অন্ন কদন্ন নামে অভিহিত ; এই সকলের দান করিলে নরক সংঘটিত হয়। চান্দ্রায়ণফলপ্রার্থী হইলে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। হরিভক্ত ও রোগমুক্ত ব্যক্তির দিবা-ভোজন নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবগণ যথাবিধানে প্রতিদিন কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবে, রাত্রিতে জাগরণ করিবে, হরিনাম সংকীর্ত্তন

যজেৎ সুশোভনে স্থানে পশুদৃষ্টিবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বোপচারৈরারাধ্য প্রদীপান্ ঘৃতপূরিতান্ ॥ ১১৪ ॥
অষ্টোত্তরশতং দত্ত্বাদথবা শক্তিতো মুনে।
সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং হোমং দশাংশতো হুনেৎ ॥ ১১৫ ॥
এবং নিত্যক্রমং কুর্য্যাদ্দিবা মৌনং সমাচরেৎ।
ইত্থং বিধিবদারাধ্য যাবন্মাসং প্রপূজয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
সত্যলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্।
ইহ লোকে বরান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা মনোরথাতিগান্ ॥ ১১৭ ॥
দেহান্তে সাধকশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং নিশ্চিতং ব্রজেৎ।
অস্মিন্মাসি চামলায়াং দ্বাদশ্যাং হরিতোষণম্ ॥ ১১৮ ॥
সর্ব্বোপচারৈঃ কুর্ব্বীত বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতম্।
অনেনার্চ্চনমাত্রেণ ভববন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১১৯ ॥

করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সকল কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক পশুগণের দৃষ্টিবিবর্জ্জিত শোভন স্থানে হরির অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইবে। হে মুনে! সর্ব্ববিধ উপচার দ্বারা আরাধনা করিয়া অষ্টোত্তরশত অথবা যথাশক্তি ঘৃতপূরিত প্রদীপ প্রদান করিবে; সহস্রমন্ত্র জপ করিবে, তাহার দশাংশ হোম করিবে, এইরূপ নিত্য ক্রম করিবে, দিবা-ভাগে মৌনব্রত অবলম্বন করিবে। এইরূপে বিধি অনুসারে আরাধনা করিয়া একমাস পূজা করিবে। তাহা হইলে সত্যলোক লাভ হয় ও পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। অধিক কি বলিব, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে আশাতীত উৎকৃষ্ট ভোগ সম্ভোগ করিয়া দেহান্তে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিত হইয়া সকল প্রকার উপচার দ্বারা হরির সন্তুষ্টিবিধান করিবে।

এতদর্চ্চনমাত্রং হি হরিতোষণকারণম্।
মার্গশীর্ষে তথা প্রাতঃ স্নাত্বা চৈব নরোত্তমঃ॥ ১২০॥
ক্রমপূজাং সমাসাদ্য জপহোমৌ তথা চরেৎ।
পায়সং গুড়মিশ্রং চ প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ॥ ১২১॥
এবং মাসার্চ্চনং কৃত্বা ভবেদ্ভাগ্যালয়ঃ পুমান্।
দেহান্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাচ্ছার্ঙ্গধন্বনঃ॥ ১২২॥
অথ ভাদ্রেঽসিতাষ্টম্যাং প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং দেবক্যাং কৃপয়া প্রভুঃ॥ ১২৩॥
রোহিণ্যর্ক্ষে শুভতিথৌ দৈত্যানাং নাশহেতবে।
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত যত্নতস্তদ্দিনে শুভে॥ ১২৪॥
রাজভির্ব্রাহ্মণৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চৈব স্বশক্তিতঃ।
উপবাসং প্রকুর্ব্বীত ন ভোক্তব্যং কদাচন॥ ১২৫॥

এইরূপ অর্চ্চনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভববন্ধনমোচন হইয়া থাকে। অধিক কি, এইরূপ অর্চ্চনমাত্রই হরিতোষণের কারণ।

অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্যক্রিয়াদি সমাধান পূর্ব্বক জপ ও হোমবিধান এবং প্রত্যহ গুড়মিশ্রিত পায়স নিবেদন করিবে। এইরূপে একমাস অর্চ্চনা করিলে সাধক সৌভাগ্যশালী হয় এবং ভগবানের অনুগ্রহে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে॥ ১০৪-১২২॥

অনন্তর, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে স্বয়ং হরি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রোহিণীনক্ষত্রে শুভ তিথিতে দৈত্যগণের বিনাশের নিমিত্ত তাঁহার ঐরূপ আবির্ভাব সমাহিত হয়। অতএব যত্নসহকারে সেই পবিত্র

কৃষ্ণজন্মদিনে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে স তু নরাধমঃ।
নিবসেন্নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ১২৬ ॥
অষ্টমী রোহিণীযুক্তা চার্দ্ধরাত্রে যদা ভবেৎ।
উপোষ্য তাং তিথিং বিদ্বান্ কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১২৭ ।
সোমেঽহ্নি বুধবারে বা অষ্টমী রোহিণীযুতা।
জয়ন্তী সা সমাখ্যাতা তাং লভেৎ পুণ্যসঞ্চয়ে ॥ ১২৮ ॥
তস্যামুপোষ্য যৎ পাপং লোককোটিভবোদ্ভবম্।
বিমুচ্য নিবসেদ্বিপ্র বৈকুণ্ঠে বিরজে পুরে ॥ ১২৯ ॥
অষ্টমী নবমীবিদ্ধা উমামাহেশ্বরী তিথিঃ।
সৈবোপাষ্যা সদা পুণ্যাকাঙ্ক্ষিভী রোহিণীং বিনা ॥ ১৩০ ॥

দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সমভিব্যাহারে স্বকীয় শক্তি অনুসারে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইবে; উপবাস করিয়া থাকিবে, কখন ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে ভোজন করে, সে নরাধম এবং সে যাবৎপ্রলয় ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। অষ্টমী যখন অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রে মিলিত হইবে, সেই তিথিতে উপবাস করিলে কোটিযজ্ঞ-সম ফললাভ হইয়া থাকে। সোমবারে বা বুধবারে অষ্টমী রোহিণীযুক্ত হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলে। বহু পুণ্যফলে ঐ জয়ন্তী লাভ হয়। তাহাতে উপবাস করিলে জন্মকোটিসমুদ্ভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বথা কলুষলেশপরিশূন্য বৈকুণ্ঠপুরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। অষ্টমী নবমীবিদ্ধা হইলে উমামাহেশ্বরী তিথি নামে বিখ্যাতা হয়। রোহিণী না থাকিলেও, পুণ্যার্থী পুরুষগণ

পরবিদ্ধা সদা কার্য্যা পূর্ব্ববিদ্ধাং তু বর্জ্জয়েৎ।
অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হন্যাৎ পুণ্যং পুরাকৃতম্॥ ১৩১॥
ব্রহ্মাহত্যাফলং দদ্যাদ্ধরিবৈমুখ্যকারণাৎ।
কেবলমৃক্ষযোগেন উপবাসস্তিথিং বিনা॥ ১৩২॥
ন শস্তং শুভকার্য্যং তু মুনিভিঃ পরিনিশ্চিতম্।
পরেঽহ্নি পারণং কুর্য্যাত্তিথ্যন্তে বাথ ঋক্ষতঃ॥ ১৩৩॥
যদৃক্ষং বা তিথির্ব্বাপি রাত্রিং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা।
দিবসে পারণং কুর্য্যাদন্যথা পতনং ভবেৎ॥ ১৩৪॥
গবাং গ্রাসং প্রদদ্যাচ্চ গবাং কণ্ডূতিমাচরেৎ।
বিপ্রায় বেদবিদুষে গাং চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্॥ ১৩৫॥
সবৎসাং যুবতীং রম্যাং সগুণাং সমলঙ্কৃতাম্।
রুক্মশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য যত্নতঃ॥ ১৩৬॥

সর্ব্বদা সেই তিথিতে উপবাস করিবেন। পরবিদ্ধার পালন ও পূর্ব্ববিদ্ধার পরিহরণ করিবে। অষ্টমী সপ্তমীবিদ্ধা হইলে পূর্ব্বকৃত সুকৃত নিরাকৃত হয় এবং হরিবৈমুখ্যকারণপ্রযুক্ত ব্রহ্মহত্যার ফল প্রদান করিয়া থাকে। তিথি না থাকিলেও কেবল নক্ষত্রযোগে উপবাস করিবে। কিন্তু কোনরূপ পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রশস্ত নহে; মুনিগণ ইহা বিশেষরূপে মীমাংসিত করিয়াছেন। পরদিন তিথির অবসানে নক্ষত্রযোগে পারণ করিবে। নক্ষত্র বা তিথি রাত্রি ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিলে দিবসে পারণ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে পতন হয়। গোদিগকে গ্রাস প্রদান ও তাহাদের কণ্ডূয়ন বিধান করিবে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ঐ গাভী যেন

দদাতি বিপ্রবর্য্যায় কৃষ্ণপ্রীত্যর্থমুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা বিপ্রবর্য্যেভ্যো দদ্যাদ্গাশ্চ সদক্ষিণাঃ ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদর্চ্চয়েত্তৎসমাবৃতিঃ।
স্বর্ণপ্রতিকৃতিং কৃত্বা তস্যাং কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥
বসুদেবং দেবকীং চ পূর্ব্ববৎ কারয়েত্তথা।
সুবর্ণনিয়মশ্চাত্র শ্রূয়তাং মুনিসত্তম ॥ ১৩৯ ॥
পলৈশ্চতুর্ভির্গোপালং তদর্দ্ধেন চ দেবকীম্।
বসুদেবং তথা কুর্য্যাদথবা বিভাবাবধি ॥ ১৪০ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃত্বাবশ্যং প্রসন্নধীঃ।
স্নাত্বা পূর্ব্ববদারাধ্য আহূয় বেদপারগম্ ॥ ১৪১ ॥

সবৎসা, যুবতী, রমণীয়া, গুণশালিনী ও সম্যক্‌রূপ অলঙ্কৃতা হয়। ঐরূপ শৃঙ্গ স্বর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত এবং যত্নসহকারে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া 'কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত বিপ্রগণকে দান করা যাইতেছে,' এইরূপ বলিয়া দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করিতে হইবে ॥ ১২৩-১৩৭ ॥

রাত্রিতে জাগরণ ও তৎসমাবৃতি হইয়া পূজা করিবে। স্বর্ণের প্রতিকৃতি করিয়া তাহাতে কৃষ্ণের পূজা করিবে। বাসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্চ্চনা করিবে। হে মুনিসত্তম! যে নিয়মে সুবর্ণের প্রতিমা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। চতুঃপল স্বর্ণ দ্বারা গোপালের, তাহার অর্দ্ধ দ্বারা দেবকী ও বসুদেবের অথবা নিজবিভবানুরূপ প্রতিমা প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রাত্যহিক ক্রিয়াসকল করিয়া

কুটুম্বিনং দরিদ্রং চ বিপ্রং বহুগুণান্বিতম্।
দত্ত্বা তস্মৈ সুশীলায় দক্ষিণামুক্তলক্ষণাম্ ॥ ১৪২ ॥
প্রীয়তাং কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্বা সংপূজ্য কৃষ্ণমানসঃ।
ঘৃতখণ্ডাদিভোজ্যানি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
মহান্তমুৎসবং কৃত্বা প্রীতয়ে শার্ঙ্গধন্বনঃ।
পারণং চ প্রকুর্বীত বন্ধুভিঃ সহ কৃষ্ণবিৎ ॥ ১৪৪ ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা শক্ত্যা চ হরিতোষণম্।
ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ সাক্ষাদ্ভূমিপুরন্দরঃ ॥ ১৪৫ ॥
এবমারাধনাদেব ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা।
দেহান্তে বিহরেল্লোকে বৈকুণ্ঠে হরিবচ্চরেৎ ॥ ১৪৬ ॥

স্নান ও পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনানন্তর বেদজ্ঞ কুটুম্বী, দরিদ্র ও বহুগুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হউন, এইরূপ বলিয়া ও কৃষ্ণগতচিত্তে তাঁহার পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতখণ্ডাদি ভোজ্য দ্রব্য নিবেদন এবং ভগবানের প্রীতিকামনায় মহোৎসব সাধন পূর্ব্বক বন্ধুগণের সহিত পারণ সমাধান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তি এবং শক্তিসহকারে এইরূপে হরির তোষণ করে, সে সাক্ষাৎ ভূলোকের ইন্দ্র হইয়া ঐহিক উৎকৃষ্ট ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে আরাধনা করিলে প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয় এবং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ হরির ন্যায় বিহার করে।

ইতি তে কথিতঃ কিঞ্চিদারাধনবিধির্হরেঃ।
কেবলং তব যত্নেন কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৪৭।

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কেবল তোমার আগ্রহহেতু হরির আরাধনাবিধি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম। আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বল ॥ ১৩৮-১৪৭ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—:•:—

গৌতম উবাচ ।

দেবর্ষে যোগযুক্তাত্মন্ যোগানুভবদর্শক ।
সাংখ্যযোগবিশেষজ্ঞ কর্ম্মযোগনিষেবক ॥ ১ ॥
বিনা যোগং ন সিধ্যেত কুণ্ডলীচক্রমঃ প্রভো ।
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রাতি হে প্রভো ॥ ২ ॥
তাবৎ কিঞ্চিৎ ন সিধ্যেত মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিকম্ ।
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩ ॥
তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনানি চ ।
বৎসরাদ্বিহরেল্লোকে অষ্টৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
যোগযোগাদ্ভবেন্মুক্তির্ম্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা ।
সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ ॥ ৫ ॥

গৌতম বলিলেন, হে দেবর্ষে! আপনি যোগযুক্তাত্মা ও যোগানুভবদর্শী। সাংখ্যযোগে আপনার বিশেষজ্ঞতা আছে এবং আপনি কর্ম্মযোগেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। প্রভো! যোগ ব্যতিরেকে কুণ্ডলীচক্র সিদ্ধ হয় না। মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবৎ নিদ্রিত থাকেন, তাবৎ মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেই দেবী পুণ্যপুঞ্জবলে জাগরিতা হইলেই মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন লোকে বৎসরমধ্যেই অণিমাদি অষ্ট-বিধ বিভূতিসমন্বিত হইয়া বিচরণ করে। যোগবলেই মুক্তি ও

তস্মাৎ কাষ্ণং পরং যোগং কথয়স্ব মুনীশ্বর।
মুক্তাত্মা যেন বিহরেৎ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণমাবহেৎ ॥ ৬ ॥

নারদ উবাচ।

কথয়ামি তব স্নেহাদ্যোগযোগ্যোঽসি গৌতম।
সংসারোদ্ধারমুক্তিশ্চ যাগশব্দেন কথ্যতে ॥ ৭ ॥
যোগো হি নন্দতনয়ো নিশ্চিতং বিদ্ধি গৌতম।
ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ॥ ৮ ।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।
তৎপ্রত্যূহাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিঘ্নকরা মুনে ॥ ৯ ॥
কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকাঃ।
যোগাঙ্গৈরেভির্জ্জিত্বৈতান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১০ ॥

অখণ্ডিত সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হইলেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রার্থমীমাংসা। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃষ্ণবিষয়ক পরম যোগ কীর্ত্তন করুন। যাহার প্রভাবে মুক্তাত্মা হইয়া স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও রসাতলে বিহার করা যায় এবং জীবন্মুক্ত হইয়া দেহান্তে চরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১-৬ ॥

নারদ বলিলেন, হে গৌতম! তুমি যোগানুষ্ঠানাদির যোগ্যপাত্র। সেই জন্য তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ উক্ত বিষয় কীর্ত্তন করিব। যোগশব্দে সংসার হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক মুক্তি। হে গৌতম! নিশ্চয় জানিও, নন্দতনয়ই সাক্ষাৎ যোগ। তদ্ব্যতীত স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা রসাতলে আর কিছুই যোগ নাই। যোগবিশারদগণ জীব ও আত্মা এই উভয়ের একতাকে যোগ বলেন। হে মুনে! সেই যোগের বিঘ্নকারী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,

যমং নিয়মমাসনং প্রাণায়ামস্ততঃপরম্।
প্রত্যাহারধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা ॥ ১১ ॥
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্ ॥ ১২ ॥
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ।
তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্ ॥ ১৩ ॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতঃ।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ১৪ ॥
পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্ ॥ ১৫ ॥

মাৎসর্য্য—এই ছয়টী অন্তরায় আছে। যোগাদিসহায়ে ইহাদিগকে জয় করিতে পারিলে যোগীর যোগসিদ্ধি হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটি অঙ্গ যোগিগণের যোগসাধনে সহায়তা করে।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি, পরিমিত আহার এবং শৌচ—এই দশটির নাম যম।

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবার্চ্চনা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম—এই দশটিকে যোগশাস্ত্রবিশারদগণ নিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১-১৪ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন,—এই পাঁচটির নাম আসন ॥ ১৫ ॥

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ॥ ১৬॥
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্।
জান্বোরুর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে॥ ১৭॥
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে।
সীমন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্ফযুগ্মং সুনিশ্চিতম্॥ ১৮॥
বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণী পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ।
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্॥ ১৯॥
ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলীঃ।
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্॥ ২০॥
একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথোত্তরম্।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী বীরাসনমিতীরিতম্॥ ২১॥

এক্ষণে আসনসকলের প্রণালী কথিত হইতেছে,—উভয় পাদতল ঊরুর উপরি সম্যক্ রূপে বিন্যস্ত করিয়া পরে ব্যুৎক্রমানুসারে হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠকে নিবদ্ধ করিবে। ইহারই নাম যোগিগণের হৃদয়গ্রাহী পদ্মাসন। উভয় পাদতলে জানু ও উরু উভয়ের অন্তরে সম্যক্ রূপে স্থাপন করিয়া সরলকায়ে অবস্থিতি করার নাম স্বস্তিকাসন। সীমনীর উভয় পার্শ্বে গুল্ফ-দ্বয়কে সুনিশ্চিতরূপে ন্যস্ত করিয়া পার্ষ্ণি ও পাণি দ্বারা বৃষণের অধোদেশে পরিবদ্ধ করিবে। ইহার নাম যোগিগণের পরম পূজিত ভদ্রাসন। ঊরুযুগলে পাদদ্বয় যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে এবং জানু-দ্বয়ে প্রত্যঙ্মুখে অঙ্গুলীসকল নিবদ্ধ করিয়া করযুগল ধারণ করিবে; ইহার নাম বজ্রাসন। একতর পদ অধঃকৃত করিয়া ঋজুকায়ে অবস্থিতি করার নাম বীরাসন॥ ১৬-২১॥

ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া।
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া ॥ ২২ ॥
সুষুম্নামধ্যগং সম্যগ্ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ।
নাড্যা পিঙ্গলয়া চৈতং রেচয়েদ্যোগবিত্তমঃ ॥ ২৩ ॥
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ।
ভূয়োভূয়ঃ ক্রমাত্তস্ত বাহ্যমেবং সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
মাত্রাবৃদ্ধিক্রমেণৈব সম্যগ্ দ্বাদশষোড়শ।
জপধ্যানাদিভিঃ সার্দ্ধং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৫ ॥
তদপেতং বিগর্ভং চ প্রাণায়ামং পরো বিদুঃ।
ক্রমাদভ্যাসতঃ পুংসাং দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ ॥ ২৬ ॥
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্ত গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমীষ্যতে ॥ ২৭ ॥

ইড়া দ্বারা ষোড়শমাত্রায় বহির্বায়ু আকর্ষণ ও চতুঃষষ্টিমাত্রায় পূরিত বায়ু ধারণ এবং শনৈঃ শনৈঃ সম্যক্ রূপে দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় সুষুম্নার মধ্যগত করিয়া পিঙ্গলানাড়ীযোগে রেচন করিবে। যোগ-শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ ইহাকে প্রাণায়াম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বারম্বার ক্রমানুসারে এইরূপে বাহ্য আচরণ করিবে। তৎকালে মাত্রাবৃদ্ধিক্রমে দ্বাদশ ও ষোড়শবার ঐরূপ করিতে হইবে। জপ ও ধ্যানাদির সহকৃত হইলে সগর্ভ প্রাণা-য়াম এবং জপ ও ধ্যানবিরহিত হইলে বিগর্ভ প্রাণায়াম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলেই দেহে যে স্বেদোদ্গম হইয়া থাকে, তাহার নাম অধম প্রাণায়াম। কম্পসংযুক্ত প্রাণায়ামের নাম মধ্যম প্রাণায়াম। আর,

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্ ।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ॥ ২৮ ।
অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজানুদ্বয়মূলাধারলিঙ্গনাভিষু ।
হৃদ্গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২৯ ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি ।
ধারণা প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ৩০ ॥
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা ।
আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ৩১ ।
সমত্বং ভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম ॥ ৩২ ॥

ভূমিত্যাগসহকৃত হইলে উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন অনুশীলন করিবে, তদনুসারে উত্তম প্রাণায়ামের গুণ দর্শিবে ॥ ২২-২৭ ।

ইন্দ্রিয়সকল অব্যাহত বিষয়ে বিচরণ করিতেছে। সেই বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার ॥২৮॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, মূলাধার, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠ, লম্বিকা, নাসিকা, ভ্রূমধ্য, মস্তক—এই সকলে যথাবিধি প্রাণ-বায়ুর ধারণ করার নাম ধারণা ॥ ২৯-৩০ ॥

মনকে সমাহিত ও চৈতন্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া আত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করার নাম ধ্যান ॥ ৩১ ॥

নিত্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের অভেদভাবনার নাম

ইত্যাদি কথিতং বিপ্র কামাদিষট্‌কনাশনম্।
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥
বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈকরূপতাম্ ॥ ৩৪ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডেন চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী ॥ ৩৬ ॥
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৩৭ ॥
দাড়িমীকেশরপ্রখ্যা বিস্তাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতা।
মেরুমুখে স্থিতা যা তু মূলাদারন্ধ্রবিগ্রহা ॥ ৩৮ ॥

মুনিগণ অষ্টাঙ্গলক্ষণ সমাধি বলিয়াছেন। হে বিপ্র! ইহারা কামাদি রিপুষট্‌ককে বিনাশ করিয়া থাকে।

ইদানীং তোমার নিকট সর্ব্বোত্তম মন্ত্রযোগ কীর্ত্তন করিতেছি। মুনে! পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব শরীর নামে কথিত হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও তেজের সহিত জীবব্রহ্মের একতা এবং শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি নাড়িকা বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে দশটী নাড়ী প্রধান। সেই দশটী হইতে তিনটী ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধানার নাম ইড়া। এই নাড়ী চন্দ্র,সূর্য্য ও অগ্নিরূপিণী, শ্বেতবর্ণা, শক্তিরূপা ও সাক্ষাৎ অমৃতবিগ্রহা এবং মেরুদণ্ডের বামে প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়ার নামপিঙ্গলা। এই পুরুষরূপিণী সূর্য্যবিগ্রহা নাড়ী দক্ষিণে অবস্থিত আছে। দাড়িমীকেশরতুল্যা ঐ নাড়ীকে মুনিগণ

সর্ব্বতেজোময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা।
বিসর্গাদ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯ ॥
মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাদানক্রিয়াত্মিকে।
মধ্যং স্বয়ম্ভূলিঙ্গং তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
তদূর্দ্ধে কামবীজং তু কলাতিবিন্দুনাদকম্।
তদূর্দ্ধেঽগ্নিশিখাকারা কুণ্ডলী শ্যামবিগ্রহা ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণাত্মিকা পরা সা তু কৃষ্ণস্তম্ভেঽন্যতো ন হি।
তদ্বাহ্যে হেমরূপাভং বশষসচতুর্দ্দলম্ ॥ ৪২ ॥
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তচ্চ বিভাবয়েৎ।
তদূর্দ্ধে ত্বনলপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্ ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর যে নাড়ী মূল হইতে মেরুদণ্ডের মুখে অবস্থিত আছে, তাহার নাম সুষুম্না। এই নাড়ী আরক্ত বিগ্রহা, সর্ব্বতেজোময়ী এবং যোগিগণের হৃদয়ঙ্গমা। ইনি বিসর্গ হইতে বিন্দু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩২-৩৯ ॥

ইচ্ছাদান ও ক্রিয়াময় ত্রিকোণনামক মূলাধারে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ঊর্দ্ধে কামবীজ, কলা ও বিন্দুনাদ। তাহার ঊর্দ্ধে অগ্নিশিখাকারা কুণ্ডলী। ইহার বিগ্রহ শ্যামবর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার আত্মা। ইনি কৃষ্ণস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, অন্যত্র নহেন। তাহার বাহিরে স্বর্ণপ্রতিম বশষসচতুর্দ্দল। সেই বিদ্রাবিত হেমসমপ্রভ পদ্মের ভাবনা করিতে হইবে। তাহার ঊর্দ্ধে অনলসদৃশ ও হীরকপ্রতিম ষড়্দল পদ্ম বিরাজিত ॥ ৪০-৪৩ ॥

বাদিলান্তষড়র্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্।
মূলমাধারষট্কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ॥ ৪৪॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ।
তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্॥ ৪৫॥
মেঘাভং বিদ্যুদাভং চ বহুতেজোময়ং ততঃ।
মণেরভিন্নং তৎ পদ্মং মণিপূরং তদুচ্যতে॥ ৪৬॥
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্যেহ স লোকনাৎ॥ ৪৭॥
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্।
তদ্বিষ্ণ্বধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণ্বালোকনকারণম্॥ ৪৮॥
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্।
কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তমর্কপত্রেণ ধিষ্ঠিতম্॥ ৪৯॥

ব হইতে ল পর্য্যন্ত ষড়ক্ষরগ্রথিত অনুত্তম স্বাধিষ্ঠান এবং আধারষট্কের মূল বলিয়া উহাকে মূলাধার বলে। স্বশব্দে পর-লিঙ্গ, সেইজন্য স্বাধিষ্ঠান বলিয়া থাকে। তাহার উর্দ্ধে নাভিদেশে মহাপ্রভ মণিপূর বিরাজিত। উহা মেঘের ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং বহুতেজোময়। মণি হইতে অভিন্ন বলিয়া এই পদ্ম মণিপূর নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পদ্ম ধূম্রবর্ণ দশ দলে অলঙ্কৃত, মহাপ্রভাবিশিষ্ট এবং জীবের অবলোকনবশতঃ বিশুদ্ধভাবাপন্ন। সেই জন্য ইহা বিশুদ্ধ পদ্ম বলিয়া বিখ্যাত। ইহার অন্যতর নাম আকাশ। ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত। স্বয়ং বিষ্ণু ইহাতে অধিষ্ঠান করেন। এই জন্য ইহা বিষ্ণুর দর্শনলাভের উপায়স্বরূপ॥ ৪৪-৪৮॥

ইহার উর্দ্ধে অনাহত পদ্ম। এই পদ্ম উদীয়মান আদিত্যসন্নিভ

তন্মধ্যে বাণলিঙ্গং তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ।
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে ॥ ৫০ ॥
তেনাহতাখ্যং তৎ পদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫১ ॥
তদূর্দ্ধে তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্ ।
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫২ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্ত্তিতম্ ।
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং তু ষট্‌কচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ।
সহস্রারযুতং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ।
আদৌ পূরকযোগেন আধারে যোজয়েন্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত দলে অলঙ্কৃত ও দ্বাদশপত্রে অঙ্কিত। ইহার মধ্যে অযুত সূর্য্যসমপ্রভ বাণলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। উহাতে শব্দানাহত শব্দব্রহ্মময় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। মুনিগণ সেই জন্যই ইহার নাম অনাহত পদ্ম রাখিয়াছেন। উহা পরম আনন্দের নিলয় এবং স্বয়ং পুরুষ উহাতে অবস্থিত আছেন। তাহার উর্দ্ধে ষোড়শদলসমলঙ্কৃত বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম। তাহার উর্দ্ধে আত্মাধিষ্ঠিত আজ্ঞাচক্র। উহাতে আজ্ঞাসংক্রমণ হয় বলিয়া আজ্ঞা নাম হইয়াছে। তাহার উর্দ্ধে কৈলাসাখ্য; তাহার উর্দ্ধে বোধিনী। হে সুব্রত! তোমার নিকট এই ষট্‌চক্র কীর্ত্তন করিলাম। ইহার উর্দ্ধে সহস্রারযুত বিন্দুস্থান। এইরূপে সমুদায় অনুত্তম যোগমার্গ কীর্ত্তন করিলাম।

গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবন্ধয়েৎ।
লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রং চ প্রাপয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ।
তত্রোত্থিতামৃতং যত্তু দ্রুতং লাক্ষারসোপমম্ ॥ ৫৭ ॥
পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম।
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সংতর্প্যামৃতধারয়া ॥ ৫৮ ॥
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ।
পুনস্তেনৈব মার্গেণ নয়েত শাম্ভবীং সুধীঃ ॥ ৫৯ ॥
এবমভ্যস্যমানস্য অহন্যহনি নিশ্চিতম্।
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৬০ ॥
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে শুদ্ধ্যন্তি নান্যথা।
যে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্যবিধায়িনঃ ॥ ৬১ ॥

প্রথমে পূরকযোগে মনকে আধারে সংযোজিত করিবে; গুহ্য ও মেঢ্র এই উভয়ের অন্তরে শক্তি বিরাজ করিতেছেন। তাহাকে আকুঞ্চিত করিয়া প্রবদ্ধ করিবে এবং লিঙ্গভেদক্রমে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইবে। শম্ভুর সহিত সেই পরাশক্তিকে অভেদরূপে চিন্তা করিতে হইবে। তথায় লাক্ষারসসদৃশ যে অমৃত দ্রুতবেগে উত্থিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণাখ্যা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী শক্তিকে উক্ত অমৃত পান করাইয়া তাহার দ্বারা তথায় ষট্‌চক্রদেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সেই পথে মূলাধারে আনয়ন করিবে। পুনরায় সেই পথেই শাম্ভবীতে লইয়া যাইবে ॥ ৪৯-৫৯ ॥

এইরূপে প্রতিদিন অভ্যাস করিলে সাধক নিশ্চয়ই জরামরণ-দুঃখসঙ্কুল ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত দূষিত মন্ত্রসকলও

তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা।
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৬২ ॥
ইদানীং ধারণাখ্যং তু শৃণুষ্বাবহিতো মম।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো নিধায় চ ॥ ৬৩ ॥
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ।
অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি ॥ ৬৪ ॥
তদাবয়বিযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ।
পাদাম্ভোজে মনো দত্ত্বা নখকিঞ্জল্কচিত্রিতে ॥ ৬৫ ॥
জঙ্ঘাযুগ্মে তথা রামকদলীকাণ্ডশোভিতে।
ঊরুদ্বয়ে মত্তহস্তিকরদণ্ডসমপ্রভে ॥ ৬৬ ॥
গঙ্গাবর্ত্তগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধিবিলে ততঃ।
উদরে বক্ষসি তথা হারে শ্রীবৎসকৌস্তুভে ॥ ৬৭ ॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। আরাধ্য দেবতা যে যে গুণে অলঙ্কৃত, সাধকও সেই সেই গুণে ভূষিত হন, সন্দেহ নাই। হে বিপ্র! এই আমি তোমার নিকট বায়ুধারণ কীর্ত্তন করিলাম।

এক্ষণে অবহিত হইয়া ধারণাখ্য শ্রবণ কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিক্কালাদি সকল বিষয়েই অনবচ্ছিন্ন। তাঁহাতে মন নিবিষ্ট করিলে জীবব্রহ্মের ঐক্যযোজনা ঘটিয়া শীঘ্রই তন্ময়ত্ববিধান হয়। অথবা মন সমল হইলে যদি আশু সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যোগী অবয়বিযোগসহায়ে যোগচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থাৎ দেবতার নখরূপ পরাগরঞ্জিত পাদপদ্মে মন সংস্থাপিত করিবেন। সেইরূপ দেবতার রামরম্ভাসদৃশ শোভমান জঙ্ঘাযুগ্মে, মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডাদণ্ডসমপ্রভ ঊরুদ্বয়ে, গঙ্গাবর্ত্তের ন্যায় গভীর ও সিদ্ধিবিল

পূর্ণচন্দ্রাযুতমুখে ললাটে চারুকুন্তলে।
শঙ্খচক্রগদাম্ভোজদোর্দ্দণ্ডপরিমণ্ডিতে ॥ ৬৮ ॥
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশে কিরীটে কুণ্ডলদ্বয়ে।
স্থানং স্থানং জপেন্মন্ত্রী বিশুদ্ধঃ শুদ্ধচেতসা ॥ ৬৯ ॥
মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবম্।
যাবন্মনো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৭০ ॥
তাবদিষ্টমনুং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যসেৎ।
অতঃপরং ন কিঞ্চিত্তৎ কৃত্যমস্তি যতো হরৌ ॥ ৭১ ॥
বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৭২ ॥
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগো হি ব্রহ্মজ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ ॥ ৭৩ ॥

নাভিতে, উদরে, বক্ষঃস্থলে, হারে, শ্রীবৎসে, কৌস্তুভে, পূর্ণচন্দ্রাযুত-সদৃশ মুখমণ্ডলে, সুচারুকুন্তলললিতভালস্থলে, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিশোভিত দোর্দ্দণ্ডমণ্ডলে, সহস্রসূর্য্যসন্নিভ কিরীটে ও কুণ্ডলযুগলে চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া সর্ব্বথা শুদ্ধাচারী হইয়া পবিত্র হৃদয়ে সেই সেই স্থলে জপ করিতে হইবে। কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট হইলে নিশ্চয়ই তন্ময় হওয়া যায়। আত্মার অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট হইলেই ধ্যানযোগসহায়ে জপ ও হোমসাধন পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র অভ্যাস করিবে। অতঃপর আর কোনরূপ কার্য্য করিতে হইবে না। কারণ পরমতত্ত্বরূপী হরিকে বিদিত হইলে সমস্ত নিয়মই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মলয়মারুত প্রাপ্ত হইলে তালবৃন্তের আর প্রয়োজন কি? মন্ত্রের অভ্যাস দ্বারাই যোগ ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করে। যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগ কিছুই করিতে

দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ॥ ৭৪ ॥
এবং মায়াবৃতে হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ।
এবং তে কথিতং ব্রহ্মমন্ত্রযোগং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৭৫ ॥
দুর্লভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং ত্বাদৃশামপি।
অথাপরং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্ ॥ ৭৬ ॥
সমাধিঃ সংবিদুৎপত্তিঃ পরজীবৈকতাং প্রতি।
যদি জীবঃ পরাদ্ভিন্নঃ কার্য্যতামেতি সুব্রত ॥ ৭৭ ॥
অচিন্ত্যত্বং প্রসজ্যেত ঘটবৎপিণ্ডিতো জনঃ।
বিনাশিত্বং ভয়ত্বং চ দ্বিতীয়ত্বাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৭৮ ॥

পারে না। ওতপ্রোতভাবে উভয়েরই অভ্যাসযোগ ব্রহ্মসিদ্ধির কারণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপের সাহায্যে ঘট দৃষ্ট হইয়া থাকে; সেই রূপ মন্ত্রের সাহায্যেই মায়াবৃত আত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ হয়। এই আমি তোমার নিকট পরমবিস্ময়কর মন্ত্রযোগ কীর্ত্তন করিলাম। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ইহা লাভ করিতে পারে না; বিষয়বিতৃষ্ণ ভবাদৃশ পুরুষগণই অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অনন্তর যাহা দ্বারা সংসারবন্ধন মোচন হয়, সেই সমাধি কীর্ত্তন করিব। সমাধিশব্দে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের একতার প্রতি জ্ঞানের বিকাশ। হে সুব্রত! জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেই কার্য্যরূপে পরিণত হয়। ঘটের ন্যায় পিণ্ডিত লোক অচিন্ত্যত্ব, বিনাশিত্ব ও ভয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ সংভিদ্যতে ভ্রান্ত্যা মায়য়া ন স্বরূপতঃ॥ ৭৯ ॥
তস্মাদ্দ্বৈতং নাম নাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংহৃতিঃ।
ঘটাকাশো মঠাকাশো মহাকাশ ইতীরিতঃ॥ ৮০ ॥
তথা ভ্রান্তৈর্দ্বিধা প্রোক্তো হ্যাত্মা জীবেশ্বরাত্মনা।
নাহং দেহো ন চ প্রাণো নেন্দ্রিয়াণি তথৈব চ॥ ৮১ ॥
ন মনোঽহং ন বুদ্ধিশ্চ নৈব চিত্তমহংকৃতিঃ।
নাহং পৃথ্বী ন সলিলং ন চ বহ্নিস্তথানিলঃ॥ ৮২ ॥
ন চাকাশো ন শব্দশ্চ ন চ স্পর্শস্তথা রসঃ।
নাহং গন্ধো ন রূপোঽহং ন মায়াহং ন সংসৃতিঃ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতি প্রসিদ্ধি আছে। আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, কূটস্থ, দোষ-বিবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় একস্বরূপ; মায়াবশে ও ভ্রান্তিবশেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। নতুবা এইরূপ ভিন্নতাপ্রতীতি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ স্বভাব নহে। এই কারণে দ্বৈতের নামমাত্র নাই; প্রপঞ্চ ও সংহৃতিও কিছুই নহে। যেমন দ্বৈতভাবের ভ্রান্তি-বশে মঠাকাশ, ঘটাকাশ ও মহাকাশ এইরূপ উল্লিখিত হয়, সেই-রূপ ভ্রমক্রমেই জীব ও ঈশ্বরভেদে আত্মা দ্বিধা কথিত হইয়া থাকেন। বস্তুতস্তু অদ্বৈতভাবে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, ইন্দ্রিয় নহি। অথবা আমি মন নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি ও অহঙ্কার নহি। অথবা আমি পৃথ্বী নহি ও জল নহি, অনিল নহি ও অনল নহি। অথবা আমি আকাশ নহি, শব্দ নহি, স্পর্শ নহি ও রস নহি। অথবা আমি গন্ধ নহি, রূপ নহি, মায়া নহি ও সংসার

সদা সাক্ষিস্বরূপত্বাৎ কৃষ্ণ এবাস্মি কেবলম্।
ইতি ধ্যানং মুনিশ্রেষ্ঠ সমাধিরিহ চোচ্যতে ॥ ৮৪ ॥
অথবা পঞ্চভূতেভ্যো জাতমণ্ডং মহামুনে।
ভূতমাশ্রিতয়া দগ্ধ্বা বিবেকেনৈব বহ্নিনা ॥ ৮৫ ॥
পুনঃ স্থূলানি ভূতানি সূক্ষ্মভূতাত্মনা তথা।
বিনাশ্যৈবং বিবেকেন ততস্তান্যপি বুদ্ধিমান্ ॥ ৮৬ ॥
মায়ামাত্রং তথা দগ্ধ্বা মায়ার্থং প্রত্যগাত্মনা।
সোঽহং কৃষ্ণো ন সংসারী ন মত্তোঽন্যৎ কদাচন ॥ ৮৭ ॥
ইতি বিদ্যাৎ স্বমাত্মানং স সমাধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অথবা যোগিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণং প্রণবমীক্ষয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
পঞ্চবর্ণাত্মকং বিদ্যাৎ ককারাদিক্রমেণ তু।
অনিরুদ্ধঃ ককারস্তু বিশ্বাখ্যো মূলবিগ্রহঃ ॥ ৮৯ ॥

নহি। সর্ব্বদা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া আমি কেবল শ্রীকৃষ্ণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ধ্যানকেই সমাধি বলিয়া থাকে। অথবা, হে মহামুনে! পঞ্চভূত হইতে অণ্ড প্রসূত হইয়াছে। বিবেকরূপ বহ্নি দ্বারা সেই ভূত দগ্ধ করিয়া পুনরায় সূক্ষ্মভূতাত্মাসহায়ে স্থূলভূতসকল বিনাশ করিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেক দ্বারা সেই সূক্ষ্মভূতকেও মায়ামধ্যে দগ্ধ করিয়া প্রত্যগাত্মা দ্বারা মায়ার্থ বিনাশপূর্ব্বক আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ, আমি সংসারী নহি, আমা হইতে অন্য কিছুই নাই ; এইরূপে স্বকীয় আত্মাকে চিন্তা করিবে, ইহারই নাম সমাধি। অথবা যোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণবরূপে দর্শন ও ককারাদি পঞ্চবর্গ রূপে জ্ঞান করিবেন। তন্মধ্যে বিশ্বনামক

প্রদ্যুম্নাখ্যো লকারেণ অন্তঃকরণবৃত্তিকঃ।
অন্তঃকরণবৃত্ত্যা তু প্রদ্যুম্নস্তৈজসাত্মকঃ ॥ ৯০ ॥
সঙ্কর্ষণো লয়াখ্যস্তু নির্ব্বিকল্পস্বরূপকঃ।
সমাধৌ সুখরূপোঽসৌ তুরীয়ঃ স্বর এব হি ॥ ৯১ ॥
তুরীয়াখ্যো বাসুদেবো বিশ্বাত্মা ব্রহ্ম কেবলম্।
প্রজ্ঞাত্মানং বদন্ত্যেকে একং চিদ্ব্রহ্ম কেবলম্ ॥ ৯২ ॥
জীবমীশ্বরভাবেন বিদ্যাৎ সোঽহমিতি ধ্রুবম্।
এষা তু বুদ্ধির্ব্বিদ্বদ্ভিঃ সমাধিরিতি কীর্ত্তিতা ॥ ৯৩ ॥
যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং পুনঃ।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে ॥ ৯৪ ॥
তস্মান্মত্তঃ পৃথঙ্নাস্তি জগন্মায়া চ সর্ব্বদা।
ইতি বুদ্ধিসমাধানাৎ স সমাধিরিহোচ্যতে ॥ ৯৫ ॥

মূলবিগ্রহ অনিরুদ্ধ ককার নামে অভিহিত। অন্তঃকরণবৃত্তিক প্রদ্যুম্ন লকারস্বরূপ। অন্তঃকরণবৃত্তিসহায়ে এই প্রদ্যুম্ন তৈজসাত্মক। নির্ব্বিকল্পস্বরূপ সঙ্কর্ষণ লয়নামে অভিহিত। সমাধিতে ইনি সুখরূপ এবং তুরীয়স্বরস্বরূপ। তুরীয়াখ্য বাসুদেব ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্বরূপ। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রজ্ঞাত্মা এবং কেবল এক চিদ্-ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। জীবকে ঈশ্বরভাবে—আমি নিশ্চয়ই সেই—বলিয়া জ্ঞান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ বুদ্ধিকেই সমাধি বলিয়াছেন। যেমন ফেন ও তরঙ্গাদি সাগর হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় সেই সাগরেই বিলীন হয়, তদ্বৎ জগৎ আত্মাতে লয় পাইয়া থাকে। এই কারণে আমা হইতে জগৎ ও মায়া কোন কালেই পৃথক্ নহে। এইপ্রকার

যস্যৈব পরমাত্মা চ পৃথগ্‌ভূতঃ প্রকাশিতঃ।
যস্যাতিপরমং ভাবং স্বয়ং সাক্ষাৎ পরামৃতম্ ॥ ৯৬ ॥
যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্রগং সদা।
যোগিনোঽব্যবধানেন তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৯৭ ॥
তদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেব হি পশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৯৮ ॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেব হি পশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৯৯ ॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলম্ ॥ ১০০ ॥
যদা জন্মজরাদুঃখব্যাধীনামেকভেষজম্।
কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা হরিঃ ॥ ১০১ ॥
তস্মাদ্বিজ্ঞানতো মুক্তির্নান্যথা ভবকোটিভিঃ।
কর্ম্মসাধ্যস্তু নিত্যত্বং কেচিদিচ্ছন্তি তান্ত্রিকাঃ ॥ ১০২ ॥

বুদ্ধিসমাধানকেই সমাধি বলে। সর্ব্বগামী চৈতন্য যোগীর হৃদয়ে অব্যবহিতরূপে প্রতিভাত হইলেই স্বয়ং ব্রহ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। সাধক এইরূপ আত্মাতে সর্ব্বভূত ও সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করিলেই স্বয়ং ব্রহ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সমাধিস্থ হইয়া সর্ব্বভূতকে যখন দর্শন না করে, কেবল ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে; যখন জন্ম, জরা, দুঃখ ও ব্যাধির এক-মাত্র ঔষধ কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞান উদ্ভূত হয়, তখনই হরিস্বারূপ্যলাভ হইয়া থাকে। এই কারণে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই মুক্তি সংঘটিত হয়; অন্যথা কোটিজন্মেও তাহা সিদ্ধ হয় না।

জ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানমজ্ঞানমিতরং মুনে।
অহো জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥ ১০৩॥
যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্ককাষ্ঠং বিনির্দ্দহেৎ।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দ্দহতি ক্ষণাৎ॥ ১০৪॥
পদ্মপত্রং যথা তোয়ৈঃ স্বল্পৈরপি ন লিপ্যতে।
তথা শব্দাদিভির্জ্ঞানী বিষয়ৈর্ন বিলিপ্যতে॥ ১০৫॥
মন্ত্রৌষধিবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্।
তদ্বৎ সর্ব্বাণি পাপানি জীর্য্যন্তি জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ॥ ১০৬॥
বহুনোক্তেন কিং সর্ব্বং সংগ্রহেণোপপাদিতম।
শ্রদ্ধয়া গুরুভক্ত্যা তু বিদ্ধি কৈবল্যসংগ্রহম্॥ ১০৭॥
দেহাভিমানে গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥ ১০৮॥

কোন কোন তান্ত্রিক কর্ম্মসাধ্যের নিত্যঃ বাঞ্ছা করেন। মুনে! জ্ঞানশব্দে বেদান্তবিজ্ঞান, তদ্বিপরীতই অজ্ঞান। অহো, জ্ঞানের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে! যেমন প্রবল প্রজ্বলিত বহ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, তেমন জ্ঞানরূপ অগ্নি শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষণ-কাল মধ্যেই দগ্ধ করিয়া থাকে। যেমন পদ্মপত্র স্বল্পমাত্র সলিল দ্বারাও লিপ্ত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষ শব্দাদি বিষয় দ্বারা লিপ্ত হন না। যেমন ভক্ষিত বিষ মন্ত্রৌষধিবলে জীর্ণ হয়, তেমন জ্ঞানীর সমস্ত পাতক ক্ষণমধ্যেই জীর্ণ হইয়া থাকে। অধিক বলিয়া আর কি হইবে, সংক্ষেপে সমুদায় উপপাদিত হইল।

শ্রদ্ধা ও গুরুভক্তি দ্বারাই কৈবল্যসংগ্রহ হইয়া থাকে, জানিবে। দেহাভিমানে বিগলিত ও পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলে যে যে

অহং কৃষ্ণো ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ ১০৯॥
ত্বমেবাহমহং ত্বং চ সচ্চিন্মাত্রবপুর্ভবান্।
আবয়োরন্তরং কৃষ্ণ নশ্যত্বাজ্ঞাবলাত্তব॥ ১১০॥
এবং সমাধিযুক্তো যঃ সমাধানায় কল্পতে।
সদা কৃষ্ণোঽহমিত্যুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া বিহরেদ্‌যতিঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন বাধ্যতে ন চ কর্ম্মণা॥ ১১১
যথাগ্নিনা দ্রুতং স্বর্ণং মালিন্যং দহতি ক্ষণাৎ।
তথা কৃষ্ণার্পিতাত্মাসৌ কর্ম্মভির্ন চ বধ্যতে॥ ১১২॥
আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতি কাচচেষ্টয়া॥ ১১৩॥

স্থলে মন ধাবমান হয়, সেই সেই স্থলেই সমাধি হইয়া থাকে। আমি কৃষ্ণ, তদ্ভিন্ন অন্য নহি; আমি মুক্ত, এইপ্রকার ভাবনা করিবে। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্যমুক্তস্বভাববিশিষ্ট। তুমিই আমি ও আমিই তুমি। তুমি সচ্চিন্মাত্রশরীরবিশিষ্ট। কৃষ্ণ! তোমার আজ্ঞাবলে আমাদের উভয়ের প্রভেদ বিনষ্ট হউক। এই প্রকার সমাধিযুক্ত পুরুষই সমাধানে কল্পিত হইয়া থাকে। যতি পুরুষ, সর্ব্বদা আমি কৃষ্ণ, এই প্রকার বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিবেন এবং তিনি পাপে লিপ্ত ও কর্ম্মে বদ্ধ হইবেন না। যেমন স্বর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মলিনতা পরিত্যাগ করে, তেমন শ্রীকৃষ্ণে আত্মা অর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন স্খলিত হইয়া যায়। আত্মাতে বিরাজমান দেবতাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে তাহার

এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিনিদর্শনম্ ।
বিজ্ঞায় গুরুতো ভক্ত্যা সংসারসাগরং তরেৎ ॥ ১১৪ ॥
যত্র যত্র মৃতশ্চায়ং শ্মশানে শ্বপচালয়ে ।
ব্রহ্মাবদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে নান্যথা মুনে ॥ ১১৫ ॥
ইতি বিজ্ঞানবিধিনা জ্ঞানবিজ্ঞানলোচনঃ ।
আনন্দোন্মেষসন্দর্শী বিহরেৎ কাশ্যপীমিমাম্ ॥ ১১৬ ॥
অপক্কযোগী যদি চেন্ম্রিয়তে জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ।
মন্ত্রেণ তস্য তৎ কুর্য্যাদ্‌যদ্‌যস্য সাংপরায়িকম্ ॥ ১১৭ ॥
প্রতিমাং তস্য যত্নেন কল্পয়েদ্ধাটকেন চ ।
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা কৃষ্ণং সর্ব্বোপচারকৈঃ ॥ ১১৮ ॥
বিধিজ্ঞঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা তন্মন্ত্রেণ চ সাধকঃ ।
গুরুতশ্চৈকতাং নীত্বা কৃষ্ণং চৈকাত্মতাং নয়েৎ ॥ ১১৯ ॥

অন্বেষণ করিলে করস্থ কৌস্তভরত্ন ত্যাগ করিয়া কাচচেষ্টায় ভ্রমণ করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদর্শন কীর্ত্তন করিলাম। গুরুর নিকট ইহা অবগত হইলে সংসারসাগর পার হওয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ হইলে শ্মশানে অথবা চণ্ডালভবনে, যেখানে মৃত্যু হউক, ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করা যায়, ইহার অন্যথা হয় না। এইরূপ বিজ্ঞানবিধি দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ লোচনসম্পন্ন হইয়া আনন্দোন্মেষ সন্দর্শন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০-১১৬ ॥

যোগের অপরিণত অবস্থায় জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া মৃত্যু হইলে মন্ত্র দ্বারা তাহার যথাকর্ত্তব্য সাংপরায়িক বিধান করিবে। সাধক যত্নসহকারে সুবর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তিন রাত্রি বা দশ রাত্রি

জীবন্মুক্তিক্রিয়া হ্যেষা প্রেতত্বাদিবিমোক্ষণে।
ততশ্চ কৃষ্ণভূতোঽসৌ জ্ঞায়তে নান্যথা মুনে॥ ১২০
অন্নং দদ্যাৎ সাধকেভ্যো বহুমানপুরঃসরম্।
শ্রীখণ্ডাজ্যভোজ্যৈশ্চ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ॥ ১২১॥
এতত্তে কথিতং বিপ্র সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্।
অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃষ্ণাত্মৈক্যং সমশ্নুতে॥ ১২২॥
ন প্রকাশ্যমিদং তন্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে।
ইহ লোকে চ দারিদ্র্যং পরত্র পশুতাং নয়েৎ॥ ১২৩
যদ্‌গেহে বিদ্যতে গ্রন্থো লিখিতস্তত্র বেশ্মনি।
কমলাপি স্থিরা ভূত্বা কৃষ্ণেন সহ মোদতে॥ ১২৪॥

বহুবিধ উপচার দ্বারা ভক্তি ও মন্ত্রসহ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। গুরুতে একাত্মতা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে তাহার যোজনা করিতে হইবে। প্রেতত্বাদি বিমুক্তির জন্য এই জীবন্মুক্তি-ক্রিয়া কথিত হইল। হে মুনে! তাহা হইলেই ঐ ব্যক্তি কৃষ্ণভূত হইয়াছে, জানা যায়। সাধকদিগকে বহুমানপুরঃসর অন্নদান, শ্রীখণ্ড ও আজ্যমিশ্রিত ভোজ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তম তন্ত্র কীর্ত্তন করিলাম। ইহার বিজ্ঞানমাত্রই কৃষ্ণের সহিত একতাপ্রাপ্তি হয়। এই তন্ত্র যাহাকে তাহাকে দিবে না ও প্রকাশ করিবে না। তাহা হইলে মন্ত্রসকল পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, পদে পদেই বিপৎ উপস্থিত হইয়া ইহলোকে দারিদ্র্য-ভোগ ও পরলোকে পশুত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে গৃহে এই গ্রন্থ

ইত্যেবং কথিতো গ্রন্থো ময়া তে মুনিসত্তম।
অস্যালোকনতশ্চিত্তে কৃষ্ণাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তে গৌতমীয়তন্ত্রে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

লিখিত থাকে, তথায় লক্ষ্মী স্থির হইয়া কৃষ্ণের সহিত নিত্য বিহার করেন। হে মুনিসত্তম! এই আমি তোমার নিকট গ্রন্থ কীর্ত্তন করিলাম। ইহার আলোচনামাত্রই চিত্তে কৃষ্ণাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১১৭-১২৫ ॥

ইতি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ ৩৪ ॥

সমাপ্ত